আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

চতুর্দ্দশ খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

চতুর্দ্দশ খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

ভূমিকা

পাবনা ও দেওঘর উভয় লীলাতেই পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র জগৎকল্যাণার্থে অজস্র বাণী প্রদান করেছেন। গদ্য, পদ্য ও কথোপকথনচ্ছলে প্রদত্ত তাঁর এই বাণীসম্ভারের মধ্যে মানবজীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান আছে। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত প্রতিটি বিষয় ও ব্যাপারের নিখুঁত বিশ্লেষণ, শুভাশুভ নির্দ্ধারণের নির্ভুল চেতনা এবং কেন্দ্রায়িত জীবনের অপরিহার্য্যতা বাণীগুলির ছত্রে ছত্রে বিকশিত।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশে, তাঁর দেওঘর-লীলায় প্রদত্ত বাংলা গদ্যবাণীগুলিকে তারিখ ও সময়-অনুক্রমে পর পর বিন্যস্ত ক'রে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হ'য়ে চলেছে 'আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ'। এ সম্বন্ধে যাবতীয় বক্তব্য প্রথম খণ্ডের ভূমিকাতেই কথিত হয়েছে।

বর্ত্তমান খণ্ডটি ঐ ধারার চতুর্দ্দশ খণ্ড এবং অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় বিষয়বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। এই খণ্ডে পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের ৬৬তম জন্ম-মহোৎসব উপলক্ষে এবং ৬৩তম ঋত্বিক্-অধিবেশন উপলক্ষে প্রদত্ত আশীর্ব্বাণী দুইটি সংযোজিত হয়েছে। ১৩শ খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডও প্রায় পঁচিশ ফরমারই করা হ'ল।

এই খণ্ডে বাণী আছে মোট ৩৫৯টি, যেগুলির ক্রমিক সংখ্যা ৫৪০৫ থেকে ৫৭৬৩ নম্বর পর্য্যন্ত। প্রথম বাণীটি অবতীর্ণ হয় ইং ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখে এবং গ্রন্থের শেষ বাণীটির অবতরণকাল ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ২৫ তারিখ।

এই মহাগ্রন্থের প্রেস্‌কপি তৈরী করা, সূচী-প্রণয়ন ইত্যাদি কার্য্যে প্রথম খণ্ড থেকেই ব্যাপৃত আছেন শ্রীদেবীপ্রসাদ

মুখোপাধ্যায়, শ্রীকুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ। আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ-গ্রন্থস্থিত ভাগবত বিধানের অনুসরণ ও অনুশীলন কালক্লিষ্ট অস্থির ধরণীকে শান্ত ও প্রাণবন্ত করুক এবং মানবতাকে ক'রে তুলুক আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টি-চেতনায় প্রবুদ্ধ—এই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
মহালয়া, ১৩৯৯

প্রকাশক

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

বর্ত্তমানে তোমার চালচলন, আচার-ব্যবহার
কথাবার্ত্তা ইত্যাদি,
তোমার পরিবার-পরিবেশে
যদি হৃদ্যও হয়,
এবং পূর্ব্বে যদি তা' পরিবার-পরিবেশে
উদ্ধত, আত্মম্ভরী হ'য়ে চলে থাকে,
তবে মনে ক'রো না—
বর্ত্তমানের আপাত
ঐ হৃদ্য বাক্য-ব্যবহার, অনুশীলন-তৎপরতা
পরিবার ও পরিবেশের সবাইকে
এখনই তোমার প্রতি
শ্রদ্ধোষিত প্রীতিমুখর ক'রে তুলবে ;
পূর্ব্বে তোমার সক্রিয় জীবন যেমন ছিল—
আচারে, ব্যবহারে, বাক্যে, চালচলনে,—
সেগুলির সঞ্চিত প্রতিক্রিয়াকে উপেক্ষা ক'রে
তা'রা তোমার কাছে
প্রীতিমুখর অনুচর্য্যাপরায়ণ হ'য়ে চলবে,—
তা' কিন্তু নাও হ'তে পারে ;
তা'দের সহিত বর্ত্তমানে সদ্ব্যবহার করা সত্ত্বেও
সহজে তাদের অন্তঃকরণে
আস্থাই আসবে না
যে, তুমি তাদের প্রতি
প্রীতিমুখর হ'য়ে আছ ;
পূর্ব্বের প্রতিক্রিয়া পুনঃপুনঃ আসা সত্ত্বেও
যখন তুমি তাদের প্রতি

প্রীতিসন্দীপ্ত হ'য়ে
তদনুগ অনুচর্য্যায়
তা'দের হৃদয় ফুল্ল ও প্রবুদ্ধ ক'রে চলবে,
ঐ পূর্ব্বের প্রতিক্রিয়াগুলি
তোমাতে সংঘাত সৃষ্টি ক'রে
যখন পূর্ব্বের মত
সাড়া আর পাবেই না,
তখন থেকে দেখতে পাবে—
ক্রমশঃই তা'রা তোমার প্রতি
কতখানি শ্রদ্ধোষিত হ'য়ে উঠেছে,
তোমার জীবনে জীয়ন্ত হ'য়ে চলতে
কতখানি আগ্রহান্বিত হ'য়ে উঠেছে—
অস্তিবৃদ্ধির অনুদীপনী অনুশাসন-অনুবর্ত্তিতায়
প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলিতে
অর্ঘ্যান্বিত ক'রে তোমাকে ;
তুমি যেমন কর,
নানা সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
তা'র প্রতিক্রিয়া যেমন আসে,
সেই প্রতিক্রিয়াকে বিনায়িত ক'রে
যতই জীবনীয় ক'রে তুলতে পারবে,—
তুমি জীবনীয় হ'য়ে উঠবে
সকলের কাছে তেমনি ;
ঈশ্বরই প্রীতি-তীর্থ,
জীবন-নন্দনা,
সম্বুদ্ধি ও সম্বর্দ্ধনার পরম উৎস । ৫৪০৫ ।
৩০।৯।১৯৫৩, সকাল ৮-১৫

মনে ভেবো না—
তোমার বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জ্জন দিয়ে,

শ্রেয়কেন্দ্রিক নিষ্ঠাকে জলাঞ্জলি দিয়ে,
সদাচারকে উৎখাত ক'রে,
নিজের ব্যক্তিত্বকে পদদলিত ক'রে,
সবার প্রতি প্রীতিমুখর হ'য়ে চলতে হবে ;
ঐ অজ্ঞ প্রীতিমুখরতার ভিতর থাকে—
ছন্ন সঙ্গতিহীন আত্মপ্রতারণা,
তুমি যদি মানুষকে ভালবাসতে চাও,—
তবে শ্রেয়কেন্দ্রিক নিষ্ঠায় আলম্বিত থেকে,
বৈশিষ্ট্যকে সংহত ক'রে,
সদাচারকে সুচারু ক'রে,
ব্যক্তিত্বকে শিষ্ট ও সম্বর্দ্ধনী রেখে,
তোমার অন্তঃকরণের প্রীতিপ্রেরণাকে
বর্দ্ধনদীপী ক'রে
লোক-প্রীতিকে উচ্ছল ক'রে তোল—
অস্তিবৃদ্ধিদ শীল-অনুশাসনে
সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে,—
যা'র ফলে, তোমার পরিবার, পরিবেশ ও পরিস্থিতি
তোমাতে শ্রদ্ধা-সুনিবন্ধনায়
তোমার প্রীতিতে আত্মবিনায়িত হ'য়ে
অনুশীলনায় যোগ্যতাকে আহরণ ক'রে
প্রীতিপ্রসন্ন প্রবুদ্ধ হ'য়ে
বর্দ্ধনায় বিবর্দ্ধিত হ'য়ে চলতে ভালবাসে—
ক্লেশসুখপ্রিয়তার
অনুচর্য্যী অভিবাদন নিয়ে,
আত্মপ্রসাদী তৎপরতায়,
প্রীতি যখন এমনতরই মলয়ফুল্ল হ'য়ে
প্রতিটি অন্তঃকরণকে যতই স্পর্শ করবে,
ততই জীবনদীপ্ত হ'য়ে উঠবে তা'রা—
সদাচারী অস্তিবৃদ্ধির আত্মবিনায়নী
প্রসাদ-নন্দনায়,

পারস্পরিক উৎক্রমণী অনুচর্য্যা নিয়ে,
ঐ হ'চ্ছে বাস্তব প্রীতি,
ঐ শ্রদ্ধাই ভক্তির শান্ত ভূমি,
আর, ঐ হ'চ্ছে প্রেমের উৎস,
প্রেম চিরদিনই প্রীণন-তৎপর ;
ঈশ্বর সবারই জীবন-প্রেরণা,
তিনি প্রেমস্বরূপ,
হৃদয়স্থ ভক্তি-সিংহাসনে
তিনি আবির্ভূত হ'য়ে থাকেন। ৫৪০৬।
৩০।৯।১৯৫৩, সকাল ৯-৪০

তুমি হীনজন্মা হ'তে পার,
প্রতারিত প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধির ফল-স্বরূপ
তোমার জন্ম হ'তে পারে,
দুষ্কর্ম্মা হ'তে পার তুমি,
পতিত হ'তে পার তুমি,
কিন্তু বিবর্ত্তন-অভিলাষী অস্তিবৃদ্ধির
উপাসক তুমি স্বতঃই,
তুমিও বেঁচে থাকতে চাও,
জীবনে উন্নতি করতে চাও,
বাড়তে চাও ;
তাই যদি চাও,
তবে প্ররোচিত প্রবৃত্তির লুব্ধ শাসনে
দুষ্কৃতির দুঃস্থ ব্যভিচারে
পাতিত্যের বিকট প্ররোচনায়
দিশেহারা হ'য়ে,
তোমার দেবতা যিনি,
তোমার উদ্ধাতা যিনি,
তোমার সত্তার সুখদীপনা যিনি,

মঙ্গলের জীয়ন্ত প্রতীক যিনি তোমার—
তুমি তাঁকে কেন অপবিত্র ক'রে তুলবে ?
বরং, অন্তরের শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য নিয়ে
তোমার বৈশিষ্ট্যানুগ সেবায়
তাঁতেই অনুগতিসম্পন্ন হও ;
উদ্ধাতার আকুল আলিঙ্গনে
বিনয়াবনত অনুগতিসম্পন্ন হ'য়ে
আগ্রহ-আতুর দীপনায়
তাঁকেই অনুসরণ কর—
তোমার সত্তার পবিত্রতম অর্ঘ্যাঞ্জলি নিয়ে ;
যিনি তোমার জীবনের পথ,
যিনি তোমার জীবনের আলো,
অন্বিত অনুচর্য্যায়
সঙ্গতিশীল আত্মবিনায়নায়
তাঁরই অনুবর্ত্তনে
প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠ ;
সব মলিনতা তোমার
জ্ব'লে-পুড়ে খাক্ হ'য়ে যাক,
শ্রদ্ধার অবিরল-বর্ষণে ধুয়ে মুছে যাক,
স্খলিত-পাপ হ'য়ে ওঠ তুমি,
দৃপ্ত হ'য়ে ওঠ তুমি ;
দুষ্কর্ম্মকে প্রশ্রয় দিও না,
পাতিত্যে প্রলুব্ধ হ'য়ো না,
পবিত্রতাকে মলিন ক'রে তুলো না,
সুস্থিতে সংঘাত হেনো না,
উৎকর্ষে উৎসর্গীকৃত হও,
সুকেন্দ্রিক আরতি-অভিসারে
জীবনকে নিয়ন্ত্রিত কর,
সেবা-সম্বর্দ্ধনায় আত্মবিনিয়োগ কর ;
ঐ জীয়ন্ত পথের অনুসরণে

শ্রদ্ধানুকম্পী যে-জীবনে বিনায়িত হ'য়ে উঠবে তুমি—
তাঁরই রণন-ঝঙ্কারে তুমিও আবার
ভরদুনিয়ার আলো হ'য়ে উঠতে পারবে,
তাই, তোমার জীবনের মূলে
কুঠারাঘাত করতে যেও না ;
তোমার প্রবৃত্তি-পঙ্কিলতাকে প্রশ্রয় দিয়ে
প্রশস্ত ও প্রতুল ক'রে তুলে
নিজের জীবনের পথকে
সংকীর্ণ ও রুদ্ধ ক'রে ফেলো না ;
প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যী অনুচরদের লোভানি
যেন তোমাকে ভুলাতে না পারে ;
তুমি অটল থাক,
স্থির থাক,
অটল অস্তিত্ব নিয়ে
ঐ পথ বেয়ে
অনন্তের অভিসারে চলতে থাক ;

তুমি যেই হও,
যাই হও,
মুক্ত হও,
বুদ্ধ হও,
পবিত্র হ'য়ে ওঠ,
মনে রেখো—
"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণঃ" ;
ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন,
স্বস্তি তোমাকে সুস্থ রাখুক,
ঋদ্ধি তোমাকে
বিবর্দ্ধনের সৌষ্ঠব-নিয়ন্ত্রণে
সুসঙ্গত ব্যক্তিত্বের
বিনায়িত প্রভব-দীপনায়
আয়ুষ্মান ক'রে তুলুক ;

তুমি চিরায়ু হও—
তোমার যা'-কিছু নিয়ে
সত্যে, সুন্দরে, শিবে ;
তোমার প্রাণন-স্পন্দন
দীপক রাগে ব'লে উঠুক—
'বন্দে পুরুষোত্তমম্' । ৫৪০৭ ।
৩০।৯।১৯৫৩, বেলা ১১-৪৫

রক্ষণশীল হও,
কিন্তু বিবেকী হও—
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির অন্বিত সঙ্গতিতে
অস্তিবৃদ্ধির বিনায়নী বর্দ্ধনাকে
যা'তে অব্যাহত রেখে চলতে পার—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরণী তৎপরতায় ;
ধর্ম্মই বল, আর রাজনীতিই বল,
তা'র সার্থকতাই ঐ চলনে । ৫৪০৮ ।
১।১০।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-১০

যার শ্রেয়ানুগ কৃতী-পোষণায়
যা'রা কৃতার্থ,
তাদের কর্ত্তব্য সেখানে,
তা'কে বাদ দিয়ে যে-কর্ত্তব্য—
যা' তা'তে সার্থক হ'য়ে ওঠে না,
তা' যতই ভাল হো'ক না কেন,
তা' বিকৃতই ;
যা'র মান বা ওজন
বাস্তব অন্বিত সঙ্গতিতে
ব্যক্তিত্বে সঙ্গত হ'য়ে উঠেছে,

সেই মান বা ওজন প্রকৃত,
বিশেষত্বও তা'র সেখানে ;
আবার, সেই মান বা ওজন নিয়ে
যা'রা যেমনভাবে পরিমাপিত বা সম্বন্ধান্বিত
আপূরণী পরিচর্য্যা-অন্বিত হ'য়ে,
তা'রা তেমনি তা'র স-মান বা তৎ-সদৃশ ;
পরিপূরক ও পরিপালক যিনি,
তাঁ'র সঙ্গে সম্বন্ধ-সঙ্গতি যাদের যেমনতর—
তা'দের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধও তেমনতর ;
যা'কে দিয়ে আপোষিত, আপূরিত তুমি,
তা'র সহিত সম্বন্ধ
যেই চ্যুতিলাভ করল,
বাঁধনহারা হ'লো,
তোমার মূল্যও হ'লো তখন থেকে অপলাপ-অনুশায়ী,
তুমি হ'লে অকৃতজ্ঞ,
বিকৃতি-বিভোর ;
যা'র মানে তুমি পরিমিত,
পরিণত,
তা'কে বাদ দিয়ে
তোমার ব্যক্তিত্বের ওজন
অপকৃষ্ট ছাড়া আর কিছুই নয় ;
তাই, যে তোমার আপূরক, আপোষক,
পালক, সংরক্ষক,
সেই সম্বন্ধে অন্বিত হ'য়ে
পরম্পরানুগ পদবিক্ষেপে চলতে থাক—
ইষ্টানুগ সঙ্গতি নিয়ে ;
বিকৃত ঔদার্য্য নিয়ে
উদ্ধত ব্যক্তিত্বের স্পর্দ্ধা নিয়ে
হামবড়াইয়ের প্রতিষ্ঠা করতে যেও না ;
তা' যদি কর,

তোমার মান বা ওজনও
অমনতরই হ'য়ে উঠবে ;
তোমার ব্যক্তিত্ব নিয়োজিত হো'ক ঈশ্বরে,
আপূরণী অনুক্রমিকতায়
তা' বিস্তার লাভ করুক,
তোমার ব্যক্তিত্ব ঐ সম্বন্ধান্বিত মর্য্যাদায়
বিভূতি-প্রসন্ন হ'য়ে
ঈশ্বরেই সার্থক হ'য়ে উঠুক। ৫৪০৯।
৩।১০।১৯৫৩, সকাল ৮-৪৫

তোমার চিত্ত-কায়ের সঙ্গতি
কতখানি কেমন স্বস্তিপ্রদ—
তা' দেখে দৈনন্দিন চলনাকে
তদনুপাতিক বিবেচনা ও প্রস্তুতির সহিত
নিয়ন্ত্রিত ক'রো,
যা'তে তোমার অবিবেকী চলনার দরুন
বিপন্ন না হ'য়ে ওঠ ;
চিত্ত ও কায়ের সঙ্গতি যেমন সুস্থ,
স্বাস্থ্যও তেমনিই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ,
এই চিত্ত-কায়ের অসমঞ্জসা চলনা
সাফল্যে বিঘ্ন তো নিয়ে আসেই,
তা' ছাড়া, অনেক সময়
অবাঞ্ছনীয় বিপদও সৃষ্টি ক'রে থাকে,
তাই, ধী-চক্ষুর বিবেকী বীক্ষণাকে
অবজ্ঞা ক'রো না কখনও। ৫৪১০।
৪।১০।১৯৫৩, সকাল ৮-১৫

যে-ব্যবহার
তোমার ও অপরের পক্ষে

শুভদ বা প্রীতিপ্রদ নয়কো,
তা' কিন্তু মূঢ়ত্ব বা অবিমৃষ্যকারিতারই
পরিচায়ক। ৫৪১১।
৪।১০।১৯৫৩, বেলা ১১-২০

যেখানেই যাও না কেন,
বিচক্ষণ বোধিদৃষ্টিতে
যমন-নিয়ন্ত্রণী বিনায়নে লক্ষ্য রেখো—
সঙ্গতি-শালিন্যে,—
তা' আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক
যে-কোন ব্যাপারেই হো'ক না কেন। ৫৪১২।
৪।১০।১৯৫৩, বেলা ১১-২৫

ঈশ্বর সবারই পরম প্রেয়,
কিন্তু প্রতিটি বৈশিষ্ট্য-অনুক্রমিক বর্ত্তনার ভিতর-দিয়ে
পারস্পরিক অন্বিত সঙ্গতিতে
তাঁতে হ'য়ে ওঠে প্রতিপ্রত্যেকেরই উপনতি ;
আর, ঐ প্রতিটি বিশেষের অন্বিত সঙ্গতির
সার্থক তর্পণী অর্ঘ্য-নিয়মনার ভিতর-দিয়ে
যে চরিতার্থতা সংঘটিত হ'য়ে থাকে—
একসূত্র সার্থক বাস্তব বিনায়নায়,
ভজন বা ভক্তি-আকৃতির সৌষ্ঠব-মিলনে,—
তা'রই অর্থান্বিত সঙ্গতিতে আবির্ভূত হ'য়ে ওঠে
তাঁর বিভব-বিভূতি ;
তাই, ঈশ্বরই সর্ব্বার্থ-সার্থকতার পরম-সূত্র। ৫৪১৩।
৬।১০।১৯৫৩, বেলা ১১-১৫

যদি কোন বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
মহৎ-সংশ্রয়ে যাও,

শ্রদ্ধোষিত অনুচর্য্যী মনোবৃত্তি নিয়েই যেও,
আর, তাঁর কাছ থেকে কোন সমাধান
বা অশুভ-নিরাকরণী অনুশাসন-অনুজ্ঞা
যদি কিছু পাও,
বাস্তব সক্রিয়তায়
ঐ অনুশাসন-মাফিক
তোমার নিজেকে, পরিবার ও পরিস্থিতিকে
তন্নিয়মনায় বিনায়িত ক'রেই চ'লো—
অনুশীলনী তৎপরতা নিয়ে ;
তাঁর নিদেশ যদি
বাস্তব তৎপরতায়
পরিপালন না কর—
বিহিতভাবে,
উপযুক্ত অবস্থায়,
তাহ'লে ঐ সমাধান তোমাকে
কল্যাণের অধিকারী ক'রে তুলতে পারবে না ;
নিষ্ক্রিয় ভাবালুতা
ভ্রান্তিকেই আবাহন করে,
ভ্রান্তি আনে ব্যতিক্রম,
ব্যতিক্রম হ'তেই আসে বিপর্য্যয়,
আর, বিপর্য্যয় শুভবর্ত্তনাতে
অধিষ্ঠিত হ'তে দেয় না কাউকে ;
তাই, তাঁকে ধর,
কর,
আর চলও তেমনি ;
ঈশ্বরই ক্ষেম-বর্ত্তনার আরতি-সম্বেগ। ৫৪১৪।
৬।১০।১৯৫৩, রাত ৭-১০

তীর্থের প্রাণনছন্দই হচ্ছে—
সুকেন্দ্রিক শালীনতা,

সদাচার,
সমবায়ী সুসঙ্গত সম্বর্দ্ধনী সংস্কৃতি,
নৈষ্ঠিক অনুশীলন,
তীর্থগুরু ও পুরোহিতদের
শ্রদ্ধোষিত প্রাজ্ঞ লোকানুচর্য্যা
ও তা'দের আদর্শ-বিকীরণী চরিত্র ;
এর বিকৃতি যেখানে যেমনতর,
তীর্থের ত্রাণদীপনাও
মলিন-বিহ্বল সেখানে তেমনতরই ;
আর, এই আদর্শ-বিকীরণী চরিত্র,
শীলন-সন্দীপী সংস্কৃতি
ও অনুকম্পী প্রাজ্ঞপরিবেদনায়
লোকজীবন যেমন অনুপ্রেরিত হ'য়ে ওঠে,—
দেশও তেমনি আদর্শে সংহত হ'য়ে
আত্মবিন্যাসিত, প্রীতি-সন্দীপনী,
পারস্পরিক অনুবেদনা নিয়ে
বর্দ্ধনায় বিবর্দ্ধিত হ'য়ে চলতে থাকে ;
তাই, তীর্থ সেখানে—
পুরুষোত্তমের প্রীতি-প্রতিষ্ঠা যেখানে,
আবার, ঐ তীর্থগুলিই তাই
স্বাভাবিক বিশ্ববিদ্যালয়। ৫৪১৫।
৭।১০।১৯৫৩, রাত ৭-৩৫

তুমি শ্রেয়সন্দীপী সুকেন্দ্রিক অনুকম্পী
অনুবেদনা নিয়ে
যদি কা'রো কোন উপকার কর,
সে-ই যে তোমার উপকার করবে—
উপকৃত হ'য়ে,
তা' কিন্তু নাও হ'তে পারে,

কারণ, যা'র উপকার করছ,—
যে তোমাকে দিয়ে উপকৃত,—
তা'র আত্মনিয়মনী সম্বেগ,
যা' দিয়ে মানুষের অন্তঃকরণে
আগ্রহের উদ্দীপ্তি হ'য়ে ওঠে,
যে-উদ্দীপনা প্রতিক্রিয়ায়
উপকারীর উপকার করতে
মানুষকে আগ্রহ-উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে,
তা' ত'ার নাও থাকতে পারে ;
কিন্তু তোমার অন্তরে ঐ উপকার-প্রবৃত্তি
এমনতরভাবে বিনায়িত হ'য়ে
অনুবেদনী আগ্রহের সৃষ্টি করতে পারে,
যে-আগ্রহ লোকের অন্তরে
অনুপ্রেরণা জুগিয়ে
তোমার প্রতি উপকারপ্রবণ হ'য়ে ওঠার
প্রলোভন জাগিয়ে তুলতে পারে ;
তাই, সাধ্যানুপাতিক
লোক যা'তে তোমা হ'তে উপকৃত হয়,—
তা' কর,
যা'কে করছ,
সে তোমার জন্য যদি কিছু নাও করে,
ঐ প্রেরণা উপযুক্ত অন্তঃকরণে
এমনতর উন্মাদনার সৃষ্টি করবে,
যা'তে সে তোমাকে দিয়েই কৃতার্থ হবে ;
যদিও—
'অপাত্রে অযোগ্য দান
দাতা-গ্রহীতা দুইই ম্লান',
আবার, পাওয়ার প্রলোভনে
উপকারী সাজলে
তা' কিন্তু ব্যর্থ হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। ৫৪১৬।
৮।১০।১৯৫৩, সকাল ৯-২০

যে-স্ত্রী স্বামীর কুলমর্য্যাদাকে
প্রগল্‌ভ স্বৈরিণী আচারে
অবদলিত ক'রে চলে,
তা'র সংস্রব হ'তে
বিরত না-থাকা মানেই
আভিজাত্যকে অবজ্ঞা করার অপরাধে
অপরাধপঙ্কিল হওয়া ;

কারণ, স্বামী-কুলমর্য্যাদা যা'র অন্তরে
শ্রেয় হ'য়ে ওঠে নি,
ব্যত্যয়ী স্বৈরাচার যা'র নিয়ামক,
প্রবৃত্তি-উচ্ছল ছন্নতাই
তা'র জীবনের উদ্ধত চলনা হ'য়ে ওঠে,
সে স্বামী-কুলে সংঘাত তো হানেই,
তা' ছাড়া, তৎপ্রসূত সন্তানাদিও
কুলকৃষ্টিকে অবজ্ঞা করার প্রবণতা নিয়ে
জন্মে থাকে প্রায়শঃ ;

নারী বিবাহিতাই হো'ক,
আর, নিবাহিতাই হো'ক,
সে যদি স্বামী বা স্বামীর কুলাচারে
শ্রদ্ধাবনতা ও তদনুচর্য্যা-পরায়ণা না হয়,
অভিজাতগৌরব যদি তা'র হৃদয়কে
বিনীত বিন্যাসে
শ্রেয়-আচরণ-তৎপর ক'রে না তোলে,
স্বামী ও স্বামী-কুলের দক্ষ বহন-প্রবণতা
তা'তে উজ্জীবিতই হ'য়ে উঠতে পারে না—
সৌষ্ঠব-আপ্যায়না নিয়ে ;
তাই, তা'র সংস্রবও
অসাধুত্বেরই উদ্দীপক। ৫৪১৭।
৮।১০।১৯৫৩, রাত ৮-১০

যে-কোন কাজেই হো'ক,
খুব ক'রেও কিছু ক'রে উঠতে পারছ না,
কাজ নিষ্পন্ন করতে
শ্রমেরও ত্রুটি নেইকো
তথাপি লোক তোমাকে
সমালোচনা করতে ছাড়ে না,
বিভিন্ন লোক বিভিন্ন রকমে
তোমাকে সমালোচনা করছে,
আর, ঐ সমালোচনা দেখেই
তুমি তাদিগকে
তোমার বিরুদ্ধ মনে করেই চলছ,
আবার, তোমার অনেক বন্ধুবান্ধবের কাছেও
বলছ তাই—
এটা কিন্তু ঠিক নয় ;
তুমি তাদের সমালোচনা শুনে
বিহিত করণীয় যা',
তা'ই ক'রে চলতে থাক—
বিবেচনা ক'রে ;
মানুষকে তোমার বিরুদ্ধবাদী ব'লে
বলতেও যেও না,
আর, ঐভাবে একটা ক্ষুব্ধতার আবেশ নিয়েও
চলতে থেকো না ;
বিহিত সঙ্গতি নিয়ে
আদর্শপ্রতিষ্ঠ ও তদুপচয়ী
উপযুক্ত নিয়মনে
নিজেকে সুকেন্দ্রিক রেখে
যেখানে যেমন চলতে হয়
হৃদ্য অনুবেদনী বাক্য, ব্যবহার নিয়ে
তেমনতরই চলতে থাক—
সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ আপদকে বিনায়িত করতে

যেখানে যেমন করতে হয়—
তা'র প্রস্তুতি নিয়ে ;
যেখানে যেমন কইতে হয়,
করতে হয়,
ইষ্টার্থে অবাধ থেকে
কার্য্যতঃ তেমনি ক'রে চল—
উপচয়ী দক্ষকুশল তৎপরতায় ;
তোমার সুকেন্দ্রিক বাক্য, ব্যবহার
ও কর্ম্মবিনায়নার ভিতর-দিয়ে
সবাইকে ভাবতে দাও—
তুমি তা'দের নেহাৎই আপনার জন ;
লোকে যদি তোমার প্রতি
বিরুদ্ধ ভাব নিয়ে চলে,
তুমি তাদের প্রতি কতখানি ক্ষোভান্বিত,—
সে-কথা—
এমন-কি, তোমার বন্ধু-বান্ধবের কাছেও
বলতে যেও না ;
এমনতর প্রশমন-প্রবৃত্তি নিয়েই চলতে থাক,
দেখবে প্রত্যেকে তোমাকে
তা'দের স্বার্থ
ও অস্তিবৃদ্ধির পরম বান্ধব ব'লে মনে করছে ;
সৌজন্যপূর্ণ আপ্যায়নী উৎফুল্লতা নিয়ে
তুমি লোককে যেমন ভাববে,
যেমন করবে,
তুমি চাও বা না চাও,
লোকের কাছে পাবেও তাই। ৫৪১৮।
৯।১০।১৯৫৩, রাত ৬-৪৫

ক্ষমতা যাই পাও না কেন,
যোগ্যতার অনুশীলনী অনুচর্য্যা নিয়ে

তোমার ব্যক্তিত্বে
বিশেষত্ব যতই ফুটে উঠুক না কেন,
আর, ঐ ফুটন্ত যোগ্যতা
তোমাকে যে-ক্ষমতায়ই
অধিষ্ঠিত করুক না কেন,
আর, তা' যতটুকুই হো'ক
বা যত বড়ই হো'ক,
তুমি বিনীত থেকো—
সৌজন্যপূর্ণ অনুদীপনা নিয়ে,
সানুকম্পী সেবা-তৎপরতায় ;
ঐ ক্ষমতা যেন
লোকের পক্ষে ক্ষেমসুন্দর হ'য়ে ওঠে—
ধারণে, পালনে,
হৃদ্য সুনিষ্ঠ অভিসার-অনুচর্য্যায়,
সহ্য-ধৈর্য্য-অধ্যবসায়ী অনুদীপনা নিয়ে,
সুনিষ্ঠ সুকেন্দ্রিক কেন্দ্রার্থকে সার্থক ক'রে,
উপচয়ী ক'রে ;

অমনি ক'রে চল,
ক্রমেই দেখতে পাবে—
লোকে তোমাতে কত নির্ভরশীল হ'য়ে উঠছে ;
তোমার হাতে ক্ষমতা দিয়ে
তা'রা কৃতার্থ হ'য়ে উঠছে,
প্রাণন-পরিচর্য্যায়,
প্রীতি-অর্ঘ্যে
তোমাকে বিভূষিত ক'রে তুলছে তা'রা ;
মনে রেখো—
অবিবেকী হীনম্মন্যতা যেখানে যত সক্রিয়,
ক্ষমতাও ক্ষতিকারক সেখানে তেমনি,
তাই, ক্ষমতা প্রয়োগ ক'রো—অসৎ-নিরোধে,
আর, তা'কে পরিবেষণ ক'রো—

মানুষের সত্তাপোষণী অনুচর্য্যায়,
হৃদ্য অনুবেদনা নিয়ে ;
ঈশ্বরই ধারণ-পালনী সম্বেগ,
ঈশ্বরই সবারই অধিপতি,
আর, এই আধিপত্যই ঐশ্বর্য্য,
করার ভিতর-দিয়ে
শুভকে মূর্ত্ত ক'রে তোল,
আর, ঐ ফুটন্ত মঙ্গলরাগ তোমার
ঈশ্বরের আরতি-অর্ঘ্য ক'রে
নিবেদন কর তাঁকে—
সার্থক সুসঙ্গত অন্বিত চলনে। ৫৪১৯।
৯।১০।১৯৫৩, রাত ৬-৫৫

ক্লিষ্ট যে,
দুঃখিত যে,
বিপাক-ধুক্ষিত যে,
আঘাত-সন্তপ্ত যে,
তা'র প্রতি অনুবেদনী অনুকম্পায়
দরদীর মত বাক্য, ব্যবহার ও অনুচর্য্যা-পরায়ণ থেকো,
তা'র বেদনায় ব্যথিত হ'য়ো,
তা'র অন্তঃকরণকে স্নিগ্ধ ক'রে তুলো,
আর, এই অনুকম্পী আচরণের ভিতর-দিয়ে
সে যত স্নিগ্ধ-তর্পিত হ'য়ে উঠবে,
সঙ্গে-সঙ্গে একটু-একটু ক'রে
বিশ্লেষণী সমর্থনায়
বেদনার কারণকে
তা'র বোধি-বিবেচনায় নিয়ে এসো,
যা'র ফলে, সে ক্রমশঃ
নিজের ত্রুটির কথা

নিজেই তোমার কাছে বলতে থাকে,
আর, নিজেও তেমন সঙ্গে-সঙ্গে
নিয়ন্ত্রণতৎপর হ'য়ে ওঠে ;
এমনতর ধী-কুশল তৎপরতার সহিত
তোমার বাক্য ও ব্যবহার প্রয়োগ ক'রো—
যা'র ফলে
সে স্বতঃই আত্মনিয়ন্ত্রণে অনুপ্রেরিত হ'য়ে ওঠে,
যেমন ক'রে যা' হ'তে
সে আঘাত পেয়েছে,
তা'র প্রতি তার রুষ্টভাব যেন
ক্রমান্বয়ে তিরোহিত হ'তে থাকে,
ভবিষ্যতের জন্যও সে যেন
ঐ জাতীয় ব্যতিক্রম হ'তে
নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে পারে ;
কিন্তু গোড়াতেই যদি
তাকে দোষী সাব্যস্ত ক'রে
তদনুযায়ী কোনরকম ভাবভঙ্গী প্রকাশ কর—
তুমি দরদী হ'য়ে উঠতে পারবে না
তার কাছে,
তোমাকে সে ভুলই বুঝবে,
তুমি তা'র দরদী নও—
এই ভেবে সে
তোমা হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে উঠবে,
কূটদৃষ্টিতে দেখবে তোমাকে,
তা'তে তোমারও ভাল হবে না—
তা'রও ভাল হবে না ;
উচিত কথা,
উচিত ব্যবহার মানে—
যে-কথা বা ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে
মিলন প্রবর্ত্তিত হ'য়ে ওঠে,

আর, ন্যায্য তা'ই,
যে-বাক্য, ব্যবহার বা আচরণের ফলে
মানুষ আত্মনিয়ন্ত্রণ-তৎপর হ'য়ে
রোষমুক্ত হ'য়ে ওঠে,
মৈত্রী-মিলনই ঈশ্বরের আশিস্-দীপনা। ৫৪২০।
৯৷১০৷১৯৫৩, রাত ৯-৩৫

তুমি যে-কোন অবস্থারই
সম্মুখীন হও না কেন,
তা' তুমি নিজেই হও
বা স্বজন-সমভিব্যাহারেই হও,—
তৎক্ষণাৎ দক্ষ উপস্থিতবুদ্ধির
তড়িৎ-বিবেচনায়
সব দিক দেখে
নির্দ্ধারিত ক'রে নিও—
ঐ ব্যাপার, বিষয় বা অবস্থার ভিতরে
তোমার পক্ষে শ্রেয় কী,
সঙ্গে-সঙ্গে ঐ বিষয়, ব্যাপার বা অবস্থার
যা'-কিছুকে
বোধিচক্ষুর খরদৃষ্টিতে
সঙ্গতিশীল অন্বয়ে
সুযুক্ত অভিধায়না নিয়ে
বিন্যস্ত ক'রে নেবে—
বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মের সুসঙ্গতি নিয়ে,
যা'তে তুমি ঐ অবস্থা, ব্যাপার বা বিষয়কে
শুভপ্রসূ ক'রে আয়ত্তে আনতে পার ;
নজর রেখো—
যা'তে অন্যকে অযথা অশুভ-আপদে
ফেলে দিতে না হয় ;

যতই হৃদ্য-কুশল ধী নিয়ে
সুবিন্যাসে এমনতর ক'রে তুলতে পারবে—
তড়িৎ-সম্বেগে,—
মানুষের হৃদ্যও হ'য়ে উঠবে তেমনি,
আর, ব্যাপার, বিষয় বা অবস্থা
আয়ত্তও করতে পারবে তেমনি ;
মনে রেখো—
যে সত্যচর্চ্চায় ভূতহিত নেই,
তা' যথার্থ হ'লেও,
মিথ্যাফলপ্রসূ ;
ঈশ্বর সত্য-স্বরূপ,
তিনি ক্ষেমসুন্দর। ৫৪২১।
১২।১০।১৯৫৩, রাত ৮-১০

যেখানে যা'ই কর না কেন—
এমন-কি, সামান্য ব্যাপারেও,—
তা' যেন বাস্তব হয়,
সম্ভাবাপন্ন হয়,
মঙ্গলপ্রসূ হয়,
আদরণীয় হয় ;
সুকেন্দ্রিক সুনিষ্ঠ আত্মবিনায়নী
তৎপরতা নিয়ে
যতই এমনতরভাবে
যা'-কিছুর সমাধান ক'রে চলতে পারবে,
তুমি 'সত্যং, শিবং, সুন্দরম্'-এর
পূজারী হ'য়ে উঠবে তেমনি ;
ঈশ্বরই সত্য-স্বরূপ,
ঈশ্বরই মঙ্গল-স্বরূপ,
তিনি পরম-সুন্দর। ৫৪২২।
১২।১০।১৯৫৩, রাত ৮-১৫

তোমার বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রিয়পরম যিনি,
শ্রেয়-প্রেয় যিনি,
তাঁর সত্তা ও সত্ত্ব যখনই দেখবে
ব্যাহত, ব্যর্থ, বিব্রত ও বিপন্ন হ'য়ে উঠছে,
তুমি যদি তোমার আত্মিক সম্বেগ নিয়ে
তা'কে নিরোধ না কর,
কিংবা সে-ব্যাপারে অলস থাক,
তদুপচয়ী ঊর্জ্জী-কর্ম্মা না হ'য়ে ওঠ—
তাঁকে নিরাপত্তায় নির্ব্বিঘ্ন ক'রে,—
ঠিক বুঝে নিও—
তোমার ব্যক্তিত্বের বন্ধনীগুলিকে
অর্থাৎ যে-অনুপ্রেরণায়
সার্থক সংহতিতে
তোমার ব্যক্তিত্ব বিনায়িত হ'য়ে উঠছিল,—
বিবর্ত্তনে পদবিক্ষেপ ক'রে,
তা'কে হেলায়
ছন্ন ও উচ্ছৃঙ্খল ক'রে তুলে
সংহত সক্রিয়তায় সংঘাত হানলে ;
তাই বলি—
তুমি সন্ধিৎসু হ'য়ে ওঠ,
সজাগ থাক,
সক্রিয় তর্পিত তপস্যায়
দক্ষকুশল কৌশলে
সার্থক সুশৃঙ্খল সঙ্গতিপূর্ণ বিনায়নায়
নিজেকে তৎ-পোষণ-পালন-তৎপর ক'রে
তোমার হৃদয়কে নন্দনায় উদ্দীপ্ত ক'রে তোল ;
অবহেলাকে অবদলিত ক'রে,
অসৎ-পরাক্রমকে পরাভূত ক'রে,
হীনত্বকে নিষ্পেষিত ক'রে,

আত্মঘাতী সর্ব্বনাশকে নিঃশেষ ক'রে
তোমার অন্তরস্থ উদাত্ত আগ্রহ-সম্বেগ
ঐশী দীপনায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠুক,
তোমার ঐ প্রিয়-প্রীতিতে পরমপুরুষ
উদ্‌ভাসিত হ'য়ে উঠুন,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম তোমার
শাতনতন্ত্রকে পরাভূত ক'রে
অমৃত-উদ্‌গাতা হ'য়ে উঠুক ;
'প্রেমন্‌ ! তোমার জয় হো'ক' ! ৫৪২৩ ।
১৪।১০।১৯৫৩, সকাল ৮-৫০

সভ্যতাকে সৌষ্ঠবমণ্ডিত কর,
কিন্তু তা' যেন
অস্তিবৃদ্ধিকে ব্যাহত না ক'রে চলে,—
তোমাদের এই পাঞ্চভৌতিক দেহকে
পোষণোপাদানে বঞ্চিত না করে—
যথোপযুক্ত বিন্যাস-বিনায়নাকে
ব্যাহত ক'রে। ৫৪২৪ ।
১৫।১০।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬টা

একের দাঁড়ায় বহুকে ভালবাস,
ঐ একই যেন বহুতে প্রসারিত হ'য়ে ওঠে—
অস্তিবৃদ্ধির সাত্ত্বিক সঙ্গতি নিয়ে ;
বহুর জন্য বহুকে ভালবাসতে যেও না,
ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যাবে ;
একেরই অন্বিত অর্থকে
সুসঙ্গতিপূর্ণ তাৎপর্য্য নিয়ে
যতই বহুর হৃদয়ে

প্রতিষ্ঠা করতে পারবে,
ঐ বহু
সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
ঐ একেই সার্থক হ'য়ে উঠবে ততই ;
আবার, ঐ এক
বহুর অস্তিবৃদ্ধির পরিবেষণ-তৎপর হ'য়ে
বহুতে সরাসরিভাবে
সার্থক হ'য়ে উঠবে ;
দেখবে—সবার জন্য ঐ এক,
ঐ একের জন্য যা'-কিছু সব ;
ঈশ্বর এক অদ্বিতীয়,
ঈশ্বরের অন্বিত সঙ্গীতিতে
সার্থকতা লাভ করে সব যা'-কিছু,
তিনি নির্ব্বিশেষ হ'য়েও
প্রতিব্যষ্টিতে সবিশেষ সত্ত্ব-সন্দীপ্ত । ৫৪২৫ ।
১৬।১০।১৯৫৩, বেলা ১১-১৫

তুমি যদি চুরি কর
অর্থাৎ মানুষের ন্যায্য সত্তাপোষণী আহরণকে
অপহরণ কর,
মনে রেখো—
বৈধী ভাগবত অনুশাসনে
তা'র শতগুণ চক্রবৃদ্ধিহারে
আদায় তো হবেই,
তা'ছাড়া, দুর্ম্মদ শাস্তি তোমাকে
অপলাপী ধুক্ষায়
নিষ্পেষিত ক'রে তুলতে থাকবে,
শেষ রক্ষা হবে কতখানি—ভেবে দেখে
যা' সুবিধা বিবেচনা কর,

তা' করতে পার ;
ঈশ্বরই যোগদীপনা,
ঈশ্বরই যোগবিভূতি,
আর, যেখানে বিয়োগ, ব্যতিক্রম,
ব্যত্যয়ী অপহরণ,—
শাতনী সর্ব্বনাশা ধুক্ষা
সেখানে তীব্র কটাক্ষে লোলজিহ্ব ;
যেখানে পূরণ-পোষণী অনুচর্য্যা
ও প্রীতিমুখর ভজনানন্দ,
ঈশ্বর সার্থক পরমানন্দ সেখানে। ৫৪২৬।
১৬।১০।১৯৫৩, বেলা ১২-৫

রাজনীতি নিয়ে যতই তোলপাড় কর না কেন,
যতক্ষণ তা' মানুষের অস্তিবৃদ্ধির
আপূরণী না হ'য়ে উঠছে,
পরিপোষক না হ'য়ে উঠছে,
পরিপালক হ'য়ে না উঠছে,
সুসঙ্গত সার্থক পারস্পরিকতার ভিতর-দিয়ে
মানুষের ধৃতি
ও সত্তার ধারণ-পোষণের
আপূরণ-পালনে
সার্থক হ'য়ে না উঠছে—
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম নিয়ে,
এক কথায়, ধর্ম্মে সার্থক হ'য়ে না উঠছে,
আবার, ঐ ধর্ম্ম যতক্ষণ
জীয়ন্ত বিগ্রহে মূর্ত্ত হ'য়ে না উঠছে—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ হ'য়ে,
আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক
সঙ্গীতি-শালিন্যে,

পোষণ-পরিচর্য্যায়
মানুষের সাত্ত্বিক অভিব্যক্তিকে
উদ্ভিন্ন ক'রে তুলে,
স্বতঃ-বিকীরণায়
তা'র পরিবেশ ও পরিস্থিতির
উচ্ছল উজ্জ্বল সুবিনায়নায়,
তা' যতক্ষণ প্রতিটি ব্যক্তিত্বে
অধিস্থিতি লাভ না করছে,
শ্রদ্ধোষিত অনুচর্য্যী অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
যোগ্যতার উদ্বোধনে
আত্মনির্ভরশীলতার আবাহনে
মানুষকে
পরিবেশ ও পরিস্থিতির পরিপুষ্টি
এবং পরিভূতির পরিরক্ষণায়
উদ্দাম ক'রে না তুলছে,
তপ-অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
সক্রিয় সুকেন্দ্রিক বিনায়নায়
মানুষকে পারস্পরিকভাবে ধৃতিমুখর
ক'রে না তুলছে,
ইষ্টার্থ-অনুবেদনায়
সঙ্গীতি-শালিন্যে
সুসংহত ক'রে না তুলছে—
পরিচর্য্যী ক্লেশসুখপ্রিয়তার ভিতর-দিয়ে
জীবনের উদ্দাম আহবে জয়মুখর হ'য়ে,
অস্তিবৃদ্ধির উচ্ছল অনুক্রমণায়,—
তোমার ঐ লাখ তোলপাড়
প্রবৃত্তি-সংক্ষুব্ধ প্রবণতার
ধুক্ষিত ফুৎকারে
কখন কোন্ মুহূর্তে
খান-খান হ'য়ে ভেঙ্গে পড়বে—

ছিন্ন ছন্নতায় আত্মবিলয় ক'রে,—
তা'র ঠিকই নেইকো ;

তাই বলি—
তোমার ধর্ম্ম সার্থক হ'য়ে উঠুক আদর্শে,
আদর্শ বিস্তার লাভ করুক
প্রতিটি হৃদয়ে,
প্রতিটি হৃদয়ের জীবন-আকৃতি
অনুশীলনী সৌজন্য-আপ্যায়নার ভিতর-দিয়ে
পারস্পরিক স্বার্থ-সার্থকতায়
প্রবর্দ্ধনার ঐতিহ্য বহন ক'রে
চলন্ত হ'য়ে উঠুক ;
ঐ ধর্ম্ম যখন মানুষে মূর্ত্ত হ'য়ে
প্রতিটি বিশেষকে
উচ্ছল উদ্দীপনায়
ধৃতিমুখর চলন-উচ্ছল ক'রে তুলে চলবে—
সমবেত এষণী উদ্দীপনায়,

সে তখন যে-নীতির স্রষ্টা হ'য়ে উঠবে,
তা'ই হবে বাস্তব রাজনীতি—
লোকরঞ্জনার হোম-আশিস্,
তা' স্বতঃ-উৎসারণায়
ঈশ্বরে সার্থক হ'তে
উদাত্ত চলনে চলতে থাকবে ;
ঈশ্বরই ধর্ম্ম,
ঈশ্বরই নীতি,
ঈশ্বরই সর্ব্বস্বার্থের পরম-সার্থকতা। ৫৪২৭।
১৬।১০।১৯৫৩, রাত ৯-১৫

৬৬তম জন্ম-মহোৎসব উপলক্ষে
শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাণী

জীবন !
অন্তরাত্মার উদাত্ত সম্বেগে গেয়ে ওঠ—
'বন্দে পুরুষোত্তমম্' ;
পরম বৈশিষ্ট্যপালী আপূরণী
মূর্ত্ত প্রতীক যিনি,
সাম-কণ্ঠে
প্রাবৃট্-ঝঙ্কার-পরিক্রমায়
উচ্ছল-দীপনায়
তোমাকে তাঁতেই উৎসর্গ ক'রে তোল ;
চিতি-বিনোদনার
এষণী অনুদীপনায়
ধারণ-পালনী
উচ্ছল-আকুল
উদ্যম-অভিনন্দনে
ধৃতিমুখর প্রীতি-নন্দনায়
অর্ঘ্যাঞ্জলি দিয়ে
আবাহন কর—
ঐ নারায়ণ—
নরবিগ্রহ—
পরম পুরুষোত্তমে ;
স্মৃতি-শ্রুতির সাগ্নিক
সৌগন্ধ-অন্বিত সঙ্গীতিতে
তোমার হৃদয়কে
তাঁর আসন ক'রে তোল—
ঐ হৃদয়-মন্দির
সত্তার প্রাণন-দীপে

বিচ্ছুরণী আলোক-দীপনায়
সুসজ্জিত ক'রে ;
বল—
'বন্দে পুরুষোত্তমম্',
আবার বল—
'বন্দে পুরুষোত্তমম্' ;
তোমার অন্তরের প্রবৃত্তিগুলি
সার্থক সজ্জিত দীপালী-বিভায়
বিভূতিমণ্ডিত ক'রে
ঐ দেখ তাঁকে,
অনুসরণ কর তাঁকে,
উপাসনা কর তাঁকে—
যিনি মূর্ত্ত ধর্ম্ম,
অস্তিবৃদ্ধির বৈশিষ্ট্যপালী জীবনধৃতি ;
উচ্ছল রাগরঞ্জিত তৃপণ-দীপ্তিতে
তোমার হৃদয় ভরে নাও,
অনুগতির সরল-বিন্যাসে
লাস্য-ছন্দে
তাঁরই অনুসরণ কর ;
চল—
অমৃতময় ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করতে করতে—
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম-প্রদীপ্ত
ধী-বিনায়নী তৎপরতা নিয়ে ;
বোধিচক্ষুকে উন্মীলন কর,
আর নিমীলিত ক'রো না,
মৃত্যুকে নিরোধ-সংঘাতে
নিঃশেষ ক'রে তোল ;
জীবনের গানে
উত্তম-স্তুতিতে
অভিনন্দিত ক'রে তোল তাঁকে ;

তুমি হও,
তাঁরই হও,
আর, তাঁকে নিয়েই প্লাবনের মত
প্রাণে-প্রাণে পরিপ্লাবিত হ'য়ে চলতে থাক—
ঐ অনন্তের পথে
অমৃতের হোমবহ্নিতে
পরিশুদ্ধ ক'রে যা'-কিছুকে,—
প্রীতির পরম-বন্ধনে
অচ্ছেদ্য আলিঙ্গনে
সবাইকে সার্থক সত্তাপোষণী সম্বর্দ্ধনায়
সম্বর্দ্ধিত ক'রে—
সৌজন্যপূর্ণ আপ্যায়নার অধিবেদনায় ;
বৈশিষ্ট্যে বিশেষ হ'য়ে থেকেও
সব ব্যষ্টিকে
আত্মবিভূতি বিবেচনায়
বোধিচক্ষুর বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে
মঙ্গলের শুভ-নন্দনায়
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোল ;
তোমরা জন্ম-সৌষ্ঠবমণ্ডিত
জৈবী-সংস্থিতি নিয়ে
বর্দ্ধিত হও—
সুকেন্দ্রিক আত্মবিনায়নী অন্বিত সঙ্গতিতে,
অস্তিবৃদ্ধির হোমদীপনায়
সবাইকে প্রদীপ্ত ক'রে ;
জীবনের সব নীতি,
সব বিধি,
সব শ্রুতি,
সব বেদ
বিভা বিকীরণ ক'রে
তোমাদের চরিত্রে বিকীর্ণ হ'য়ে উঠুক—

ভাস্বর অভিদীপনায়,
সার্থক অন্বিত বিন্যাসে

নিজেরা অমর হও,
পরিবার-পরিস্থিতিকে অমর ক'রে তোল,
বিশ্বের প্রতিটি সৎ-অভিদীপনাকে
অমর উচ্ছলতায় সচ্ছল ক'রে
স্রোতোমুখর ক'রে তোল ;

কেউ যেন বঞ্চিত না হয়,
কেউ লুকিয়ে না থাকে,
কেউ পিছিয়ে না থাকে,
কেউ স'রে না থাকে,
কেউ শঙ্কিত না হয়,
কেউ সঙ্কুচিত না হয়,
কেউ লজ্জিত না হয় ;
সন্দীপনার তপ-নিক্কণে
সবাইকে তৃপ্ত ক'রে তোল,
প্রদীপ্ত ক'রে তোল,
প্রবুদ্ধ ক'রে তোল ;

বুকভরা তৃপ্তি নিয়ে
সব ঝঞ্ঝাকে
সব দুর্য্যোগকে
বিনায়িত ক'রে চল—
বিশাল বর্দ্ধনায় ;

ঋদ্ধিকে ডেকে আন,
স্বস্তিকে ডেকে আন,
শান্তি তোমার জীবনের
প্রত্যেকটি পদক্ষেপকে
অনুসরণ করুক,
জীবন তা'র যা'-কিছু সব নিয়ে
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠুক—

বলে, বর্ণে, আয়ুতে,
ধী-প্রদীপ্ত অনুশাসনী অনুবেদনা নিয়ে ;
আর, এই দুনিয়ার বুকে
তোমার জীবন-অর্ঘ্যকে
এমনি ক'রে সাজিয়ে নিয়ে
দীপালীর বর্দ্ধনা-বহ্নিতে
নিজেকে,
সপারিপার্শ্বিক নিজেকে,
প্রত্যেককে নিয়ে নিজেকে
আত্মবিনায়নী অনুবেদনায়
অনুধ্যায়ী তপনিষ্যন্দী অনুচলনে
পবিত্র তর্পণায়
ঐ যজ্ঞেশ্বরে আহুতি ক'রে তোল ;
ডাক—
তুমিই ডাক তাঁকে,
ব'সে থেকো না—
কে কখন তোমাকে
ডেকে দেবে ব'লে ;
তোমার প্রয়োজন,
তোমার জীবনধুক্ষা,
তোমার সন্তপ্ত সংঘাত নিয়ে
অপেক্ষা ক'রে ব'সে থেকো না—
কখন তিনি ডাকবেন ;
তোমার কর্ম্মনিরত ডাকে
তাঁর সিংহাসন ট'লে উঠুক,
তিনি তোমাদের অন্তরে
অধিষ্ঠিত হ'য়ে উঠুন ;
দেখ—
তিনি এসেছেন কি ?
কখন এলেন—

কেমন ক'রে ?
কোথায় ?
সন্ধিৎসার আকুল চক্ষু নিয়ে
অন্তরের আকুল ডাক নিয়ে
মন্ত্রপূত সুদীক্ষ আহ্বান নিয়ে
তাঁকে আবাহন কর,
তিনি তোমাদের হৃদয়ে
প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠুন ;
অর্থ তোমাদের সেবা করুক,
ঐশ্বর্য্য তোমাদের সেবা করুক,
আর, তোমাদের যা'-কিছু সব নিয়ে
তাঁরই সেবানিরত হ'য়ে চলতে থাক—
নিনড়, অটুট, অচ্যুত পদক্ষেপে ;
প্রীতিসন্দীপ্ত আলিঙ্গনী মহামন্ত্রে
সবাইকে পূত ক'রে তুলে
পূত তান্ত্রিকতায়
প্রবুদ্ধ চলনে
নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে চ'লো সবাই ;
বিফল হ'য়ো না,
বিফল ক'রো না কাউকে,
সবার দিকে তাকাও,
আনন্দে ভরপুর হ'য়ে ব'লে ওঠ—
'আমার সোণার মানুষ,
আমার অমর মানুষ,
যজ্ঞেশ্বর ! তোমার স্পর্শে
অমৃতময় হ'য়ে উঠুক,
অমরার পারিজাত-সম্ভারে
তোমারই প্রীতি-পূজারী হ'য়ে উঠুক' ;
তোমার ডাক যেন থেমে না যায়,
তোমার চলনা যেন ক্লান্ত না হয়,

তোমার তর্পণা যেন অভিশাপ-মর্দ্দিত না হয়,
প্রদীপনা যেন প্রবৃত্তি-দলিত না হয়,
তুমি জেগে থাক,
তুমি স্থির থাক
নিরলস হ'য়ে ;
তুমি যদি থেমে যাও,
তুমি যদি দাঁড়াও,
কে কেমন ক'রে কোথায়
বঞ্চিত হ'য়ে উঠবে—
তা'র ইয়ত্তা নেই ;
এই শিশিরের দিনে
শারদীয় শরদ-সম্ভারে
তাঁকে ডাক,
এখনই ডাক,
আবেগ-গদগদ কণ্ঠে
এখনই ডেকে ওঠ,
অনুসরণী তৎপরতা নিয়ে
বল—'বন্দে পুরুষোত্তমম্' ;
বল—'হে বিশুদ্ধ !
হে প্রেম !
হে পরম যজ্ঞ !
প্রতিটি জীবনে,
জগতের প্রতিটি রন্ধ্রে,
প্রতিটি অণু-পরমাণুতে
তোমার জয়জয়কার হোক ;—
বন্দে পুরুষোত্তমম্' । ৫৪২৮ ।
১৭।১০।১৯৫৩, সকাল ৯-২৫

যাই কিছু করতে যাও না কেন,
তা'র সরবরাহ-কেন্দ্র যা' যা'

তা'কে উচ্ছল সময়-সমবায়ী ক'রে
সুনিশ্চিত সক্রিয় ক'রে তোল ;
কাজগুলি নিষ্পন্ন করতে
যেখানে যেমনতর লোকের প্রয়োজন,
তেমনি ক'রে নিযুক্ত কর তা'দিগকে—
করতে যা' যা' লাগে
সেগুলিকে সুসজ্জিত ক'রে ;
আর, যে যে উপকরণ
ঐ সরবরাহ-কেন্দ্রগুলি যোগান দেবে,
সেগুলি সময়োচিত উপযোগিতার সহিত
সংগ্রহ ক'রে
যা'তে ঐ কর্ম্মনিযুক্ত লোকগুলিকে
পরিবেষণ করতে পার,
তা'র ব্যবস্থা উপযুক্তভাবে করতে
ত্রুটি ক'রো না ;
আর, ঐ কর্ম্মনিযুক্ত যা'রা
তা'দিগকে তদনুপাতিক
এমনতরভাবে প্রেরণা জোগাও,
যা'তে তা'রা আপ্রাণ স্ফূর্ত্তির সহিত
সেগুলিকে সমাধা করে ;
এমনি ক'রেই যেখানে যে-কাজ করতে হবে,
তা'কে নিষ্পন্ন ক'রে তোল,—
তোমাকে বিফল হ'তে হবে কমই ;
এমনতর যতই অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে,
ধী-দীপ্ত দক্ষ কুশলও হ'য়ে উঠবে তুমি তেমনি। ৫৪২৯।
১৮।১০।১৯৫৩, সকাল ৬-৫০

যদি ভজন-নন্দনায়
অনুপ্রাণিত করতে না পার,—

ভিক্ষা নিরর্থক । ৫৪৩০ ।
১৯।১০।১৯৫৩, সকাল ৬-৩০

আদর্শে,
ধৃতি-অভিধায়িনী কৃষ্টিতে
অর্থাৎ ধর্ম্মে,
মানুষকে সক্রিয় অনুশীলনী তৎপরতায়
উদ্দাম ক'রে তুলতে পারাতেই হ'চ্ছে
উৎসবের সার্থকতা,
আর, যোগ্যতার অধিবেদনী উৎসারণাই হ'চ্ছে উৎসব । ৫৪৩১ ।
১৯।১০।১৯৫৩, সকাল ৬-৪০

জীবনকে সুকেন্দ্রিক সক্রিয় উদ্দীপনায়
স্বস্তিসন্দীপ্ত ক'রে
যোগ্যতায় প্রাঞ্জল ক'রে তোলাই হ'চ্ছে—
প্রাণন-পরিচর্য্যা । ৫৪৩২ ।
১৯।১০।১৯৫৩, সকাল ৬-৪৩

যা'-কিছু বা কোন-কিছুকে তত্ত্বতঃ জেনে
অন্বিত সঙ্গীতিতে
সক্রিয় তৎপরতায়
বাস্তবে বিনায়িত ক'রে
অস্তিবৃদ্ধির পোষণপূরণী ক'রে
নিয়োজিত ক'রতে পারাই হ'চ্ছে
শিক্ষার শুভ দীক্ষা—
দক্ষকুশল যোগ্যতার জীবনমন্ত্র,
অর্থনীতির সার্থক সম্বেদন । ৫৪৩৩ ।
১৯।১০।১৯৫৩, সকাল ৭টা

সুকেন্দ্রিক, সশ্রদ্ধ, সন্ধিৎসু সঙ্গতিশীল
অন্বিত অনুচর্য্যাই হ'চ্ছে—
জ্ঞানের গুপ্ত মন্ত্র। ৫৪৩৪।
১৯।১০।১৯৫৩, সকাল ৭-২০

সুনিষ্ঠ উজ্জী আরতি-সম্বেগ-সন্দীপ্ত
উপচয়ী ভজনতান্ত্রিক
অনুধায়িনী প্রীণন-পরিচর্য্যাতেই
ভক্তিবীজ নিহিত,
আর, ভক্তিই শক্তিদাতা। ৫৪৩৫।
১৯।১০।১৯৫৩, সকাল ৭-৩০

যদি ডাকে সাড়া না পাও,
হৃদয় দিয়ে আঁকড়ে ধর—
হৃদ্য বন্ধনে,
অনুগ অনুবেদনী তৎপরতায় ;—
হবে,—
আর, ঐ হওয়াই
পাওয়াকে ডেকে আনবে। ৫৪৩৬।
১৯।১০।১৯৫৩, সকাল ৮-৩০

ধর্ম্ম কথার তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে ধৃতি, ধারণ, পোষণ,
অর্থাৎ যা' যেমন ক'রে
যে-নিয়মনার ভিতর-দিয়ে
সত্তাকে ধারণ করে, পোষণ করে ;
এই ধৃতি আবার নির্ভর করছে—
কেন্দ্রানুগ সার্থক অনুচলনের উপর ;

তুমি যদি সুকেন্দ্রিক হ'য়ে না ওঠ,
কারও প্রতি শ্রদ্ধোচ্ছল অনুচর্য্যী না হ'য়ে ওঠ,
তবে এই সত্তাকে
অর্থাৎ তোমার সত্তাকে
বা যে-কোন সত্তাকে
যা' ধারণ-পোষণ করবে,
তা'কে ব্যাহতই ক'রে তুলবে ;

তাই, ধর্ম্মের প্রাণই হচ্ছে
সুকেন্দ্রিক রাগদীপনা,
আর, তদনুগ আত্ম-বিনায়ন,
জীবনকে কেন্দ্রানুগ ক'রে পরিচালিত করা—
আরতি-উদ্দীপনা নিয়ে,
অন্বিত সঙ্গতি-শালিন্যে
নিজেকে তদনুযায়ী বিনায়িত করা—
অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে,
ঐ সুকেন্দ্রিক অনুশীলন-তৎপর অনুচলনই হ'চ্ছে
কৃষ্টি ;

তাই, ধর্ম্ম করতে হ'লেই
কৃষ্টিতপা হ'তে হবে,
আবার, কৃষ্টিতপা হ'তে হ'লেই,
এতে দক্ষ হ'তে হ'লেই
চাই দীক্ষা—
আচরণ-অভিজ্ঞ আচার্য্য-সান্নিধ্যে ;

আরতি-দীপনা নিয়ে
তাঁতেই হ'তে হবে সুনিষ্ঠ, সুকেন্দ্রিক,
তদনুবেদনী অনুজ্ঞায়
নিজেকে পরিচালিত করতে হবে,
এই পরিচালনার ভিতর-দিয়ে
নিজেকে বোধ করতে হবে—
কেন কী করছ

এবং কেমন ক'রে তা' করতে হয়—
তা'র বিশ্লেষণাত্মক বোধ নিয়ে ;
এই বহুদর্শী বোধ হ'তেই আসে জ্ঞান,
আবার, বিষয় বা বস্তুকে
এমন ক'রে জানাই হ'চ্ছে—
বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান,
আর, তত্ত্বজ্ঞান মানে তাহাত্বজ্ঞান,
আর, তা'কেই বিজ্ঞান বলে ;
এই আরতিরাগ-মণ্ডিত বোধিদীপনা
যাঁর স্বভাবে বা চরিত্রে মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে,
তিনিই হ'চ্ছেন মূর্ত্তিমান বোধিসত্ত্ব,
আর, ঐ সর্ব্বসার্থক-অন্বিত জ্ঞান বা জানাই হ'চ্ছে বেদ—
আচার্য্য-সান্নিধ্যে উপনিষণ্ণ হ'য়ে
জীবনকে কৃষ্টিতপা ক'রে
যা' উপলব্ধি করা যায়—
যা' হ'তে উপনিষদের আবির্ভাব হয়েছে ;
তাই, আচার্য্যই হ'চ্ছেন
তোমার উপনিষণ্ণ হওয়ার জীবন্ত বেদী,
আর, তদনুধ্যায়ী কর্ম্ম
যা' অন্বিত সঙ্গতিতে
তোমাতে সার্থক হ'য়ে উঠেছে,
সেই হ'চ্ছে আপ্তি বা প্রাপ্তির পথ ;
এই ধর্ম্মই হ'চ্ছে শিক্ষার ধৃতি,
এই ধর্ম্মই হ'চ্ছে বর্দ্ধনার মন্ত্র,
এই ধর্ম্মই হ'চ্ছে সম্পদের শুভ-ধারয়িতা,
এই ধর্ম্মই হ'চ্ছে যোগ্যতার পরম উদ্‌গাতা,
এই ধর্ম্মই হ'চ্ছে অর্থনীতির সার্থক তীর্থ,
এই ধর্ম্মই হ'চ্ছে সব্যষ্টি সমষ্টির পরম পালন-দীপনা,
এই ধর্ম্মই হ'চ্ছে বিবর্ত্তনের অনুশীলনী বিভূতি ;
এই হ'চ্ছে ঈশ্বরের ভূমি,

ঈশ্বরই পরম বোধিসত্ত্ব,
ঈশ্বরই পরাজ্ঞান,
ঈশ্বরই শ্রদ্ধোষিত আত্মিক-সম্বেগ,
আর, ভক্তিই হ'চ্ছে ঈশ্বরের লীলাভূমি। ৫৪৩৭।
১৯।১০।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬টা

যে যা'তে যেমনতর চ্যুতিহীন নিষ্ঠার সহিত
সক্রিয় ভাবানন্দদীপ্ত,
ঐ তা'র চারিত্রিক বিকীরণা
সক্রিয় প্রেরণার শুভ সংঘাতে
অনুরক্ত যে,
তা'র অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যানুগ
সুপ্ত গুণরাজিকে
ফুটন্ত ও প্রদীপ্ত ক'রে
বা বাস্তব ক'রে তোলে—
অন্তরে অন্তরে প্রতিফলিত ক'রে সেগুলিকে,
অনুরাগের ফলে
অনুরাগী প্রতিষ্ঠাও পায় তেমনতর ;
এক কথায়, যে যা'কে যেমন ভালবাসে—
সক্রিয় অচ্যুত অনুরাগ নিয়ে,
সে নিজেকে তা'র বৈশিষ্ট্যানুপাতিক
গ'ড়ে তোলে তেমনতর,
'যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ'। ৫৪৩৮।
২২।১০।১৯৫৩, বিকাল ৫টা

ইষ্টার্থ-প্রণোদিত মুখ্য কর্ম্ম যা'
তা'তে শ্লথ হ'য়ে
বা তা' ছেড়ে

নিজের অভিসন্ধি-আপূরণী
যা'-কিছুই করতে যাও না কেন,
তা' তোমাকে সংঘাত-বিধুর করতে
ত্রুটি করবে কিন্তু কমই ;
তোমার অযাচিত ঐ আত্মপ্রসাদী ইষ্টার্থী কর্ম্ম
যেমনতর নিষ্পাদন-বিভূতি-সম্পন্ন হ'য়ে উঠবে—
সময়ের সঙ্গতি নিয়ে,—
অযাচিতভাবে
তুমি স্বার্থকেও সুগম ক'রে তুলবে কিন্তু তেমনি ;
নয়তো কানা চোখ নিয়ে চলবার মতন
একপেশে চলনা কখন কোন্ ভাগাড়ে ফেলবে
তা'র কিন্তু ঠিক নেই। ৫৪৩৯।
২২।১০।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৫০

কারও যদি কোন বিষয়ে
অন্যায্য অভ্যাস থাকে—
সেটা তা'র অজানিতভাবে বা জানিতভাবে
অপনোদিত হয় তখনই,—
যদি সে কোন বিষয়, ব্যাপার বা ব্যক্তিতে
এতদূর আগ্রহ-প্রদীপ্ত হ'য়ে চলে,
যে উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষার কাছে
ঐ অভ্যাস
মলিন আগ্রহে বসবাস করে তা'তে ;
যা', সে দুরপনেয় ব'লে ভাবতো
তা' অপনেয় হ'য়ে ওঠে তা'র কাছে—
একটা তৎপর উৎকণ্ঠ আতিশয্যের পথে,
আগ্রহ-অনুবেদনী অনুধ্যায়িতার ভিতর-দিয়ে। ৫৪৪০।
২২।১০।১৯৫৩, রাত্রি ৭-১৫

তোমার ইষ্টার্থ-অনুবেদনা
সার্থক আবেগ-সিদ্ধ হ'য়ে
অন্বিত তৎপরতায়
শত প্রত্যাশা
শত প্রলোভন
শত বাধাবিঘ্ন
ঝঞ্ঝা, আপদ-বিপদ
অভিমান-অনাচারকে বিনায়িত ক'রে
হৃদ্য সার্থক অর্থনায়
প্রত্যেক যা'-কিছুকে ব্যবস্থ ক'রে
যতই নিষ্পাদনে কৃতী হ'য়ে চলতে থাকবে,
কৃতার্থতার মহিমাময় ধী
আত্মবিনায়িত বিভায় বিভূষিত হ'য়ে,
তোমার ব্যক্তিত্বকে
জীয়ন্ত ও যোগ্য ক'রে তুলবে ততই ;—
ঈশ্বর কৃতার্থতার প্রসাদ-অভিষিক্ত ক'রে
অস্তিবৃদ্ধির উৎসারণী অনুপ্রেরণায়
প্রবুদ্ধ প্রভুত্বে
পরমার্থে
বিভবান্বিত ক'রে তুলবেন তোমাকে,
ঈশ্বরই পরম বিভু। ৫৪৪১।
২২।১০।১৯৫৩, রাত্রি ৮-১০

যাই কর
আর তাই কর,
অস্তিবৃদ্ধির অনুচর্য্যা-অনুনয়নী
সংস্কৃত ও সংস্কৃতিকে
নিয়োগ করতে
কখনই ভুলো না ;

ঐ দাঁড়ায় অন্বিত সঙ্গতিতে
যা'-কিছুকে বিনায়িত না ক'রে
প্রাচীন-পরিস্রবা বিভূতির
বিশাল আশীর্ব্বাদ হ'তে
বঞ্চিত হ'তে যেও না ;
অনুক্রিয় অনুদীপনার ভিতর-দিয়ে
ইষ্টার্থ-অনুবেদনায় আত্মবিনায়িত ক'রে
সপরিবেশ নিজেকে
অমৃত-নিয়মনে
সন্ধিৎসু দক্ষকুশল তৎপরতায়
জীয়ন্ত ও চলন্ত রেখো ;
সংস্কৃত যা',
শ্রদ্ধানুদীপনী অস্তিবৃদ্ধির অনুপোষক তা' ;
অস্তিবৃদ্ধির অনুপোষণই
ঈশ্বরের আরাধনা,
ঈশ্বর পরা-প্রাচীন,
চির-নবীন । ৫৪৪২ ।
২৩।১০।১৯৫৩, সকাল ৬-৩৫

যা'রা স্বার্থপ্রত্যাশালুব্ধ হ'য়ে
ঈশ্বরোপাসনা করে,
পেলেও তা' হারায় তা'রা,
আর, যা'রা শ্রদ্ধোৎসারিত আত্মোৎসর্গ-অভিযান নিয়ে
ইষ্টার্থ-অনুবেদনায়
আত্মনিয়মন ক'রে
প্রীণন-পরিচর্য্যা-সহ
প্রতিব্যষ্টিতে তাঁকে প্রতিষ্ঠা ক'রে
উল্লাসের প্রসাদ-নন্দনায়
একভক্তিতে সার্থক ক'রে তোলে

তা'দের যা'-কিছু সব—
অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে,—
তা'রা কিছু না চাইলেও
পায়—
অঢেল উৎসারিত নন্দনার অমৃত-সম্পদ-শালিন্যে,
তা'রা হারায় না,
ঐশ্বর্য্যই তা'দের সেবা করে ;
ঈশ্বরই ধারণ-পালনী আত্মিক-সম্বেগ—
ঐশ্বর্য্যের পরম হোতা। ৫৪৪৩।
২৩৷১০৷১৯৫৩, বেলা ১২-১০

সুস্থ সক্ষম শরীর,
সৎ-অন্তঃকরণ,
দক্ষ-কুশল ধী,
অচ্যুত সক্রিয় ইষ্টানুরাগ—
এই কয়টির সঙ্গতি-শালিন্য
প্রকৃতির পুণ্য-আশীর্ব্বাদ। ৫৪৪৪।
২৫৷১০৷১৯৫৩, সকাল ১০-১০

মোক্'থা কথাই হ'চ্ছে এই—
তুমি বাঁচ, বাড়—
সবৈশিষ্ট্য সুষ্ঠু ব্যক্তিত্ব নিয়ে
সুখ-স্বচ্ছন্দ চলনে,
আয়ুতে, বলে, বিক্রমে,
শুভ-প্রজননের অধিকারী হ'য়ে,
ইষ্টীতপা আত্মবিনায়নী তৎপরতা নিয়ে,
পরিবার-পারিপার্শ্বিককে
অস্তিবৃদ্ধির অনুপ্রেরণায়

অনুপ্রেরিত ক'রে,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমের সহিত
অচ্ছেদ্য মৈত্রী-বিভায়
নিজেকে উদ্‌ভাসিত ক'রে ;
আর, এই তপস্যা তোমার
সার্থক হ'য়ে উঠুক ঈশ্বরে,—
ধারণ-পালন-নিরত
এই তোমার অন্তঃকরণে
বিভা বিকীরণ ক'রে ;
অমৃত-পন্থাই ঐ,
ভক্তি-উচ্ছল বিভূতি যেখানে—
ঐশী বিভবও সেইখানেই,
ঈশ্বরই পরম প্রভু,
ঈশ্বরই অন্বিত সর্ব্বার্থ-সার্থক কেন্দ্র,
ঈশ্বরই জীবন-দীপনা,
বর্দ্ধনার ক্ষেম-দ্যুতি। ৫৪৪৫।
২৫।১০।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬টা

তুমি যদি তোমার
স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনার জন্য
যত্ন না কর,
চেষ্টা না কর,
খরচ না কর নিজেকে,
বর্দ্ধনার পরম পন্থাও
মিষ্টি লাগবে না,
পান্‌সে লাগবে তোমার কাছে ;
নিজেকে উপযুক্ত বিনায়ন না ক'রে,
খরচ না ক'রে,
মানুষ যা' পায়,

তা'র ভিতর-দিয়ে
সে পেতে পারে—এমনতর হওয়া
হ'য়ে ওঠে না,
অতএব পাওয়াও তা'র টেকদারী হয় না
বা অগ্রগতি-সম্পন্ন হয় না ;
তাই, ধর, কর, হও আর পাও—
সুকেন্দ্রিক সক্রিয় অনুধ্যায়িতা নিয়ে,
যত্ন-সহকারে
পরিশ্রম ক'রে
ধী-অনুচর্য্যী নিয়মনার ভিতর-দিয়ে
তুমি হ'য়ে ওঠ,
প্রাপ্তি তোমাকে আলিঙ্গন ক'রে
কৃতার্থ হবে ;
কৃষ্টির কৃতার্থ-কেন্দ্র ঈশ্বর,
ঈশ্বর সর্ব্বার্থ-সার্থকতার পরম মন্দির,
জীবনের প্রাণন-সম্বেগ। ৫৪৪৬।
২৫।১০।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-১৫

সম্বর্দ্ধনায় আত্মপ্রসাদে বিনীত হ'য়ো,
প্রসাদনন্দিত হ'য়ো,
ঔদ্ধত্যপূর্ণ অহঙ্কার নিয়ে
কাউকে খোঁচা মেরে কথা ব'লো না,
এমনতর গৌরবগর্ব্বী হ'য়ে উঠো না,—
যে গৌরব-কথায়
অন্যের অহংকারে আঘাত লাগতে পারে,
বা, সে হীনম্মন্যতা-ক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে,
তোমার বাক্য ও ব্যবহার
যেন এমনতরই তাৎপর্য্যমণ্ডিত হ'য়ে ওঠে,
যা'তে তোমার মুখের কথা,

আচরণ বা ব্যবহার
তাঁদিগকে আত্মবিনোদনায় স্ফীত ক'রে তোলে,
প্রবুদ্ধ ক'রে তোলে,—
প্রফুল্ল ক'রে তোলে ;

মনে রেখো—
তোমার বর্দ্ধনায়
অন্যে যদি গৌরবান্বিত,
ফুল্ল-প্রদীপ্ত না হ'য়ে উঠতে পারে,
তোমাকে যদি তা'রা
উপভোগ করতে না পারে—
সমস্ত সত্তা দিয়ে,
তোমার ঐ আত্মপ্রসারণী সম্বর্দ্ধনা
সার্থকতামণ্ডিত হ'য়ে
প্লাবন সৃষ্টি করতে
কিছুতেই পারবে না ;
তোমাকে পেয়ে, আলিঙ্গন ক'রে,
তোমার সঙ্গে দুটি কথা কয়ে
তা'দের বাক্য, ব্যবহার বা অবদান
যদি সার্থক হ'য়ে না উঠলো,
সন্দীপ্ত হ'য়ে না উঠলো,
তুমি তা'দেরই একজন যদি
না হ'য়ে উঠতে পারলে,
তোমার অন্তরদেবতা কেমন ক'রে
তৃপণ-নন্দনায়
আশিস্-উচ্ছল হ'য়ে উঠবেন ?
ঈশ্বর সবারই পরম-তর্পণা,
ভক্তির ভজন-নন্দনাতেই
তাঁর অধিষ্ঠান,
আর, ঐ পথেই তিনি
মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠেন বিগ্রহে,

ঐ জীয়ন্ত বিগ্রহই হ'চ্ছে
তাঁ'র বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ পরম বিভূতি—
মানুষের অমৃতবর্ত্ম ;
আর, তিনিই কেবল,
তা' ছাড়া আর কেউই নয়। ৫৪৪৭ ।
২৮।১০।১৯৫৩, বেলা ১১-২০

বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও তদনুক্রমিক বর্গসমূহের পুরুষ
বৈধী অনুক্রমিক জনন-নীতির
সার্থক সম্বর্দ্ধনী অনুদীপনায়
অনুলোমক্রমে
যে-কন্যাকে বিবাহ করেন,
সেই বিবাহিত কন্যা অর্থাৎ স্ত্রীও
যেন তা'র স্বামী-কুলোচিত আচারনীতি
ও তৎ-সম্বর্দ্ধনী কুলাচার যা'-কিছুকে
শ্রদ্ধোৎসারণী তত্তপা অনুগমন-তৎপরতার সহিত
বিহিত নৈষ্ঠিকতায়
পরিপালন করেন ;
কারণ, ঐ কুলাচার
বিহিতভাবে পরিপালিত না হ'লে,
নিজের সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনা
ও সন্তানসন্ততির জৈবী-সংস্থিতি
সুশীল সমাহারে সুসঙ্গত হ'য়ে ওঠে না—
বিহিত শৌর্য্য ও বীর্য্যের
অন্বিত অনুবেদনায় ;
তাই, স্বামী-নিষ্ঠা ও তদনুচর্য্যী
সেবানুচলনের সহিত
ঐ কুলাচার বিহিতভাবেই পরিপালনীয়—
তা' সবর্ণা ও অসবর্ণা স্ত্রী

উভয়ের পক্ষেই ;
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী আত্মবিনায়না নিয়ে
অর্ঘ্য-অনুবেদনায়
ঐ কুলাচার-সঙ্গত প্রথা
উপযুক্তভাবে পালন-পরিচর্য্যা করাই
তা'দের পক্ষে নিতান্ত সমীচীন,
আর, যা'তে ঐ উৎক্রমণী অনুচর্য্যায়
নিজেকে উপযুক্ত ও সমর্থ ক'রে তোলা যায়—
শ্রেয়তপা স্বামী-অনুগ সঙ্গতি নিয়ে,—
তেমনতর আত্মবিনায়না
নিতান্তই করণীয় তা'দের,—
যা'র ফলে, সংসার ও সন্ততি
সম্বর্দ্ধনাতেই
উৎক্রমণশীল হ'য়ে চলতে পারে ;
যে-স্ত্রী এই আচারকে অবজ্ঞা ক'রে চলে,
সে সংসারে সংঘাতই সৃষ্টি ক'রে থাকে,
ফলে, কুল
স্বীয় উৎক্রমণী মর্য্যাদা হ'তে
বিশ্লিষ্ট হ'য়ে চলতে থাকে,
তাই, তা' পাতক,
অপরাধ,
অশিষ্ট সংঘাত। ৫৪৪৮।
৭।১১।১৯৫৩, বিকাল ৫টা

তুমি যা' পেলে,
তা'তে দিনও চলছে তোমার,
যা' পেয়েছ,
তা'ও তাঁরই অনুগ্রহের উদাত্ত অবদান ;
এই পেয়ে চলার
যে-অবদানের ভিতর-দিয়ে—

তুমি প্রাণন-প্রদীপ্ত হ'য়ে চল,
ঐ প্রাণন-সম্বেগ যদি,
যাঁ' হ'তে পেয়েছ,
তাঁর প্রতি প্রীতি-অর্ঘ্য-মণ্ডিত হয়,
পরিবেশ-সহ তাঁ'র
পাওয়া ও চলার দায়িত্বে
তুমি নিজেকে বাস্তবভাবে
নিয়োজিত কর যদি,
তবেই ঐ অবদান উচ্ছল ও যোগ্য
ক'রে তুলবে তোমাকে,
তবেই সার্থক হবে ঐ অবদান ;
আর, ঐ অনুচর্য্যায়
নিজেকে যদি কৃতার্থ না ক'রে তোল,
তবে বুঝো—
চৌর্য্যবৃত্তি তোমাকে পেয়ে বসেছে,
তা'র মানে হ'চ্ছে—
তোমার পাওয়ার উৎসকে অবজ্ঞা ক'রে
তুমি আত্মপোষণ-পরিচর্য্যাকেই
অবদলিত করছ ;
তাই, মানুষ প্রীতি-প্রবৃত্তি নিয়ে
তোমার দিকে এগিয়ে আসবে না—
ঐ অমনতর অনুচর্য্যী অঞ্জলি নিয়ে ;
ঐ চৌর্য্য-বৃত্তি কিন্তু
জাহান্নমেরই ক্রুর আহ্বান। ৫৪৪৯ ।
১০।১১।১৯৫৩, সকাল ১০-৭

চলনা যেখানে শুভ,
স্বস্তিও সেখানে সহজ। ৫৪৫০ ।
২৯।১০।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬টা

পর্য্যায়ী চলনকে অবজ্ঞা ক'রো না,
ঐ চলনকে যতই অবজ্ঞা ক'রে চলতে থাকবে,—
দুরত্যয় বিপর্য্যয়ী বিপাক হ'তে রেহাই পাওয়া
দুরাশা হ'য়ে উঠবে ততই। ৫৪৫১।
১।১১।১৯৫৩, রাত ৭টা

দেখা, বোঝা, চলা—
অন্বিত সঙ্গতিতে সার্থক সুকেন্দ্রিক হ'য়ে,—
এই হ'চ্ছে জানার বা জ্ঞানের তুক ;
আর, এই সার্থক জ্ঞানসঙ্গতি
মানুষকে প্রাজ্ঞ ক'রে তোলে। ৫৪৫২।
১২।১১।১৯৫৩, বেলা ১০-৩০

যে মনীষী
সুকেন্দ্রিক আচার্য্য-অনুধ্যায়িতার সহিত
বিজ্ঞানবেত্তার তত্ত্বদৃষ্টি নিয়ে
বিষয় ও বস্তুর
অন্বিত সঙ্গতিকে
অবলোকন ক'রে
সংসিদ্ধ দৃষ্টিতে
বিধিকে উদ্‌ঘাটন ক'রে
বস্তু-ধর্ম্মকে নির্দ্ধারিত ক'রে থাকেন,
তিনি ঋষি—তত্ত্বদ্রষ্টা,
বৈশিষ্ট্যপালী লোকনমস্য তিনিই ;
তাই, 'ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ',
আর, ঐ বিধি-বিনায়িত অভিব্যক্তিই হ'চ্ছে
তাঁ'র ঋক্-মন্ত্র ;
ঈশ্বরই পরম তত্ত্ব,

ঈশ্বরই পরম বিজ্ঞান,
ঈশ্বরই বস্তু ও ধর্ম্মের পরম ধাতা,
সর্ব্বার্থ-অর্থান্বিতের
পরম সঙ্গতিই ঈশ্বর। ৫৪৫৩।
১৪।১১।১৯৫৩, বেলা ১১·১০

যা'রা শ্রেয়চর্য্যা-বিরত,
শ্রেয়-সাধনে অপটু—
অর্থাৎ পারে না,
তা'রা পড়ে অর্থাৎ পতিত হয়,
অদৃষ্ট তা'দের শ্রেয় লাভে
বঞ্চিতই ক'রে থাকে;
তাই, শ্রেয়ই যদি চাও,
কর,
নিষ্পন্ন ক'রে তোল তা'কে,—
যোগ্যতা লাভ করবে,
হবে,
পাবে,
শ্রেয়-প্রসাদমণ্ডিত হ'য়ে থাকবে। ৫৪৫৪।
১৫।১১।১৯৫৩, বেলা ১১-১৫

যাঁরা মনীষী ব'লে খ্যাতি লাভ করেছেন,
প্রাজ্ঞ ব'লে খ্যাতি লাভ করেছেন,
তাঁ'রাও যদি
সুকেন্দ্রিক নিষ্ঠা-নিয়ন্ত্রিত সার্থক অন্বিত সঙ্গতিতে
বিনায়িত না হন,
শ্রদ্ধোষিত বিনয়-বিভূষিত না হন,
বিন্যাস-বিভূতিতে
নিজের বহুদর্শিতাকে

চরিত্রে বাস্তব ক'রে না তুলে থাকেন,
তাহ'লে যত বড়ই হো'ন না কেন তাঁ'রা,
তাঁ'দের সে বহুদর্শিতা ছন্নছাড়া, সঙ্গতিহীন,
তা' সার্থক সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে
ব্যক্তিত্বকে বিশেষ ক'রে তোলে নি ;
তাঁ'দের প্রবচন শ্রোতব্য তখনই—
যখনই তা' সত্তাসম্পোষণী সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
বিনায়নযোগ্য,
তা' না হ'লে
তা' শ্রোতব্যও নয়,
অনুসরণীয়ও নয়কো ;
অনুসৃত হ'লে
তা' বিশৃঙ্খলারই সৃষ্টি করবে,
জাহান্নমেরই সঙ্কীর্ণ ধুক্কার
আহুতি সৃষ্টি ক'রে
সত্তা-সঙ্গতিকে
ক্ষুদ্র আঘাতে
নিষ্পেষিতই ক'রে চলবে,
তা' হবে ভ্রান্তিরই দিগ্‌দারী মাত্র ;
যা'রা নীত হয় নি,
তা'রা বিনীতও হ'তে জানে না,
ব্যক্তিত্বও তা'দের সুবিন্যাসিত নয়,
বহুদর্শিতাও সঙ্গতিলাভ করে নি সেখানে,
তাই, তা'রা
বৈশিষ্ট্যের বিশেষত্ব উপলব্ধি করতে জানে না,
প্রজ্ঞা তা'দের কুয়াশাচ্ছন্ন—
ধূমায়িত ;
সাবধান !
বুঝে চ'লো । ৫৪৫৫ ।
১৬।১১।১৯৫৩, রাত ৭-৩০

নিষ্ঠাবিহীন যা'রা,
তা'দের বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ-শ্রেয়কেন্দ্রিক ক'রে তোল—
যাজন-অনুচর্য্যায়
সক্রিয় রাগনন্দিত উন্নয়নী অনুদীপনায় ;
দুর্ব্বল যা'রা,
তা'দিগকে সবল ক'রে তোল—
পোষণ-পরিচর্য্যায়,
সক্রিয় সহযোগী সুনিয়ন্ত্রিত সানুভাবিতা নিয়ে ;
অপারগ যা'রা,
পারগতায় উদ্দীপ্ত ক'রে তোল—
অনুশীলন-তৎপর ক'রে
ভরসার ভৃতি-পোষণায়,
যোগ্যতানিষ্যন্দী তৎপর ক'রে তুলে তা'দের ;
প্রণয়-বিক্ষুব্ধ যা'রা,
বিধিবিনায়িত শুভ-সন্দীপনায়
উদাত্ত প্রবুদ্ধ-প্রদীপ্তির
সোহাগ আলিঙ্গনে
মিলিত ক'রে তোল তা'দের ;
দৈন্য-ক্লিষ্ট যা'রা—
তা' অন্তরেই হো'ক,
বাহিরেই হো'ক,
কর্ম্মতৎপর উদ্যমী আবেগের উচ্ছল উদ্বোধনায়
তা'দের দারিদ্র্য অপনোদন কর ;
হিংসাবিদ্ধ যারা,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম নিয়ে
অনুবর্ত্তনী উপাসনায়
আস্তিক্য-অনুভাবিতাকে উদ্দীপ্ত ক'রে
সাত্ত্বিক দরদে
অহিংস ক'রে তোল তা'দিগকে ;
মূর্খ যা'রা—

উল্লসিত শ্রদ্ধা-তৎপর ক'রে
বোধ-বিনায়নী আলোচনা ও অনুশীলনের ভিতর দিয়ে
বিজ্ঞ ক'রে তোল তাঁ'দিগকে,

বৃদ্ধ যা'রা—
উপযুক্ত পরিসেবনায়
ভরসাদীপ্ত সংসক্ত অনুপ্রেরণায়
কর্ম্মঠ জীবন-উল্লাসী ক'রে তোল তা'দের—
প্রাজ্ঞ পরিবেদনায়
স্থৈর্য্যশীল সক্রিয়তায়
স্থবির-নন্দনায় অভিষিক্ত ক'রে ;

অসংহত ছন্ন যা'রা,
প্রীতি-সেচনী শ্রেয়-শ্রদ্ধ হৃদ্য অনুপ্রেরণায়
শ্রেয়নিষ্ঠ অন্বিত সঙ্গতিতে
মস্তিষ্কের বোধি-বিন্যাসে
সুতৃপ্ত সার্থক-দীপনায়
তা'দের অসংলগ্ন যা'-কিছুকে
অন্বয়ী নন্দনায়
সার্থক সঙ্গতিশীল ক'রে তোল—
পারস্পরিক স্বার্থ-সহযোগিতা নিয়ে ;

সত্তা-সংঘাতী দুর্ব্বৃত্তিপরায়ণ যা'রা,
দুষ্টমনা কৃতঘ্ন যা'রা,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমে
তা'দিগকে প্রতিনিবৃত্ত ক'রে তোল—
কুশলকৌশলী ধী নিয়ে,
বিহিত সতর্ক প্রস্তুতি-সহকারে,
অনুশোচনী অনুদীপনায়
তা'দের হৃদয়কে দমিত ক'রে—
এমনতর হৃদ্য পরিবেষণে—
যা'তে তা'রা অনুতপ্ত হ'য়ে
শুভ-সন্দীপনায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে—

সক্রিয় সাধু সেবাপটু অন্তঃকরণ নিয়ে,
সৎ-সন্দীপী প্রবৃত্তি-পরায়ণতায়,
তোমার ভর্ৎসনায়ও যেন তা'রা
উল্লসিত অনুপ্রেরণায়
শুভ-নিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে—

বাক্যে, ব্যবহারে,
বিনায়নী উন্নত অর্জ্জনী আবেগস্রোতা অন্তর নিয়ে,
সুকেন্দ্রিক উল্লসিত রাগদীপনায় :

শোক-সন্তপ্ত যা'রা,
সক্রিয় প্রেরণ-প্রদীপনায়
তা'দের অন্তরের শূন্য স্থানকে
তুমি নিজেই
ঈশ্বর-আরতি-অনুরঞ্জনা নিয়ে
পূর্ণ ক'রে তোল,

পরিচর্য্যী পরিবেষণায়
ভরসা-প্রীতির ভরণ-উৎসবে
তা'দের মুখে হাসি ফোটাও ;

দুঃখ-দুর্দ্দশায় অভিশপ্ত যা'রা,
যত পার,
তা'দের অন্তর্নিহিত
তৎ-প্রসবী কারণসমূহের বিমোচনে
প্রসাদ-পরিবেষণী তৎপরতায়
প্রস্বস্তির অধিকারী ক'রে তোল তা'দিগকে ;

হতাশা-মর্ষিত, ব্যথিত যা'রা,
তোমার সক্রিয় প্রীতি-পরিবেষণী তৎপরতায়
তা'দের অন্তরের
বিদ্ধ বেদনার নিরাকরণে
অপহরণ কর তা',

হতাশ বক্ষে আশার ঊষাকে
সজাগ-ক'রে তোল—

প্রভাত-সঙ্গীতে নন্দিত ক'রে তা'দের ;
বিদায়-বেদনাকে
সৌজন্য-পরিক্রমায়
দরদী চক্ষুর বাক্-অভিদীপনায়
বান্ধব-বর্দ্ধনায় বিধৃত ক'রে
পরস্পরের হৃদয়ে
আশা ও আবেগ-নন্দনায়
মিলন-অভিসারী প্রত্যাশাকে
উদ্দীপ্ত ক'রে তোল ;
রুগ্ন যা'রা,
উপযুক্ত পরিবীক্ষণায়
রোগের কারণ আবিষ্কার ক'রে
উপযুক্ত ঔষধে
তা'দিগকে রোগমুক্ত ক'রে তো তুলবেই—
সঙ্গে সঙ্গে
আশা-উদ্যোগ-অনুদীপ্ত ভরসায়
সামর্থ্যের সুঠাম প্রেরণায়
শক্তিশালী ক'রে তোল তা'দিগকে ;
অশুচি যা'রা,
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ার্থ-অনুচলন-তৎপর ক'রে
তা'দের অন্তর-বাহির শুচি ক'রে তোল ;
ক্ষুধার্ত যা'রা,
পিপাসাক্লিষ্ট যা'রা,
আপ্যায়নী সৌজন্যে
আদৃত অনুবেদনায়
অন্নজলের ব্যবস্থা ক'রে
তা'দের ক্ষুৎ-পিপাসার
নিরাকরণ ক'রে তোল ;
সর্ব্বোপরি সবাইকে সুকেন্দ্রিক ক'রে তোল—
ঐ এক অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ

ঈশ-প্রতীক জীয়ন্ত প্রেরিত পুরুষোত্তমে,—
ঐ সংহতির সামগানে
সবারই অন্তর ভরপুর হ'য়ে উঠুক,
পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ হ'য়ে উঠুক,
দর্পী দৈন্য নিষ্পেষিত হ'য়ে উঠুক,
অবসাদ মর্ম্ম-মজ্জা-বিহীন হ'য়ে উঠুক,
যোগ্যতার স্মিত-গৌরব
সবারই মুখে শোভন-দীপনায়
জাগ্রত হ'য়ে উঠুক,
হৃদ্য চক্ষু সবার অন্তরেই
হৃদয়ের অনুপ্রেরণা
সজাগ ক'রে তুলুক ;
শ্রদ্ধোষিত সন্দীপনায়
নিয়মন-তৎপর ক'রে
আত্মবিনায়নী বিন্যাস-বিভূতিতে
নিত্য পরিবেদনাশীল ক'রে তোল তা'দিগকে,
যা'তে তা'রা সংযত হ'তে পারে,
আত্মনিয়মন করতে পারে,
সক্রিয় অনুধ্যায়িতা নিয়ে
সার্থক অন্বিত সঙ্গতিতে
শুভ চলনে
সপরিবেশ নিজে
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারে ;
প্রতিপ্রত্যেকে যা'তে
প্রতিপ্রত্যেককে নিয়ে
'সত্যং, শিবং, সুন্দরম্'-এর
তপ-নন্দিত তর্পণ-অভিসারে
নিজেকে সার্থক ক'রে
ঈশ্বরে আত্মনিবেদন করতে পারে,—
তাই ক'রে চল,

তুমিও সার্থক হ'য়ে ওঠ ;
আর, সবাইকে সেই
ভক্ত-বৎসল ঈশ্বরে—
তাঁ'র পরম-প্রতীক জীয়ন্ত পুরুষোত্তমে
নিবেদন-উৎসবে
উৎসারিত ক'রে তোল,
তুমিও উৎসর্গীকৃত হ'য়ে
ঈশ্বরে উদাত্ত হ'য়ে ওঠ ;
ঈশ্বরই ভক্ত-বৎসল,
ভক্তির আসনই ঈশ্বরের শ্বেত-সিংহাসন,
প্রণয়ই ঈশ্বরের পরম আলিঙ্গন। ৫৪৫৬।
১৮।১১।১৯৫৩, বেলা ১০-১০

মানুষকে অন্তর্নিহিত অবসাদে
নিথর হ'তে দিও না—
যদি সে
উদ্ধত সত্তাসংক্ষোভী পারগতার দম্ভে
আত্মহারা না হয়,
যে দম্ভী পারগতা
মানুষকে বিপর্য্যস্ত করে,
বিধ্বস্ত করে,
বিশ্বাসঘাতক কৃতঘ্ন ক'রে তোলে ;
অবসাদে মানুষ নিথর হ'য়ে ওঠে,
আর, সে যত নিথর হ'য়ে ওঠে,
ততই নিরাশার ছায়ায়
অন্তর তা'র
অন্ধকারাচ্ছন্ন ব'লেই অনুভব করে,
কোন অনুপ্রেরণাই তা'কে যেন
উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে পারে না,

উদ্যোগী ক'রে তুলতে পারে না,
নিরাশার আভিঘাতিক শীত-সঙ্কোচন
তা'কে ক্রমশঃ সঙ্কুচিতই ক'রে তুলতে থাকে,
সুকেন্দ্রিকতার শ্রদ্ধালাস্য
স্মিত ভরসায়
তা'র হৃদয়কে
সার্থক ছান্দিক নর্ত্তনে
নাচিয়ে তুলতে পারে না ;
সে স্থলে
এমনতর সমবেদনা প্রকাশ ক'রো না,
এমনতর ভর্ৎসনা করতে যেও না,
যা'তে তা'র অন্তঃকরণের
ঐ অভিঘাত আরো দুর্দ্দান্ত হ'য়ে
তা'কে,
তা'র ব্যক্তিত্বকে,
তা'র উদ্যমকে
লজ্জিত ও লাঞ্ছিত ক'রে
আরো অবসন্ন ক'রে তোলে,
ব'লো না—
'আহা ! ও খেতে পারে না',
ব'লো না—
'আহা ! ওর ছেঁড়া কাপড় ছাড়া
জোটে না,
ওর স্ত্রী, পুত্রকন্যা, পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন
যা'রা আছে,
তা'দের খেতে দিতে পারে না,
পরতে দিতে পারে না,
যোগ্যতাহারা সে,
ক্লীব বিমর্ষ অন্তঃকরণ নিয়ে
দিনের পর দিন

মরণ-অভিসারী হ'য়ে চলেছে' ;
ব'লো না—'সে দরিদ্র',
ব'লো না—'সে মূর্খ', ব'লো না—'সে নির্ব্বোধ',
ব'লো না—'সে হীনবীর্য্য',
ব'লো না—'তা'র উদ্যোগী পরাক্রম কিছু নেই,
সুকেন্দ্রিকতায় আত্মবিনায়ন ক'রে
তা'র ব্যক্তিত্বকে সবল ক'রে তুলতে পারে না সে,
বোধ ও কর্ম্ম-দীপনী অনুশীলনে
সে অক্ষম,
ভূমিহারা ছিন্ন শুষ্ক তৃণের মতন
আবহাওয়া তা'কে
যে-দিকে টেনে নিয়ে যায়,
সেই দিকই তা'র দিক,
তা'তে তা'র মরণই আসুক,
আর জীবনই জীবন্ত হ'য়ে উঠুক',
বরং বল তা'দিগকে—
দীপ্ত কণ্ঠে বল,
তৃপ্ত আলিঙ্গনে বল,
পোষণ-অবদানে ফুল্ল ক'রে বল—
'ভয় নেই তোমার,
অজচ্ছল ক্ষমতা
তোমার ঐ অন্তঃকরণে
সুপ্ত হ'য়ে রয়েছে,
তুমি কর,
তা'কে একটু নাড়া দাও,
তোমার ঐ করাগুলি,
ঐ নাড়াগুলি
যেন ছন্দায়িত হয়,
সার্থক অন্বয়ে সঙ্গতিশীল হ'য়ে
নিষ্পন্নতায় সুচারু হ'য়ে দাঁড়ায়,

শুভদ হ'য়ে দাঁড়ায়—
ইষ্টানুগ আত্ম ও পর-নিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে
অনুশীলনী অভিদীপনায় ;
ঐ শুভদ নিষ্পন্নতাই হ'চ্ছে
নারায়ণের অর্ঘ্য,
তোমার অন্তর্নিহিত নারায়ণ
ঐ অর্ঘ্যে সজাগ হ'য়ে উঠবেন,
আশিস্-অনুদীপনায়
অনুপ্রেরিত ক'রে
তোমাকে কর্ম্মক্ষম ক'রে তুলবেন,
ঐ সুবিন্যাসিত সঙ্গতিশীল কর্ম্মের আসনে
লক্ষ্মী অচলা হ'য়ে
তোমার অন্তরে বসবাস করতে থাকবেন,
তুমিও স্বস্তির অধিকারী হ'য়ে উঠবে,
ঋদ্ধির অধিকারী হ'য়ে উঠবে,
সম্পদ-ঐশ্বর্য্য তোমাকে
পূজা ক'রে চলবে,
শুধু তোমার পরিবার কেন,
তোমার পরিবেশ-পরিস্থিতিকেও
উদ্দীপ্ত ক'রে তুলবে,
উদ্বর্দ্ধিত ক'রে তুলবে তুমি,

ভেবো না,
কোন ভয় নাই,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ যিনি,
তোমার সারাটি জীবন
তাঁ'রই অর্ঘ্য ক'রে নাও,
সৎ-সন্দীপনায় সক্রিয় হ'য়ে ওঠ—
আত্মবিনায়নী তৎপরতায়,
গণদেবতার প্রতিটি অন্তরে
স্তুতি-বিকীরণায়

সৌজন্যপূর্ণ আপ্যায়নী অনুচর্য্যা নিয়ে
তা'দের প্রীতিভাজন হ'য়ে ওঠ,
প্রীতিমুখর সম্ভ্রম তোমাকে
জীয়ন্ত দেবতার আসন ব'লে
আবেগ-বিধৃত হৃদয়ে
অভিবাদন করবে,
তুমিও ঐ একভক্তি-বিনায়িত
ছান্দিক অন্তঃকরণে
উচ্ছল সামসঙ্গীতে
পারস্পরিক পরিবেদনী আলিঙ্গনে
উদ্বুদ্ধ ক'রে
তৎপ্রণোদনায়
সক্রিয় উদ্যোগী উদ্দীপনার ভিতর-দিয়ে
তা'দের অন্তঃকরণে
দেবতার বোধন জাগিয়ে তুলবে ;
তর্পিত হ'য়ে উঠবে তুমি,
প্রবুদ্ধ হ'য়ে উঠবে তা'রা,
এই তর্পিত প্রবোধনার ভিতর-দিয়ে
নিবিড় আলিঙ্গনে
সলীল লাস্যে
ছন্দানুক্রমিক পর্য্যায়ী চলনে
উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠবে তোমরা' ;
তাই বলি—
কাউকে দৈন্যের কথা ব'লে
পাপের কথা ব'লে
অবসাদের কথা ব'লে
অপারগতার কথা ব'লে
ঘৃণা ক'রো না,
দমিত ক'রে তুলো না,
এমন ক'রে বল—

যা'তে সবাই উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
তুমিও উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠ,
দেখবে তোমার ঐ অনুপ্রেরণা
প্রত্যেকের অন্তঃকরণে
সোহাগসিঞ্চিত হৃদয়ভূমিতে
এমনতর প্রেরণা-উচ্ছল
উদ্দীপনার সৃষ্টি ক'রে তুলবে,
যে, তা'রা আর দুর্ব্বল থাকবে না,
অপটু থাকবে না,
অক্ষম থাকবে না,
ভীরু কাপুরুষ হ'য়ে থাকবে না,
প্রীতি-বিলোল পরিক্রমায় সজাগ হ'য়ে
বৈশিষ্ট্যের কোলে উদ্‌ভাসিত হ'য়ে উঠবে—
ব্যক্তিত্বের বিভা বিকীরণ করতে করতে ;
ঈশ্বর বলবেন—
'স্বস্তি লাভ কর',
তাঁ'র নির্ব্বাক-বাণী
আশিস্‌-নন্দনায়
আলিঙ্গন ক'রে
অসীম-স্পর্শী উদাত্ত আশা-ভরসায়
প্রদীপ্ত ক'রে তুলবে তোমাকে ;
ঈশ্বরই শ্রমমুখর পরম-বিশ্রাম,
ঈশ্বরই ইষ্টার্থী ক্লেশসুখপ্রিয়তার
পরম অর্ঘ্য,
ঈশ্বরই সার্থক স্বস্তি-নিদান। ৫৪৫৭।
১৯।১১।১৯৫৩, বেলা ১০-২৫

তুমি শ্রেয়-শ্রদ্ধ নও,
তুমি ভক্ত নও,

তুমি সদ্‌গুণগ্রাহী নও,—
এমনতর ব'লে নিজেকে পরিচয় দিতে যাওয়া
মানেই হ'চ্ছে—
তোমার কৌলিক মর্য্যাদাকে
দাম্ভিকতার পায়ে
অবদলিত ক'রে
দাম্ভিকতায় আত্মপ্রসাদ লাভ করছ ;
তোমার ব্যক্তিত্ব
কেমনতর কী মর্য্যাদায় বিনায়িত,—
ঐ অমনতর আত্মপ্রসাদ থেকেই
যা'রা ধী-মান
তা'দের বুঝে নিতে বা অনুমান করতে
একটু কম কষ্টই হবে ;

তুমি ব'লে দিচ্ছ—
তুমি কতখানি আত্মপ্রতারক,
তোমার নিজ আভিজাত্যকে
তুমি কতখানি অবদলিত ক'রে
একটা কিম্ভূতকিমাকার মর্য্যাদায়
প্রলুব্ধ হ'য়ে
তা'তেই আত্মবিক্রয় ক'রে চলছ,
তা'রই পরিচর্য্যা ক'রে চলছ,
অর্থাৎ তুমি পর-পণ্যে আত্মবিক্রয় করেছ—
তা' জ্ঞাতসারেই হো'ক
বা অজ্ঞাতসারেই হো'ক ;

তুমি বুঝতে পার না—
যা'র শ্রদ্ধা নাই,
তা'র বোধ নাই,
সে শ্রেয়তে যুক্ত হ'তে পারে না,
এমন-কি, এই যুক্ত হওয়ার
অভিপ্রায় বা কল্পনাতেও

অনেকের মাথা কাটা যায়,
তাই, তা'দের বোধ, চিন্তা অন্বিত হ'য়ে
ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে না,
ওখান থেকেই বুঝতে পার—
তা'দের হওয়াটা কেমনতর ;
যে একভক্তির শরণাপন্ন হ'য়ে
আত্মবিনায়নে
নিজের ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে তোলে নি,
ভাব যা'র অন্বিত সঙ্গতিতে
সার্থক হ'য়ে ওঠে নি,
তা'র ভাবনার মর্য্যাদা কোথায় ?
ঐ ছিন্ন ও ছন্ন জীবন নিয়ে
সঙ্গতিহারা অসার্থক জীবন নিয়ে
শ্রেয়বঞ্চিত জীবন নিয়ে
সে শান্তির অধিকারীই বা হবে কেমন করে ?
তা'র জীবন স্বস্তিহারা,
যা'র স্বস্তি নাই,—
তা'র সুখেরই বা অর্থ কী ?
মত্ত উন্মাদনী উত্তেজনাকেই
সে হয়তো সুখ ব'লে উপভোগ ক'রে থাকে ;
তাই বলি, শ্রেয়শ্রদ্ধ হও,
বিনীত হও,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আচার্য্য যিনি—
তাঁতে অচ্যুত একভক্তিপরায়ণ হও,
ঐ ইষ্টানুগ আত্মনিয়ন্ত্রণে
নিজের ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে তোল,
শ্রান্তিহারা শান্তির শুভ-অঙ্কে
লালিত-পালিত হও,
সুখী হও,
মানুষকে সুখী ক'রে তোল—

ঐ অমনতর ক'রে। ৫৪৫৮।
১৯।১১।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৪৫

অস্মিতা বা অহঙ্কার মানেই হ'চ্ছে—
প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট সঙ্গতিহারা অহং
যা' ব্যক্তিত্বে বিনায়িত হ'য়ে ওঠে নি—
সার্থক অন্বিত সঙ্গতিতে,
যা' সুকেন্দ্রিক নয়,
—বিনীত হ'য়ে ওঠে নি,
—দক্ষদন্তী আত্মম্ভরি প্রবৃত্তি-বিমৃষ্ট
ছন্ন সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিত্বের
সংক্ষোভ-অভিদীপনায়
অভিব্যক্তি লাভ করেছে ;
বিনয় যেখানে প্রকৃত,—
শ্রদ্ধাও সেখানে সলীল,
শ্রদ্ধা যেখানে সৎ-শ্রদ্ধ, একনিষ্ঠ,—
সেখানেই অন্বিত সঙ্গতিসম্পন্ন ধী,
আর, ধী যেখানে যতই
সার্থক হ'য়ে উঠেছে,—
ধৃতিও সেখানে দেদীপ্যমান ততই,
ধৃতি যেখানে
সুসঙ্গত অন্বয়ে
নিয়ন্ত্রণী সার্থকতায়
অর্থান্বিত হ'য়ে উঠেছে,—
ধর্ম্মও সেখানে
ব্যক্তিত্বকে বিভান্বিত ক'রে তুলেছে,
আর, ধর্ম্মের ভূমিই হ'চ্ছে
সুকেন্দ্রিক ইষ্টানুগ চলন,
কৃতি-অভিদীপ্ত নিষ্পন্নতার

তড়িৎ-পরাক্রম,
তাই, ভক্তিও সেখানে সহজ ও সলীল,
আর, ভক্তিই ঈশ্বরের স্মিত সিংহাসন—
লীলায়িত রঙ্গভূমি। ৫৪৫৯।
১৯।১১।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৫৫

শাতন-অভিদীপনা
যেখানে প্রবৃত্তি-প্ররোচনায়
অহংকে অভিভূত ক'রে
দাম্ভিক আত্মম্ভরিতার উদ্বোধনায়
মানুষকে সংকীর্ণ স্বার্থলুব্ধ ক'রে তোলে,
আর, ঐ দম্ভ-প্ররোচী উদ্ধত আত্মম্ভরিতায়
মানুষ যখন নিজেকে আহুতি দেয়,—
ধর্ম্ম ও প্রেরিতপুরুষের ভেদও
সৃষ্টি ক'রে তোলে সে তখনই,
বাদ-ভেদও অমনি ক'রেই
সৃষ্টি হ'য়ে থাকে,
সদাচারও বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে,
অভিজাত কৃষ্টিও
বিড়ম্বিত ও হতভম্ব হয় সেখানে,
আর, তা' অজ্ঞতারই ঔপহাসিক বিদ্রূপ ;
শাতন মানেই প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট অহং,
আর, ঐ আত্মম্ভরী প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট
সংকীর্ণ অহংই
শাতনের ব্যক্ত অভিব্যক্তি। ৫৪৬০।
১৯।১১।১৯৫৩, রাত ৭-৪৫

আশীর্ব্বাদ
অর্থাৎ অনুশাসন-বাক্য

তখনই সাফল্যমণ্ডিত হ'য়ে ওঠে,
যখনই তদনুগ অনুগতিতে
সক্রিয়-নিখুঁতভাবে
তা'কে নিষ্পন্ন করা যায়। ৫৪৬১।
২০।১১।১৯৫৩, রাত ৭-৫০

প্রস্বস্তিবাদ
স্বস্তিকে আবাহন ক'রে থাকে তখনই,
যখনই সেবানিরত ভজনানন্দের প্রশস্ত চলনে
সুকেন্দ্রিক সান্বয়ী তৎপরতায়
তা'কে সার্থক ক'রে তোলা যায়। ৫৪৬২।
২০।১১।১৯৫৩, রাত ৭-৫৫

বর তখনই স্মিত-সার্থক হ'য়ে ওঠে,
বরেণ্যে তা' যখন ধৃতি লাভ ক'রে
শুভদীপনী চলনে
স্বতঃ হ'য়ে ওঠে—
সত্তানুধায়িনী অনুশীলনায়। ৫৪৬৩।
২০।১১।১৯৫৩, রাত ৮টা

সু-বোধ-অনুশায়িনী প্রবৃত্তি
মানুষকে ধী-ঐশ্বর্য্যবান ক'রে তোলে,
আর, কু-বোধ-মৃষ্ট যা', তা' মানুষকে
নারকীয় ক'রে তোলে। ৫৪৬৪।
২১।১১।১৯৫৩, রাত ৭-২০

মানুষের অন্যায়কে যথাসম্ভব আবৃত কর,
পরিশুদ্ধ ক'রে তোল তা'কে—

হৃদ্য অসৎ-নিরোধী অনুবেদনায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে,—
নিজের বেলায় যেমন ক'রে থাক ;
এই প্রচেষ্টায় যতই কৃতিত্ব লাভ করবে,
তুমি আদৃত হ'য়ে উঠবে ততই—
উন্নতির উৎসারণী অনুপ্রেরণা হ'য়ে। ৫৪৬৫।
২২।১১।১৯৫৩, রাত ৭টা

কর,
সঙ্গে-সঙ্গে নিজে নিয়ন্ত্রিত হও—
সার্থক অন্বিত সঙ্গীতিশীলতায়,
এমনি ক'রেই তোমার তপশ্চর্য্যাকে
বাস্তব বিনায়নায় মূর্ত্ত ক'রে তোল,
বাস্তব চরিত্রে প্রকট হ'য়ে উঠুক তা' ;—
ঐ তপদীপনা তোমার ব্যক্তিত্বকে
বিভাবিত ক'রে তুলবে। ৫৪৬৬।
২২।১১।১৯৫৩, রাত ৭-১০

তোমার শত্রুকেও শত্রু ক'রে রেখে
সুখী হ'তে যেও না,
অসৎ-নিরোধী সুতৎপর প্রস্তুতি নিয়ে
যথাবিহিত শুভ-সন্তর্পণায়
যতটা পার
তা'কে তোমার প্রীতি-বিকীরণায়
উদ্ভাসিত হ'তে দিও—
দক্ষকুশল তৎপরতায় ;
মনে রেখো—
তা' যেন আবার
তোমাকে বিপরীতভাবে
বিদ্ধ না ক'রে তোলে,

চেষ্টা ও চর্য্যার
ইষ্টার্থ-নিয়ন্ত্রণী অনুবেদনায়
তুমি অমনতর হ'তেই
যত্নশীল থেকো ;—
আঘাতের কুণ্ঠিত ক্ষুরতা এড়িয়ে
তুমি অনেকখানি প্রস্বস্তি লাভ করবে। ৫৪৬৭।
২২।১১।১৯৫৩, রাত ৭-১৫

চিন্তায়, বাক্যে, আচারে, ব্যবহারে
সুনিষ্ঠ তৎপর সম্বেগ নিয়ে
তুমি নিজেকে যেমন ক'রে তুলবে,
ঈশ্বর তাইই মঞ্জুর করবেন,
তুমি হবেও তেমনি। ৫৪৬৮।
২২।১১।১৯৫৩, রাত ৮-৩৫

তোমার সংস্থিতিকে
ধারণ-পালন যিনি করেন,
তিনিই তোমার শ্রেয়,
আর, ঐ ধারণ-পালন-সম্বেগই হ'চ্ছে
আধিপত্য,
ঐ শ্রেয়ের আধিপত্যকে যদি
বিনীত-বিনোদনায়
স্বীকার না ক'রে চল,
তা'কে বর্দ্ধন-বিভূতি-সম্পন্ন ক'রে
তৎপ্রতিষ্ঠা-নিযুক্ত না হ'য়ে যদি চল,—
ঐ ধারণ-পালনী সম্বেগকেই
তুমি আহত ক'রে তুলবে,
প্রাণের যে-আকৃতি নিয়ে তিনি

মমতাদীপ্ত অভিসারে
তোমার ঐ ধারণ-পালনী অনুচর্য্যায়
স্বতঃস্বেচ্ছ আত্মবিনোদনায়
তৃপ্ত হ'য়ে চলেছেন,
তা'কে ব্যাহতই করবে তুমি ;
তোমার সত্তাপোষণী যিনি,
যিনি তোমার শ্রেয়—
অনুকূল,
তাঁকে বিক্ষুব্ধ ক'রে তোলা
তোমার পক্ষে
অজ্ঞ বিকৃতি ও অকৃতী অজ্ঞতারই পরিচায়ক ;
যাঁ' হ'তে আপোষিত হও,
আপূরিত হও,
বিধৃত হও,
আপালিত হ'য়ে চলতে থাক,
তাঁর বর্দ্ধন-বিনোদনায়
আত্মনিয়োগ করতে ভুলো না,
তৎ-প্রতিষ্ঠ শুভাশিস্
তোমাকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে চলবেই কি চলবে,
আর, তাইই তোমার বাস্তব স্বার্থ। ৫৪৬৯।
২২।১১।১৯৫৩, রাত ৮-৪০

পাবী অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়ে
মানুষের সুকেন্দ্রিক অনুভাবিতার
উদ্বোধন হ'য়ে ওঠে,
আপ্তীকরণ হ'য়ে ওঠে,
আপ্ত-বোধও সুজাগ্রত হ'য়ে ওঠে,
ঐ কেন্দ্রার্থ-অনুসন্ধিৎসা
অন্তরে সক্রিয় হ'য়ে ওঠে,

ফলে, চেষ্টা, যত্ন, তৎ-স্বার্থপ্রতিষ্ঠা
স্বতঃস্বেচ্ছ অনুক্রমণায়
সজাগ হ'তে থাকে,
আর, তা' অন্বিত সঙ্গতিতে
বিনায়িত হওয়ার প্রবণতা
উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে ;
যতই শ্রদ্ধা-সম্বেগ
সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠতে থাকে,
ঐ কেন্দ্রানুগ আরতি
যতই সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
বোধ ও অনুভাবিতার
অনুদীপনী অন্বয়ে
সঙ্গতিশীল সম্বর্দ্ধনায় সুদৃঢ় হ'য়ে উঠতে থাকে,
ততই অন্তরে
স্বস্তি-অনুদীপনাও
সুষ্ঠু সক্রিয়তায়
প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
ফলে, নানা বিক্ষোভের ভিতর-দিয়েও
তা'র শান্তি অবিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রবণতা
প্রশস্তই হ'য়ে চলে ;
ঈশ্বরই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রেরিত নর-বিগ্রহ,
ঈশ্বরই সব যা'-কিছুরই কেন্দ্রপুরুষ,
ঈশ্বর-অনুক্রমণাই মানুষের পাবনী অনুষ্ঠান,
ঈশ্বরই যা'-কিছুর সার্থক সঙ্গতি। ৫৪৭০।
২৩।১১।১৯৫৩, সকাল ৯-৫০

প্রবীণের কাছে নতজানু হও,
তাঁর আশিস্-ধারায় বৈশিষ্ট্যকে পরিপোষিত কর,

কিন্তু আভিজাত্যকে অবনত ক'রো না;
তোমার চরিত্রে
অভিজাত সন্দীপনা
ব্যক্তিত্বে বিনায়িত হ'য়ে
যেন স্বতঃই মধু-উৎসারণী হ'য়ে ওঠে,
আর, নিজেও মানুষের আভিজাত্যকে
সম্মান করতে সজাগ থেকো। ৫৪৭১।
২৩।১১।১৯৫৩, সকাল ১০-২০

যোগ্যতা যেখানে জীয়ন্ত,
ধী-বিনায়িত, কুশল-কৌশলী,
জীবনও সেখানে জয়ন্তী-গীতিমুখর—
মধু-বর্ষী। ৫৪৭২।
২৩।১১।১৯৫৩, বেলা ১১-৩০

শুধুমাত্র কৈফিয়তে কৃতিত্ব নেই,
যদি সে কৈফিয়তের সাথে
বাস্তবতার কোন মিল না থাকে;
যে-কৈফিয়ত বাস্তবতাকে
বিশেষভাবে নির্ণয় করতে পারে,
তাইই সমীচীন,
বিভিন্ন কৈফিয়তে যদি
একই বাস্তবতা সুনির্ণীত হয়—
অন্বিত সঙ্গতিতে,—
সেগুলি কিন্তু সত্যের বাস্তব নির্ণয়ে
সুদৃঢ় সাক্ষী,
এবং তা' বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ফল,
তাই, তা' সুষ্ঠু সঙ্গতির সহিত

বিবেচনা-পূর্ব্বক
সমীচীনভাবেই গ্রহণীয়। ৫৪৭৩।
২৩৷১১৷১৯৫৩, রাত ৭-৫

গ্রহদোষ খণ্ডনের শ্রেষ্ঠ উপায়ই হ'চ্ছে
ইষ্টানুরতি-নিষ্যন্দী, মন্ত্রতপা
সদাচারসম্বন্ধ আত্মনিয়ন্ত্রণ,
যা'র ফলে, গ্রহদুষ্ট যা'রা,
তা'রা ক্রমশঃই
স্বস্ত্যয়ন-অভিদীপনায় চ'লে
উৎসর্গ-অভিধায়িনী স্বস্তির
অধিকারী হ'তে থাকে ;
ঈশ্বরই পরম পুণ্য,
যা'-কিছুরই পরম গ্রহীতা,
স্বস্তির সৎ-সম্বর্দ্ধনা। ৫৪৭৪।
২৫৷১১৷১৯৫৩, বেলা ১১-১০

অসৎকে জান,
অবিদ্যাকে বিদিত হও—
সুবীক্ষণী সন্ধিৎসা নিয়ে,—
যা'তে তা'কে নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করতে পার—
প্রকৃষ্ট তৎপরতায়
সৎকে অব্যাহত করতে
সার্থক সঙ্গীতি-শালিন্যে। ৫৪৭৫।
২৬৷১১৷১৯৫৩, সকাল ৮-৪৫

ভক্তি সলীলস্রোতা হ'য়ে ওঠে তখনই—
ব্রাহ্মণ্য-অনুবেদনা যখনই
হৃদয়ে জাগ্রত হ'য়ে ওঠে,

ভূমা-ভূমিতে দাঁড়িয়ে ভক্ত তখন
ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্যের ছান্দিক নন্দনায়
সমষ্টির লীলালাস্য
অন্বিত সঙ্গতিতে
উপভোগ ক'রে থাকে,
প্রণয় তখনই প্রীতিনন্দিত উদাত্ত ছন্দে
সামগীতমুখর হ'য়ে ওঠে,
তাই, ভক্তের হৃদয়ই ভগবানের আবাসভূমি ;
আর, সে নিজেও
ঐ লাস্য-সঙ্গীতির
ছান্দোগ্য-নন্দনায়
ঐ ঈশ্বরেরই আরতি-প্রদীপ হ'য়ে
প্রতিটি ব্যষ্টি-সহ সমষ্টিকে
সলীল আলিঙ্গন-গ্রহণে
উপভোগ ক'রে থাকে—
অজানাকে জানা না-জানার
আলোড়ন-অনুদীপনা নিয়ে
চেতন-মন্দিরের বংশী-নিনাদ-কাকলীছন্দে ;
ঈশ্বরই অন্তরের যোগাবেগ,
ঈশ্বরই একভক্তির সমাধি-মন্দির,
ঈশ্বরই ভক্তের সুনিষ্ঠ প্রাণন-চেতনা,
—ইষ্টার্থী ক্লেশসুখপ্রিয়তার নিদান-মাধুর্য্য। ৫৪৭৬।
২৬।১১।১৯৫৩, রাত ৮-৫৫

প্রীতি-অনুচর্য্যাই প্রভাবের পরম উদ্‌গাতা,—
যখনই তা' সুকেন্দ্রিক সার্থক অন্বিত সঙ্গতিতে
শ্রেয়চলন-তৎপর হ'য়ে চলে ;
প্রণয়
বাক্‌ ও ব্যবহারে যতই উদ্ভিন্ন হ'য়ে

সুকেন্দ্রিক প্রিয়চলনে আত্মনিয়মনশীল হ'য়ে ওঠে—
উপচয়ী উৎসারণী অনুসেবনায়,—
সে ততই সঙ্গতির যাদুজীবনে অন্বিত হ'য়ে
সংহতির কেন্দ্রায়িত নয়ন-দীপনায়
সব্যষ্টি সমষ্টিতে
শ্রেয়-প্রতিষ্ঠার স্বতঃ-চলনে
সম্বেগ-সম্বর্দ্ধনী সাত্ত্বিক পোষণায়
সক্রিয় হ'য়ে ওঠে ;

তা'র জীবন-গীতিই মূকচরিত্রে
পরিভাষা-পরিদীপনায় ব'লে থাকে—
'সংগচ্ছধ্বং, সংবদধ্বং, সংবো মনাংসি জানতাম্ ।
দেবাভাগং যথাপূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে ॥
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্ ।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥'—
তা' বিশেষ বৈশিষ্ট্যে,
বিশিষ্ট পরিবেষণে,
ঐকতানিক অভিবাদনমুখর ছন্দলাস্যে,
প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের
প্রতিটি ব্যক্তিত্বের
আহুত হোতা হ'য়ে ;
যদি প্রভাব চাও,
প্রীতি-মুখর হ'য়ে ওঠ,

প্রণয়-দীপনাই
তোমার ছন্দায়িত পদবিক্ষেপ হ'য়ে উঠুক,
তোমার প্রতিটি চলন
সামস্বরে গেয়ে উঠুক—
পরম প্রীতি-ছন্দে ব'লে উঠুক—
'প্রিয় ! তোমার জয়জয়কার হো'ক' ;

প্রীতি
অনুভূতির জ্যোতিষ্মান হোমবহ্নি,

স্বার্থের পরম বেদ,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমের পরম ঋক্ ;
ঈশ্বরই প্রেম-স্বরূপ,
ঈশ্বরই প্রণয়-স্রোতা,
ঈশ্বরই প্রীতি-কেন্দ্র। ৫৪৭৭ ।
২৭।১১।১৯৫৩, সকাল ৮-২০

অহংয়ের আত্মিক ভূমিই ঈশ্বর,
ঈশ্বরই যোগ-আবেগের যাস্ক-সম্বেগ,
প্রীতির পরম-তীর্থ,
সমাধির সম্যক ধারণা,
আধিপত্যের অধিস্রোতা পালন-প্রতীক,
কল্যাণের কল-দীপনা,
সচ্চিদানন্দের চেতন-বিগ্রহ,
পুরুষোত্তমের প্রাণ-প্রেরণা,
সাধুর শিষ্ট শালিন্য। ৫৪৭৮ ।
২৭।১১।১৯৫৩, সকাল ৯-১৫

পরমপুরুষ বহুবল্লভ,
তুমি তাঁ'রই বিসৃষ্ট একজন—
প্রকৃতির মায়িক বিনায়নের ভিতর-দিয়ে,
তিনি সবারই,
তিনি যা'র নন—
এমনতর কেউ নেই,
মনে রেখো—তুমি তাঁ'রই সন্তান,
সন্ততিস্নেহ তোমাতেও বিদ্যমান—
মমত্ব-উৎসারণী অনুদীপনা নিয়ে
স্বতঃস্রোতা,

তাই, তুমিও সকলেরই,
তোমার কিন্তু কাউকে বাদ দেওয়া মানেই—
তাঁকেই তুমি ততটুকু অবজ্ঞা করলে ;
প্রতিটি ব্যষ্টি-সহ সমষ্টির প্রত্যেকেরই
তোমার কাছে আসবার,
তোমাকে ডাকবার,
দরদ করবার
জন্মগত অধিকার আছে,
—এমনি প্রত্যেকেরই ;
তাই, তুমি কাউকে অবজ্ঞা ক'রো না,
ঠেলে ফেলো না কাউকে,
তাঁ'রই অনুবেদনার
সাধু অনুদীপনায়
নিষ্পাদনী অনুচর্য্যায়
যা'র যা'-কিছু করতে পার,
তা' করতে ত্রুটি ক'রো না কিন্তু,
যত্নবানই থেকো—
যেমন জোটে তোমার তেমনি ক'রে,—
ঐ বল্লভ-অনুধ্যায়িতা নিয়ে ;
এই শুভ-ক্লেশ সহ্য ক'রে
সত্তাপোষণী অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
পোষণ ক'রে তা'দিগকে
তুমি ধন্য হও ;
তাঁ'তে সবাই আছে,
কিন্তু যা'র ভক্তি তাঁ'তে যেমনতর,
তিনিও স্ফুরিত হন সেখানে তেমনি,
ঐ প্রাণন-প্রসাদ-সন্দীপী হ'য়ে
আত্মপ্রসাদে গেয়ে ওঠ—
'জয় জগদীশ্বর' ;—
ব্যষ্টি-হৃদয়ের প্রাণন-প্রদীপ তিনি,

গণ-সমষ্টির সংহতি-অনুবেদনা তিনি,
ঈশ্বরই সার্থকতার অন্বিত সঙ্গতি,
ঈশ্বরই প্রতিটি হৃদয়ে জীবনস্রোত,
ঈশ্বরই লোকবল্লভ। ৫৪৭৯।
২৭।১১।১৯৫৩, বেলা ১০-৫

আবার বলি—
মনে রেখো—
বৈশিষ্ট্যে বিশেষত্ব থাকা সত্ত্বেও
মহাপুরুষ যাঁরা
অতিমানব যাঁরা,
তাঁরা পরস্পর বাস্তবতায়
অন্বিত-স্বার্থ,—নির্দ্বন্দ্ব,
পরস্পর পরস্পরের আপূরয়মাণ;
সুকেন্দ্রিক তৎপর সম্বেগে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ হওয়া
তাঁদের চরিত্রগত,
কারও অবিমৃষ্যকারী নিন্দাবাদে
কেউ সুখী হন না,
বৈশিষ্ট্যে বিশেষত্ব থাকা সত্ত্বেও
অভেদ আত্মীয়তা
সেখানে অর্থান্বিত হ'য়ে
নিনড় সম্বেগশালী,
প্রত্যেক আচার্য্যই যেন
প্রত্যেকের পরম দরদী—
পালয়িতা;—
মোক্‌থা এই টোটকা লক্ষণগুলি
থাকবেই কি থাকবে,
এই সার্থকতা যেখানে নাই,

তা' কিন্তু সন্দেহের। ৫৪৮০।

২৮।১১।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৫-৪৫

শ্রেয়-তাড়না বা শ্রেয়-ভর্ৎসনা
মানুষকে বিকৃত বেদনাপ্লুত ও বিচ্ছিন্ন না ক'রে
যদি তা'কে সশ্রদ্ধ অনুচর্য্যা-মুখর,
বিনীত ও বিনায়িত ক'রে তোলে,—
মর্য্যাদাপূর্ণ সম্মান
শ্রেয়-সম্ভাষণে
কৃতী-বিনোদনায়
মর্য্যাদার মুকুটে পরিশোভিত ক'রে তোলে তা'কে ;
আবার, শ্রেয়কে যদি কেউ
অমর্য্যাদা-উৎসারণী সংঘাত হানে,
তাঁ'র মর্য্যাদাকে পদদলিত করে,—
লোক-অন্তর ঐ অসৎ-প্রদীপনাকে
পদদলিত ক'রে
অমর্য্যাদায়
হীনত্বের পূতিগন্ধী বিক্ষেপে
বিমর্দ্দিতই ক'রে থাকে তা'কে ;
তাই, শ্রেয়-কর্ত্তৃক অপমান বা অমর্য্যাদা
কেউ যদি প্রসন্ন-চিত্তে গ্রহণ করে,—
মানুষ তা'কে যেমন স্নেহল্লচর্য্যায়
সম্মানিত করে,
শ্রেয়ের প্রতি কোনপ্রকার অমর্য্যাদা
অবিবেকী সংঘাত,
কু-ধর্ষিত আচরণ
ও বেদনাপ্লুত ব্যবহারে
লোক-অন্তর তেমনি তা'কে
কুৎসিত সংঘাতে

নির্য্যাতিতই ক'রে থাকে ;
তাই, শ্রেয়-শাসন ঈশ্বরের বর-প্রসাদ,
শ্রেয়কে অবদলন ঈশ্বরের অভিশাপ। ৫৪৮১।
২৮।১১।১৯৫৩, রাত ৭-২৮

মহাপুরুষ বলতে কিন্তু এ বুঝো না
যে, তিনি তোমার মনের কথা বলে দেবেন,
তোমার বিগত জীবনে কী হয়েছিল—
বা ভবিষ্যতে কী হবে—
তা' বলে দেবেন,—
তুমি জান না এমনতর কোন অলৌকিক ব্যাপার
তোমার সামনে ধ'রে
তোমাকে বিস্মিত ক'রে দেবেন,
ও-সব ধান্ধা তাঁদের নেই,
তাঁরা পরোয়াও করেন না তা'র ;
মহাপুরুষ বলতে যা' বোঝা যায়
অর্থাৎ মহাপুরুষ-শব্দের যা' অর্থ,
তিনি তাই—
মহাপূরণকারী তিনি ;
তাঁর বোধিদীপনায় আছে সর্ব্বজ্ঞত্ববীজ,
কোন বিষয় বা ব্যাপারে তা' উপ্ত হ'লে
তাঁর বোধিচক্ষুতে তা'র সব কিছুই ভেসে ওঠে ;
প্রদীপের মত তোমার অন্তরে দাঁড়িয়ে
তিনি সেই আলোক ধ'রে
শুভ পথের পথিক ক'রে তুলতে পারেন তোমাকে—
তুমি যদি চল,—
তাই, তিনি অন্তর্য্যামী ;
তাঁর উৎসর্গীকৃত অন্তর
সত্তাপোষণী প্রীতি-উৎসারণায়

তোমাকে
উন্নতির উৎসৃজনী অনুপ্রেরণায়
অনুপ্রেরিত ক'রে তুলতে পারে—
তুমি যদি তাঁতে একভক্তিপরায়ণ হ'য়ে থাক ;
তাঁর স্বভাবই এমন,
তিনি চান—
তুমি বাঁচ, বাড়,
শুভ-সাফল্যে সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে চল,
আর, তিনি সেই বিধিরই
আশিস্‌বার্তাবাহী ;
তাঁকে ধর,
তাঁর অনুশাসন-মাফিক
যা'-কিছু করবার তা' কর,
তোমার চরিত্রকেই তেমনতর ক'রে তোল,
এক-কথায়, তেমনতর হও তুমি,
আর, এই এমনতর হওয়াই
পাওয়ায় প্রসন্ন ক'রে তুলবে তোমাকে,
এই হ'চ্ছে তাঁর আদিম
আন্তরিক উৎসারণা,
যে-উৎসারণায়
তাঁর ব্যক্তিত্ব বিনায়িত হ'য়ে
সুকেন্দ্রিক একনিষ্ঠতায়
বিন্যস্ত হ'য়ে আছে ;
তিনি যাদুকর নন,
তোমাকে বিস্মিত ক'রে
হকচাকিয়ে
বিভ্রান্ত ক'রে
বাহাবা নেবার আকাঙ্ক্ষী তিনি নন,—
যদিও প্রীতিমুখর ঐ ব্যক্তিত্ব
হয়তো মানুষের সম্মুখে

বাজীকর ব'লে
প্রতীয়মান হ'তে পারে,
কিংবা শ্রদ্ধাভিদীপ্ত অন্তঃকরণ
অমৃতোৎসারণ-শালিন্যে
বহুরকমে দেখতে পারে তাঁকে ;
ঐ সব বিশেষত্ব ছাড়াও
তিনি বিশেষ হ'য়েও
সব বিশেষের সমাধান ;
তাই, তাঁকে অনুসরণ কর,
অমৃতপন্থী হও,
আর, অমৃতনিধানই হ'চ্ছেন ঈশ্বর,
তিনিই পরম-পুরুষ,
তিনিই পরাৎপর। ৫৪৮২।
২৮।১১।১৯৫৩, রাত ৮-১০

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
ব্যক্ত পুরুষোত্তমই
ঈশ্বরের অভিবর্ত্ম,
ব্যাপ্তি ও বর্দ্ধনার পরম উপায়ন,
তিনি ছাড়া—আর যিনিই হো'ন না কেন—
ঈশীগতির পুরশ্চারক
কেহই নন,
তিনিই সত্য,
তিনিই পথ,
তিনিই গন্তব্য,
তিনিই পরম শ্রেয়,
তিনিই পরম প্রেয়,
তিনিই সত্তার আত্মিক অনুদীপনা,
আশিস্-বিধায়ক তিনিই ;

তাঁতে নিয়োজিত অচ্যুত একভক্তি
শ্রদ্ধা-অন্বিত অনুচলন
প্রাণন-বর্দ্ধনী ব্যাপ্তিনন্দনার
দীপালী-পথ ;
পুরুষোত্তমের সার্থক পরম ভূমিই ঈশ্বর,
ঈশ্বরের জীয়ন্ত অভিব্যক্তিই
প্রেরিত পুরুষোত্তম। ৫৪৮৩।
২৯।১১।১৯৫৩, সকাল ৯-১৫

তোমার প্রীতিকেন্দ্র যিনি—
তাঁর অর্থ বা স্বার্থ যা',
তা'কে নিষ্পন্ন করতে
সাফল্যে সার্থক ক'রে তুলতে
তোমার চিন্তাচলন, বাক্য, ব্যবহার,
বৃত্তি-নিয়মন,
কর্ম্মতৎপরতা,
সময়, সীমা,
পরিবেশ ও পরিস্থিতি ইত্যাদির
যেমনতর বিন্যাস প্রয়োজন,
নিজের অন্তর-বাহিরের অন্বিত সঙ্গতিতে
শুভ-সাফল্যে
চারিত্রিক অনুদীপনায়
তেমনতর ক'রে চলাই হ'চ্ছে
আত্মবিনায়ন ;
এই আত্মবিনায়নের ভিতর-দিয়ে
পরিবার-পরিস্থিতির বিনায়ন হ'তে থাকে,
তোমার নিজের অন্তরের
প্রেরণ-প্রবোধনা
জাগ্রত সক্রিয় তৎপর অনুদীপনা নিয়ে

এই বাস্তব করণের ভিতর-দিয়ে
আত্মনিয়মন ও আত্মবিনায়নে
অন্তরে-বাহিরে
একটা সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
ব্যক্তিত্বে দানা বেঁধে ওঠে—
বোধিদীপনার ধৃতি-সঙ্গতিতে,
এর ভিতর-দিয়েই আসে—
জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা, ভাব, ভক্তি,
কেন্দ্র-তৎপর সার্থক অনুবেদনার
সঙ্গতি-শালিন্য ;
ঐ প্রীতি-আবেগই হচ্ছে
অনুরাগ, শ্রদ্ধা বা ভক্তি,
ঐ আবেগের বেগ যেমনতর,—
অনুপ্রেরণাও তেমনতর,
অনুপ্রেরণা যেমন তীব্র,—
ইচ্ছা বা কর্ম্মশক্তিও তত প্রবল,
ইচ্ছা যা'র যেমন অবন্ধুর, অবাধ ও অনলস,—
জীবনগতিও তা'র তেমনি সলীল ;
আবার, তোমার প্রীতিকেন্দ্র যেমন,—
তোমার ব্যক্তিত্বের স্ফুরণও তেমনি ;
ঐ প্রীতি-প্রবুদ্ধ প্রযুক্ততাই যোগ,
তন্মুখী মনন-চলন-চর্য্যাই ধ্যান,
ঐ প্রদীপ্তি-তৎপরতাই হ'চ্ছে নিষ্ঠা,
আর, তদনুগ করণই হ'চ্ছে ভজন ;
ঈশ্বর সবারই কেন্দ্রস্বরূপ,
প্রকৃতি তাঁর বিধিস্রোতা অভিব্যক্তি,
তিনিই যা'-কিছুর আত্মিক অনুপ্রেরণা । ৫৪৮৪ ।
২৯।১১।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৫-১০

করতে যদি পার,—
অযথা ব'সে থেকো না,
অবশ্য তা' যেন বিধানকে
বিপর্য্যস্ত না ক'রে তোলে,
আর, করই যদি,
যথাসম্ভব চেষ্টা ক'রো—
অন্যের সাহায্য না নিয়ে করতে,
আবার, যেখানে অন্যের সাহায্য
নেওয়াই উচিত,—
তা'ও আবার উপেক্ষা ক'রো না,
তোমার সব করাগুলি যেন
অর্থান্বিত হয়
তোমার ইষ্টানুগ চলনে—
ঐ নিষ্পাদনী অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে,
অন্তরের চিন্তাগুলিও কিন্তু তাই ;
আর, বোধিচক্ষুকে উন্মীলিত রেখে
তা'ই ক'রো—
যা'তে চিন্তা ও কর্ম্মগুলি
ঐ ইষ্টার্থে অন্বিত হ'য়ে ওঠে,
—এই অভ্যাসের ভিতর-দিয়ে
দেখবে—
তোমার যোগ্যতা জীয়ন্ত হ'য়ে উঠবে,
বেড়ে যাবে,
পরিপুষ্ট হবে ;
ঐ ইষ্টানুগ করা,
তোমাকে অন্বিত সঙ্গতিশীল ক'রে
ব্যক্তিত্বকে বোধ-বিনায়িত ক'রে তুলবে,
তুমি দক্ষ কুশলকৌশলী হ'য়ে উঠবে
বাস্তবে । ৫৪৮৫ ।
২৯।১১।১৯৫৩, রাত ৮-৫

ক্ষমতার অপলাপী যা'
তা'কে দলিত ক'রে,
নিষ্পেষিত ক'রে,
নিরস্ত ক'রে
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ক'রে তোলাই
ক্ষমার তাৎপর্য্য। ৫৪৮৬।
৩০।১১।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৩০

ঘৃণ্য তা'রা—
যা'রা আভিজাত্যকে অবদলিত করে,
আভিজাত্যের উপাসনাবিরত হ'য়ে
দাসসুলভ চিত্তবৃত্তি নিয়ে
অন্যের প্রসাদভোজী হ'য়ে
জীবন-ধারণ করে,
যা'রা নিজের সত্তাপোষণী বংশ
বা কৃষ্টি-মর্য্যাদাকে
দাসসুলভ অবদলনে অস্বীকার ক'রে
অন্যের অভিজাত কৃষ্টিতে আত্মবিক্রয় করে,
যা'রা বৈশিষ্ট্যের শিষ্ট চলনকে ব্যাহত ক'রে
নিজের ব্যক্তিত্বকে অবদলিত ক'রে
নিজ বংশ ও কুল-মর্য্যাদাকে অপমানিত ক'রে
অন্য কুল বা বংশের তক্‌মায়
নিজেদের চালায় ;
অমনি ক'রেই তা'রা
কুলপাবী বৈশিষ্ট্যকে শীর্ণ ক'রে তোলে,
যা'র ফলে
অভিজাত সন্তান-সন্ততি
কুলপাবিতার গৌরব-অনুধায়িতা হ'তে
চ্যুতিই লাভ ক'রে থাকে ক্রমশঃ—

স্ফুরণ-দীপনাকে ব্যাহত ও বিশীর্ণ ক'রে ;
অভিশপ্ত তা'রা—
নিজের কুলবিসৃষ্ট ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যকে
ইষ্টার্থে উৎসর্গ ক'রে
বৈশিষ্ট্যের পরিপোষণায়
তা'কে আরোতে উদ্ভিন্ন ক'রে তোলার ধান্ধাই
বহন করতে পারে না যা'রা ;
ঈশ্বর নির্ব্বিশেষের বিশেষ ভূমি,
প্রতিটি বিশেষই বৈশিষ্ট্য-ভূমিতে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,
তাই প্রতিটি বিশেষই
নির্ব্বিশেষের বিশেষ বিসৃষ্টি ;
ঈশ্বর প্রতিটি বিশেষেরই পরমস্রবা,
বিশেষ অস্তিত্বের
বিধি-বিনায়িত স্রোতোচ্ছল অস্তি,
স্বস্তির স্মিত সত্তা। ৫৪৮৭।
১।১২।১৯৫৩, বেলা ১০-৩০

ইষ্টার্থ-অনুস্রবা,
সার্থক অন্বিত সঙ্গতিশীল বোধবিনায়না নিয়ে
যে যেমন যোগ্যতার অনুশীলন করে,
যোগ্যতাকে সে তেমনতরই উপভোগ করে,
আধিপত্যের জয়ধ্বনি
তা'কে তেমনতরই প্রসাদমণ্ডিত ক'রে থাকে ;
লাখ কথাই বল না কেন,
আর, তা' যত সুন্দরই হো'ক না কেন,
তুমি করবে যেমন
হবেও তেমনি,
প্রাপ্তিও প্রসন্ন হ'য়ে উঠবে তেমনতরই ;

সর্ব্বতোভাবে ইষ্টানুচর্য্যা
ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে
হওয়ায় উদ্ভিন্ন ক'রে তোলে,
আর, এই হওয়াই পাওয়ার জননী,
যে যেমনতর হয়,—
পায়ও সে তেমনই ;
অনুসরণ ও অনুগতিহীন সঙ্গ বা সহচারিতা
মুখর হ'লেও
তা' কিন্তু যোগ্যতাকে আবাহন করতে পারে না,
কারণ, তা' সুকেন্দ্রিক, সার্থক অনুশীলনশীল নয়। ৫৪৮৮।
৩।১২।১৯৫৩, সকাল ৯টা

ঈশ্বর অনুবেদ্য হও—
আচার্য্য-অনুবেদনা নিয়ে,
প্রকৃতির পরিচয় লাভ কর—
সার্থক সঙ্গতির সুবীক্ষণী তৎপরতায় ;
তা' হ'তে বিধিকে উদ্ভিন্ন ক'রে তোল,
জান—
ঐ সঙ্গতিশীল বৈধী নিয়মনার ভিতর-দিয়ে,
অনুশীলন-তৎপরতায়,
সমীক্ষ বিন্যাসে ;
যেখানে যেমন প্রয়োজন,
ঐ ঈশ্বর-অনুবেদ্য
প্রকৃতি-পরিচয়ের ভিতর-দিয়ে
যা' তোমার বোধিতে সজাগ হ'য়ে উঠেছে
বিন্যাস-বিভূতিতে
তেমনি ক'রে সেগুলিকে বিন্যস্ত ক'রে,
প্রয়োজনানুপাতিক সঙ্গতিশীল বিন্যাসে
বিনায়িত ক'রে তোল ;

এমনি ক'রে
প্রকৃতির ঐ অমনতর চয়ন হ'তে
প্রয়োজনীয় যা'
তা'কে কতদূর সুঠাম ক'রে তুলতে পার,
দেখ—
সর্ব্বার্থ-সঙ্গীতিতে ;
ঐ অতিশায়িনী
অনুবেদ্য অনুচলনের ভিতর-দিয়ে
প্রকৃতির চয়নগুলি
সঙ্গীতিশীল চয়নে
কেমন ক'রে মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পার,
আর, তা' কতটুকুই বা
প্রয়োজনের আপূরণী হ'তে পারে,
আবিষ্কার কর তা',
আর, ঐ চলনই আবিষ্কারের জননী ;
ঈশ্বর প্রকৃতিরই প্রভু,
তিনিই পরমপুরুষ। ৫৪৮৯।
৩।১২।১৯৫৩, বেলা ১০-৩৪

তুমি
অচ্যুত ইষ্টার্থ অনুধ্যায়িতা নিয়ে
সুকেন্দ্রিক অনুচর্য্যা-তৎপর থেকে,
ভাবঘন যোগাবেগের সহিত
সুনন্দিত আচার্য্যনিষ্ঠ হ'য়ে থাক—
নিজের অবস্থা যেমনই হোক না কেন,
সেগুলিকে বিহিত ব্যবস্থায় বিনায়িত ক'রে—
যা'তে তা'ই নিয়েই
তোমার সত্তাপোষণী ব্যবস্থায়
সহজে থাকতে পার,

এবং প্রয়োজনের আড়ম্বর
তোমাকে বিপর্য্যস্ত ক'রে তুলতে না পারে ;
আর, এই চলনায় সুনিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
উন্নতির অনুশীলনায়
সুদীপ্ত হ'য়ে ওঠ—
বাস্তব করণের ভিতর-দিয়ে
শুভ সুন্দরের বিন্যাস-বোধায়নায়,
আর, নিজে ঐ রকমেই সন্তুষ্ট থাক,
এই সন্তোষ যেন
সম্বর্দ্ধনার সঙ্গতিহারা না হয়,—
আরোতে অনুক্রমণশীল হ'য়ে চলে ;
এই সন্তুষ্টি তখনই লাভ করতে পারবে তুমি—
পরিস্থিতির বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া
তোমাকে যখন আর চঞ্চল ক'রে তুলতে
পারবে না ;
ঐ ভাবঘন যোগাবেগ
সংঘাত-নিয়ামক হ'য়ে
তোমার সত্তা-সংরক্ষক হ'য়ে চলতে থাকবে ;
সন্তুষ্টি নিয়ে তুমি চলতে থাক,
কথায় বলে—
'সন্তুষ্টস্য সদা সুখম্' ;
স্মিত সুখ-সম্বর্দ্ধনায়
নন্দিত তরঙ্গে
উৎ-ধাবনী অনুক্রমণায়
এমনতর চলনেই ব'য়ে চল—
সচল হ'য়ে
অনন্তের পথে ;
ঈশ্বরই অনন্তের পরম নন্দনা,
ঈশ্বরই লীলা-লাস্যের

পরম উপভোগ,
ঈশ্বরই চৈতন্যের চেতন প্রভাব। ৫৪৯০।
৩৷১২৷১৯৫৩, বিকাল ৪-২৫

তোমার প্রতিপালনী উৎস যিনি—
কৃপণ যেমন তা'র অর্জ্জিত ধনকে
রক্ষা ক'রে থাকে,
ঐ ধন রক্ষা করতে
অশেষ ক্লেশকেও
ক্লেশ ব'লে বিবেচনা করে না,
তেমনি ক'রে তাঁকেও
পোষণ-পালনী পরিধৃতি নিয়ে
আপূরিত ক'রেই চলতে থেকো,
ঐ পোষণ-পালন-পূরণী অনুচর্য্যাই
তোমার ভজনানন্দ হ'য়ে উঠুক,
আর, ঐ চলনাই তোমাকে
পোষণ-প্রদীপ্ত ক'রে রাখবে,
তোমাকে ক্ষীয়মাণ হ'তে দেবে কমই ;
অনর্থক অপব্যয়ে
তাঁকে ব্যাহত ও বিশীর্ণ ক'রে তুলো না ;—
মন্দভাগ্য যা'রা—
তা'রাই ওরূপ ক'রে থাকে। ৫৪৯১।
৩৷১২৷১৯৫৩, রাত ৭-৪৫

অধিমাত্রিক আত্মিকতাই হ'চ্ছে আধ্যাত্মিকতা—
যা' যেখানে যেমন, তেমন ক'রে
ঐ আত্মিক-সম্বেগকে
অর্থাৎ বোধবিনায়নী গতিসম্বেগকে
ধ'রে আছে বা ধারণ ক'রে আছে,

অধির মাঝে আছে মুখ্যতঃ ধরণ-ধারণ,
অধিমাত্রিকতা হ'লো—
যে ধরণ-ধারণের ভিতর-দিয়ে
আত্মিক সম্বেগ বিধৃত হ'য়ে আছে
বিশেষ বৈশিষ্ট্যে,—
আর, সেই ধরণ বা ধারণের ভিতর-দিয়ে
যে-গতি ফুটন্ত হ'য়ে উঠেছে,
তত্তপা হ'য়ে চলাই হ'চ্ছে—
আধ্যাত্মিকতা বা অধিমাত্রিক আত্মিকতা ;

ঐ গতিসম্বেগ যেখানে যেমন—
সংঘাত-সংশ্রয়ী চলনের ভিতর-দিয়ে,—
বোধি-স্ফুরণাও সেখানে তেমনি ;

তুমি বাস্তব জগতে
সুনিষ্ঠ সুকেন্দ্রিক বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
সার্থক বোধি-সঙ্গীতি নিয়ে
অনুশীলন-তৎপর উদাত্ত অনুগতিতে
বর্দ্ধনের পথে চলেছ
বা উন্নতির পথে চলেছ যতখানি—
সর্ব্বতোভাবে—
অর্থাৎ দৈহিক, মানসিক, চারিত্রিক
ও বোধিদীপনার সার্থক সঙ্গীতি-তাৎপর্য্যে,—
তুমি ততখানি
অধিমাত্রিকতায় বা আধ্যাত্মিকতায়
উন্নীতি লাভ করেছ ;

আবার, এই বাস্তব উন্নতির সহিত
অন্তঃকরণের বা অন্তরের উন্নতির
সুসঙ্গীতি যদি না থাকে—
প্রতিটি চলনে
আচরণে,

ব্যবহারে,
কথায়,—
যা'-কিছু বল না কেন,
তখনও তুমি আধ্যাত্মিকতাতেই
সুসঙ্গত হ'য়ে ওঠ নি,
অধিমাত্রিক আত্মিকতার ভূমিতেই দাঁড়াও নি ;
তোমার আত্মিক উন্নতি হয়েছে,
অথচ বাহ্যতঃ
পরিবেশ-পরিস্থিতি ইত্যাদির কোন-কিছুই
সঙ্গতি-শালিন্যে
ঐ আত্মিক অনুবেদনায়
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠছে না,
গজিয়ে উঠছে না—
সুঠাম সন্দীপনায়,
বাস্তব সঙ্গতি-সম্পদে,—
তা'র মানে—
আধ্যাত্মিকতায় তখনও তুমি পৌঁছাও নি,
এই সঙ্গতিশীল উন্নতি
বা তন্মুখী পদবিক্ষেপই হ'চ্ছে—
তোমার আধ্যাত্মিক জীবন ;
যে-বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
তোমার ঐ গতি
তোমাকে বা কোন-কিছুকে
চালিয়ে নিয়ে যা'চ্ছে,
তাই হ'চ্ছে—
অধি-আত্মিক সম্বেগ,
বা অধিমাত্রিক আত্মিকতা ;
বাহ্যজগৎ বা পদার্থজগৎই বল,
বা অন্তর্জগৎই বল,
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে

যতই তা' বর্দ্ধন-বিনায়নায়
পদবিক্ষেপ ক'রে চলতে থাকবে—
বোধিদীপনী সার্থক সঙ্গীতি-শালিন্যে
চেতন-দীপনায়,—
তুমি আধ্যাত্মিক জীবনও
লাভ করবে তেমনি ;
তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতি হ'লো,
তুমি বড় মহাত্মা হ'য়ে উঠলে,
কিন্তু এই বর্দ্ধন-সঙ্গীতিহারা যেই হয়েছ,
তুমি ছিন্ন বা ছন্ন তখন ;
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেয়-পুরুষোত্তমে
আত্মনিবেদন কর,
নৈবেদ্য হ'য়ে ওঠ তাঁর—
আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও বিনায়নার ভিতর-দিয়ে,
প্রতিটি ব্যষ্টি নিয়ে সমষ্টির অন্তঃকরণকে
স্পর্শ করুক
তোমার চারিত্রিক বিকীরণা,
অনুপ্রেরিত ক'রে তুলুক তা'দিগকে
ঐ চারিত্রিক অনুদীপনা,—
তাদের মর্ম্মকে উস্‌কে তুলুক—
অস্তিত্বের সচ্চিদানন্দময় সাত্ত্বিক সঙ্গীতির সাম-ছন্দে,
জীবনবৃদ্ধির রাগদীপ্ত অনুবেদ্য মৌলিক চলনে,
সার্থক সঙ্গীতি নিয়ে ;
তখনই তুমি মহৎ,
লোকস্বার্থ তুমি,
লোকপূজ্য তুমি,
তোমার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ
প্রতিপ্রত্যেকের
জীবন-নিয়ন্তা হ'য়ে উঠবে,
আচার্য্য-অনুদীপ্ত,

পুরুষোত্তম-বিভামণ্ডিত
জীবনভাতি তোমার
ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে উঠবে,
তুমি তত্ত্বদৃষ্টির
সাম্যসঙ্গীতির
স্থূল-সূক্ষ্ম-সমঞ্জসা
সমবায়ী, সম্বেদনী খরমধুর দৃষ্টি নিয়ে
দেখতে পাবে—
ঐ বাঞ্ছিত প্রিয়পরম
প্রেয়-পুরুষোত্তম যিনি,
তিনিই ঐ ঈশ্বরের বাস্তব মূর্ত্তি—
বিরাটের বিনায়িত সসীম অভিব্যক্তি,
অভেদ্য যা'-কিছুর
ভেদন-সঙ্গীতি-সম্পন্ন
প্রীতিনন্দিত, জ্ঞানদীপ্ত নরবিগ্রহ ;
তুমি প্রণাম কর,
বল 'বন্দে পুরুষোত্তমম্' । ৫৪৯২ ।
৪।১২।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৪৫

যা'রা বাদমত্ত বা বাদরত,
প্রবৃত্তি-রঙ্গিল বাদ নিয়েই যা'রা
দুনিয়ার যা'-কিছুকে
রঙ্গিল চক্ষেই দেখে থাকে,
যা'রা বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনায়
আনতে পারে না—
ঝাপসা-দৃষ্টিসম্পন্ন,
ব্যক্তিত্বের বিশেষ প্রকরণ
যা'দের কলনচক্ষুকে,
তত্ত্ববিনায়নী বোধদৃষ্টিকে

কুয়াশাচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে,
সত্তার সাত্ত্বিক সঙ্গতিকেও
যা'রা ঐ রঙ্গিল চক্ষুতেই দেখে থাকে—
ব্যষ্টি ও বৈশিষ্ট্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে,
যা'-কিছু উদয়নী প্রকরণের
তাৎপর্য্যকে অবজ্ঞা ক'রে,
অজ্ঞ একাকার ধারণায় আবিষ্ট হ'য়ে,—
পুরুষোত্তম ব'লে
তা'রা যা'ই বুঝুক না কেন,
তাঁ'তে যেমনতর ভক্তি-পরায়ণই
হো'ক না কেন তা'রা,
তা'দের বোধ-ব্যক্তিত্বে
বাদগুলি সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
একসূত্রে অন্বিত হ'য়ে ওঠে নি,
তা'দের গুরুভক্তিও ঐ বাদমূঢ়,
বাদের সার্থক সঙ্গতির
ব্যক্তপ্রতীক নয়কো ;
যেখানে পুরুষোত্তম,—
সব বাদ গলিত হ'য়ে
তাত্ত্বিক বিন্যাসের ভিতর-দিয়ে
সব যা'-কিছুর অন্বিত ব্যক্তমূর্ত্তি সেখানে,
বেদ-বেদান্ত-কৃৎ তিনি ;
বাদের অর্থ
অন্বিত সার্থকতায়
সার্থক সন্দীপনী তাৎপর্য্যে
বিজ্ঞানের তত্ত্বমঞ্চে সমাহিত হ'য়ে
সেই পদ্ম-আসনেই
ঐ পুরুষোত্তম নরবিগ্রহেই
জীয়ন্ত অভিব্যক্ত,
সর্ব্ববাদের অর্থ তিনিই,

আর, সর্ব্ববাদও
সার্থক হ'য়ে ওঠে তাঁ'তেই ;

তপস্যা-অন্বিত হ'য়ে
তাঁ'র পরাৎপর ভাবে বিন্যাস লাভ ক'রে
অধি-বিভূতি-বিভবের
বিভব-দীপনায়

মঞ্জুল বিন্যাসে
ঐ জীয়ন্ত ব্যক্তমূর্ত্ত নরবিগ্রহ
ফুটন্ত হ'য়ে উঠেছেন—
আশিস্-হস্তে,
সত্তার সাত্ত্বিক অনুদীপনী
পোষণ-পূরণী
বিন্যাস-বিন্যস্ত
খরমলয়ী
তর্পণানন্দিত প্রীতিচক্ষুর
বিভব-দীপনায় ;

তিনিই তোমার শ্রেয়,
তিনিই তোমার প্রেয়,
তিনিই তোমার নমস্য,
তপস্যার পরম-বিগ্রহ তিনিই তোমার,
শ্রদ্ধোচ্ছল মুক্ত হৃদয়ে
তাঁ'তেই আনত হও ;

ঈশ্বর সর্ব্ববাদের
সার্থক সমাহিত সন্দীপনা,
ঈশ্বর-অনুপ্রেরণাই জীবন-প্রেরণা,
আর, ঐ অনুপ্রেরিত
সমাধিভূত প্রীতিপ্রজ্ঞাই হ'চ্ছে—
তাঁ'রই প্রেরিত পুরুষোত্তম—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ

উপাস্য নরবিগ্রহ মানুষের। ৫৪৯৩।

৪।১২।১৯৫৩, রাত ৭-৪৫

যা' আমরা সহ্য করতে পারি না,—
সাধারণতঃ তা'ই দুঃখদ,
আবার, যা' আমরা সহ্য করতে পারি না,
অথচ সত্তার পোষণ-বর্দ্ধনী,—
তা' আপাত-দুঃখের হ'লেও
শুভদ ও সুখদ। ৫৪৯৪।

৫।১২।১৯৫৩, বিকাল ৪-৪৫

যা' আমাদের সত্তায় সংঘাত হানে,
সত্তাকে সংক্ষুব্ধ ক'রে তোলে,
ক্ষীয়মাণ ক'রে তোলে,
পালন-প্রতিভাকে দমিত ক'রে তোলে,—
তাইই পাপ,
আবার, যা' সত্তাকে সুকেন্দ্রিক ক'রে
পুষ্ট করে,
প্রবুদ্ধ করে,
প্রসন্ন ও প্রদীপ্ত ক'রে তোলে,
তাইই পুণ্য। ৫৪৯৫।

৫।১২।১৯৫৩, বিকাল ৪-৫০

বিষয়-ব্যাপারের সন্তরণ-সম্বেগ
বাস্তব-সঙ্গতিতে
এক-শালিন্যে যখনই উপস্থিত হয়—
মিলন-সমবায়ে,

সম্ভাবনার সম্ভব হ'য়ে ওঠে তখনই
তা' আকস্মিকভাবেই হো'ক
বা দৈব-দীপনায়ই হো'ক,
জানার পরিধির ভিতরেই হো'ক
আর তা'র বাইরেই হো'ক। ৫৪৯৬।
৫।১২।১৯৫৩, রাত ৮-৪৪

তোমার মৌলিক উদ্‌গম
যে কুল বা গোত্র হ'তে,
তুমি সেই কুল বা গোত্রেরই
অভিজাত সন্তান,
আর, তা'রই পুরুষ-পরম্পরা
তোমার প্রাক্‌-পিতৃপুরুষ,
তোমার ধমনীতে যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হ'চ্ছে
তা' অনুক্রমণ-তৎপরতায়
তাঁদেরই অনুস্রাবী;
তাঁদের সাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যকে অবজ্ঞা ক'রে
তাঁদের মর্য্যাদাকে লোপ ক'রে
যে-বাদের অনুবর্ত্তী হ'য়েই
ঈশ্বরোপাসনা করতে যাও না কেন,
ঐ উপাসনার গোড়ায় গলদ হ'য়ে উঠলো সেখানে,
তুমি ব্যত্যয়ী বিচ্ছিন্ন সংস্কারে পদক্ষেপ করলে—
যে-সংস্কার
তোমার মৌলিক-আবির্ভাবকেই
অস্বীকার ক'রে চলছে;
যাই করুক না কেন,
যেমনই চলুক না কেন,
এই মৌলিক ধারাকে অভিঘাত ক'রে
বা অস্বীকার ক'রে

যা'রা অন্য গোত্র বা বংশের নামে
পরিচিত হ'তে চায়,
তা'রা ঘৃণ্য, কৃতঘ্ন, ছন্ন ও ছিন্ন-আভিজাত্য নিয়েই
চ'লে থাকে ;
কুলকে যা'রা অস্বীকার করে,
ঈশ্বরকে তা'রা যে-রকমেই স্বীকার
করুক না কেন,
তা'র ভূমিই হ'চ্ছে—
ঐ অবিশ্বস্ত চর্য্যা—
অস্বীকার,
এককথায়, সুস্রোতা গোত্র
বা বাস্তব ধারাকে অস্বীকার করা মানে—
ঈশ্বরকেই অস্বীকার করা,
তা' যা'রা করে,
তা'রা পরধর্ম্মী
অর্থাৎ শাতন-ধর্ম্মী ;
তাই, যা'রা নিজের কুল বা বংশকে
অস্বীকার ক'রে
অন্য বংশের তক্‌মায় চ'লে থাকে,—
ঈশ্বর ও সমগ্র মানব-মণ্ডলীর
অভিশাপগ্রস্ত হ'য়েই চলে তা'রা ;
যেই হও, আর যাই হও,
কৌলিক ধারা যেন অব্যাহত থাকে,
আভিজাত্য যেন সুস্রোতা হ'য়েই চলে,
তাহ'লে
পিতৃপুরুষের আশিস্‌-নিয়মনায়
ঈশ্বরের কৃপাপাত্র হ'য়ে ওঠার
পথ তোমার
উন্মুক্তই থাকবে ;
ঈশ্বর সবারই আপ্ত,

ঈশ্বর সবারই স্বীকার্য্য,
ঈশ্বর সবারই আত্মিক-সম্বেগ। ৫৪৯৭।
৬।১২।১৯৫৩, রাত ৭টা

কোন উচ্চবর্ণের পুরুষে
ব্যভিচারদুষ্টা হ'য়ে,
যদি কেউ পুত্র বা কন্যার
জননী হ'য়ে থাকে,
এবং ঐ সব সন্তান-সন্ততিকে
যদি ঐ শ্রেয়বর্ণানুরূপ বিহিত অনুক্রমায়
পরিণয়-নিবন্ধ করা না হয়,
তবে তা'দের যথেচ্ছ যৌন-সংস্রব
সত্তা, শক্তি, রক্ত, সমাজ, কৃষ্টি ও সঙ্গতি-বিধ্বংসী
হ'য়ে ওঠে;
ঐ ব্যাহত বিকৃত ধারা
যতকাল দুনিয়ার বুকে
ভ্রাম্যমাণ থাকে,
মানুষের গতি ততদিন
অন্ধতমসাচ্ছন্ন হ'য়েই চলে। ৫৪৯৮।
৬।১২।১৯৫৩, রাত ৭-১০

যা' তুমি একক করতে পার,
তা' নিজেই শুভদ-সুন্দরে
নিষ্পন্ন কর—
তড়িৎ তৎপরতায়;
যা' শুধু নিজেই করতে পার না,
তা'তে অন্যের সাহায্য নিও—
ততটুকু পর্য্যন্ত,

যতটুকু নিজের সাধ্য বা সঙ্গীততে
না কুলায় ;
আর, যাই কর না কেন,
তা' যেন তোমার
ইষ্টার্থ-প্রণোদনাকে
শুভ উপচয়ে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলে,
যোগ্যতায় জীয়ন্ত ক'রে তোলে,
উৎসাহ-নন্দিত ক'রে তোলে ;
কাউকে বেদনা দিও না—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত,
যতক্ষণ পর্য্যন্ত না
প্রীতি-উদ্দীপনার স্বতঃ-নিয়মনে
ঐ বেদনা শুভদ হ'য়ে ওঠে—
তোমার ও যা'কে বেদনা দিচ্ছ, তা'র ;
তোমার প্রতিটি চলা
প্রতিটি ইঙ্গিত
প্রতিটি ব্যবহার
প্রতিটি ভাষণ
যেন মানুষের সত্তাকে
উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে,
তা'রা যেন তোমাকে বিবেচনা করতে পারে—
তা'দের সাত্ত্বিক বর্দ্ধনার অনুপ্রেরণা বলে ;
এমনতর ত্বরিত সুদীপ্ত
অনুদীপনা নিয়ে চ'লো—
নিষ্পাদন-বিভোর আকৃতি-উৎক্রমণায়,
যা' তোমার আশপাশ যা'-কিছুকে
সুকেন্দ্রিক সম্পাদনী সুযোগ্যতায়
উদ্যোগ-মত্ত ক'রে রাখে ;
চল অমনতর ক'রেই,

শ্রেয় লাভ করবে জীবনে—
অশেষ লাস্য-নন্দনা নিয়ে,
ত্যাগ ও ভোগের সাম্য-চুম্বনের ভিতর-দিয়ে ;
ঈশ্বরই পরম তীর্থ,
ঈশ্বরই অনুশীলনী তপস্যার পরম কেন্দ্র,
ঈশ্বরই আধিপত্যের উল্লাস-বিভূতি,
ঈশ্বরই বীর-বীর্য্য, ওজঃ-তেজ—
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমের পূত-দীপনা। ৫৪৯৯।
৭।১২।১৯৫৩, সকাল ৮-৫

অন্বিত সঙ্গীতি নিয়ে
যাঁতে যে-গুণ
মুখ্য হ'য়ে উঠেছে,
তিনিই সেই দেবতা নামে অভিহিত,—
তা' তিনি ব্যক্তিপ্রতীকই হউন,
বা ভাবপ্রতীকই হউন,
বা বস্তুপ্রতীকই হউন,
যেমন—
সৃজন-সঙ্গীতি যাঁতে বা যেখানে অন্বিত হ'য়ে উঠেছে—
সর্ব্বার্থ-অন্বয়ে,
বর্দ্ধন-অনুক্রমণায়,
তিনিই ব্রহ্মা,
তিনি বিষ্ণু—
পালন-প্রদীপী ব্যাপ্তিত্ব যাঁতে অন্বিত হ'য়ে উঠেছে,
তিনিই শিব—
সর্ব্বার্থ-অন্বিত শুভ যেখানে
মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে মুখ্যতঃ ;
—এমনি আরো আরো অন্যান্য দেবতা,
তাঁদের নাম বা গুণ-ব্যঞ্জনী প্রতিভার সাথেই

তাঁদের বিশেষত্ব নিহিত আছে ;
ঐ দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা
ও তদনুগ আত্মনিয়মন
মানুষকে সেই সেই গুণে
অন্বিত ক'রে তোলে,
প্রকৃতিসঙ্গত চরিত্রে
ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে তা'ই ;
কিন্তু তুমি যদি পুরুষোত্তমে,
ইষ্টে বা সদ্‌গুরুতে
সুকেন্দ্রিক হ'য়ে না ওঠ,
আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মবিনায়নার ভিতর-দিয়ে
তোমার ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যে
যা'-কিছুকে সার্থক অন্বয়ে
সুসঙ্গত ক'রে তুলে
চরিত্রকে যদি বাস্তবতায়
ঐ চলনশীল ক'রে না তোল,
তোমার দেব-আরাধনা বৃথা,
গুরু-আরাধনা বৃথা,
গুরু-উপাসনাও বৃথা ;
তুমি যে-দেবতারই
আরাধনা কর না কেন,
তোমার গুরুতে
অন্বিত অভিনিবেশে
তাঁ'র প্রভাবকে যদি না দেখতে পার,
মূর্ত্ত রূপকে না দেখতে পার—
বিনায়িত সুশৃঙ্খল অন্বয়ী তৎপরতায়,
তোমার কিন্তু কিছুই হ'য়ে উঠবে না,
ব্যক্তিত্ব তোমার ছন্নছাড়া হ'য়েই চলবে—
তা' তুমি যত বড় পাণ্ডিত্যের অধিকারীই হও,
আর, যত সাধারণ মানুষই হও ;

তাই, আচার্য্য, সদ্‌গুরু বা প্রেরিত-পুরুষোত্তম
আমাদের পরম আরাধ্য—
উপাসনার জীয়ন্ত বেদী;

তাঁতে উপনীত হ'য়ে
বিহিত বিনায়নায়
বিশুদ্ধ রাগদীপনা নিয়ে
ভক্তি ও ভজন-নন্দনায়
সদাচার-অন্বিত চলনে
যে-দেবতারই উপাসনা করি না কেন,
তা' আমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রে
প্রকৃতি-সঞ্জাত বৈশিষ্ট্যানুগ হ'য়ে
সেই সেই গুণরাজির অন্বিত সংশ্রয়ে
ব্যক্তিত্বে বিকীর্ণ হ'তে থাকে—
অবগুণগুলিকে অবজ্ঞা ক'রে;

আর, ঐ বিকীরণাই হ'চ্ছে
ব্যক্তিত্বের চরিত্র,
বোধিবিনায়িত আত্মনিয়ন্ত্রণী
রাগদীপনী একভক্তি-সমন্বিত
অনুশ্রয়ী অনুদীপনায়
যা' প্রকট হ'তে থাকে;

তা' ছাড়া
তুমি যদি লাখো দেবতার উপাসনা কর,
লাখো দেবতার আবির্ভাবও যদি হ'য়ে ওঠে তোমাতে—
আলেয়ার মতন,

কিছুই হবে না তা'তে,
দেবতার বোধনও হ'য়ে উঠবে না তোমাতে;

দেবতার ভাবে
নিজেকে উদ্বোধিত, উদ্দীপিত
ও প্রবোধন-সম্বুদ্ধ ক'রে
অন্তরে তাঁকে জাগ্রত ক'রে তোলাই

বোধনের তাৎপর্য্য,
দেবতার পূজা করতে প্রথমে লাগে
গুরু-পূজা,
তাঁর ভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে
নিজের মধ্যে ঐ গুণের প্রতিষ্ঠা করাই
প্রাণপ্রতিষ্ঠা,
বিধিমাফিক দেবপূজায়
অন্তরে ঐ দীপ্ত ভাবের প্রতিষ্ঠা হয়—
ব্যক্তিত্বের সুবিনায়নে,
ঐ ব্যক্তিত্বই চরিত্রের ভিতর-দিয়ে
বিকীর্ণ হয় ;
দেবপূজায় আবাহন আছে,
কিন্তু বিসর্জ্জন বলতে
আমরা যা' বুঝি তা' নেই,
বিসর্জ্জন মানে বিসৃষ্টি,
দেবতার আত্মিক-সম্বেগ-অনুপ্রাণনায়
নিজ আত্মিক অনুবেদনাকে অনুরঞ্জিত ক'রে
চরিত্রকে যখন আমরা
তদ্দীপনায় উৎসৃষ্ট ক'রে তুলি,
বিসৃষ্ট ক'রে তুলি—
ঐ গুণকে আত্মীকৃত ক'রে,
আপ্তীকৃত ক'রে,
তখনই হয় প্রকৃত বিসর্জ্জন,
তখন ঐ দেবতা প্রাণে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন ;
বাহ্যপ্রতীককে অবলম্বন ক'রে
অন্তরে যখন ঐ বিশেষ বিসৃষ্টি হয়,
তখন আমরা বাহ্যতঃ
ঐ প্রতীককে জলে নিমজ্জিত ক'রে থাকি,
আর, লোকে তা'কেই
বিসর্জ্জন ব'লে মনে করে ;

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ পুরুষোত্তমে
অচ্যুত শ্রদ্ধোৎসারিণী অনুবেদনা নিয়ে
একভক্তিপরায়ণ হ'য়ে
তুমি যদি নিজেকে
তদনুগ নিয়ন্ত্রণে
অন্বিত ক'রে তোল,
তাঁতে তুমি সর্ব্বদেবতারই আবির্ভাব
প্রত্যক্ষ করতে পারবে,
ফলকথা, তোমার চরিত্রই
নানা দৈবী-গুণসম্পন্ন হ'য়ে উঠবে—
অন্বিত সঙ্গীতিতে,
তোমার প্রভাবও হ'য়ে উঠবে তেমনি,
প্রভাব মানে প্রকৃষ্টভাবে হওয়া,—
ঐ সাত্ত্বিক চলনে
তোমার প্রকৃতি-সঞ্জাত স্বভাবে
যেমনটি হ'য়ে ওঠা সম্ভব,
তাই বলে 'সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ' ;
সদ্‌গুরু বা পুরুষোত্তমকে বাদ দিয়ে
যে-দেবতারই পূজা কর,
ঐ উপলব্ধি তোমার কিছুতেই হবে না,
তুমি যতক্ষণ পর্য্যন্ত
কেন্দ্রায়িত না হ'চ্ছ,
গুণগুলি তোমার ব্যক্তিত্বে
অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে
ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে না—
বোধিবিনায়িত
প্রাজ্ঞ-পরিবেষণ-অন্বিত সার্থকতায় ;
অমনতরভাবে মহাবীরের পূজা ক'রে
তাঁ'র মত পরাক্রমী চরিত্র
একভক্তিপরায়ণ অনুধ্যায়ী অনুচলন

অনেকেরই হ'য়ে ওঠে নি কিন্তু ;
তাই, তদনুগ অর্থাৎ ইষ্টানুগ অনুধ্যায়িতা নিয়ে
বৈশিষ্ট্যানুগ চলনে
আত্মনিয়মনী অনুশীলনায়
যেমনতর হ'য়ে উঠবে,
তুমি পাবেও তেমনতরই ব্যক্তিত্ব—
ঐ অমনতর প্রসাদমণ্ডিত
হৃদয়প্লাবী পরাক্রম নিয়ে ;
তাই, ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
শ্রদ্ধোষিত অনুদীপনায়
অনুচর্য্যী অনুশীলনায়
তদনুগ উপচয়ী তৎপরতায় চলতে থাক,
ঐ চলনই তোমাকে হইয়ে তুলবে,
প্রাপ্তিও ঘটে উঠবে তেমনতর,
আর, সব প্রাপ্তিই সার্থক হ'য়ে উঠবে ঈশ্বরে ;
ঈশ্বরই পরম সার্থকতা,
ঈশ্বরই প্রতিভা,
ঈশ্বরই পরাক্রম—
আধিপত্যের উদাত্ত সম্বেগ। ৫৫০০।
৭।১২।১৯৫৩, বেলা ১০-২০

শ্রেয়সঞ্জাত, উৎকৃষ্ট-অনুধ্যায়ী
নারীই হো'ক আর পুরুষই হো'ক,
অপকৃষ্টকে যখনই তা'দের
সেবা ও পরিচর্য্যা করা প্রয়োজন,
সদাচার-অন্বিত তৎপরতায়,
শ্রেয়-শালিন্যে,
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে,
অভিজাত গুরুগৌরবী পিতামাতার ন্যায়

হৃদ্য আবেগ নিয়ে
উপযুক্ত অনুশ্রয়ী আত্মনিয়মনে
তা'দের তা' করা উচিত ;—
যে-পরিচর্য্যার ফলে,
ঐ অপকৃষ্টের অন্তরে
শ্রদ্ধোৎসারিণী সম্ভ্রমের উদ্দীপনা হ'য়ে ওঠে,
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব
পরিপোষণ করার ইচ্ছা
স্বভাবতঃই গজিয়ে ওঠে,
অনুসরণী অনুচলন
স্বতঃ হ'য়ে ওঠে তাদের অন্তরে—
একটা ভক্তি-উৎসারিণী সমীহ নিয়ে
প্রাণস্পর্শী বিনীত অভিবাদন-অনুক্রমণায় ;
এর ভিতর-দিয়েই
মাঙ্গলিক অভিসারণার
আবির্ভাব হতে থাকে ;
নয়তো, শ্রেয়হারা বিলোল সংস্রবের
সংকীর্ণ আকর্ষণে
অযৌন-জনন-প্রক্রিয়ার প্রভাবে
অর্থাৎ সংস্রবী সঙ্গতির ফলে
ঐ উৎকৃষ্ট যা'রা,
তা'দের অন্তঃকরণ সংকীর্ণ সংকুচিত হ'য়ে
ঐ অপকৃষ্টের প্রভাবান্বিত হ'য়ে ওঠে,
আর, তা' সহজেই হ'য়ে উঠতে দেখা যায় ;
সেইজন্য সম্ভ্রমাত্মক ব্যবধান
সবারই পক্ষে মঙ্গলপ্রসূ,
বিশেষতঃ নারীরা ত্বরিতই
সংস্রবদুষ্ট হ'য়ে থাকে—
পুরুষের চাইতে,
আর, তদনুগ আচরণেও

সংক্রামিত হ'য়ে ওঠে ত্বরিতই,
তাই, নারীদের পক্ষে
ঐ সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে চলা
অতীব প্রয়োজনীয় ;
ঈশ্বর-অনুবেদনী আরতি
মানুষের উন্নতির পরমপ্রসাদ,
ঈশ্বরই পরম বিভু,
ঈশ্বরই জীবনের জীবন-বিভব। ৫৫০১।
৭।১২।১৯৫৩, বেলা ১০-৪৫

আগে দেখে নিও—
মানুষের যোগাবেগ কেমন,
অর্থাৎ তা'র শ্রদ্ধা চ্যুতিহীন
স্বতঃ-উৎসারিণী কিনা,
অথবা তা' প্রত্যাশাপীড়িত
অর্থাৎ স্বার্থসংক্ষুব্ধ কিনা,
প্রত্যাশাপীড়িত হ'লে বুঝে নিও—
ঐ শ্রদ্ধা ব্যক্তিত্বে নয়,
পাওনায়,
আরো দেখো—
তা' শ্রেয়শ্রদ্ধ,
না নিকৃষ্টরত,—
প্রবৃত্তি-অনুরঞ্জনী বিক্ষেপে
সে কতখানি টেঁকে বা টেঁকে না,
কেমনতর বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে ;—
দ্বিতীয়তঃ, তা'র সহজবুদ্ধি বা কাণ্ডজ্ঞান কেমন,
তারপর, তা'র নিষ্পাদন-বুদ্ধি কেমন,
কোনও জিনিস ঠিকভাবে করে কি করে না,
কি অসম্পূর্ণভাবে করে,

আর, নিখুঁত নিষ্পন্নতার ভিতর-দিয়ে
আত্মপ্রসাদ লাভ করে কিনা ;
তারপর দেখে নিও—
সে উদ্দেশ্যে অমোঘগতি কতখানি,
আদর্শের জন্য কতখানি ত্যাগ স্বীকার করতে পারে,
প্রবৃত্তি-প্রলোভন তা'র উপর
আধিপত্য করতে পারে কতখানি
বা কতখানি পারে না,
তারপর, কতটুকু কষ্ট
তা'র সহ্যের সীমা অতিক্রম করে,
অর্থাৎ কতখানি কষ্ট সে সহ্য করতে পারে ;
অকৃতি হীনম্মন্যতার দ্বারা
সে কতখানি অভিভূত হ'য়ে থাকে,
তা'র মানে হ'লো—
সে ক'রে সার্থক হওয়াতেই খুশী,
না, না ক'রে পাওয়ার
অভিমান-ক্ষুব্ধ দাবী নিয়ে চলতেই অভ্যস্ত,
যোগাবেগ যেখানে সুস্থ,
সেখানে প্রিয়ের জন্য ক'রে
ও প্রিয়কে দিয়ে
খুশী হবার প্রবণতাই প্রবল,
দুনিয়ার আসল কথাই হ'লো—
স্বস্থ সলীলস্রোতা যোগাবেগ ;
এই হ'চ্ছে মোক্তা মাপকাঠি—
মানুষের ব্যক্তিত্বকে মাপবার । ৫৫০২ ।
৭।১২।১৯৫৩, বিকাল ৫টা

অন্তরে অভিমানের আধিপত্য
যত প্রবল,—

প্রীতি সেখানে তেমনতরই
শীর্ণস্রোতা বা খিন্ন,
তাই 'নরককী মূল অভিমান' ;
প্রীতিকেই প্রবল ক'রে তোল,
অভিমানকে অবদলিত ক'রে
অনুসরণকে সনিৰ্ব্বন্ধ ক'রে তোল,—
শ্রদ্ধা বাস্তবে
খরক্রিয়া-তৎপর হ'য়ে উঠবে তোমাতে ;
আর, ঐ শ্রদ্ধা-সম্বেগ
প্রবৃত্তিগুলিকে যতই পরামৃষ্ট ক'রে তুলবে,
শ্রেয়লাভ স্বভাবসিদ্ধ হ'য়ে উঠবে
ততই তোমার ;
শ্রদ্ধা যেখানে নিৰ্ম্মল,
ঈশ্বরের প্রসন্ন আবির্ভাবও সেখানে তেমন। ৫৫০৩।
৭।১২।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৪৫

অধীয়ান আচাৰ্য্য
বাচক আচাৰ্য্য হ'তে অনেক শ্রেয় ;
তিনি যদি সদাচারসম্পন্ন,
আত্মনিয়ামক, বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ
প্রবর্ত্তনাযুক্ত হন,
উপদেশ বা দীক্ষা যদি নিতে চাও,
বরং তাঁ' হ'তেই নিও,
তবে, তিনি যদি নিদেশ না দেন—
"সদ্‌গুরু, আচাৰ্য্য বা পুরুষোত্তম পেলেই
দীক্ষা গ্রহণ করবে,
তাঁদিগকে জানবে"—
তাহ'লে সে-দীক্ষা ব্যর্থ,
পুরশ্চরণহীন ;

আচার্য্য-গুরু যদি পাও,
যিনি আচরণ ক'রে জেনেছেন,
স্বভাবসিদ্ধ আচরণ-তৎপর যিনি,
আত্মনিয়মন স্বতঃ-সিদ্ধ হ'য়ে উঠেছে যাঁ'র—
অন্বিত সঙ্গতিতে,
যিনি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ,
শ্রেয়শ্রদ্ধ, নির্দ্বন্দ্ব,
আবার, শ্রেয়-সম্পর্কে নির্দ্বন্দ্ব হ'য়েও
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমশালী,—
এমন যদি কাউকে পাও,
তিনি তোমার বরণীয় গুরু—
এ অতিনিশ্চয়,
অবিলম্বেই তাঁকে গ্রহণ ক'রো,
তাঁতে আত্মনিবেদন ক'রো,
তাঁ'রাই সদ্‌গুরু ব'লে অভিহিত হন ;
আবার, ঐ সদ্‌গুরুও যদি
দীক্ষাদানকালে নিদেশ না দেন—
"প্রেরিত-পুরুষোত্তমকে পেলেই
তাঁকে গ্রহণ করবে,
জানবে''—
তবে ঐ দীক্ষাও কিন্তু অসিদ্ধ,
কারণ, তা'তে পুরশ্চরণ প্রতিহতই হ'য়ে থাকে,
তাই, তা' অবৈধ ;
আবার, তোমার ভাগ্য যদি
ফুটন্ত শুভ-সুদীপ্ত হ'য়ে থাকে,
আর, প্রেরিত-পুরুষোত্তমকে যদি তুমি পাও,
তুমি যাই কর না,
যাই ধর না,
যাই ক'রে থাক না,
যাই ধ'রে থাক না,

সর্ব্বগ্রন্থিকে উপেক্ষা ক'রে
সর্ব্বসংস্কারকে উপেক্ষা ক'রে
তাঁতেই আত্মোৎসর্গ ক'রো,
রাগনন্দিত শ্রদ্ধোৎসারিণী
অনুবেদনী অনুশীলনার
অনুগতি-নন্দনায়
তাঁরই অনুসরণ ক'রো,
সুনিষ্ঠ, সুকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠো তাঁতেই তুমি,
তাঁতে আত্মনিবেদন ক'রে
তৎদনুপ্রেরণায় ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে
চরিত্রকে তদনুগ ক'রে তুলতে পারবে যতই—
বাস্তব অনুদীপনায়,
হৃদ্য উৎসারণা নিয়ে,—
ততই তুমি সার্থক হ'য়ে উঠবে ;
তাই, তাঁকে ধ'রে
তদনুগ অনুসরণে
আত্মানুশীলন ক'রে
ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে
উৎসারণী অবদানে
উৎসর্গীকৃত হও তাঁতে ;
ঐ উৎসর্গ
প্রেরণাপ্রবুদ্ধ, শ্রেয়দীপ্ত অনুধ্যায়িতার ভিতর-দিয়ে
তোমাকে দেবদুর্লভ চরিত্র-সম্পদের
অধিকারী ক'রে তুলবে ;
তোমার শ্রদ্ধাবিগলিত অন্তঃকরণ
নিজেকে যদি পরিমাপ নাও করতে পারে,
পরিবেশ
উৎসারণী শ্রদ্ধার আলিঙ্গনে
তোমাতে সঙ্গতিদীপ্ত হ'য়ে উঠবে—
ঐ প্রিয়পরম-উপভোগ-উল্লাস-তর্পণায়—

পরিবেশ-পরিস্থিতির
কৃতী সন্তান হ'য়ে উঠবে তুমি,
উদ্ধাতা হ'য়ে উঠবে তুমি ;
প্রেরিত-পুরুষোত্তম
পূর্ব্ব-পূর্ব্ব মহান গুরুদেরও আপূরয়মাণ,
পূর্ব্বতনদের শিরোভূষণ তিনি,
স্বতঃসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য তাঁর—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণত্ব,
তাই, তিনি স্বতঃই লোক-উদ্ধাতা—
নরবিগ্রহ,
তিনিই নর-নারায়ণ,
ঈশ্বর-অনুপ্রেরিত লোকপাবক—
প্রেরিত-পুরুষোত্তম ;
ঐ স্মৃতি, ঐ অনুবেদনা—
তিনি থাকুন আর নাই থাকুন,—
তোমার অন্তঃস্থলের
প্রতিটি রণন-সম্বুদ্ধ বোধিকে নাড়া দিয়ে
অন্বিত সঙ্গীতিতে
তোমার বোধিবিনায়িত ও বিনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিত্বকে
শাশ্বত আভায়
সন্দীপ্ত ক'রে তুলবে ;
তাই, 'শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্' ব'লে
অভিবাদন ক'রো তাঁকে,
অন্তঃকরণের উদাত্ত কণ্ঠে ব'লো—
'নর-নারায়ণ ! তোমার জয়জয়কার হো'ক',
'হে নর-নারায়ণ ! তোমার জয়জয়কার হো'ক' ;
দীক্ষা তোমাকে দক্ষ ক'রে তুলবে,
তৃপ্তি তোমাকে তর্পিত ক'রে তুলবে,
নন্দনা তোমাকে মন্দার-সৌরভী ক'রে তুলবে,
প্রীতি খরস্রোতা হ'য়ে

তোমাকে প্রবাহিত ক'রে তুলবে,
তাঁতে সমাহিত হও,
সার্থক হও ;
ঈশ্বরই পরম শ্রেয়,
প্রেরিত-পুরুষোত্তম ঈশ্বরেরই নরপ্রতীক। ৫৫০৪।
৭।১২।১৯৫৩, রাত ৮-১৫

অন্যের স্বার্থ-সুবিধাকে
ক্রূর উপেক্ষায় উপেক্ষা ক'রে
বা নির্লজ্জ নিষ্পেষণে নির্য্যাতিত ক'রে
নিজের স্বার্থ-সুবিধাকে
যখন প্রবল ক'রে ধর,
আর, সেই প্রচেষ্টায়
অন্যকে ব্যাহত করতেও কুণ্ঠিত হও না,
তখনই তুমি স্বার্থসংকুচিত,
আত্মস্বার্থ-প্রলুব্ধ তুমি তখন ;
প্রতিক্রিয়ায়
তোমার স্বার্থ-নিষ্পেষণ
অনতিবিলম্বেই
ক্রূর পরিহাস নিয়ে
তোমার সামনে উপস্থিত হবে ;
তাই, পরার্থ-পরিসেবনাকে উদাত্ত ক'রে নিয়ে
তা'রই প্রসাদ-স্বরূপ
তা' হ'তে আত্মপুষ্টি আহরণ কর,—
বিধাতার আশীর্ব্বাদ তোমাকে সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলবে,
আবার, উপচয়ী ইষ্টার্থপরায়ণতাবিহীন
পরার্থপরতা
তোমাকে সঙ্গতিহারা ছন্নকর্ম্মাই ক'রে
তুলবে কিন্তু। ৫৫০৫।
৮।১২।১৯৫৩, সকাল ৭-৫০

তোমার শ্রেয়-প্রেয় যিনি,
ইষ্ট যিনি,
বা তোমার শ্রেয় গুরুজন যিনি,
শ্রদ্ধোৎসারিণী অনুবেদনা নিয়ে
একনিষ্ঠ অনুচর্য্যায়
যদি তাঁর স্বস্তি-সম্পাদন করতে চাও,
সেবানন্দিত করতে চাও তাঁকে,
তাহ'লে আগেই বুঝে নিও—
সেবা মানে হ'চ্ছে
পরিরক্ষণ, পরিপোষণ, পরিপূরণ,
তোমার সাধ্যমতন
ঐ সুনিষ্ঠ উদ্দীপনা নিয়ে
সক্রিয়ভাবে
এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে—
স্বতঃস্বেচ্ছ অন্তর-উৎসেচনী
আবেগ-উদ্দীপনা নিয়ে
বিহিত তৎপরতায় ;
আবার, এই সেবা করতে হ'লে
শুধু তাঁকে নিয়েই
পরিব্যাপ্ত হ'য়ে থাকলে চলবে না,
তাঁর সংরক্ষণা, সম্পোষণা ও সম্পূরণা তো
দেখতে হবেই,
তিনি যে অন্তর-উৎসারণায়
যাঁদিগকে যেমনভাবে
পালন-পোষণ-প্রদীপনায়
পরিপোষণ বা প্রতিপালন করছেন—
তাঁদের আপদে, বিপদে, দুঃখে-দৈন্যে,
অভাবে-অনটনে
অনুশীলনী অনুপ্রেরণা দিয়ে
বাস্তবে হাত ধ'রে তুলে

যথোপযুক্ত যথাবিহিত
সাধ্যানুপাতিক সাহায্যে
তোমার তাঁদিগকেও দেখতে হবে,
তা'তেও তৎপর হ'য়ে উঠতে হবে—
হৃদ্য বাক্-ব্যবহার ও উপচয়ী কর্ম্ম-তৎপরতা নিয়ে,
অনুচর্য্যী অনুক্রমণায়,
মাঙ্গলিক অসৎ-নিরোধী অভিযানে ;
তোমার এই তৎপরতা
ও সঙ্গতি-অন্বিত বিনায়নী বিবেচনা নিয়ে
তাদের অন্তরে
ঐ শ্রেয়প্রতিষ্ঠ উন্মাদনা জাগিয়ে
তা'দের যোগ্যতা যা'তে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,
যোগ্যতার ভিতর দিয়ে
তা'রা আত্মনির্ভরশীল হ'য়ে ওঠে—
এমনতর অনুশীলনার প্রবর্ত্তনা ক'রে,
ঐ অনুশীলনায় উদ্দাম-উদ্যোগী ক'রে
সুনিষ্ঠ শ্রেয়কেন্দ্রিকতায়
তদর্থ-অনুদীপনায়
অন্বয়ী উৎসারণশীল ক'রে তুলতে হবে
তা'দের প্রত্যেককে,—
যা'র ফলে, তা'রা
তোমারই ঐ শ্রেয়-প্রেয় যিনি,
প্রিয়পরম যিনি—
তাঁকেই স্মরণ ক'রে
অন্তরে-বাহিরে সংরক্ষণ ক'রে
পালন ক'রে
পোষণ ক'রে
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে—
একটু প্রীতিপ্রসন্ন ফুরফুরে হাসিমুখে ;
দরদী অনুচর্য্যা নিয়ে

এমনি ক'রে
প্রত্যেককে
প্রত্যেকের প্রীতি ক'রে তুলতে হবে,
আর, প্রত্যেকে মিলে
যা'তে ঐ শ্রেয়সঙ্গীতিতে
সংন্যস্ত হ'য়ে ওঠে—
উদাত্ত সংহতির অভিসারণায়,
পারস্পরিক সংরক্ষণ, সম্পূরণ ও সম্পোষণ-অনুদীপনায়,—
তা'তেই উদ্দাম ক'রে তুলতে হবে তাদিগকে ;
এই খুঁটিনাটি সহ
আঘাত-ব্যাঘাতকে অতিক্রম ক'রে
তাঁ'র হৃদয়ে শুভ স্বস্তিকে উৎসারণশীল ক'রে
ঐ প্রবৃত্তি-অনুবেদনা সহ
যতই তাঁ'তে
তাঁ'র জীবন-চলনায়
অর্ঘ্যান্বিত হ'য়ে উঠবে তুমি,
তোমার জীবনেও
মূক অভিবাদনে
পরিস্থিতির প্রতিটি প্রতিধ্বনিতে
তোমার স্বস্তি,
ধন্যবাদ-গীতি
ঐ প্রিয়পরমকে উপলক্ষ্য ক'রে
তাঁ'রই জীয়ন্ত বেদীতে
প্রাণের উৎসারণী নাদঘন ধ্বনন-দীপনায়
উৎসর্গীকৃত হ'য়ে উঠবে ততই ;
মনে রেখো—
প্রতিটি খুঁটিনাটিতে
স্বাস্থ্যে, স্বস্তিতে
তাঁ'কে যতই প্রসন্ন ও প্রদীপ্ত ক'রে তুলতে পারবে—
সেবানিরত অনুদীপনায়,—

ঐ প্রদীপনা তোমাকেও
প্রতিষ্ঠা ক'রে তুলবে ততই—
পূতবর্দ্ধনায়,
তাঁরই রাতুল চরণ-ছায়ায় ;

তাঁর অন্তর বুঝে,
চাহিদা বুঝে,
চলন বুঝে,
রকম বুঝে,
বলার অপেক্ষা না ক'রে
নির্দেশের প্রতীক্ষায় না থেকে
যতই এগুলিকে
অন্বিত সঙ্গতিতে
সার্থক সৌকর্য্যে
শুভ-সম্বর্দ্ধনী মাঙ্গলিক অভিদীপনায়
নিষ্পাদন করতে পারবে—
সুকেন্দ্রিক সান্বয়ী
ধ্বননশীল অনুবেদনায়,
তোমার ব্যক্তিত্বও
সুদীপ্ত হ'য়ে উঠবে ততই ;

তোমার প্রতিটি কোষকণা
প্রতিটি দৃষ্টিভঙ্গী
সামসঙ্গীতে গেয়ে উঠবে—
'স্বস্তি ! স্বস্তি ! স্বস্তি !'
'শান্তি ! শান্তি ! শান্তি !' ;

ঈশ্বরই পরম শান্তি,
ঈশ্বরই পরম স্বস্তি,
ঈশ্বরই জীবনের মাঙ্গলিক অভিযান,
বর্দ্ধনার অনুশ্রয়ী পরম অবদান,
ঈশ্বরই কৃতার্থতার

বিধায়নী আশিস্-নির্ঝর। ৫৫০৬।
৯।১২।১৯৫৩, রাত ৭-৫০

যদি আদৃতই হ'তে চাও,
শ্রেয়-অনুবেদনা নিয়ে
ইষ্টানুগ অনুশ্রয়ী উন্মাদনা-তৎপর হৃদয়ে
মানুষের দরদী হ'য়ে ওঠ—
তা' প্রতিটি ব্যষ্টি ও সমষ্টি-অনুক্রমণায় ;
তা'দের কাছে যাও,
এমনতর ভঙ্গী ক'রো না—
যা'তে তোমাকে দেখেই
মানুষ অবশ হ'য়ে ওঠে,
ভয়ত্রস্ত হ'য়ে ওঠে,
প্রসন্নমুখে তা'দের সম্মুখে উপস্থিত হও,
মুখ ভার ক'রে যেও না তা'দের কাছে,
ভঙ্গীও ক'রো না তেমনতর ;
তা'দের বেদনা, অসুবিধা,
কাতর ক্রন্দন শোন,
কারণ অনুসন্ধান কর,
দৃপ্ত আশা-সঞ্চারিণী বাক্যে, ব্যবহারে,
ভরসায় উদ্দীপ্ত ক'রে তোল তা'দিগকে,
আর, সাধ্যে যতটুকু কুলোয় তা' কর,
বোধ-বিবেচনায় যা' জোটে,
তা'র একটুও ত্রুটি ক'রো না,
বরং দক্ষনিপুণ ধী নিয়ে
সক্রিয় কর্ম্মকুশলতায় নিষ্পন্ন কর,
ঐ নিষ্পাদনী প্রসাদে
তা'দিগকে প্রসাদমণ্ডিত ক'রে তোল ;
সঙ্গে-সঙ্গে ঐ ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠায়

তা'দিগকে উদ্যোগী ক'রে তোল,
অনুশীলন-তৎপর ক'রে তোল—
তাঁ'রই তপনিরত সেবা-সম্বর্দ্ধনায়,
মাঙ্গলিক মহৎ অনুশীলনে,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমে—
মান, অপমান, আদর, সৌজন্য, আপ্যায়না—
এগুলির প্রত্যাশা না ক'রে ;
তা'দের অন্তরের আকূতি
আকুল চক্ষু নিয়ে
তোমার দিকে চেয়ে থাকুক,
আবেগভরা বুকে তোমাকে ডাকুক ;
তুমি ধাতৃ-অনুকম্পায়
তা'দের সম্মুখে উপস্থিত হও,
ধারণ কর,
পালন কর তা'দিগকে ;
এমনতর প্রবণতা নিয়েই চলতে থাক,
কেউ আদর, সেবাচর্য্যা বা সম্বর্দ্ধনা পাচ্ছে দেখে
ক্ষুব্ধ বা কুণ্ঠিত হ'য়ো না,
বা পরশ্রীকাতর হ'তে যেও না,
বরং অন্যের সুখ-সম্পদে
সুখীই হ'য়ে ওঠ,
নন্দিতই হ'য়ে ওঠ,
আপ্যায়িতই হ'য়ে ওঠ ;
দেখবে—
আদর পাবে,
সোহাগ পাবে,
সম্বর্দ্ধনা পাবে,
তা'দের প্রাণের ফুল্ল-পরশে
স্বস্তিনন্দিত হ'য়ে উঠবে তুমি,
তোমার অন্তর স্বতঃ-প্রণোদনায় গেয়ে উঠবে—

'ঈশ্বর!
তুমিই পরম প্রীতি,
তুমিই আদর-দীপনা,
তুমিই সোহাগ-নন্দিত পরম আলিঙ্গন,
তুমিই ভক্তির পরম প্রসাদ'। ৫৫০৭।
১০।১২।১৯৫৩, সকাল ৯-৫

যা'রা শ্রেয়কে বন্দনা করতে জানে না,
তাঁ'তে সম্বন্ধান্বিত হ'তে জানে না,
শ্রেয়চর্য্যায়
অন্তঃকরণ স্মিত হ'য়ে ওঠে না যা'দের,
অনুসরণে প্রসাদমণ্ডিত হয় না যা'রা.
অশ্রেয়-আধিপত্য হ'তে
তা'রা রেহাই পাবে কি ক'রে ?
শ্রেয়-সংশ্রয়ী, তৎসুখনন্দনাই হ'ল
মানুষের শ্রেয়-নন্দনার পরম পথ ;
ঈশ্বরই পরম শ্রেয়,
মূর্ত্ত শ্রেয় যিনি—
ঈশ্বরের শ্রেয়-অনুবেদনা মূর্ত্ত সেখানে,
শ্রেয়-চলনই ঈশ্বরের পরম বর্ত্ম'। ৫৫০৮।
১০।১২।১৯৫৩, বিকাল ৪-১২

বিশেষ ক'রে স্মরণ রেখো—
তোমার আদর্শ,
তোমার ধর্ম্ম,
তোমার কৃষ্টির
অভিধায়ী অনুধায়িতা নিয়ে
শ্রদ্ধোৎসারিণী হৃদয়ে

যে-কোন দেশ হ'তে
যে-কেউই আসুক না কেন,
তা'কে সযত্নে
পরমাত্মীয়-ভাবে
বিহিত সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে
সৌজন্য-আপ্যায়নার সহিত
অনুদীপনী অনুপ্রেরণায়
অনুশীলন-তৎপর ক'রে,
যোগ্যতা ও জ্ঞানবিশারদ ক'রে,
বোধায়নী বর্দ্ধন-তৎপর ক'রে
কৃষ্টি-যাজ্ঞিকতায়
হোম-অভিষিক্ত করতে ভুলে যেও না ;
তোমার হৃদয়ের স্পর্শ,
তা'কে যেন আদৃত ক'রে
তা'র সাত্ত্বিক-সম্বেগকে
অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে,
শ্রদ্ধোৎসারিণী হৃদয়ে
সত্তাসম্বর্দ্ধনী কৃষ্টি-অভিযাত্রী হ'য়ে ওঠে যেন তা'রা ;
ঐ হৃদ্য-স্পর্শ-অন্বিত
উদ্বুদ্ধ সাত্ত্বিক সম্বেগই জেনো—
তোমার পরম দক্ষিণা ;
আবার তেমনি কোন দেশ হ'তে
কেউ যদি
সুধী-অভিধায়না নিয়ে
প্রীতি-প্রদীপ্ত অন্তরে
তোমাদের সংস্রবেচ্ছু হ'য়ে
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অনুসারিণী অনুবেদনায়
স্ফীত অভিধ্যায়িতায় উৎফুল্ল হ'য়ে
তোমাদের মধ্যে

বা তোমাদের দেশে বসবাস করতে চায়—
পালন, পোষণ ও আপূরণী প্রযত্নে,
অধ্যয়নী আবেগ নিয়ে,
সংহতির সংস্রব-মিলন আলিঙ্গন নিয়ে,
তা'কেও ব্যাহত ক'রো না ;
কিন্তু যে-কেউই হো'ক না,
ঐ করতে গিয়ে
সন্ধিৎসাপূর্ণ অনুধ্যায়ী দৃষ্টিসম্পন্ন
অনুকম্পী অসৎ-নিরোধী অনুদীপনাকে
পরিত্যাগও ক'রো না,
মনে রেখো—
সত্তা সচ্চিদানন্দময়
অসৎ-নিরোধী স্বতঃই,
ঈশ্বরই সচ্চিদানন্দের ব্যক্ত প্রদীপনা,
ঈশ্বরই সচ্চিদানন্দ ঘনবিগ্রহে বিসৃষ্ট,
ঈশ্বরই অস্তি-সম্বেদনী অসৎ-নিরোধী পরাক্রম। ৫৫০৯।
১০।১২।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৫০

তোমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি কী—
অন্বয়-তৎপর সঙ্গতি-সার্থকতায়
তা'কে খুঁটিনাটি ক'রে বুঝে
তা'র ধারণায়
নিজ অন্তরে ধৃতি জন্মাও,
অর্থাৎ সে-সম্বন্ধে সহজ বোধে উপনীত হও ;
এই সহজ বোধে উপনীত হ'লেই
তবে বুঝতে পারবে—
তোমার ঐ কৃষ্টির ভিতরে
যত ঝঞ্ঝাই ব'য়ে যেয়ে থাকুক না কেন,
তোমার দেশের মানুষের

জৈবী-সংস্থিতির বপনা কী;
দাসসুলভ মনোভাবকে ত্যাগ ক'রো,
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টি
যা' তোমার অন্তঃস্থলে উপ্ত হ'য়ে আছে
অভিজাত অভিনিবেশে,—
তা'রই দাসত্বকে বরণ করে নাও—
স্মিতগৌরবী দৃপ্ত হৃদয়ে,
আপ্যায়নী অভিসারণায়;
তারপর সংস্কার্য্য কী—
সেগুলিকে বেশ ক'রে ভেবেচিন্তে
গুছিয়ে নাও;
এই সংস্কার করতে হ'লে
ঐ আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অনুদীপী অনুসারিণী অভিসারে
সব্যষ্টি গোষ্ঠী, সমাজ ও সমষ্টি-জীবনে
খণ্ড ও বৃহৎ রকমে
ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্য-অনুনয়নী ধাঁজে
তা' করতে হবে,—
যে-অনুশীলনায়
উদ্যোগী অনুবেদনায়
প্রতিটি ব্যষ্টি
যোগ্যতায় সুযুক্ত হ'য়ে ওঠে—
ধী-প্রবণ আত্মবিনায়নী তৎপরতায়
সক্রিয় নিষ্পাদনী অনুদীপনা নিয়ে;
আর, তা' করতে গেলে
গ্রামে, নগরে,
দেশে, প্রদেশে, তীর্থে,
বিদ্যার্থী নিকেতনে,
সাহিত্যে, কলায়, শিল্পে
যেখানে যেমনতর

ঔপাদানিক বিন্যাস করতে হয়,
উপকরণের সন্নিবেশ করতে হয়,
খাদ্য, পানীয়, গৃহ ইত্যাদির
যেমনতর সংস্কার করতে হয়,
কৃষি-শিল্পের যেখানে যেমন
পরিবর্ত্তন সাধন করতে হয়,
ইত্যাদি যেখানে যেমন প্রয়োজন,
তা' সেইভাবেই করতে হবে—
বিহিত বিনায়নায়,
শুধু কতকগুলি কল-কারখানা, নদীনালা করলে
যে, তোমার দেশের উন্নতি হবে—
তা' নয় কিন্তু ;
চাই সংস্কৃতিমূলক সংস্কার—
সব্যষ্টি সমষ্টির,
যে-সংস্কার তোমার জৈবী-অনুদীপনায়
বিধৃত হ'য়ে আছে,
তা' শীর্ণই হো'ক,
আর, নিরেটই হ'য়ে থাক্,
তা' যেন উচ্ছল উপচয়ী হ'য়ে চলতে পারে,
তা, করতে হ'লেই চাই
প্রতিটি অন্তরে
শ্রদ্ধাকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলা,
সুকেন্দ্রিক ক'রে তোলা,
প্রত্যেককে অন্বিত সার্থক সুসঙ্গত সন্ধিৎসায়
সম্বুদ্ধ ক'রে তোলা,
কর্ম্মকুশল উদ্যোগী ক'রে তোলা,
নয়তো কিছুতেই হবে না ;
আর, তোমার দেশের ভিতর
কৃষ্টি-অনুপাতিক মহৎ ব্যক্তি যাঁরা যাঁরা আছেন
আপ্যায়নী সৌজন্যে অর্ঘ্যান্বিত ক'রে

তোমাদের পূজার ভিতর-দিয়ে
লোকপূজ্য ক'রে তুলতে হবে তাঁ'দিগকে ;
বিদ্যা, মহত্ত্ব, সাধুত্ব যেখানে
নির্য্যাতিত,—নিষ্প্রভ,
সেখানেই কিন্তু
লোক-অন্তরের জাগ্রত দৃষ্টি হ'তে
তা' নির্ব্বাণোন্মুখ হ'য়ে ওঠে,
উৎসাহে, ভরসায়, উদ্দীপনায়
তাঁদিগকে যতই
অর্ঘ্যণীয় ক'রে তুলতে পারবে,
ধন্যবাদার্হ ক'রে তুলতে পারবে,
প্রীতি-আলিঙ্গনে অ্যাপ্যায়িত ক'রে তুলতে পারবে,
সারা দেশও হ'য়ে উঠবে
তেমনতর নেশায় বিভোর ;
তা' না ক'রে যাই করতে যাও,
সবই কিন্তু খাবি খাওয়ার
খোরাক জুগিয়েই চলবে ;
মনে রেখো—
লোকসম্বর্দ্ধনী সংস্কৃতিরঞ্জনাই
রাজপুরুষ বা গণনায়কের রঞ্জন-মুকুট ;
ঈশ্বর সর্ব্বেশ্বর,
কৃষ্টির মহাসার্থকতা,
ব্যষ্টি ও সমষ্টির উদাত্ত উদ্ধার,
বিবর্ত্তনের পরম প্রদীপ,
পুরুষের পৌরুষ-সূক্ত। ৫৫১০।
১০।১২।১৯৫৩, রাত ৭-৫৫

অপকৃষ্ট যা'রা,
অসমর্থ যা'রা,

তা'দের সঙ্গে মেলামেশা ব্যাপারে
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্বকে যতই অপসারিত ক'রে তুলবে—
তা'দের শ্রদ্ধোৎসারিণী ভজনানন্দ-উদ্যোগ
ততই শিথিল হ'য়ে উঠবে,
দাবী ও প্রত্যাশা-প্রলুব্ধতায়
শ্রেয়ের প্রতি শীলতাহারা ঘৃণ্যানুচলনশীল
হ'য়ে উঠবে তা'রা—
জাহান্নম-পথযাত্রী হ'য়ে
যোগ্যতার অনুশীলনী অভিগমনকে ব্যাহত ক'রে,
তাই, তাদের স্বাধ্যায়ী চলনকে
ব্যাহত ক'রো না,
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্বকে
ঝাপ্‌সা নৈকট্য-মলিন ক'রে তুলো না,
নিজেরা অত্যন্ত সুলভ ও সস্তা হ'য়ে
তা'দের শ্রেয়সঙ্গলাভের প্রলোভনকে
নষ্ট ক'রে
উন্নতির পথকে রুদ্ধ ক'রে তুলো না,
আবার, অযথা মহার্ঘ্যও হ'য়ে উঠো না। ৫৫১১।
১০।১২।১৯৫৩, রাত ৯-৫

ভাগ্যবান তাঁরাই—
যাঁরা আদর্শ পুরুষকেই অনুসরণ করেন,
এবং তাঁদের চরিত্রকে
তদর্থ-অন্বিত ক'রেই
নিয়ন্ত্রিত ক'রে থাকেন ;
দুর্ভাগা যা'রা—
তা'রা প্রবৃত্তি ও তা'র অনুশাসনগুলিকে
আদর্শ ভেবে আঁকড়ে ধ'রে
তদনুগ নিয়মনেই চলতে থাকে। ৫৫১২।
১১।১২।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-২৫

শ্রেয়-অনুশ্রয়ী হও,
হৃদ্য বাক্য, ব্যবহার, ভাবভঙ্গী নিয়ে
বিনীত অনুসরণে চলতে থাক,
তোমার প্রবৃত্তিগুলিকেও
সুকেন্দ্রিক ধী-বিনায়িত নিয়ন্ত্রণে
ঐ শ্রেয়ার্থ-অনুসেবী ক'রে
নিয়ন্ত্রণ কর,
নিপুণ হও,
ত্বরিত হও,
সুনিষ্পাদনী কর্ম্মী ক'রে তোল নিজেকে,
সুনিয়ন্ত্রিত অনুসরণে
নিদেশ-পালনী প্রবণতা নিয়ে
যোগ্যতাকে সুদীপ্ত ক'রে তোল ;
যা' নিজেই করা সম্ভব,—
তা'তে অন্যের সাহায্য নিও না,
আর, যা'তে অন্যের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন,—
সেখানেও তা' নিতে উপেক্ষা ক'রো না,
ভজন-অনুদীপনী অনুশীলন-অনুচর্য্যায়
লোক-অন্তরকে শুভসন্দীপ্ত ক'রে
যেখানে আহরণ করতে হয়—
তা' ক'রো,
ভিক্ষা করতে হ'লেও
তা' অমনতরভাবেই ক'রো,
তোমার ভিক্ষা যেন মানুষের
শ্রদ্ধাকেই অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে ;
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্বকে
সব সময় বজায় রেখো,
কারও বৈশিষ্ট্যকে অবজ্ঞা ক'রো না,
নিজের বৈশিষ্ট্যকেও
ব্যর্থ বা ব্যাহত হ'তে দিও না ;

কারও কাছে কারও নিন্দাবাদ ক'রো না,
বরং প্রত্যেকের গুণপনার কথাই বল—
তা' পরোক্ষেই হো'ক,
আর, প্রত্যক্ষভাবেই হো'ক ;
যে পারে না,
কোন কাজ নিয়ে নাজেহাল হ'চ্ছে,
তা'কে তোমার সাধ্যমতন
সাহায্য ক'রো—
সম্ভ্রমাত্মক প্রীতি-উৎসারণী
অনুচর্য্যা নিয়ে,
তেমনতর বাক্য ও ব্যবহারে ;
এমনতরই ভজন-প্রবৃত্ত হ'য়ে ওঠ—
প্রস্তুতিপ্রবণ অসৎ-নিরোধী তৎপরতা নিয়ে,
অন্ততঃ এতটুকুও যদি
ধাতস্থ ক'রে তুলতে পার,
আদৃত হবে,
ভাগ্যও তোমাকে তেমনতর ভজনা করবে,
ভজন মানেই হ'চ্ছে—
শ্রদ্ধা, অনুরাগ,
সেবা, দান, প্রাপ্তি, বিভাগ, আশ্রয় ;
সুনিষ্ঠ সুকেন্দ্রিক ভজন-প্রদীপ্ত অনুচর্য্যাই হ'চ্ছে
ঈশ্বরের মাঙ্গলিক স্থণ্ডিল। ৫৫১৩।
১১।১২।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৪০

যা'রা নিজের পরিচয়কে ভাঁড়িয়ে
অন্য পরিচয়ে পরিচিত হ'তে চায়
বা হ'য়ে থাকে,
ঠিক বুঝে নিও—
তাদের অন্তরে

একটা কুৎসিত-সংক্রমণী-প্রবৃত্তি
অধিষ্ঠিত আছে ;
তা'রা চায়—
নিজের কুৎসিতত্বে অন্যকে আকর্ষণ ক'রে
অন্যকেও তদ্রূপ করতে ;
আর, সবচেয়ে বড় দোষ এই—
নিজের আভিজাত্যকেও
তা'রা ঘৃণা ক'রে থাকে,
আর, সুবিধা যেখানে পায়,
ঐ বুদ্ধির প্রণোদনায়
নিজের বিবেচনা-মতন
অন্যকেও দুষ্ট ক'রে তুলতে চায়,
তাই, তা' অপরাধ যেমন,
পাপও তেমনি ;
সাবধান !
বৈশিষ্ট্য-সংরক্ষণী সন্ধিৎসু বুঝে নিয়ে চ'লো । ৫৫১৪ ।
১২।১২।১৯৫৩, সকাল ১০টা

যদি শ্রেয়ই চাও,
শ্রেয়চলনে নিজেকে সজ্জিত ক'রে তোল—
কথায়-বার্ত্তায়, সাজে-সজ্জায়,
আচারে-ব্যবহারে,
অনুবেদনায়,
অনুকম্পী আগ্রহে ;
যেমনটি তুমি অন্যের কাছে প্রত্যাশা কর,
অন্যের প্রতিও তেমনতর ক'রো—
যেমনটি চাও—তা' না পেলেও ;
তোমাকে যা'রা শ্রেয় ব'লে মনে করে,
দেখবে—

তা'রাও অমনতর হ'য়ে উঠতে
প্রচেষ্টাবান হ'য়ে উঠছে,
তা' যতই হবে,—
তুমি পাবেও অমনতর ;
ফল কথা, তুমি নিজে যেমন চাও,
অন্যের প্রতি তেমনতরই হও—
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ার্থ-তৎপর অনুবেদনা নিয়ে। ৫৫১৫।
১২।১২।১৯৫৩, সকাল ১০-৩০

শুভানুধ্যায়ী শ্রেয়পুরুষ বা গুরুজনদিগের
ভর্ৎসনা বা তিরস্কারে
রুষ্ট বা আক্রুষ্ট হ'য়ো না,
বরং সজাগ হ'য়ে উঠো,
বিবেচনা ক'রো,
আর, যেখানে যেমনতর প্রয়োজন—
সমীচীনভাবে তাই ক'রে যেও—
কাজে, আচারে, ব্যবহারে, বাক্যে,
আত্মনিয়ন্ত্রণে,
যা'তে হৃদ্য হ'য়ে উঠতে পার,—
যা'র ফলে, ঐ তিরস্কার বা ভর্ৎসনার ভিতর-দিয়ে
যা'-কিছু শ্রেয়স্কর
তোমার চরিত্রে বিভাত হ'য়ে
বিকীর্ণ হ'য়ে ওঠে ;
আর, এই এমনতর সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
নিজেকে বাস্তবভাবে
শ্রেয়শীল ক'রে তুলতে যতই পারবে,
সার্থক হ'য়ে উঠবে তুমি ততই,
ঈশ্বরই পরম শ্রেয়। ৫৫১৬।
১২।১২।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৪০

মনে রেখো—
তুমি যে-মুহূর্ত্তে
মাতৃগর্ভে উপ্ত হয়েছ,
এমন-কি, তোমার প্রাক্-জীবন
যখন সুরু হয়েছে,
তখন থেকেই
এবং তারপর ভূমিষ্ঠ হ'য়ে
বর্দ্ধনার পথে যতই চলন্ত হ'য়ে চলেছ,
তা'র প্রতিটি মুহূর্ত্তই কেটে গেছে
দ্বন্দ্বকে অতিক্রম ক'রে
সমীচীনতাকে অবলম্বন ক'রে চলতে চলতে—
সুকেন্দ্রিক নিষ্ঠা-অন্বিত তৎপরতা নিয়ে;
ঐ সুকেন্দ্রিক চলনা থেকে ছিন্ন হয়েছ
যেখানে যতখানি,—
ব্যর্থও হয়েছ সেখানে তেমনি,
অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে হ'য়ে উঠতে পার নি—
আদর্শাপূরণী উদ্দেশ্য-ভ্রষ্ট হ'য়ে,
জীবনের সাথে মরণের অবিরাম আহব,
চলতে হবে তাই
তোমার সত্তা নিয়ে,
চিত্ত নিয়ে,
সুকেন্দ্রিক সম্বেগ নিয়ে—
বিজয়-নন্দনায়,
অমৃতের ডাকে;

তোমার তুমিই হচ্ছে—
তোমার সুকেন্দ্রিক, অনুশাসিত,
প্রবৃত্তিমণ্ডলী-বেষ্টিত সত্তা,
যা'র ভিতর-দিয়ে
পরিবার ও পারিপার্শ্বিককে
বিন্যস্ত ক'রে,

বিনিয়ন্ত্রিত ক'রে,
সম্বুদ্ধ ক'রে,
সম্বর্দ্ধিত ক'রে
অমৃতের স্পর্শ-লাভে
নিরন্তর উধাও ছোটায় চলছ ;
এই দ্বন্দ্ব বা আহবকে দেখে
যদি ভীত হও,
ব্যক্তিত্বকে যদি সঙ্কুচিত কর,
যেখানে যেমন বিহিত
অসৎ-নিরোধী তৎপরতা নিয়ে যদি না চল,—
খিন্ন হবে,
দমিত হবে,
দলিতও হবে ;
তোমার ব্যক্তিত্বকে বৈশিষ্ট্য-বিনায়িত ক'রে
সুকেন্দ্রিক তৎপরতা নিয়ে
নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য, সমাধানের ভিতর-দিয়ে
সমীচীন যা'-কিছুকে সংগ্রহ ক'রে
অমৃত-পরিপন্থী যা'
সেগুলিকে ত্যাগ ক'রে
অন্বিত সঙ্গীতিতে
সার্থকতায় যত চলতে পারবে,—
তোমার জ্যোতিষ্মান সত্তা
বোধিচক্ষুকে প্রদীপ্ত ক'রে
প্রবৃত্তির দিগ্বলয়কে অতিক্রম ক'রে
বিন্যাস-বিভূতির প্রভাবে প্রবুদ্ধ হ'য়ে
জীবন, যশ ও বৃদ্ধির
আহুতি-সম্পুষ্ট হ'য়ে উঠবে ততই ;
যিনি যজ্ঞেশ্বর,
যিনি নারায়ণ,
তাঁতেই আত্মোৎসর্গ কর,

সার্থক হবে তুমি,
সার্থক হবে তোমার পরিবার, পরিবেশ, পরিস্থিতি,
আর, সব সার্থকতা
সমর্থন-সন্দীপনায়
দীপ্ত অর্থে
অর্থান্বিত হ'য়ে উঠবে ঈশ্বরে ;
ঈশ্বরই স্বস্তি,
ঈশ্বরই শান্তি,
ঈশ্বরই লোক-অন্তরে সামসঙ্গীত। ৫৫১৭।
১২।১২।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৪৫

তুমি কাউকে মান না,
তোমার প্রীতি কাউতে নিবদ্ধ নয়কো,
শ্রেয়নন্দিত সুকেন্দ্রিক নওকো তুমি,
সক্রিয় অনুসরণ-তৎপর নও,
তা'র মানে—তুমি শক্তিহীন, ছন্ন,
তোমার বোধ, বিবেচনা, বিদ্যা
কোনটাই অন্বিত অর্থবাহী নয়কো,
সত্তাপোষণী নয়কো ;
যে সক্ষম
তা'র ধারণশক্তি আছে,
ধৈর্য্য আছে,
ধৈর্য্য যেখানে—
স্থৈর্য্য সেখানে আছেই,
স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য যেখানে—
সে সুকেন্দ্রিক সার্থক অন্বিত সঙ্গতির
বিনায়িত পদক্ষেপেই চ'লে থাকে ;
তাই, যে সুকেন্দ্রিক নয়,
শ্রেয়ার্থপরায়ণ নয় যে,

পাণ্ডিত্যের গজ্‌রানিই হো'ক,
আর, যে-রকম গজ্‌রানিই হো'ক,
যাই করুক সে,
তা' একটা বিচ্ছিন্ন, বিশ্লিষ্ট, ব্যাভিচারী বিকার ছাড়া
কিছুই নয়,
তা'কে দিয়ে অন্যের সুবিধা হ'তে পারে,
অন্যে তা'কে কাজে লাগিয়ে
স্বার্থসিদ্ধি করতে পারে—
যেখানে যেমন প্রয়োজন,
কিন্তু তা'র নিজের পক্ষে সে কী ?—
ব্যক্তিত্বহারা ঔদ্ধত্য-অবশ
আহাম্মক অহঙ্কারী মাত্র। ৫৫১৮।
১২।১২।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৫৫

যে বা যা'রা
তোমাতে শ্রদ্ধাযুক্ত, প্রীতিপ্রবণ,
অনুরক্ত বা ভক্ত,
তা'দের লক্ষণই হ'চ্ছে—
আন্তরিক আবেগ নিয়ে
তোমার স্বার্থ ও সম্বর্দ্ধনাকে
তা'রা নিজেদের স্বার্থ-সম্বর্দ্ধনা ব'লে
জ্ঞান করে বা বোধ করে,
তোমার প্রতিষ্ঠায়,
তোমাকে দিয়ে
তোমার প্রীতি-অবদান পেয়ে
উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে,
প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
তোমার সত্তা ও স্বার্থকে
একটা অনুধায়িনী আবেগ নিয়ে

নিজের জীবনচলনার সাথে
খাপ খাইয়ে
বাস্তব বিনায়নে
তা'দের বোধ ও সাধ্যে যা' জোটে,
তোমার উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনার জন্য
তদনুপাতিক প্রয়াসশীল হ'তে
একটুও পশ্চাৎপদ নয়,
বরং স্বতঃস্ফূর্ত্ত অগ্রগতিসম্পন্ন—
এমন-কি, অন্যের সাহায্য নিয়েও,—
সে তোমার নিকট-সম্বন্ধযুক্তই হো'ক,
আর, দূর-সংস্রবেরই হো'ক,
আত্মীয়তা কিন্তু সেখানে ;

এ ছাড়া যেখানে
আত্মীয়তার দাবী আছে—
কিন্তু করণীয় নাই,
শোষণ আছে—
তোষণ নাই,
পুষ্টি নেওয়া আছে—
পুষ্টি দেওয়া নাই,
অথচ ঐ আত্মীয়তার দাবীর
ধাপ্পাবাজি চাল নিয়ে
বা দৌত্য নিয়ে
ঐ তক্‌মায় দাঁড়িয়ে
নিজের সুবিধা করা ছাড়া
তোমার সুবিধা যা'তে হয়,
স্বতঃস্বেচ্ছ উন্মাদনায়
তা' করবার কস্‌রত করতে
নারাজ বা অপারগ,
প্রাধান্য পেতে,
বা তোমাকে শাসন করতে

বা নিজেদের মত-মতো চালাতে
খুব তৎপরতা নিয়ে চলতে জানে—
হাতে যতটুকু ক্ষমতা থাকে,
আর, তোমার এতটুকু ত্রুটিতেই
অপমানিত হ'য়ে ওঠে,—
আত্মীয়তা তো সেখানে নাইই,
আছে দাম্ভিক শোষকতা,
—বুঝে চ'লো। ৫৫১৯।
১৪।১২।১৯৫৩, রাত ৮-১০

যা'রা একের ধারণে, পালনে
তৃপ্তও নয়,
তুষ্টও নয়,
অর্থাৎ কোনক্রমেই একানুবর্ত্তী নয়,
ভক্তি, অনুরাগ বা শ্রদ্ধা
যাই বল না কেন,
হতভম্বই হ'য়ে থাকে সেখানে সাধারণতঃ ;
সেখানে ঐ একের প্রতি
দায়িত্বশীল কর্ত্তব্য-প্রেরণাও থাকে না,
তাই, অমনতর একানুরক্তিবিহীন
একান্নবর্ত্তিতা
দিগ্‌দারীতেই পর্য্যবসিত হ'য়ে ওঠে ;
ভৃতিহারা ভরণ-চাহিদায়
ভাক্তেরা সেখানে
বিক্ষোভেরই সৃষ্টি ক'রে থাকে,
কারণ, স্বার্থ-অভিভূতি মানুষকে
সঙ্কুচিত, সঙ্কীর্ণ, মূঢ় ও যোগ্যতাহারাই
ক'রে তোলে ;
ক'রে,

উপচয়ী সেবানিরতির ভিতর-দিয়ে
যা'রা যোগ্যতাকে আহরণ ক'রে চলে,—
তৃপ্তও তা'রা,
কৃতার্থও তা'রা,
আর, ঐ সেবানিরতি মানুষকে
প্রসারণ-সন্দীপী ক'রে তোলে,
আর, একান্নবর্ত্তিতাও কৃতার্থ হ'য়ে ওঠে সেখানে ;
যে একান্নবর্ত্তিতা বৈরিতার প্রসূতি,
বিচ্ছেদের প্রসূতি,
তা' হ'তে সেবানিরত মৈত্রী-সংশ্রয়ী পৃথগন্ন
ঢের বরণীয়। ৫৫২০।
১৪।১২।১৯৫৩, রাত ৮-২৫

কৃতীর প্রতি দায়িত্বশীল
অনুসেবনী কর্ত্তব্যপরায়ণতা
মানুষকে যোগ্যতায়
কৃতীই ক'রে তোলে। ৫৫২১।
১৪।১২।১৯৫৩, রাত ৮-২৫

যা'র প্রতি শ্রদ্ধার খাঁকতি
বা ভালবাসার খাঁকতি—
কিন্তু চাহিদা উদাত্ত,
তা'র সম্বন্ধে বোধও বিকারগ্রস্ত। ৫৫২২।
১৪।১২।১৯৫৩, রাত ৮-৩০

বাস্তব করণের ভিতর-দিয়ে
যে তোমার পোষণ-তৎপর,

যা'র কাছে স্নেহ বা শ্রদ্ধা পাও,
তুমি যদি তা'র প্রতি
শ্রদ্ধাবান, স্নেহশীল,
দায়িত্বপ্রবণ উপচয়ী কর্ত্তব্যমুখর
না হ'য়ে ওঠ,—
মূঢ়ত্বই তোমার যোগ্যতার
সমাধি রচনা করবে নির্ঘাত,
সার্থক অন্বিত-সঙ্গতি নিয়ে
তোমার ধী
তোমার ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত করবে না কিন্তু। ৫৫২৩।
১৪।১২।১৯৫৩, রাত ৮-৩৫

তোমার সমস্ত জীবন, চিন্তা ও কর্ম্ম নিয়ে
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
হয় তোমাকে শ্রেয়নিষ্ঠ হ'তে হবে—
তদনুচর্য্যাপরায়ণ হ'য়ে
সর্ব্বতোভাবে,
নয়তো, তোমাকে
পাতিত্যের পরম অজ্ঞতায়
সত্তাকে আহুতি দিতেই হবে,
আভিজাত্য-অভিঘাতী, মূঢ়-স্পর্দ্ধী
হীনশ্রদ্ধ, অপদার্থ জীবন নিয়ে
খুশী হ'য়ে থাকা ছাড়া
উপায়ই থাকবে না। ৫৫২৪।
১৪।১২।১৯৫৩, রাত ৮-৪০

সেই সমস্ত জীবনই জাতির মূলধন,—
যে-জীবন সুকেন্দ্রিক আরতি-নন্দনার ভিতর-দিয়ে

নিজেকে বিনায়িত ক'রে
গর্ব্বপ্রসূ হীনম্মন্যতাকে অবদলিত ক'রে
কেন্দ্র-শ্রেয়ার্থ-সার্থকতায়
সক্রিয় অনুচর্য্যা-নিরত হ'য়ে
বিবিদিষার অন্বিত নিয়মনে
সার্থকতার অবদানে
লোকজীবনকে সম্বৃদ্ধ ক'রে
মানুষের হৃদয়কে
গভীরভাবে স্পর্শ করে ;
যা'রা আদর্শ নিয়ে চলে,
তা'রা নিজের জীবন-মন্থন ক'রে
জাতিকে অমৃত পরিবেষণ ক'রেই থাকে,
কিন্তু যা'রা গর্ব্বপ্রসূ অনুদীপনায়
আত্মম্ভরী, ধর্ষিত-ব্যক্তিত্ব নিয়ে চলতে থাকে,—
তাদের জীবন জাতিকে
জাহান্নমেরই তোরণদ্বারে
পরিচলন-প্রেরণাই জুগিয়ে থাকে,
একতানহারা বিকৃত বিকারে
আত্মবিলয় ক'রে চলে তা'রা। ৫৫২৫।
১৪।১২।১৯৫৩, রাত ৮-৫৫

জীবনের মাপকাঠি কিন্তু তা' নয়—
যে, শ্রেয়ানুচর্য্যাকে বাদ দিয়ে
দরিদ্র-নারায়ণের সেবা ক'রে
অবদলিতদিগকে শুশ্রূষা ক'রে
নিজেকে ধন্য ব'লে মেনে নিয়ে
ধুক্ষা-ধর্ষিত জীবন নিয়েই
খুশী হ'য়ে থাকলাম ;
যদি পার—

নিজে আদর্শনিরত হ'য়ে ওঠ,
শ্রেয়প্রবণ হ'য়ে ওঠ,
নিজেকে শ্রেয়তপা ক'রে নাও,
ঐ তপস্যা তোমার যোগ্যতাকে
জীয়ন্ত ক'রে তুলুক,
তোমার বাক্য, ব্যবহার, অনুচলনের ভিতর-দিয়ে
তোমার ঐ শ্রেয়ানুরঞ্জিত, সুকেন্দ্রিক
বিধি-বিনায়িত স্বস্তিদীপনী সত্তা
প্রীতি-বিকীরণায়
ঐ তা'দের অন্তরে
স্বস্তি-প্রেরণা জাগিয়ে তুলুক,
এই কর্ম্মানুশীলনের ভিতর-দিয়ে
যোগ্যতা আহরণ করুক,
আর, ঐ যোগ্যতার উপর দাঁড়িয়ে
আত্মনির্ভরশীল হ'য়ে উঠুক,
লোকনারায়ণ দারিদ্র্যমুক্ত হ'য়ে উঠুন ;
আর, ঐ সমবেত হৃদয়ের
সামসঙ্গীত শুনতে শুনতে
তোমার ঐ শ্রেয়-নারায়ণে উৎসর্গীকৃত হ'য়ে
স্বস্তিনন্দনায়
তা'দিগকে উপভোগ কর,
স্বর্গের পারিজাত-মলয়
তোমাকে অমৃতদীপ্ত ক'রে তুলুক ;
আদর্শ-অনুপ্রাণন-পরিচর্য্যী প্রেরণায়
সেবানিরতি-যাগতপা
যতক্ষণ না হ'য়ে উঠছ,
তুমি লোক-অন্তরকে
স্পর্শও করতে পারবে না,
ধন্যবাদ-আকাঙ্ক্ষা তোমাকে
দৈন্যদীর্ণ ধুক্ষায় ধর্ষিতই ক'রে চলবে,

গর্ব্বপ্রসূ গরিমা
অন্ধতমোতেই
তোমার সংস্থিতি নির্দ্দেশ ক'রে দেবে। ৫৫২৬ ।
১৪।১২।১৯৫৩, রাত ৯-১৫

অভ্যাস ও বিবেচনার সহিত
তোমার বোধকে যদি জাগ্রত না ক'রে তোল,
ধী
সুকেন্দ্রিক-তপনিরত,
সেবানন্দিত,
অন্বিত-অনুস্রবা হ'য়ে উঠবে না—
ঠিক জেনো। ৫৫২৭ ।
১৪।১২।১৯৫৩, রাত ৯-৪৫

শ্রেয়ার্থ-উপচয়ী তৎপরতায়
অসুবিধার সার্থক হৃদ্য সৎ-বিনায়নে
মানুষের যে শিক্ষা বা আহরণ,
তা' মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করে
অতি শীঘ্রই এবং সহজেই। ৫৫২৮ ।
১৫।১২।১৯৫৩, সকাল ৮-১৫

অবস্থাও দেখবে না,
অনুকম্পাও নেই,
দরদী-বেদনাও নেই,
এককথায়, কা'রও সম্বন্ধে
নিজের স্বার্থসমীক্ষ বিবেচনা ছাড়া
কা'রও কোন বালাই-ই বহন করবে না,

সার্থক সমর্থন ও সমীচীন দর্শন,
উপচয়ী অনুবেদনী বোধ,
দায়িত্বশীল উপচয়ী অনুচর্য্যা—
কিছুরই ধার ধারবে না,
অপারগতা ও দৈন্যের আপশোষে
দিন কাটাবে,
সুবিধামাফিক আত্মীয়তার বড়াই করতেও
ত্রুটি করবে না,—
এমনতর মেক্‌দারওয়ালা কোন বান্ধব
যদি তোমার থাকে,
হৃদয় সেখানে তোমার
কতখানি প্রসারণশীল হ'য়ে ওঠে—
তা' সহজেই বিবেচনা করতে পার,
তাই, বান্ধবই যদি হও
আত্মীয়ই যদি হও,
তোমার সাধ্য বা ক্ষমতার হস্ত-প্রসারণ ক'রে
তা'কে আগ্‌লে ধ'রে
উপচয়ী উপকারী তা'র যতটুকু হ'তে পার
তা' হও,
নয়তো, তোমার
বৃথা ও ব্যর্থ অনুবেদনা
অন্যায্য আপশোষে
হতভম্ব হ'য়ে চলবে,
অমনতর হৃদয়হীন আত্মীয়-আলিঙ্গন
অনিবার্য্যভাবে
বিহিত ফল প্রসব করবে,
সাধু বনামী অসাধু চলনের প্রতিক্রিয়া
তোমাকে রেহাই দেবে কিন্তু কমই ;
বৈধী-বিনায়নী হৃদ্য অনুকম্পা
যেখানে যতখানি—

ঈশ্বর-আশিস্‌
উন্মুক্তও সেখানে তেমনি। ৫৫২৯।
১৫।১২।১৯৫৩, সকাল ৯-৩০

লেখাপড়া শিখতেই হবে তোমাদের,
কিন্তু তা' শুধুমাত্র শিক্ষার তক্‌মা
পাওয়ার জন্যই নয়কো,
অধ্যয়নের জন্য,
—অধ্যয়ন মানেই হ'চ্ছে
আয়ত্তের পথে চলা,
যা' শিখছ—
সেগুলিকে যা'তে বিহিতভাবে ধারণ করতে পার—
বোধিবিনায়নী তৎপরতায়,
ফুটন্ত ক'রে বাক্যে, ব্যবহারে, আচরণে
উপচয়ী অনুশীলনী অনুচর্য্যায় ;
—শুধু তাই নয়কো,
তা' আবার অনুশীলন-তৎপরতায়
যোগ্যতায় অধিরূঢ় হ'য়ে
সত্তা-পরিপোষণায় সার্থক হ'য়ে ওঠে যা'তে,—
তাই করতে,
নির্দ্বন্দ্ব হ'তে ;
সমস্ত প্রবণতা ও প্রবৃত্তিগুলিকে
অমনতরভাবে শিক্ষায় দক্ষ ক'রে তুলে
কুশল তৎপরতায়
তা'র তাৎপর্য্য-অনুধাবনে
বিহিতভাবে বিহিতস্থলে
তা'র সমীচীন প্রয়োগে,
কৃতিকুশল দক্ষতা নিয়ে
তা'কে সত্তায় সার্থক ক'রে তুলতে—

রক্ষণায়, পোষণায়,
আপূরণী বর্দ্ধন-দীপনায়
উপযুক্তভাবে ব্যবহার ক'রে ;
সঙ্গে-সঙ্গে পরিবেশকেও
ঐ অমনতরভাবেই শিক্ষায় দীক্ষিত ক'রে
অমনতর ক'রেই তৎপর ক'রে তুলতে,
যা'তে সপরিবেশ
কর্ম্মমুখর জানার অনুশীলনে
যোগ্যতায় অধিরূঢ় হ'য়ে
তা'কে সত্তায় সার্থক ক'রে তুলে
সংরক্ষণী, সম্পূরণী, সম্পোষণী অভিদীপনায়
জানাগুলিকে ব্যবহার ক'রে
কৃতী গবেষণায়
সুকেন্দ্রিক অন্বিত সঙ্গতিতে
আরোর পথে চলতে পারা যায়—
এমনতরভাবে ;
নতুবা, লেখাপড়া শিখলেই,
দুটো প্রবন্ধ রচনা করতে পারলেই,
চাকরী-বাকরীর তৈলমর্দ্দন-তৎপরতায়
গর্ব্বেপ্সাকে ধন্য ক'রে তুললেই,
বিক্ষুব্ধ-হৃদয় হ'য়েও
বাহ্যতঃ দম্ভসহকারে
পাণ্ডিত্যের গর্ব্বেপ্সু অভিযান নিয়ে চললেই,
ভাব-বিভোর না হ'য়ে
লোকদেখানো আড়ম্বরবহুল হ'লেই,
দৈন্যক্লিষ্ট ক্লেদসংকুল হৃদয় নিয়েও
মানুষের কাছে নিজের আত্মম্ভরী দাবীর
প্রতিষ্ঠা-পরিচর্য্যায়
ধন্যবাদ-আহরণে প্রয়াসশীল হ'য়ে চললেই
শিক্ষা সার্থক হয় না তা'তে ;

শিক্ষায়
যেখানে সুকেন্দ্রিক তৎপর অনুবেদনা নেইকো,
শ্রেয়কেন্দ্রিকতায় সেগুলি সার্থক হ'য়ে ওঠে নি-কো,
তেমনতর লাখ শিক্ষার তক্‌মায়
ভূষিত হও না কেন,
তা' কিন্তু জাহান্নমের অনুমোদন-পত্র সংগ্রহ ছাড়া
আর কিছুই নয়কো ;
ভুল ক'রে ফুলে উঠো না,
বাস্তব বিনায়নে ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে
দীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
ঐ দীপ্ত চরিত্রে আলোকিত হ'য়ে উঠুক
তোমার পরিবেশের প্রত্যেকে,
যা'তে তা'দের চরিত্র
আলো বিকীরণ করতে পারে,—
শিক্ষা সার্থক কিন্তু ওখানে ;
দুনিয়ায় এমন লোকও দেখতে পাওয়া যায়,
নিরক্ষর হ'য়েও যা'রা
বাস্তব কর্ম্মদীপনায়
জ্ঞানদ্যুতিসম্পন্ন,
সুকেন্দ্রিক ভাবদীপ্ত,
স্বতঃ-প্রবুদ্ধ,
তাই, তা'রা তথাকথিত তক্‌মাওয়ালাদের চাইতে
বিরাট ও মহান,
কিন্তু বিরাটত্ব বা মহত্ত্বের
আত্মম্ভরী গর্ব্ববিহীন ;
শিক্ষার পরম দীক্ষাই আচার্য্যে,
আর, আচার্য্য ঈশ্বরের জ্ঞানপ্রতীক,
ঈশ্বরই শিক্ষার পরম দীক্ষা। ৫৫৩০।
১৫।১২।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৩০

আর্য্যদের
বিশেষতঃ ভারতীয় আর্য্যদের
অধঃপতন তখন থেকেই আরম্ভ হ'লো,
যখন থেকে ঋষিকে উপেক্ষা ক'রে
দার্শনিক পণ্ডাগিরির উপর দাঁড়িয়ে,
ঋষিঋকে দাঁড়িয়ে
বহুবাদের সৃষ্টি হ'তে লাগলো ;
এদের যাতায়াত ছিল সব দেশেই,
এদের জাতিভেদ থাকলেও
তা' বর্ণানুগ পর্য্যায়ে,
কিন্তু জনভেদ ছিল না,
কারণ, তা'রা একাদর্শ-অন্বিত ছিল—
বৈশিষ্ট্যভেদ থাকা সত্ত্বেও,
অর্থাৎ প্রতিপ্রত্যেকে
তা'র বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়েও,
তাই, গণসংহতি
স্বতঃ ও সলীল ছিল তা'দের,
আভিজাত্য-জ্ঞান, বৈশিষ্ট্য-জ্ঞান
সত্তায় সুসঙ্গতি নিয়েই বসবাস করতো,
আর, এই বৈশিষ্ট্যের গুচ্ছ নিয়েই
বর্ণ হয়েছিল,
প্রত্যেকটি বর্ণই প্রত্যেকটি বর্ণকে
শ্রদ্ধা ও স্নেহল-চক্ষেই দেখ্‌তে—
তা' শুধু মুখে নয়,
অনুচর্য্যায়,
সক্রিয় অনুদীপনা নিয়ে ;
এদের ছিল বৃত্তি-বিভেদ—
যা'র ফলে, ছিল না বেকার-সমস্যা,
আর ছিল শ্রেয়নন্দিত প্রগতিপরায়ণ
যৌন-সংস্রব,

যা'র ফলে, দেশ সুজাতক-সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠতো,
যখনই এই প্রাচীন সুদক্ষ সুবীক্ষণী তত্ত্বদৃষ্টি,
তপনিরত অনুচলন
বান্ধব-আলিঙ্গনকে উপেক্ষা ক'রে
অন্যের পরাক্রম ও বীর্য্যের কাছে
অবনত হ'য়ে উঠলো,
ক্রীতদাস হ'য়ে উঠতে লাগলো,—
নিজের আভিজাত্য, কৃষ্টিগৌরব,
ধৃতিতপা চলন,
অনুশীলনী উদাত্ত অনুবেদনা—
যা' যোগ্যতাকে আহরণ ক'রে
হওয়ার ছন্দে
বিভবের বিভূতিবান সুতপা সম্বর্দ্ধনাকে
আবাহন করে,
তা' ব্যতিক্রমের ছোঁয়া লেগে
ব্যর্থতায় আত্মগৌরব হারাতে
সুরু ক'রে দিল,—
তখনই ঐ ধৃতি রক্ষার জন্য
ধর্ম্ম রক্ষার জন্য
আদর্শ ও কৃষ্টি রক্ষার জন্য,
বিরুদ্ধ সংস্রব হ'তে
নিজেদিগকে বাঁচাবার জন্য
ধর্ম্মের নামে
বাইরের দুনিয়ার সব সম্পর্ক থেকে
নিজেদের যতটা সম্ভব
আলাহিদা রাখতে চেষ্টা করতে লাগল—
নিজত্ব বজায় রাখবার
অভিনিবেশী অনুবেদনা নিয়ে ;
আর্য্য-সন্তানগণ
নিজেদের মর্য্যাদাকে পদদলিত ক'রে,

মিলনকে উপেক্ষা ক'রে
পরপদলেহী যতই হ'য়ে উঠতে লাগলো—
নিজেদের ঐ সুতপা মর্য্যাদাকে
উপঢৌকন দিয়ে তা'দের পায়ে,—
আভিজাত্য, কৃষ্টিসাধনা,
অনুশীলনী অনুচর্য্যায়
যোগ্যতাকে আহরণ করার প্রবৃত্তি
ততই খিন্ন হ'য়ে উঠলো,
ঐ প্রভুদের সেবায়
তাদের চাহিদামত যখন যেমন ক'রে
তাদের মন জোগাতে পারে,
তা'ই ক'রেই চলতে লাগলো,—
যার জন্য ঐ আদর্শহারা হ'য়ে
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের আপূরণী
একতাসূত্রকে ছিন্ন ক'রে
ভেদনীতির অপকৃষ্ট আরাধনায়
প্রত্যেকে ভিন্ন-ভিন্ন হ'য়ে উঠতে লাগলো,
বিরোধ-উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠতে লাগলো,
অন্যের পতনেই নিজের আত্মতৃপ্তি
উপলব্ধি ক'রতে লাগলো ;
এই সোনার দেশ তখন থেকেই
খান-খান হ'য়ে ভেঙ্গে
বিচ্ছিন্নতার ব্যাহৃতি নিয়ে
পরগৌরব-গরীয়ান হ'য়ে উঠতে বাধ্য হ'লো,
আত্মশাসনের শক্তিতে সংঘাত হেনে
পরশাসনকে গ্রহণ করতে বাধ্য হ'লো :
সর্ব্বনাশ দাউ দহনে
তখনই প্রতিটি ব্যষ্টিকে দহন করতে-করতে
ধূমাবৃত অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন ক'রে ফেললো ;
বাঁচার উপকরণ ছেড়েও যা'তে বাঁচতে পারে,

আত্মশক্তিকে ধিক্‌কার দিয়েও
যা'তে পরাভূতির উপঢৌকন নিয়ে
পরপদলেহী পুণ্যের সঞ্চয়ে
ধন্য হ'তে পারে,
সেই চেষ্টাই সুরু ক'রে দিল তা'রা,
ভ্রষ্ট হ'লো তা'রা তখন থেকেই,
নষ্ট হ'লো তা'রা তখন থেকেই,
অমানুষ হতে লাগলো
অনুস্রবা সন্তান-সন্ততি সহ
তখন থেকেই ;
এইতো অপমর্য্যাদার অভিনিবেশী অধঃপতনের
মোটা খসড়া ;
তাই, এখনও
আদর্শপরায়ণ হও,
একভক্তিপরায়ণ হও
প্রবুদ্ধকে শরণ নাও,
সংহতিকে আলিঙ্গন কর,
পরাক্রমে প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
জ্ঞানে সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠ,
পারগতায় প্রতুল হ'য়ে ওঠ,
পোষণ-প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠ,

আত্মরক্ষার অভিযানে
আপূরণী অনুশাসনে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে
ঐ আদর্শ-অনুবেদনায়
তদনুগ আত্মনিয়ন্ত্রণে
আয়ত্তের পথে
অনন্তের পথে
উধাও চলনে চলতে থাক ;
সার্থক হও তুমি,
সার্থক হো'ক তোমার পরিবার,

সার্থক হো'ক তোমার পরিবেশ-পরিস্থিতি,
সার্থক হ'য়ে উঠুক তোমার রাষ্ট্র,
আর, সব কিছু নিয়ে
সার্থক হ'য়ে ওঠ—
সেই পরমকারুণিক পরমেশ্বরে। ৫৫৩১।
১৫।১২।১৯৫৩, রাত ৭টা

উপকৃত যখন থেকেই
উপকারীর উপচয়ী-অনুচর্য্যী না হ'য়ে
উপকার-প্রত্যাশা-সন্ধিক্ষায়
নিজেকে নিয়োজিত ক'রে চলে,
ঐ উপকারীর স্বার্থানুপূরণী দায়িত্বে
নিজেকে নিয়োজিত করে না,
ঐ চাহিদাই তা'দের মস্তিষ্কে
এমনতরই অজ্ঞতার সৃষ্টি ক'রে থাকে,
হৃদয়কে এমনই সংকুচিত ক'রে তোলে,
হীনম্মন্যতাকে এমনতরই পরিপুষ্ট ক'রে থাকে,
যে, তা'তে প্রীতিবান যে,
তা'র উপকারী যে,
নিজের অন্তরকে ভাঁড়িয়ে
আত্মপ্রতিষ্ঠ অনুচলনে
মানধর্ষিত শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়ে
তা'কে বিপর্য্যস্ত করতে
এতটুকুও পশ্চাৎপদ হয় কিনা সন্দেহ;
তখনই দেখা যায়—
উপকৃত উপকারীকে
বঞ্চনায় নিষ্পেষিত ক'রেই চ'লে থাকে,
তা'তে অন্তরে ধিক্‌কারও বোধ করে কমই,
উপকৃত উপকারীর নিন্দাতেই
আত্মনিয়োগ ক'রে থাকে—

সত্য-মিথ্যা যা' ক'রেই হো'ক না কেন ;
তা'দের ঐ সংকীর্ণ অন্তর
লোকচক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে
তা'দিগকে অমনি ক'রেই
নির্ব্বিরোধ ক'রে রাখতে চায় ;
তাই, যদি বাঁচতে চাও,
উপকারীর উপকার করতে,
তা'কে উপচয়ী করতে,
এতটুকুও পশ্চাৎপদ হ'য়ো না,
তোমার ঐ উপকৃতি ধন্য হ'য়ে উঠবে। ৫৫৩২।
১৫।১২।১৯৫৩, রাত ৯-১৫

যা'রা শ্রেয়, মহৎ বা প্রাজ্ঞদের প্রতি
শ্রদ্ধাবিরত হ'য়ে
সম্ভ্রম ও সম্মানে
নিজেকে গৌরবগর্ব্বিত করতে চায়—
উপযুক্ত সেবানিরত প্রীতি-অনুচর্য্যাকে
বিদায় দিয়ে,—
অজ্ঞ বর্ব্বর তা'রা ;
নিজের স্বল্পদৃষ্টি নিয়েই
ঐ প্রাজ্ঞদিগকে
তৃণবৎ চিন্তা ক'রে থাকে তা'রা,
শ্রদ্ধাশীল-মমতা-বিহীন ঐ মূঢ়—
ফলে, অশ্রেয়েরই অধিকারী হ'য়ে ওঠে,
লোকচক্ষুতে অধীতও হ'য়ে থাকে তা'রা তেমনি। ৫৫৩৩।
১৫।১২।১৯৫৩, রাত ৯-২০

যা'র বা যা'দের সাজ-সজ্জা, ধরণ-ধারণ
সাধারণে অনুকরণ ক'রে থাকে,
তাই দেখে বুঝতে পারা যায়—

মানুষের অন্তঃকরণ সেইদিকেই
আনতিপ্রবণ হ'য়ে উঠেছে। ৫৫৩৪।
১৬।১২।১৯৫৩, বেলা ১১টা

হৃদয়ে যদি সুকেন্দ্রিক আগ্রহ-অন্বিত
সক্রিয় ভাবদীপনা না থাকে,
শুধু চালাকির দ্বারা
যাই করতে যাবে,
ঠকবার সম্ভাবনাই বেশী;
তাই, চালবাজি বা চালাকি
বাস্তবে সৎ কিছু গড়ে তুলতে পারে না। ৫৫৩৫।
১৬।১২।১৯৫৩, রাত ৮-৩৫

যে-যোগ্যতাই তুমি অর্জ্জন কর না কেন,
জ্ঞানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে
যতই পারদর্শী হও না কেন,
তা' যদি সুকেন্দ্রিক সার্থকতায়
সঙ্গতি-লাভ না ক'রে থাকে—
অনুচর্য্যী অনুক্রিয় অনুশীলনায়,—
তা' ছিন্ন ছন্নতায়
সমাধি রচনা করবে তোমার;
ঐ যোগ্যতাই বল,
জ্ঞানই বল,
বা কর্ম্মকুশলতাই বল,
তা' পরিবেশে
যত যা'দিগেতে সংক্রামিত হ'য়ে উঠবে,
তা'দের অবস্থাও ঐ অমনতরই হ'য়ে উঠবে;
তাই, জান,
বিদ্যাকে আহরণ কর,
অন্বিত সঙ্গতিতে

সুকেন্দ্রিক, অনুক্রিয়, অনুচর্য্যী অনুনয়নী তৎপরতায়
তা'কে সার্থক ক'রে তোল ঐ কেন্দ্রার্থে,
ব্যক্তিত্বকেও অমনতর ক'রে বিনায়িত ক'রে তোল ;
তবেই তোমার অন্তর্নিহিত ধৃতি
ঐগুলির সার্থক সম্বর্দ্ধনাতেই সংহত হ'য়ে
প্রভান্বিত হ'য়ে উঠবে,
আবার, সেই প্রভায় প্রভাবান্বিত হ'য়ে উঠবে
তোমার পরিবেশ ;

যাই দেখ,
যাই শোন,
যাই পড়,
যেমনভাবেই চল,
ঐ কেন্দ্রার্থকেই জপ কর,
আর, ঐ অর্থভাবনা নিয়ে
সংহিতি-শালিন্যে
সেগুলিকে কেন্দ্রার্থ-অনুক্রিয়ায় সার্থক ক'রে তোল ;
এমনতর জানাকেই বিদ্যা ব'লে থাকে,
আর, সেই বিদ্যাই পরমার্থের পরম বাহিনী ;
তা' না ক'রে

যে বিদ্যা, যে-যোগ্যতা আহরণ করবে,
তা'র দান তোমাকে দীর্ণ ক'রে তুলবে,
তা'র অনুধায়িতা বিচ্ছিন্ন অনুক্রিয় হ'য়ে
তোমাকে ছন্ন ক'রে তুলবে ;
তা' তোমাকে বাড়িয়ে তো তুলবেই না—
বরং দৈন্য-দীর্ণতারই ইন্ধন হ'য়ে উঠবে,
অমনতর বিদ্যার চাইতে মূর্খতাও ঢের ভাল—
তা' যদি শ্রেয়শ্রদ্ধ তৎপরতা নিয়ে চলে ;
তাই, বিদ্যার কেন্দ্রই হ'চ্ছে—
সুকেন্দ্রিক শ্রদ্ধাবিনায়িত অনুচলন ;
বিদ্যা সার্থক হ'য়ে ওঠে প্রজ্ঞায়,

প্রজ্ঞা অর্থান্বিত হ'য়ে
পরম সার্থকতায়
প্রবৃত্ত হ'য়ে ওঠে ঈশ্বরে। ৫৫৩৬।
১৭।১২।১৯৫৩, সকাল ৭-৪৫

ব্যয়বাহুল্য কর্ম্মপ্রসারণী আগ্রহকে
খিন্ন ক'রে তোলে। ৫৫৩৭।
১৭।১২।১৯৫৩, সকাল ৮-৩২

যা'রা নিজের কৃতি-প্রসাদকে
অন্যের শুভ-সন্দীপনী উন্নতির
মূলধন ক'রে দিতে কৃপণ,
একটা হ্যাংলা আত্মম্ভরী
উদ্ধত নিষ্ঠীবনী প্রসাদ নিয়ে
চলতে-থাকা যা'রা,
ঠিক জেনো—
তা'দের কৃতিত্ব স্বীয় অনুশীলনায়
উপার্জ্জিত নয়কো ;
অন্যেরই দাক্ষিণ্যে হয়তো তা' অর্জ্জিত হয়েছে,
কিন্তু অন্যে তা'র উন্নতির প্রসাদে
সম্প্রসাদিত হ'য়ে ওঠে,
তা'তে সে মোটেই প্রসাদনন্দিত নয়কো ;
যোগ্যতাদীপ্ত শ্রেয়নিষ্ঠ অন্বিত সার্থকতা হ'চ্ছে—
কৃতী তপস্যার ফল,
কৃতিত্বে আছে—
শ্রেয়বিনায়নী ক্লেশসুখপ্রিয়তার নন্দনলাস্য,
তা' তা'দের নাই,
তাই, অন্যের সুখে
তা'রা সুখী হ'তে জানে না,
অন্যের হৃদয়কেও তা'রা
স্পর্শ করতে পারে না ;

ঈশ্বরই পরম সার্থকতা,
ঈশ্বরই কৃতিত্বের নবীন উৎসাহ,
ঈশ্বরই ইষ্টার্থী ক্লেশসুখপ্রিয়তার
আশীর্ব্বাদ-উৎসর্গী প্রেরণা। ৫৫৩৮।
১৭।১২।১৯৫৩, বেলা ১১-১৫

ইতর বা অপকৃষ্ট যা'রা,
তা'রা করার অনুশীলনে উপযুক্ত হ'য়ে
আত্মপ্রসাদ লাভ করতে জানে না—
শ্রেয়ানুধ্যায়ী অনুশীলনী অনুক্রিয়ার ভিতর-দিয়ে
ব্যক্তিত্বকে ভূয়োদর্শিতার অন্বিত সঙ্গতিতে
বিনায়িত ক'রে;
তা'রা দাবীর তোড়ে
বা কলহ ক'রে
বড়ত্বের তক্‌মা নিতে চায়,
অযোগ্য হ'য়ে
যোগ্য ব'লে আখ্যায়িত হ'তে চায়,
আর, তা'রই অসমর্থক যা'রা
তা'দের প্রতি স্বভাবতঃই
ঈর্ষ্যান্বিত হ'য়ে ওঠে,—
আর এটা অলস ইতর হীনম্মন্যতারই লক্ষণ। ৫৫৩৯।
১৭।১২।১৯৫৩, বিকাল ৫টা

মূঢ় সম্প্রদায়-সর্ব্বস্বই হ'য়ে উঠো না,
সম্প্রদায়ের ধারণা যদি
অবিবেকী মূঢ়ত্বই হয়,
সম্প্রদায় কিন্তু সার্থক হ'য়ে উঠলো না
সেখানে বা তা'তে;
সম্প্রদায় মানেই হ'চ্ছে—
আদর্শে, ধর্ম্মে, কৃষ্টিতে,

আচরণী অনুশাসনে
নিজেকে অর্পণ করা—
দিয়ে দেওয়া,
অর্থাৎ সেই আদর্শের উপদেশ বা অনুশাসনে
নিজেকে সুতপা ক'রে তোলা,
তাই, সম্প্রদায়ের ভিতর
মূঢ়ত্বের স্থান নেই,
আছে সুসন্ধিৎসু তপোবিভোর
উন্নয়নী অনুচলন ;
মূঢ় সাম্প্রদায়িক হওয়ার চাইতে
সুসামাজিকতা নিয়ে চলতে থাক,
প্রতিটি ব্যষ্টি যেখানে
আদর্শানুগ অনুশাসনে
অনুশাসিত হ'য়ে চলে,—
গণগোষ্ঠী যেখানে ঐ একই আদর্শে
অন্বিত চলনে চলতে থাকে,—
সামাজিকতা সার্থক হ'য়ে ওঠে সেখানেই ;
তুমি সম্প্রদায় নিয়েই থাক,
বা সমাজ নিয়েই থাক,
তা'র মানে এ নয়কো—
অন্য সম্প্রদায় বা সমাজগুলি
তোমার আদর্শানুগ অনুচলনের ভিতর-দিয়ে
সার্থক হ'য়ে উঠবে না,
এবং তোমরাও তা'দের দিয়ে হবে না,
বরং তোমার আদর্শ যদি হয়
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
সত্তানুসেবী সুতপা,
সেখানে সব সত্তারই পরিপূরিত হবার অধিকার আছে ;
এই সত্তাকে ঈশ্বরে সার্থক ক'রে তুলে
বিবর্ত্তনে বিবর্দ্ধিত হ'য়ে চলা

যদি ব্যাহত হ'য়ে ওঠে—
তোমার মূঢ় প্রবৃত্তির অনুবন্ধনে,
সেখানেই ঐ আদর্শ বা ইষ্টানুগ অনুশাসন
বৈশিষ্ট্যাপূরণী না হ'য়ে
তা' কিন্তু বাঁধা পড়লো
ঐ প্রবৃত্তি-সঞ্জাত বন্ধনের ভিতর,
গ্রন্থিনিবদ্ধ হ'য়ে উঠলো সেইখানে ;
তোমার সত্তাবাদ,
সাত্ত্বিক অনুচলন,
আপূরণী তত্ত্ব-ঋক্
যা' তাত্ত্বিক সুলোচনী পরিবীক্ষণায়
বৈজ্ঞানিক বিনায়নে
বৈধী বিধি-প্রকরণী অনুশাসনের ভিতর-দিয়ে
অনুমেয় উপলব্ধিতে আনা যেতে পারে,
ঐ প্রবৃত্তি-সংক্ষুব্ধ সঙ্কীর্ণতা
সে-চক্ষুকে কিন্তু মুদ্রিতই ক'রে তুললো—
একটা অবশ মূঢ়ত্বের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে ;
তাই, ঐ সম্প্রদায় বা সমাজ-সেবী হ'তে হ'লেই
তোমাকে আদর্শ বা ইষ্টার্থ-পরায়ণ হ'তে হবে,
ইষ্টানুসরণে সুতপা হ'য়ে
তোমার ব্যক্তিত্বকে সেইভাবে
বিনায়িত করতে হবে—
নিয়ন্ত্রণ-সমাধান-সার্থকতায় ;
তা' যদি না করতে পার
সমাজ-সেবী বা সম্প্রদায়-সেবী
যেমনই হও না কেন,
তুমি যে তিমিরে, সেই তিমিরেই,
আত্মকল্যাণই বল, বা লোককল্যাণই বল—
সবই মুহ্যমান হ'য়ে রইবে—
তোমার ঐ ঔদ্ধত্যপূর্ণ দিগ্‌দারি

আত্মম্ভরী প্রবৃত্তি-সংক্ষুব্ধ অভিসারণায়
ফল কথা, ভাল করতে গিয়ে
বা নাম কিনতে গিয়ে
বা লোকপ্রভু বা নেতা হ'তে গিয়ে
একটা বিরাট দিগদারির ভিতর
তুমি তো পড়বেই,
তাছাড়া, অন্যেও রেহাই পাবে কম —
বিশেষতঃ যা'রা তোমাতে সংশ্লিষ্ট ;
মনে রেখো—
শ্রেয়চর্য্যী, সুকেন্দ্রিক বিনীত হ'লেই
তবেই নেতা হওয়া যায়,
প্রবৃত্তি ও পরিদর্শনগুলি
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
অন্বিত হ'য়ে
সত্তাপোষণী অনুবেদনায়
সার্থক সমাধানে
ঋক্-অনুদীপনায়
তোমার সুবীক্ষণী অন্তর্দৃষ্টির কাছে
সুমূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে—
সমাধানের সার্ব্বভৌম স্মিতবদনে,—
আর তাই হওয়াই হ'চ্ছে পরম সার্থকতা ;
তাই বলি,
মূঢ় সম্প্রদায়-সর্ব্বস্বই হয়ে উঠো না,
নিজের ইষ্ট বা আদর্শে
শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে,
ধৃতি বা ধর্ম্মের অনুশাসিত আচরণ নিয়ে
কৃষ্টিচর্য্যায়
অনুশীলনী তৎপরতায়
সন্দীপ্ত সক্রিয় চলনে
যোগ্যতায় আরূঢ় হ'তে হ'তে

এগিয়ে চল ;

তোমার অন্তর্দেবতা
তোমার অন্তঃস্থ প্রীতিপদ্মে দাঁড়িয়ে
তোমার চরিত্রের ভিতর-দিয়ে
যে-বিভায় বিভাত—
সেই ভাতি-প্রদীপনায় আকৃষ্ট হ'য়ে
যা'রা তোমাকে অনুসরণ করছে,
তা'রাও যোগ্যতায় জীয়ন্ত হ'য়ে
স্বস্তি-বিনোদনায়
শ্রদ্ধোষিত ফুল্ল পদবিক্ষেপে
তোমাকে সাথীয়া ক'রে
এগিয়ে চলুক,
আর, তুমি সব যা'-কিছু নিয়ে
সার্থক হ'য়ে ওঠ ঈশ্বরে ;
ঈশ্বরই সৃষ্টির ছন্দায়িত পরম লাস্য,
ঈশ্বরই সম্প্রদায়ের পরম দান,
ঈশ্বরই প্রেরিতপুরুষের প্রাণনপ্রদীপী আলোকস্তম্ভ,
ঈশ্বরই সেবানন্দনী পরম প্রজ্ঞা,
ঈশ্বরই পরম প্রভু। ৫৫৪০।

১৮।১২।১৯৫৩, রাত ৯-৩০

শ্রদ্ধাস্পদ মাননীয় যিনি,
তাঁকে যদি কেউ অপমানিত করে,
ঐ অপমানকারীর পক্ষে
তা' যেমন মৃত্যুতুল্য,
আবার, ঐ শ্রদ্ধাস্পদ, মাননীয়, স্নেহল যিনি,
তিনি যদি কাউকে
তিরস্কার, ভর্ৎসনা বা অপমানও করেন,
এবং তা' যদি আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টি-পরিপন্থী না হয়,
তা' কিন্তু তা'র পক্ষে তেমনই অমৃততুল্য ;

কারণ, প্রকৃত সশ্রদ্ধ যে,
সে তা'তে ক্ষুব্ধ বা অপমানিত
তো হয়ই না,
বরং তা'র অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধাপ্রবণতা
তা'কে আত্ম-সংশোধনেই
প্রবুদ্ধ ও তৎপর ক'রে তোলে ;

এমনি ক'রে সে
সুবিনায়িত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হ'য়ে ওঠে ;

তাই, শুভানুধ্যায়ী শ্রদ্ধাস্পদের তিরস্কার
গ্রহদোষ-অপসারক,

যদি কিনা মানুষ
শ্রদ্ধাবান আত্মবিনায়ন-তৎপর হয় ;

কিন্তু মানুষ যেখানে
উদ্ধত দাম্ভিকতায়
শ্রেয়াস্পদকেই অপমান বা অপদস্থ করে,
সেখানে ঐ প্রবৃত্তি গ্রহদোষেরই প্রবর্ত্তনা করে,
অমঙ্গল বা রিষ্টি-বিধায়ক হ'য়ে ওঠে ;

কারণ, মানুষ যখন
শ্রদ্ধোষিত শ্রেয়চর্য্যাহারা হয়,
সেখানে অহং
প্রত্যাশাক্ষুব্ধ, প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট হ'য়ে ওঠে,

অহং যেখানে প্রত্যাশাক্ষুব্ধ, প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট—
হীনম্মন্যতা সেখানে সক্রিয়,
বোধও সেখানে বিক্ষিপ্ত,

তাই, কামকামনায় বাধা পেলেই
ক্রোধ উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
ক্রোধের দ্বারাই মানুষ অভিভূত হ'য়ে ওঠে,
আর, ঐ অভিভূতিই বুদ্ধিকে বিধ্বস্ত ক'রে তোলে,
স্মৃতিকে নষ্ট করে,

আর, এই নষ্ট স্মৃতিই
বিনাশের বিকৃত আহ্বান। ৫৫৪১।
১৯।১২।১৯৫৩, সকাল ৭-৫৫

ঈশ্বর,
তদনুপ্রেরিত পুরুষোত্তম—
যিনি লোক-আদর্শ,
সত্তা-বিধায়নী ধর্ম্ম,
তদনুগ কৃষ্টি,—
এদের পারস্পরিক অন্বিত সঙ্গতি
যা'দের বোধিদৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়নি,
এতদ্-অনুচর্য্যী তপনিরত যা'রা নয়কো,
বা তদনুচর্য্যী স্বীকার্য্যও যা'দের নাই,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ পূর্ব্বতনদিগকে
যা'রা মানে না,
তাঁদের বিধায়িত অনুশাসনকেও
যা'রা অস্বীকার করে,
তাঁদের সঙ্গতিসূত্রে আস্থাবান নয় যা'রা,—
এমনতর যা'রা থাকে,
তা'রা তোমার ঐতিহ্য-অনুসারিণী নয়,
তা'দের সাথে তোমাদের
বান্ধবতা থাকে ভালই,
কিন্তু তা'রা কিছুতেই নির্ভরযোগ্য নয়কো,—
যতদিন পর্য্যন্ত তা'রা
ঐ স্বীকৃতি-অনুচলনে
নিজদিগকে পরিশুদ্ধ না ক'রে তোলে;
ঈশ্বরই পরম বিধায়না,
ঈশ্বরই সাত্ত্বিক অনুদীপনা,
ঈশ্বরই কুলস্রবা তপদীপী বিবর্ত্তনের
অনুবর্ত্ম-উৎস,

ঈশ্বরই প্রাচীন ও নবীনের পরম সঙ্গতি,
ঈশ্বরই সব যা'-কিছুরই পরম তীর্থকেন্দ্র। ৫৫৪২।
১৯।১২।১৯৫৩, রাত ৭-৪০

মত, বাদ, পদ্ধতি যতই থাকুক না কেন,
ঈশ্বর-অনুপ্রেরিত বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
জীবন্ত আদর্শ বা ইষ্ট,
যে-কোন সময়ে একজনই থাকেন ;
তাঁকে,
উৎসারণী অনুবেদনায়
তোমাদের প্রাণনকেন্দ্র ক'রে নিয়ে
সব্যষ্টি-সমষ্টি সুসংহত হ'য়ে
বিবর্ত্তনতপা হ'য়ে চ'লোই,—
শক্তিহারা হ'বে না,
পরাক্রমহারা হ'বে না,
ছিন্নতায় শীর্ণ হ'য়ে উঠবে না,
জীবন-চলনায় চলতে থাকবে পুরুষানুক্রমে—
বিবর্ত্তনের ভাতিদীপনা নিয়ে,
অন্তর্নিহিত যোগাবেগের
পর্য্যায়ী কুলস্রোতা
অভিনিবেশী সুকেন্দ্রিক সাত্ত্বিক তীর্থ হ'য়ে ;
মনে রেখো—
ঈশ্বরই প্রেরিত পুরুষোত্তমে
সাকার নর-নারায়ণ। ৫৫৪৩।
১৯।১২।১৯৫৩, রাত ৭-৫০

তোমার সত্তাপোষণী যদি কেউ না হয়,
অনুবেদনী অনুচর্য্যী যদি কেউ না হয়,
তোমার হৃদয়কে ফুল্লোচ্ছল ক'রে তুলতে
যদি কেউ না পারে,

তোমার স্বার্থের সুব্যবস্থ পোষণী, উপচয়ী
যদি কাউকে না দেখ,
তা'কে যেমন তুমি তোমার
প্রয়োজনীয় বিবেচনা কর না,
তোমার ঐ সবের
বা ওগুলির কোন-কিছুর অপকর্ষী যা',
তা'কে যেমন এড়িয়ে চলতে চাও,
পছন্দ কর না,
অন্যের বেলায়ও কিন্তু তাই ;

তুমি যদি ওগুলির কোন-কিছুর
বা সবগুলির অন্বিত সঙ্গতির সুতালিমে
কা'রও দরদী হ'য়ে না ওঠ,
তোমাকেও পছন্দ করবে না কিন্তু কেউ,
তুমি যা'দের জন্য যেমন,
তোমার জন্যও তা'রা তেমনি—
সাধারণতঃ,—
এমনতরই বুঝে চলাই ভাল কিন্তু ;

যা'কে সইবে,
যা'কে ধরবে,
অধ্যবসায়ী তৎপরতা নিয়ে
যা'র অনুচর্য্যা করবে—
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনার জন্য,—
তোমার প্রতিও সে
অন্ততঃ তৎকরণ-তৎপর হৃদয়াবেগ নিয়ে চলা
স্বার্থই বিবেচনা করবে প্রায়শঃ—
কাজে-কর্ম্মে, বোধ-বিবেচনায়
ত্রুটি-বিচ্যুতি যাই থাক্ না কেন ;

এর উল্টো যে পাবে না,
তা'ও মনে ক'রো না কিন্তু,
তথাপি অমনতর করাই কিন্তু শ্রেয়,

ফল কথা, যা'কে যেমন চাও,
তা'র প্রতি তেমনি ক'রো ;
ঈশ্বরের প্রতি তুমি যেমন,
ঈশ্বরকেও পাবে তোমার প্রতি তেমনি ক'রে,
ঈশ্বর সবারই জীবনস্রোত—
প্রাণন-প্রদীপ। ৫৫৪৪।
১৯।১২।১৯৫৩, রাত ৮-১৭

অযথা আরামপ্রিয়তা
মানুষকে যেমন অবসন্ন ও কর্ম্মবিমুখ ক'রে তোলে,
তেমনি আবার সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ার্থ-উপচয়ী
ক্লেশসুখপ্রিয়তা
মানুষকে ধীমান, বলীয়ান ও কর্ম্মপ্রদীপ্ত
ক'রে তোলে। ৫৫৪৫।
২০।১২।১৯৫৩, সকাল ৯-৩৫

যে প্রীতিচর্য্যা বা আপ্যায়না
তুমি বজায় রাখতে পারবে না,
তা'র মতলববাজী কপট প্রয়োগে
মানুষকে অবান্তর অসুবিধাগ্রস্ত ক'রে তুলো না,
যা'র ফলে, মানুষেরও
তোমার প্রতি আস্থা শিথিল হ'য়ে ওঠে ;
তাই, তেমনি আচরণই কর,
অভ্যাসে আয়ত্তও ক'রে তুলতে চেষ্টা কর তা'ই—
যে আচার, ব্যবহার, অনুচর্য্যা নিয়ে
বাধাবিপত্তিকে অতিক্রম ক'রেও
চলতে পারবে,
তা'তে তুমিও কৃতী হ'য়ে উঠবে,
অভ্যাসও অভ্যস্ত হ'য়ে উঠতে থাকবে তোমাতে,
লোকেও জানতে পারবে—

তুমি কী চাও—কেমনতর,
করতেও পারবে তেমনি তোমার প্রতি,
ধোঁকায় ধ্বক্ষিত হবে না তা'রা। ৫৫৪৬।
২০।১২।১৯৫৩, সকাল ৯-৫০

প্রীতি নীরব হ'তে পারে,
কিন্তু নিষ্ক্রিয় নয়কো। ৫৫৪৭।
২০।১২।১৯৫৩, বিকাল ৪টা

যা'কে ভালবাসা যায় না,
তা'কে সহ্য করাও যায় না। ৫৫৪৮।
২০।১২।১৯৫৩, বিকাল ৪-৪

যে তা'র যোগ্যতাকে উপচয়ী ক'রে তুলতে পারে না,
দরিদ্রতা তা'কে নিষ্পেষিত করবেই কি করবে। ৫৫৪৯।
২০।১২।১৯৫৩, বিকাল ৫-৩০

যে অপরাধী
অনুতপ্ত অনুক্রিয় হ'য়ে
তোমাতে আনতি স্বীকার করে,
তা'কে ধ'রে তোল—
আশ্বাস-অনুবেদনী তর্পণায়,
ভ্রান্তি-নিরসনে যা'তে সে
সৎ-সক্রিয় হ'য়ে ওঠে,—
তাই ক'রো,
বিরক্ত হ'য়ে ত্যাগ ক'রো না তা'কে,
কিন্তু তোমাকে সংক্ষুব্ধ না হ'তে হয়,
তা'তে লক্ষ্য রেখো। ৫৫৫০।
২০।১২।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-২৮

শ্রেয়
যাঁতে তুমি সম্বন্ধ-সঙ্গতি লাভ করেছ,
তাঁর প্রীতি-অনুচর্য্যাই—
সত্তা-সম্পোষণী-সংরক্ষণী-সম্পূরণী অনুচর্য্যাই
তোমার অন্তর্নিহিত জৈবী যোগাবেগ হওয়া উচিত;
এমনতরই দৃঢ়চেতা হ'য়ে থেকো—
কোন সংঘাতেই যেন তোমাকে
অভিশপ্ত ক'রে
তাঁ' হ'তে বিচ্ছিন্ন না করে,
তত্তপা আত্মবিনায়নই
তোমার জীবন-তপস্যা হ'য়ে উঠুক ;
আর, এইই শান্তি-উৎস। ৫৫৫১।
২০।১২।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৩০

বড়র সহজাত আনন্দই হ'চ্ছে—
ছোটকে বড় ক'রে,
সমানকে বান্ধবান্বিত ক'রে,
শ্রেয়কে শ্রদ্ধা ক'রে,
বিনীত-অনুচর্য্যী হ'য়ে তাঁর ;
যেখানে তা'র অপলাপ,
ছোটকে বড় ক'রে তুলতে যে দুঃখিত হয়,
সম-দের সাথে যা'র
প্রতিদ্বন্দ্বিতা সংঘটিত হ'য়ে ওঠে,
শ্রেয়কে অপদস্থ করার
লোলুপতা যা'র উদগ্র,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমের বদলে
যেখানে অসৎ-সমর্থনী সম্বেগ,
লাখবার জেনে রেখো—
বাস্তবে সে বড় নয়ই,
লোকে তা'কে বড় বললেও

বড়র ছদ্মবেশী সে মাত্র,
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়শ্রদ্ধ সে নয়ই,
জ্ঞান, বিবেচনা ও বোধিদীপনী অনুপ্রেরণা
সার্থক অন্বিত সঙ্গতিশীল হ'য়ে ওঠেনি তা'তে;
বিবেচনায় প্রবুদ্ধ হ'য়ে
যেখানে যেমন চলতে হয়,
তেমনিই চ'লো। ৫৫৫২।
২০।১২।১৯৫৩, রাত ৭টা

শ্রেয়কেন্দ্রিক হও,
শ্রেয় মানে শ্রেষ্ঠ যিনি,
শুভদ যিনি—
এক-কথায়, বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রবোধনা
যাঁতে অন্বিত সঙ্গতি লাভ করেছে;
তাই, শ্রেয়ার্থপরায়ণ হও,
তোমার প্রবৃত্তিগুলিকে
শ্রেয়শ্রদ্ধ অনুবেদনা নিয়ে
তাঁরই উপচয়ী, উদ্বর্দ্ধনী ক'রে তোল—
সার্থক সঙ্গতি-শালিন্যে;
এমনি ক'রে তোমার প্রকৃতিকে
পরিমার্জ্জিত ক'রে তোল,
প্রকৃতি এমনতরভাবে পরিমার্জ্জিত হ'লেই
তোমার বৈশিষ্ট্যও পরিমার্জ্জিত হ'য়ে উঠবে,
বর্দ্ধনপ্রসাদী হ'য়ে উঠবে;
প্রকৃতি বদলানো না গেলেও
তা' পরিমার্জ্জিত ক'রে
ব্যবহার-ব্যবস্থিত করা যায়,
প্রবৃত্তির সার্থক সঙ্গতিশীল নিয়মনে
ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে তুলতে পারা যায়;
ব্যক্তিত্ব যদি সুবিনায়িত হয়,

তাহ'লে তোমার স্বভাবও
অমনতরই মার্জ্জিত হ'য়ে উঠবে—
উপচয়ী সার্থক সঙ্গীতশালিন্যে ;
পরিবেশেও ঐ প্রতিফলন
এমনতর প্রেরণা জাগিয়ে তুলবে,
যা'র ফলে, তা'রা তোমাকে
তা'দের সত্তার পরিতৃপ্তির
সম্বর্দ্ধন-অনুপ্রেরণা ব'লে
ধৃতি ও কৃষ্টির অনুদীপক ব'লে বোধ ক'রে
তোমাতে প্রপন্ন হ'য়ে উঠবে,
তা'দের চরিত্রেও
তোমার চরিত্রের উৎকীরণী অনুবেদনা
শ্রেয় প্রতিষ্ঠা ক'রে
তা'দিগকে সুকেন্দ্রিক ক'রে তুলবে ;
এমনি অনুদীপনী প্রবণতা নিয়ে চলতে থাক,
স্বস্তির মাঙ্গলিক পুরশ্চরণ ঐ পথেই ;
ঈশ্বরই স্বস্তি-স্বরূপ,
তিনিই আধারভূত,
তিনিই প্রতিটি জীবনে অধিযজ্ঞ। ৫৫৫৩।
২০।১২।১৯৫৩, রাত ৭-২৫

ধর্ম্মকে যে বাক্যে, ব্যবহারে,
অনুচর্য্যী অনুশীলনে
পরিপালন না করে,
পোষণ-পূরণী তৎপরতায়
পরিবর্দ্ধন না করে,
অভ্যাসে আয়ত্ত না ক'রে তোলে,
শুধুমাত্র ধর্ম্মের দোহাই দিলেই
ধর্ম্ম তা'কে ধারণ করে না,
পালন করে না,

পোষণ-পূরণ করে না,
ঈশ্বরই পরম ধর্ম্ম। ৫৫৫৪।
২১।১২।১৯৫৩, সকাল ৮-৩

বৈধী বহুবিবাহকে যদি
অনুশাসন-নিরুদ্ধ কর—
তা' সবর্ণই হো'ক
বা অনুলোমক্রমিকই হো'ক,—
দেখতে পাবে—
যা'দের ভিতর বিবাহ-বন্ধন শিথিল,
বা বহু-বিবাহ ঐতিহ্য-অনুক্রমে সিদ্ধ,
বা অনুশাসন-নির্দিষ্ট,
তা'দের ভিতর
ক্রমশঃই বিবাহের বহর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'বে ;
বিশেষতঃ যে-সমাজে বহুবিবাহ নিরুদ্ধ,
তা'দের উদ্বৃত্ত মেয়েরা
সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিশ্লিষ্ট হ'য়ে
বহিঃসমাজের অঙ্গীভূত হ'তে থাকবে—
তা' অনুলোমক্রমেই হো'ক
আর প্রতিলোমক্রমেই হো'ক ;
তা'র ফলে, সুষ্ঠু জনন-প্রগতিও
শীর্ণ হ'য়ে উঠবে,
তৎ-সংশ্লিষ্ট জাতকও
ব্যতিক্রম ও বিকার-ধর্ম্মী হ'য়ে জন্মগ্রহণ করবে,
ফলে, প্রতিটি সমাজকে
নিপীড়িত হ'য়েই চলতে হবে—
নিজের পুষ্টি ও প্রবর্দ্ধনাকে
আভিঘাতিক অবদলনে বিদলিত ক'রে ;
জনন-তত্ত্বকে অবহিত হও,
সুজনন-সম্বর্দ্ধনা-নিরত হ'য়ে চল,

স্মরণ যেন থাকে—
বিবাহ-নীতি সর্ব্বদাই যেন
শ্রেয়সঙ্গতিশীলই হ'য়ে চলে,
আর, ঐ শ্রেয় পন্থায়
কোনরকম অবৈধ নিরোধ সৃষ্টি না হয় ;
একটু দীর্ঘ দৃষ্টি নিয়ে চিন্তা ক'রো—
সুসমীক্ষ বৈধী নিয়মনায়,
বিনায়নী তৎপরতা নিয়ে ;
বর্দ্ধনাই প্রকৃতির পরম প্রেরণা,
ঈশ্বরই বর্দ্ধনার প্রাণন-সম্বেগ। ৫৫৫৫।
২১।১২।১৯৫৩, সকাল ১০-১৫

অনুশাসন-প্রণয়নাকে
সুবীক্ষিত বর্দ্ধন-দীপনী
অস্তিবৃদ্ধিদ অনুপ্রেরণায়
প্রেরণা-প্রদীপ্ত ক'রে তোল,
প্রবৃত্তি-প্ররোচনা-পরামৃষ্ট হ'য়ে
অনুশাসন-বিধি রচনা করতে যেও না,—
সে-অনুশাসন সংহারেরই সাথীয়া কিন্তু ;
সম্বর্দ্ধনার প্রাণন-প্রদীপই ঈশ্বর,
ঈশ্বরই বৈধী পরিক্রমা,
ঈশ্বরই বিধি। ৫৫৫৬।
২১।১২।১৯৫৩, বেলা ১০-৪৫

আবেগ-গম্ভীর, উৎসারণী অন্তরে
নন্দনার সলীল ছন্দে
উদাত্ত কণ্ঠে বল—
'বন্দে পুরুষোত্তমম্',
আনতি-দীপনায় প্রণত হও,
নমস্কার কর,

আবার বল—'বন্দে পুরুষোত্তমম্',
প্রাচীনকালেই হো'ক,
বর্ত্তমানেই হো'ক,
বা ভবিষ্যতেই হো'ক,
যে-গ্রামে তিনি জন্মেছিলেন,
জন্মেছেন,
বা জন্মিবেন—
দরদী প্রাণের দীপক দোলনে,
নিজ সত্তার আকণ্ঠ অনুবেদনা নিয়ে
জীবনের কল্লোল-প্রেরণ-প্রদীপনায়
ব্যক্তিত্বকে যোগজৃম্ভী সমত্ববিভোর ক'রে,—
সেই গ্রামকে নমস্কার কর—
আনত অভিবাদনে,
সেই নগরকে নমস্কার কর,
সেই দেশকে নমস্কার কর—
নতজানু অভিবাদনে,
সে-দেশের পরিবার, পরিবেশ ও পরিস্থিতির
প্রতিটি ব্যষ্টিকে
আনত অভিবাদনে আলিঙ্গন কর—
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমকে অব্যাহত রেখে,
পূজন-পরিচর্য্যী পরিবীক্ষণা নিয়ে ;
তা'রা তোমার চক্ষে
কুৎসিতই হো'ক,
আর, অন্বিত-শ্রীই হো'ক,
আকৃতি-নন্দনার স্মিত-অভিবাদনে
তোমার প্রাণের ঝঙ্কার-আবেগে
তা'দের হৃদয়কে আন্দোলিত ক'রে
তা'দের অন্তরে
ঐ বিভবমণ্ডিত বিভু-বিভূতি-প্রসাদকে
প্রতিষ্ঠা ক'রে,

তাঁদিগকে তন্নিষ্ঠ রাগসন্দীপ্ত ক'রে তোল ;

মনে রেখো—

অবতার-মহাপুরুষ প্রত্যেকেই

সেই এক অদ্বিতীয়েরই

পর্য্যায়ী অনুপ্রেরণী অবতরণ,

প্রত্যেকেই একবার্ত্তাবাহী,

আপূরণী,

প্রত্যেকেই অসৎ-নিরোধী উদাত্ত পরাক্রম,

পরম মৈত্রী,

সত্তার নন্দন-দীপনা,

ঈশ্বরই তাঁর বার্ত্তাবিভব,

ঐ তিনি যখন যেখানে আবিভূত হন,

সেই স্থানই মানুষের পরম তীর্থ ;

তাই, যখন, যেভাবে, যেখানে

তাঁর একায়নী অবতরণাবির্ভাব হয়েছিল,

হয়েছে বা হবে,

তাঁরই স্মৃতিবাহী তাঁদিগকে

সাদর সম্ভাষণে

'স্বাগতম্' ব'লে অভ্যর্থনা ক'রো,

অন্তরের আতিথ্য-পূজায়

স্বতঃস্ফূর্ত্ত সৎকারে

নন্দিত ক'রে তুলো' তাঁদিগকে,

আর, সেই প্রাণারাম অভিভাষণ-উদ্‌গীতি-ঝঙ্কারে

তাঁদের হৃদয়কে ধ্বনিত ক'রে তুলো',

মৈত্রী-আহ্বানে মিলন-প্রসাদ-মণ্ডিত ক'রে তুলো'—

অভ্যর্থনার অভিঝঙ্কারে

অনুদীপনী উৎফুল্লতায় ;

এই আনতি,

এই প্রণতি,

তাঁর আগমন, পুনরাগমন-সঙ্গীত

তোমাদিগকে সুকেন্দ্রিক সূত্রে অন্বিত ক'রে
শ্রদ্ধোল্লাসিত সংহতির পরম নিবন্ধনে
পারস্পরিক বান্ধব-অনুদীপনায়
সংহতির পরম ঐশ্বর্য্যে
শক্তিশালী ক'রে তুলুক ;
অমৃতের পরম অবদান
পুরশ্চরণী ঝঙ্কারে
ঐ অনুকম্পী অয়নাবর্ত্তনে
তোমাদের হৃদয়কে ঝঙ্কৃত ক'রে তুলবে,
তোমরা সার্থক হ'য়ে উঠবে,
নন্দিত হ'য়ে উঠবে,
বিশাল বান্ধব-সঙ্গতিতে সঙ্গত হ'য়ে উঠবে,
স্বস্তি ও আত্মপ্রসাদে
অন্বিত হ'য়ে উঠবে,
স্বর্গের মলয়-প্লাবনী পারিজাত-গন্ধ
তোমাদিগকে সুরভি-সমৃদ্ধ শ্রীমান ক'রে তুলবে ;
তাই বলি,
আবার বল—
'বন্দে পুরুষোত্তমম্' ;
ঈশ্বরই পরম প্রেরণা,
প্রেমবিগ্রহ প্রিয়পরম প্রেরিত-পুরুষোত্তমই
সেই প্রেরণার মূর্ত্ত-অভিব্যক্তি,
পুরুষোত্তমই ঈশ্বরের পরম-পথ। ৫৫৫৭।
২১।১২।১৯৫৩, বেলা ১১টা

যা'রা ঔদ্ধত্য-পরামৃষ্ট, আত্মম্ভরী
রাগদীপনা নিয়ে
তা'রই সার্থকতায়
তথাকথিত প্রীতি-অনুবেদনা নিয়ে চলতে থাকে,
যা'রা প্রত্যাশাপ্রলুব্ধ হ'য়ে

তা'রই পুরশ্চরণী অভিনিবেশ-অনুষ্ঠান-নিরত হ'য়ে
তা'রই ক্রীড়নক হিসাবে
কারও সহিত প্রীতিনিবদ্ধ হয়,
কাউকে মানদর্পিতার দৈন্যগ্রস্ত
বরেণ্য-অভিমানী
অনুচারণী অনুপোষণার কেন্দ্র ক'রে
তা'তে সম্বন্ধান্বিত হ'য়ে চলতে চায়,
তা'দের তথাকথিত আত্মনিবেদনী
অনুচর্য্যানিরত অনুগতি
এতই ঠুনকো,—
যে, এতটুকু সংঘাতে
তা' ছিন্ন হ'য়ে ওঠে ;
অমনতর কা'রো প্রতি
নির্ভর ক'রে যদি চলতে চাও,
হতাশায় হ'টে যেতে হবে তোমাকে ;
তোমার আপদ-বিপদ
বা কোন প্রয়োজনের
গভীর উদ্বেগের সময়ও
তোমা হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে
অন্য পন্থা অবলম্বন করতে
এতটুকুও কুণ্ঠা বোধ করবে না ;
তা'রা অন্যের প্রতি কুৎসিত ব্যবহার করবে,
কিন্তু তা'র এক কণিকাও যদি
অন্যে তাদের প্রতি করে,—
তা'রা তখনই অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে ওঠে,
এমন-কি, তুমি যদি তা'র দুর্ব্যবহারের সমর্থনে
ঐ প্রতিক্রিয়ার নিরোধ-ইন্ধন হ'য়ে না ওঠ,
তুমিও রেহাই পাবে না তা'দের আক্রোশ হ'তে,
এমনতরই অভ্যস্ত তা'রা,
তাই, তুমি ব্যর্থ হবে সে-সংসর্গ ক'রে ;

ফল কথা, তা'রা তোমার
জীবনীয় উপকরণ হ'তে চায় না,
তোমার স্বার্থ-সম্বর্দ্ধনায় রত হ'য়ে
আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চায় না,
তোমাকে তা'দের প্রবৃত্তির
উচ্ছল ইন্ধন ক'রে রাখতে চায় ;
বুঝে চল,
যখন যেখানে যেমন করণীয়,
তাইই ক'রে চ'লো—
ব্যাঘাত-বিদ্ধ কমই হবে। ৫৫৫৮।
২১।১২।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৪৫

যা'র আত্মীয়ের মতন অনুচলন,
অথচ যা'র প্রতি অমনতর ভাব পোষণ করে—
তথাকথিত সৌজন্য নিয়ে,
তা'র এতটুকু বেচাল দেখলে
যা'র অভিমানী অহং
সংক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে,
তা' যে সইতেও পারে না,
আবার স'য়ে যে তা'কে বইবে—
তা'ও পারে না,
অধ্যবসায়ী অনুচর্য্যা
যা'র সহজেই বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে,
স্বল্প কারণে শ্রেয়শ্রদ্ধ অনুবেদনা বা আত্মীয়তা যা'র
ব্যাহত হ'য়ে
আক্রুষ্ট দিগ্‌দারীতে
ধুক্ষা-গর্জ্জনে
রুষ্ট গম্ভীর অনুচলনে
শ্রদ্ধাস্পদ বা আত্মীয়কে
সংঘাত হানতেও কসুর করে না,

নিজের দোষ বা গুণ
মানুষ যেমন ক'রে আবৃত বা প্রকাশ ক'রে থাকে—
প্রতিষ্ঠ পরিচর্য্যায়,—
আত্মীয়তার বন্ধন যা'র সাথে আছে,
তা'র বেলায় তেমনতর যে পেরেই ওঠে না,
বাক্য, ব্যবহার ও আচরণের ভিতর-দিয়ে
তা'কে যে বিনায়িত ও তর্পণদীপ্ত
ক'রে তুলতেও পারে না,
যা'র চাহিদা সব সময়ই
সম্মান-সন্ধিৎসু হ'য়ে বেড়ায়,
অথচ হৃদ্য অনুচলনে
লোক-হৃদয় আকৃষ্ট ক'রে
যে ঐ সম্মান-প্রাপ্তিকে স্বতঃ ক'রে তুলতে পারে না,
বুঝে নিও—
আত্মীয়তা সেখানে মূক,
ও-সৌজন্য তা'র চরিত্রে নাই,
তা'র ব্যক্তিত্বও ওতে অভ্যস্ত নয় ;
যেখানে এমনতর দেখবে,
উপযুক্ত ব্যবধান বজায় রেখেই চ'লো,—
তাই ব'লে কোন বিষয়ে
আধিক্য কিন্তু ভাল নয়,
তা' অনেক সময় দলনকেই
আমন্ত্রণ ক'রে থাকে ;
বুঝে সুসমীক্ষ চলনে চ'লো,—
দিগ্‌দারী নাজেহাল হ'তে
অনেকখানিই রেহাই পাবে। ৫৫৫৯।
২২।১২।১৯৫৩, বেলা ১১টা

অভাব-বিধ্বস্তকে দিও,
কিন্তু দারিদ্র্যগ্রস্ত হ'য়ো না,

উপচয়ী অর্জ্জনপটু শ্রমচর্য্যাকে
অবজ্ঞা ক'রো না,
তা' যেন শুভদ হয় ;
আবার এও দেখো—
যা'কে দিচ্ছ,
দেওয়ার সাথে সাথে তা'কে যেন
এমন অনুপ্রেরণা দাও—
হৃদ্য সম্ভাব্য সমীচীনতার ভিতর-দিয়ে,—
যা'তে সে যোগ্যতায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে ওঠে,
তবেই সে-দান ধর্ম্মদ হ'য়ে উঠবে—
দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের কাছে। ৫৫৬০।
২২।১২।১৯৫৩, রাত ৮-৪৫

চ্যুতকেন্দ্র হ'য়ে যা'ই করবে,
তা' কিন্তু অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে
সার্থক হ'য়ে উঠবে না তোমার ব্যক্তিত্বে ;
নিষ্পাদনী বহুদর্শিতা যতই থাক্ না কেন,
তা' বিহিত বিনায়নে
অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে
প্রাজ্ঞ পরিবেদনায়
তোমার ব্যক্তিত্বের বোধিচক্ষুকে
ফুটন্ত ক'রে তুলবে না,
বোধিচক্ষুর দীর্ঘদৃষ্টি আবিলই হ'য়ে থাকবে,
ব্যবস্থ হবে না তুমি কিছুতেই—
সর্ব্বতঃ সঙ্গতির অন্বয়-তৎপর সার্থকতা নিয়ে,
শুভ-সুন্দরের বাস্তব-বিধায়নায় ;
তাই, যাই কর না কেন,
শ্রেয়কেন্দ্রিক হ'য়ে
তদর্থ-উপচয়ী অন্বিত সঙ্গতিতে

নিষ্পাদনী কৃতিদীপনায়
সেগুলিকে সমাধান কর.
সুব্যবস্থ সমাধানগুলি আবার
ঐ নিষ্পাদনী অভিনিবেশ নিয়ে
তোমার বোধিতে সার্থক হ'য়ে উঠুক,
ঐ বোধিই তোমার ব্যক্তিত্বকে
প্রভাবান্বিত ক'রে তুলবে,
স্বভাবে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে,
ঐ অনুশীলনী অভ্যস্ত যোগ্যতাই হ'চ্ছে
ব্যক্তিত্বের মঙ্গল প্রকৃতি ;
ঈশ্বরই প্রকৃতির অধিনায়ক,
তিনিই পরম পুরুষ,
সুকেন্দ্রিক অভ্যাস-অভিদীপনী অনুশীলনার ভিতর-দিয়েই
তিনি অন্তরে অভিব্যক্ত হ'য়ে ওঠেন,
ভক্তিই তাঁর মঙ্গল স্থণ্ডিল। ৫৫৬১।
২২।১২।১৯৫৩, রাত ৮-৫৯

পুরুষোত্তমের আবির্ভাব
যখনই হ'য়ে থাকে,
মানুষের দুঃখ-দৈন্য-নিষ্পেষিত ধুক্ষা-আবর্ত্তনের ভিতরে
প্রীতিমুখর আশিস্-হস্তেই
তিনি আগমন করেন ;
প্রাচীনের আপূরণী নবীন মন্ত্রই
হ'য়ে ওঠে তাঁর
সুকেন্দ্রিক তান্ত্রিক অভিযান,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ সত্তা-বিবর্ত্তনী
অনুপ্রেরণাই হয়
সেই নবীনের নূতন সঙ্গীত,
তা'র ছন্দ,

তা'র তাল,
তা'র মান
মানুষের অন্তরে জাগিয়ে তোলে
সুতালিম ছন্দায়িত ঝঙ্কার,
অন্বিত সঙ্গীত-সম্পন্ন সার্থক অভিনবের
আবাহন-তর্পণা ;
প্রাচীনের অর্থান্বিত ধারণ-পালনী ঐশী নিয়মনই
হ'য়ে ওঠে তাঁ'র সংহতির
সজাগ, সুঠাম, সন্দীপনী শুভ প্রেরণা ;
প্রাচীনের নবীন অর্থনা তিনি,
ভবিষ্যের পরম মূর্চ্ছনা,
বর্দ্ধন-যজ্ঞের পরম উদ্‌গাতা তিনি,
উন্নতির পরম অধ্বর্য্যু,
অনন্তে এগিয়ে যাওয়ার
পুরোধ্যাসী ঋত্বিক তিনিই ;
ঐ নবীন মন্ত্র,
নবীন ছন্দ,
নবীন লাস্য
লালিম-দীপনায়
গ'ড়ে তোলে সাহিত্য,
গ'ড়ে তোলে শিল্প,
গ'ড়ে তোলে বিজ্ঞান,
গ'ড়ে তোলে অর্থনীতির অনিন্দ্য অভ্যুত্থান,
যোগ্যতার যোগদীপ্ত তপানুশীলন,
প্রবর্দ্ধনার বর্ত্তন-দীপনা,—
বেঁচে ওঠার, বেড়ে ওঠার
উদাত্ত ছন্দে
সলীল-লাস্যে
জাগিয়ে তোলে
অমৃতের মধু-মর্য্যাদা ;

তাই, জেগে থাক,
অজ্ঞতায় ঘুমিয়ে প'ড়ো না
গ্রহণ কর তাঁকে,
অধিষ্ঠিত কর তোমার অন্তরে,
তাঁরই নবীন মন্ত্রে দীক্ষিত হও,
ঐ অনুশাসনে আত্মনিয়ন্ত্রণ কর,
ব্যক্তিত্ব বিনায়িত কর অমনতর ক'রে—
তাঁ'রই স্মৃতির আলোক জেবলে,
ঐ ব্যক্তিত্বের অনুদীপনায় ;
প্রার্থনার সক্রিয় চলনভঙ্গীতে
তাঁ'র আরতি কর,
অন্তর-মন্দিরে বেজে উঠুক ঘণ্টা,
বেজে উঠুক শঙ্খ,
বেজে উঠুক ঝাঁঝর, মৃদঙ্গ,
বেজে উঠুক বাঁশরীর ছন্দায়িত লসিত নর্ত্তন,
বেজে উঠুক বীণার বিপ্লবী মদির স্পন্দন ;
সার্থক হ'য়ে ওঠ,
সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
সংহত হ'য়ে ওঠ,
সক্রিয় হ'য়ে ওঠ,
শক্তি শুভ-শালিন্যে
সব্যষ্টি সমষ্টিতে
এক নর্ত্তনে
সক্রিয় ঝঙ্কারে
সুজাগ্রত হ'য়ে উঠুক ;
'জাগৃহি' ব'লে আবাহন কর,
অন্তরের দীপালী-আবেগে
ভক্তির সিংহাসনে
তাঁকে আবাহন কর,
বসাও,

আরতি কর,
বল—'জয় জগদীশ্বর !'
বল—'বন্দে পুরুষোত্তমম্' ;
ঈশ্বরের শুভ-আশীর্ব্বাদী
ব্যক্ত প্রতীকই
প্রিয়পরম প্রেরিত-পুরুষোত্তম,
আবার বল—'বন্দে পুরুষোত্তমম্' । ৫৫৬২ ।
২৩।১২।১৯৫৩, সকাল ১০-৩৫

যেমন করবে,
পাবেও তেমনি—
করার নিষ্পাদনী কৃতিত্ব
পরিবেশের অন্তঃকরণকে
যেমনতর স্পর্শ করবে,
যেমন ভাবদীপনায় আন্দোলিত ক'রে তুলবে ;
করায় ভ্রান্তি অনেকেরই আসে,
সে-ভ্রান্তির প্রতিক্রিয়ার জন্য যে রাজী থাকে,
এবং আত্মনিয়ন্ত্রণে যে নিজেকে
সুব্যবস্থ ক'রে তোলে—
সুকেন্দ্রিক সক্রিয় চলনাকে বজায় রেখে,
সেই ধন্যবাদের পাত্র হ'য়ে ওঠে,
ভবিষ্যকাল সম্ভাষণ-মুখর হ'য়ে
অপেক্ষাই ক'রে থাকে তা'র জন্যে ;
আবার, ভ্রান্ত কর্ম্ম
যেমনতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে,
তা' যদি আরো ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়ারই
অনুপ্রেরক হ'য়ে ওঠে—
সে ব্যর্থ হয়,
বিমর্দ্দিত হয়,

ছিন্ন-কেন্দ্র হ'য়ে
ছন্নতায় আচ্ছন্নই হ'য়ে ওঠে,
পরিবেশও তা'কে তেমনি
সংঘাত-সম্ভাষণে
মর্দ্দন-বিলোল ক'রেই তোলে ;
তাই, সুকেন্দ্রিক হও,
তদনুগ উপচয়ী আনুষ্ঠানিক অনুশীলনে
চলতে থাক—
বাক্যে, ব্যবহারে, সহ্যে, ধৈর্য্যে
অধ্যবসায়ী অনুদীপনায়,
হৃদ্য অনুকম্পী অনুবেদনা নিয়ে,
পরিবেশও সাড়া দেবে দেখবে। ৫৫৬৩।
২৩।১২।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-২৫

যা'রা সুকেন্দ্রিক আত্মনিয়ন্ত্রণশীল বিনয়ী,—
তা'রা বিনীত হ'য়েও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন,
তা'দের ব্যক্তিত্ব আদর্শনিবদ্ধ,
এমনতর লোক বিনয়ী হ'লেও ধামাধরা হয় না ;
তা' ছাড়া, অনেক দুর্ব্বলমনাকেও
বিনয়ী হ'তে দেখা যায়,
তা'দের ব্যক্তিত্ব মেরুদণ্ডহীন,
তা'দের বিনয়
যেখানে যেমন তেমনতরই রূপ ধরে,
অসৎ-নিরোধী উদাত্ত অনুবেদনা তা'দের
ক্ষীণ ও কৃশ ;
যা'রা সুকেন্দ্রিক আত্মনিয়ন্ত্রণশীল বিনয়ী নয়,—
ন্যায়ও তা'দের মূক ও বধির,
কারণ, নয়ন-কেন্দ্র-হারা তা'রা,
তাই, প্রস্বস্তির অধিকারী হয় তা'রা কমই ;

যা'রা দর্পী,
তথাকথিত শৌর্য্যবান ব'লে পরিচিত,
তা'দের সৌজন্য ও আপ্যায়নাও
দর্প-অভিনিবেশী,
প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট তা'দের অস্মিতা,
তা'দের প্রবৃত্তির তালিমে
তাল মিলিয়ে যা'রা চলে,
তা'দিগকেই তা'রা পছন্দ করে ;
আবার, দৃপ্ত-বিনয়ী যা'রা,
তা'রা অচ্যুত সুকেন্দ্রিক আনতিনিষ্ঠ,
তা'রা সাধারণতঃ দায়িত্বশীল অভিভাবক-স্থানীয়
হ'য়ে থাকতে চায়,
অন্যের শুভ তা'দিগকে হর্ষমণ্ডিত ক'রে তোলে,
আবার, ব্যতিক্রমেও তা'রা
তিরস্কার বা পীড়ন করতে কসুর করে না,
আবার, ঐ তিরস্কার বা পীড়নেও
তা'দের হৃদয় ব্যথিত হ'য়ে ওঠে,
তাই, আগুলে ধ'রে সন্দীপিত করার প্রবণতাও
তা'দের সজাগ,
সুকেন্দ্রিক উপচয়-তৎপর হবার দরুন
তা'রা লোককেও উপচয়ী ক'রে তুলতে—
যোগ্য ক'রে তুলতে
যত্নবানই হ'য়ে থাকে,
মানুষকে অনুশীলন-তৎপর ক'রে তোলাতেই
তা'দের স্বাভাবিক আত্মপ্রসাদ,
তা' করতে গিয়ে
মানুষকে কখনও তিরস্কার
কখনও বা পীড়নও করে,
সে তিরস্কার বা পীড়নের ভিতর থাকে—
হৃদ্য অনুবেদনী আপ্যায়না,

সন্দীপনী অনুপ্রেরণা ;
তাই, সুকেন্দ্রিক বিনয়ী হও,
তোমার ব্যক্তিত্ব বিনায়িত হ'য়ে উঠুক ;
মিষ্টি চলনেই চল,
বা দৃপ্ত-বিনয়ী হ'য়েই চল,
আঘাত-ব্যাঘাত, বাধা-বিপত্তি যতই আসুক না,
সবকে বিনায়িত ক'রেই
তুমি আত্মপ্রসাদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবে ;
ঈশ্বরই অন্তরের দীপন-শৌর্য্য,
ঈশ্বরই পরাক্রম-বীর্য্য,
ঈশ্বরই বিনীত তর্পণার বিধিস্রোতা সৃজনছন্দ,
অর্জ্জনার অন্বিত সঙ্গীত,
জীবনের সাম-ছন্দ। ৫৫৬৪।
২৩।১২।১৯৫৩, রাত ৭-৪০

দেশ, কাল ও পাত্রানুপাতিক
যতটুকু সময়ের মধ্যে
যে-কাজ নিষ্পাদন করতে
স্বভাবতঃ যে-খরচের প্রয়োজন,
তুমি ঐ সময়ে
বা তা'র চাইতে ত্বরিত
তা'র চাইতে কম খরচে
যতই তা'কে
উপচয়ীভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবে—
বাস্তব শুভ-সুন্দরে,
কোনপ্রকার অবান্তর দায়িকগ্রস্ত না হ'য়ে,
স্বস্তি-সম্বেদনাকে অটুট রেখে,—
সেই হ'চ্ছে পরিমাপনী সংশ্রয়,
যা' দিয়ে বোঝা যায়—
তোমার বোধিদক্ষতা

কত কুশল হৃদ্য-সঙ্কর্ষণী হ'য়ে উঠেছে,
যে বোধি-বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
সক্রিয় তৎপরতায়
তুমি অমনতর নিষ্পাদনে
পারদর্শী হ'য়ে উঠেছ,—
ব্যাপার বা বিষয়ের ধারণ-পালনী ক্ষমতা—
আধিপত্য
কতখানি স্বভাবসিদ্ধ হ'য়ে উঠেছে তোমাতে,
নৈপুণ্যের অধিকারী তুমি কতখানি হয়েছ,
সাশ্রয়ী তুমি কতখানি ;
ঈশ্বরই নিষ্পাদনী বিশেষত্বের
অর্থান্বিত সম্বেগ,
ঈশ্বরই সুকেন্দ্রিক কৃতি-দীপনা। ৫৫৬৫।
২৪।১২।১৯৫৩, সকাল ৯-৪৫

তোমার যোগদীপ্ত ধারণ-পালনী সম্বেগ
যে-সংঘাতে যতটুকু ব্যাহত বা বিচ্ছিন্ন হয়,
তোমার অন্তর্নিহিত যোগাবেগের আবেগ-শক্তি
তেমনতর ততখানি শিথিল ;
আবার, যে-প্রবৃত্তির যেমনতর সংঘাতে
যোগাবেগ যেমন আহত বা উদ্দীপ্ত হয়,
ঐ যোগাবেগের বেগও সেখানে
তেমনতর শ্লথ বা তীব্র ;
আবার, কোন সংঘাতেই
যে ব্যাহত বা বিচ্ছিন্ন হয় না,
তা'র যোগাবেগও ততখানি তীব্র। ৫৫৬৬।
২৪।১২।১৯৫৩, বেলা ১১টা

সক্রিয় সুকেন্দ্রিক হও,
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের

অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে
কেন্দ্রার্থ-উপচয়ী হ'য়ে চল,
ইষ্টার্থী ক্লেশসুখপ্রিয়তার স্বস্তিবিনোদনী
সক্রিয় উর্জ্জনী আবেগ নিয়ে চল ;
যে বা যা'রা এই সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের
সার্থক অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে চলতে থাকে,
বোধবিজ্ঞ হ'য়ে ওঠে তা'রাই,
বড় হয় তা'রাই—
জ্ঞানে, ঐশ্বর্য্যে,
ব্যক্তিত্ব-বিনায়নী চরিত্র-মাধুর্য্যে ;
ঈশ্বরই কৃতি-সম্বেগ,
ঈশ্বরই সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী
সক্রিয় উর্জ্জন,
ঈশ্বর-কেন্দ্রিকতাই শক্তির পবিত্র কেন্দ্র । ৫৫৬৭ ।
২৪।১২।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৫০

যত ঐশ্বর্য্যই উপার্জ্জন কর না কেন,
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়-তৎপর অনুচলন নিয়ে
তোমার বাক্য, ব্যবহার, অনুচর্য্যার
অনুকম্পী অনুনয়নে
সৎ-সন্দীপনায়
মানুষের অন্তরে তৃপ্তির আনন্দকে
যতই উচ্ছল ক'রে তুলতে পারবে,
—যা' দিয়ে মানুষ তোমাকে
নেহাৎ আপনার ব'লে না ভেবেই পারবে না,
—তেমনতর অর্জ্জনাই প্রাণস্পর্শী,
প্রাণ-প্রদীপী,
জীবনের 'জাগৃহি'-মন্ত্র,
বর্দ্ধনার অমৃত-পথ ;

তাই‌ই অর্জ্জন কর,
আর যা'-কিছু সবই পাবে,
সুবিনায়িত সার্থকতায় অন্বিত হ'য়ে উঠবে ;
ঈশ্বরই মানুষের চরম তর্পণানন্দ,
ঈশ্বরই জীবনপ্রভা,
ঈশ্বরই প্রাণনদীপ। ৫৫৬৮।
২৪।১২।১৯৫৩, রাত ৭-৪৫

শুধু অর্থের দ্বারাই
কা'রও হৃদয় কেনা যায় না,
বরং অর্থ-প্রত্যাশা
অনেক সময় তা'র অন্তরায়ই হ'য়ে ওঠে ;
কা'রও হৃদয় কিনতে হ'লেই চাই—
শ্রেয়ানুগ অনুশ্রয়ী বাক্য, ব্যবহার,
সহ্য, ধৈর্য্য,
অধ্যবসায়ী আত্মীয়-অনুচারিণী অনুকম্পী শুশ্রূষা,—
যা'তে সে তা'র সত্তা ও স্বার্থের
আপূরণী নিয়মনে
উপচয়ী উন্নয়নের ভিতর-দিয়ে
নিজেকে স্বস্থ অনুভব করতে পারে,
এক-কথায়, চাই—প্রীতি-সন্দীপনী আচরণ,
প্রীতিপ্রদীপ্ত অনুচলনী অনুচর্য্যা,
হৃদয় সিক্ত ও সরস হ'য়ে ওঠে যা'তে,
আবার, তেমনি সঙ্গে-সঙ্গে চাই—
অসৎ-নিরোধী অনুনয়নী পরাক্রম,
যা'র উদাত্ত উদ্যোগ-উদ্দীপনায়
সত্তা-সংরক্ষণী, সত্তা-সম্পোষণী ও সম্পূরণী
উচ্ছল প্রীতি-নিষ্যন্দী অনুবেদনায়
শ্রদ্ধান্বিত অনুবন্ধনে

মানুষের অন্তঃকরণ একতীর্থী হ'য়ে ওঠে—
সুকেন্দ্রিক অচ্যুত নিষ্ঠা-সমভিব্যাহারী
অনুগতির ভিতর-দিয়ে,
শ্রেয়ার্থ-উপচয়ী সক্রিয় তৎপরতায় ;
কর,
হৃদয় দাও,
হৃদয় পাবে,
যদি না পাও—
তা'তেও থেমে যেও না,
সাধ্যে যেমন কুলায়, চল,
প্রীতিই হৃদয়ের পরম-বন্ধনী ;
ঈশ্বরই প্রীতি-স্বরূপ,
ভক্তির উদাত্ত আসনেই তাঁ'র সুঠাম আবির্ভাব,
ঈশ্বরই ভূতমহেশ্বর। ৫৫৬৯।
২৪।১২।১৯৫৩, রাত ৯টা

বোধদীপ্ত হও,
তোমার বোধ যেন
উপলব্ধ ও অনুমেয় বিবেচনার
সার্থক অন্বিত সঙ্গতি চুঁইয়ে গজিয়ে ওঠে,
যা'র ফলে, ধারণা বাস্তব ধৃতি নিয়েই
প্রকট হ'য়ে ওঠে তোমার অন্তরে,
ঐ বোধগুলি যেন আবার ন্যায়-নিয়ন্ত্রিত হয়,—
তুমি অন্তরাসী যা'তে
তেমনতর বিনায়নে অর্থান্বিত হয়—
ঐ সঙ্গতির তালিমেই ;
তাই, সক্রিয়, সুকেন্দ্রিক, শ্রেয়নিষ্ঠ
উপচয়ী রাগদীপনী কর্ম্ম-বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
বিবেচনা চুঁইয়ে

যে-বোধের আবির্ভাব হয়,—
ভ্রান্তির স্থান সেখানে কম,
আর, তা'কেই বিবেক বলে ;
দ্বন্দ্ব যেমন ওখানে—
বোধ ও ধারণায় ভ্রান্তিও সেখানে তেমনতর,
বিবেকও বিক্ষোভী সেখানে তেমনি। ৫৫৭০।
২৫।১২।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৫৫

তুমি তোমার ঠাকুরকে
তাঁর নিদেশ-নিয়মনা সহ
যেমনতরভাবে সক্রিয় সন্দীপনা নিয়ে
চারিত্রিক অভিব্যক্তি দিয়ে
যতই পরিপালন ক'রে চলবে,
তোমার ঠাকুরও তোমাকে
তেমনি প্রতিপালন করবেন
বা রাখবেন ;
'যাদৃশী ভাবনা যস্য
সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী',
আর, ভাবনা মানেই ক'রে হওয়া,
ঈশ্বরই ভাববিভু। ৫৫৭১।
২৫।১২।১৯৫৩, রাত ৭-২

তোমার বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শ, ধর্ম্ম
ও কৃষ্টি-সম্বৃদ্ধ রক্ত-সংস্রব বা আত্মিক-সম্বেদনা
যেখানে যা'দের সাথে আছে,
তা'দের সাথেই তুমি সম্বন্ধান্বিত মুখ্যতঃ—
তা'রা তোমার রাষ্ট্র-পরিধির
অন্তর্ভুক্তই হো'ক

বা বহির্ভূতই হো'ক । ৫৫৭২ ।
২৫।১২।১৯৫৩, রাত ৭-১৫

লোকায়ত্ত শাসনের
বাস্তব ভিত্তিই হ'চ্ছে—
লোকের আয়ত্তে যা' কিছু আছে,
বৈশিষ্ট্যানুক্রমে
সেগুলিকে তেমনি রেখে,
ঐতিহ্যানুক্রমিক ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে
শুভ-স্বাচ্ছন্দ্যে বিনায়িত ক'রে,
সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থ-অনুবেদনায়
বর্দ্ধন-বিবর্ত্তনে সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে,
তা'কে উচ্ছল ক'রে
যোগ্যতার ক্রমান্বয়ী বিকাশে
আরোতরে সন্নিবেশিত ক'রে তোলা ;—
এক-কথায়, লোকের আয়ত্তে
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত-ভাবে
যা'র যা'-কিছু আছে
সবগুলিকে স্বতঃ-উচ্ছল রেখে
উদ্‌গতিশীল অভিসারণায়
প্রতিপ্রত্যেককে প্রবর্দ্ধিত ক'রে তোলা—
বাঁচায়, বাড়ায়,
স্বাস্থ্যে, স্বাচ্ছন্দ্যে, বলে, বীর্য্যে, আয়ুতে,
বিন্যাস-বিবর্ত্তনার সঙ্গতি-শালিন্যে,
প্রস্বস্তির পূর্ণ প্রবর্দ্ধনায়
অভিদীপ্ত চলৎশীল রেখে ;
ফল কথা, ইষ্ট বা আদর্শানুগ
একপ্রাণ সংহতির সহিত
সব্যষ্টি সমষ্টিকে

সক্রিয় সম্বদ্ধ প্রবর্ত্তনায়
কেন্দ্রায়িত অনুবেদনী অনুচলন নিয়ে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরণী অভিদীপনায়
সংহতি-বিনায়িত
উচ্ছল বিবর্ত্তন-প্রগতি-সম্পন্ন ক'রে তোলা—
তা'দের অন্তর্নিহিত যোগাবেগের
সার্থক অন্বিত সঙ্গতির
কেন্দ্রায়িত পরম নিবন্ধনে,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম ও প্রস্তুতি-সহ ;
এই হ'চ্ছে মোক্'থা কথায়
ব্যষ্টি ও সমষ্টির সত্তাসংরক্ষণী আয়ত অভিবাদন,
আর, লোকায়ত্ত শাসন বলতে যা' বুঝতে পারা যায়,
তা'র তাৎপর্য্যই এখানে,
তাই, একেই বলে গণতন্ত্র ;

ঐ লোকায়ত্ত শাসনে
যেখানে এর ব্যতিক্রম,—
বিকৃতিও সেখানে তেমনি,
তুষ্টি ও তর্পণার অভাবও সেখানে তেমনি,
বিচ্ছিন্ন ছন্নতার সংঘাতও সেখানে
তেমনি বিপুল ;

গণ ও ব্যষ্টির সত্তাসংঘাতী যা',
যা' তা'দের সত্তাসম্বর্দ্ধনী নয়,
সংখ্যাগরিষ্ট গণগুচ্ছও যদি
তেমনতর মতের অনুবর্ত্তী হ'য়ে
শাসনযন্ত্র পরিচালনা করে,
সেখানে ঐ পরিষৎও কিন্তু
লোকায়ত্ত ব'লে পরিগণিত হবার যোগ্য নয়,
তেমনতর শাসন লোকায়ত্ত শাসন তো নয়ই,
বরং তা'র ভাঁওতামাত্র ;

ঈশ্বরই যা'-কিছুর ধারয়িতা, পালয়িতা,

ঈশ্বরই সর্ব্বেশ্বর,
ঈশ্বরই সত্তা ও সত্ত্ব-অনুক্রমিক অনুপ্রেরণা,
ঈশ্বরই পর-ভূতি-পূর্ণ স্বাধীন,
ঈশ্বরই মানুষের জীবনপোষণী চলন । ৫৫৭৩ ।
২৬।১২।১৯৫৩, সকাল ১০-৫০

তোমার রাষ্ট্রই বল,
সমাজই বল,
আর গণ-ব্যষ্টিই বল,
ধর্ম্মের ভিত্তিতে যদি তা' গড়ে না তোল,
আবার, সে-ধর্ম্ম যদি
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শ বা ইষ্টের
বাস্তব জীবনে জীয়ন্ত হ'য়ে না ওঠে—
প্রাজ্ঞ, পরিদর্শী, অন্বিত সার্থক সুকেন্দ্রিকতায়,
যাই কর আর তাই কর,
ঐক্য, সংহতি ও সম্বর্দ্ধনা সুদূরপরাহত সেখানে ;
আর, ধর্ম্ম মানেই হ'লো—
সেই নীতি-বিধি জীবনে প্রতিপালন করা,
যা'তে মানুষ বাঁচে, বাড়ে
ব্যষ্টি ও সমষ্টি-সহ । ৫৫৭৪ ।
২৭।১২।১৯৫৩, বেলা ১১-১৫

পরিস্থিতি ও পরিবেশের প্রতিঘাতজনিত
প্রবৃত্তি-প্ররোচনায়
মানুষের আদর্শের প্রতি
ধর্ম্মের প্রতি
কৃষ্টির প্রতি
নিষ্ঠা-অন্বিত রাগদীপনা
যেমনতরভাবে সম্বুদ্ধ বা সংক্ষুব্ধ হয়,

মানুষের বাক্, ব্যবহার ও চালচলনও
আন্তঃকরণিক প্রবণতা নিয়ে
তেমনিই হ'য়ে থাকে,
আর, এমনি ক'রেই ক্রমশঃ দানা বেঁধে-বেঁধে
ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তন বা বিবর্ত্তন
আরম্ভ হ'য়ে ওঠে,
কখনও স্বর্ণযুগের আবাহনে
দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হ'য়ে ওঠে—
কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান,
উদ্ভাবন, উৎপাদন ও সংস্কৃতির স্বতঃ-উৎসারণায়,
স্বর্ণযুগ বা স্বর্গের মহিমান্বিত লাস্য-বিনোদনায় ;
কখনও বা কেন্দ্রহারা, সংহতিহারা
বিচ্ছিন্ন তমোযুগের আরম্ভ হয়—
ছন্ন অজ্ঞতার মোহবিদগ্ধ,
ক্ষোভ-বিশৃঙ্খলার ভিতর-দিয়ে ;
ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তন বা বিবর্ত্তনের
মোক্থা তাত্ত্বিকতাই এই ;
আদর্শ, কৃষ্টি ও ধর্ম্মের অন্বিত সঙ্গতির
সার্থক সংহতি-অনুক্রমায় চলতে থাক,
পরিস্থিতি ও পরিবেশকে
তদনুগ উন্নতি-উদ্দীপনায়
তপ-অনুশীলন-তৎপর ক'রে তোল,—
আর, ভবিষ্যৎ স্বর্ণপ্রসূ হ'য়ে
তোমাদের সম্মুখে
স্বর্গ-সুষমা বিতরণ করুক ;
ঈশ্বর সবারই পরম-কেন্দ্র,
ঈশ্বরই সংহতির আদিম ভূমি,
ঈশ্বরই সাত্ত্বিক অনুশাসন,
ঈশ্বরই জীবন-তন্ত্র। ৫৫৭৫।
২৭।১২।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৩০

শ্রেয়কেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ-তৎপর
লোকপ্রীতিপ্রবণ
দক্ষ কূটকৌশলী দীর্ঘদৃষ্টিসম্পন্ন
উপচয়ী সার্থক বিবেচনা-প্রবণ
যদি না হ'তে পার,
তোমার রাষ্ট্র-নিয়ামক বা রাজপুরুষের ভূমিকায়
বিচরণ করা
একটা দিগ্‌দারী মাত্র ;
তুমি যতই সাধুপ্রকৃতি হও না কেন,
তোমার ঐ ভূমিকার ভৌম আচরণ
লোকবর্দ্ধনী ও তা'দের সংরক্ষণী, সম্পূরণী, সম্পোষণী
বিন্যাস-ব্যবস্থ হ'য়ে
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়
সম্যক প্রস্তুতি-সহ
তা'দিগকে স্বস্থ, সুপ্রসন্ন ও সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারবে
কমই—
ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যবান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে
সুবিনায়িত ক'রে
বিহিত রক্ষণাবেক্ষণে ;
যেখানে ভবিষ্যতে দেশের উপর
আঘাত প্রত্যাশা কর,
উপস্থিত আঘাতের সম্যক্ কারণ না থাকলেও
দূরদর্শিতার অন্বিত সুবীক্ষণী অনুজ্ঞায়
তা'কে ব্যাহত বা আয়ত্ত করা
সম্ভব হ'য়ে উঠবে না তোমার পক্ষে ;
বেকুব নৈতিকতা
বা অলস নৈতিকতা
লোকচক্ষে ভালমানুষেমি দেখাবার
লুব্ধ প্ররোচনা হ'তে
তোমাকে প্রতিনিবৃত্ত করবে কমই,

ফলে, নিজেকে লোকস্বার্থে বিনায়িত ক'রে
তা'দের সার্থকতার সন্দীপনী আশীর্ব্বাদ হ'য়ে
দেশকে বৈরীশূন্য করতে পারাই
তোমার পক্ষে সুদূরপরাহত হ'য়ে উঠবে ;
তোমাতে রাষ্ট্রনিয়ামক বা রাজপুরুষ হওয়ার
যোগ্যতা যদি থাকে,—
তবে দাঁড়াও,
পরিচালন কর ;
আর, সুবীক্ষণী তৎপরতায়,
সমীচীন বিবেচনায়,
যদি বোঝ তা' তোমার নাই,—
তবে যা'র আছে, তা'কে সাহায্য কর,
তা'তে বরং মহিমান্বিত হ'য়ে উঠবে,
তোমার শুভ-ইচ্ছা
পীড়ন সৃষ্টি করবে না মানুষের। ৫৫৭৬।
২৭।১২।১৯৫৩, রাত ৭-৫

কোন বিষয়ে
কঠোর একগুঁয়ে হ'তে যেও না—
বিশেষ ক'রে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে স্থিত হ'য়ে,—
অন্ততঃ যা' বাস্তব বীক্ষণায়
সম্যক্ প্রমাণ-সঙ্গতিতে
যথার্থভাবে নির্ণীত না হয়েছে—
তৎ-সম্পর্কে ;
শুধুমাত্র অন্যের কথায়
বা অন্যের সংবাদের উপরে ভিত্তি ক'রে
অন্যায় বা অন্যায্য ব'লে
সাধারণতঃ যা' মনে আসে—
বিশেষতঃ সত্তা, সত্ত্ব, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য,

ও ব্যক্তিস্বার্থ-বিষয়ে
ঐ শোনা কথা বা সংবাদের উপরে
নির্ভর না ক'রে
সেগুলিকে
ধী-বিনায়িত বাস্তব পর্য্যবেক্ষণে
বেশ ক'রে খতিয়ে দেখ—
যতক্ষণ তা'র অন্যায্যতা সম্বন্ধে
যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত না হও ;
কিন্তু যা' অসৎ, অন্যায়
বা দূরপনেয়,
যা' বাস্তবে
তোমার ধী-বিনায়িত বীক্ষণায়
ক্ষতিকর ব'লে প্রমাণীকৃত হয়েছে,
যা'র প্রতিকার না করলে
ভবিষ্যৎ দুরূহ মূর্ত্তিতে
তোমার সম্মুখে উপনীত হ'তে পারে,
যা'র ফলে
লোকের সত্তার স্বার্থ
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যানুগ স্বচ্ছন্দতা
ব্যাহত হ'য়ে
সংরক্ষণ, সম্পোষণ ও সম্পূরণী পরিচর্য্যা
ব্যর্থ হ'য়ে
ধ্বংসের দিকে ধাবমান হ'তে পারে,—
নিশ্চয় তদ্বিষয়ে যেখানে যেমনতর প্রয়োজন,
তা' করতে ত্রুটি ক'রো না,
যেখানে নিরোধের প্রয়োজন,
তা' তো করবেই,
আর, যা'কে আমন্ত্রণ বা আহ্বান করতে হবে—
যে ভঙ্গী বা কৌশলে,—
তোমার উদ্দেশ্যকে সমাধানে সার্থক করতে,—

তা'তেও ত্রুটি ক'রো না ;
কা'রও কথা বা সংবাদ
ত্রুটিশূন্য ব'লে ধ'রে নিয়ে,
স্বতন্ত্র বীক্ষণায় অনুধাবন না ক'রে,
ঐ অমনতরভাবে চলার প্রবণতা
যদি তোমার থাকে,
তা'কে নিয়ন্ত্রিত ক'রো,
সুব্যবস্থ বিন্যাসে
সুবীক্ষণী দর্শনকে
বোধিদৃষ্টির সমীক্ষায় নির্দ্ধারিত ক'রে
যেমন করতে হয়,
তাই ক'রো,
সাম্য-সুবীক্ষণী সন্ধিৎসু তৎপরতায়
বাস্তবতা সম্বন্ধে অবহিত হও,
যথার্থ যা' তা'কে নির্ণয় কর—
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
ভুল, ত্রুটি, পরোক্ষ কথা
বা সংবাদের ভিত্তিতে
নিজেকে প্রোথিত ক'রে ফেলো না,—
ঠকবে কমই। ৫৫৭৭।
২৭।১২।১৯৫৩, রাত ১০-৩৫

সুনিষ্ঠ সুকেন্দ্রিক সক্রিয় তৎপরতায়
সুবিন্যাসের সহিত
সুন্দরভাবে
নিখুঁত দক্ষকুশল তৎপরতায়
কোন-কিছুকে নিষ্পন্ন করতে যদি না পার—
শুভদ, সুদৃশ্য, হৃদয়গ্রাহী—
এক কথায়, সুন্দর ক'রে,—

তবে তুমি শিল্পী হ'তে পারবে না ;
তুমি তখনই শিল্পী,
যখন তোমার সময়োপযোগী
তড়িৎ-নিষ্পাদন-প্রবণ অনুধ্যায়ী কর্ম্ম
উপচয়ী সৌষ্ঠব-বিনায়নায়
কোন-কিছুকে সম্পাদিত
বা নিষ্পন্ন ক'রে তুলতে পারবে—
শুভদ, হৃদ্য ও সুঠাম সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত ক'রে ;
এইরকম নিষ্পন্নতা
তোমার জীবনকেও
সুষ্ঠু সংস্কৃতি-সম্পন্ন ক'রে তুলবে,
এক-কথায়, সঙ্গে-সঙ্গে তুমিও
বিন্যাস-ব্যবস্থ সুসংস্কৃত হ'য়ে উঠবে,—
আর, এই হ'চ্ছে বাস্তবভাবে
'সত্যং, শিবং, সুন্দরম্'-এর পূজা ;
—'আত্ম-সংস্কৃতির্বাব শিল্পানি'। ৫৫৭৮।
২৮।১২।১৯৫৩, বিকাল ৫টা

যা' করবে,
তা' সুষ্ঠুভাবেই নিষ্পন্ন ক'রো—
ত্বরিতগতিতে,
লক্ষ্য রেখো—
তা' যেন শুভদ ও সুন্দর হয়,
ঐ অভ্যাসকে আয়ত্ত করতে ভুলো না ;
খারাপভাবে কিছু করতে যেও না,
খারাপ করার অভ্যাস
মানুষের কর্ম্ম-প্রবৃত্তিকে
খারাপ করবার প্রেরণা জুগিয়ে
নিজেকে শুভদ ও সুন্দর সুবিন্যাসে
সংস্কৃত হ'তে দেয় না ;

সুরু থেকেই যদি সুন্দরে নিষ্পন্ন করতে অনভ্যস্ত হও—
এমনভাবেই পেয়ে বসবে তা',
যে, তা' হ'তে রেহাই পাওয়া কঠিন হবে,
তোমার বোধিও
সুব্যবস্থ ও বিনায়িত হ'য়ে উঠবে না,
ব্যক্তিত্বও খুঁতো হ'য়ে পড়বে,
তোমার যা'-কিছুর মধ্যেই ঐ খুঁত রয়ে যাবে ;
তাই, যা'-কিছুই কর,
শুভদ সুন্দরে নিষ্পন্ন ক'রে তোল,
আর, আরোতে বাড়িয়ে তোল তা',
অমনি ক'রেই দেখবে—
তুমি যা'ই কর না কেন,
তা'র ভিতর-দিয়েই মহিমামণ্ডিত হ'য়ে উঠবে ;
ঈশ্বরই চিরন্তন শুভদ,
তিনিই সৌন্দর্য্যে সুপ্রকট,
তিনিই সত্য,
—বাস্তবতার বাস্তব প্রেরণা,
তাই, তিনি সত্য,
তিনি শুভ,
তিনি সুন্দর,
তিনিই সত্যং, শিবং, সুন্দরম্ । ৫৫৭৯ ।
২৯।১২।১৯৫৩, সকাল ৮-৪৫

তুমি যদি সুকেন্দ্রিক শ্রেয়নিষ্ঠ
অনুচর্য্যা-পরায়ণ না হ'য়ে ওঠ,
উপচয়ী অনুশীলন-তৎপর না হ'য়ে ওঠ—
সুনিষ্পাদনী আবেগ-আগ্রহ নিয়ে
সক্রিয় তৎপরতায়,
তুমি যোগ্যতায় সুপ্রতিষ্ঠ হ'তে পারবেই না কখনও,

তোমার ধী-অনুপ্রেরণা
বোধিদীপ্ত আবেগ নিয়ে
সুসংস্কৃত যোগ্যতাকে আহরণ ক'রে
সমর্য্যাদা মহিমান্বিত হ'য়ে উঠতে পারবে না ;
আর, এই যোগ্যতায়
স্বতঃ-দীপ্ত হ'য়ে যদি না ওঠ,
সেবাতৎপর না হ'য়ে
মানুষের অনুগ্রহভিক্ষুই হ'তে হবে,
পরিবেশের পরিবেষণ যেমনই হো'ক
আর যা'ই হো'ক,
যোগ্যতা তোমাকে মর্য্যাদায়
অর্ঘ্যান্বিত ক'রে তুলতে পারবে না,
কারণ, মানুষের জীবন-আকুতি,
আত্মপোষণী অনুরাগ,
সেইদিকেই আনত হ'য়ে ওঠে,—
যেখানে সে সেবানন্দিত হ'য়ে
সত্তায় সন্দীপ্ত ও সুপুষ্ট হ'তে পারে ;
তুমি যদি কেবলই
মানুষের অনুগ্রহভিক্ষু হ'য়েই চল—
অনুচর্য্যী সেবা-নন্দনায় নন্দিত না ক'রে তাদিগকে,
জীবন-দীপনায় উদ্দীপ্ত না ক'রে তাদিগকে,
সত্তায় সম্পুষ্ট না ক'রে তা'দিগকে,—
তুমি তা'দের শোষকই হ'য়ে থাকবে,
তা'দের ক্ষয়ণ-সম্পদ হ'য়েই
চলতে হবে তোমাকে,
সেবামুখী না হ'য়ে
পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকতে বাধ্য হবে,
সেবা-নন্দিত স্বাধীন হ'তে পারবে না তুমি,
মর্য্যাদার ডাক তোমাকে
যাগদীপ্ত ক'রে তুলবে না ;

তাই, শ্রেয়কেন্দ্রিক হও,
শ্রদ্ধোষিত সুকেন্দ্রিক নিয়মনায়
অনুচর্য্যী তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
অনুশীলন কর,
নিষ্পন্নতায় মানুষের হৃদয়গ্রাহী হ'য়ে ওঠ,
আর, ঐ সুনিষ্পন্নতা তোমাকে
যোগ্যতায় অধিষ্ঠিত ক'রে তুলুক,
পরিবেশের ভরণ-তৎপর হ'য়ে
আত্মনির্ভরশীল হও ;
এমনতর যোগ্যতা-অভিদীপ্ত
আত্মনির্ভরশীলতাই হ'চ্ছে
বোধ ও ব্যক্তিত্বের সুসঙ্গত অন্বয়ী ঐশ্বর্য্য,
বর্দ্ধনার সনাতন পন্থা,
প্রসাদের পরম তর্পণা,—
যা' যোগ্যতার আত্মপ্রসাদে
মর্য্যাদায় প্রসাদনন্দিত ক'রে তুলবে তোমাকে ;
ঈশ্বরই মানুষের পরম মর্য্যাদা,
সেবানন্দিত অনুশীলন-তৎপর যোগ্যতাই
তাঁ'র হোমজ্যোতিঃ,
ঈশ্বরই যোগ্যতার মূর্ত-সম্বেগ,
ঈশ্বরই ভরণ-প্রদীপ্ত আত্মনির্ভর,
ঈশ্বরই কল্যাণের কল-দীপনা। ৫৫৮০।
২৯।১২।১৯৫৩, সকাল ১০-৫০

বিষয়ের অলস অযোগ্য উপভোগে
বিষয়কে বিষ ক'রে তুলো না,
বরং তা'কে বিশাল বর্দ্ধনার
উপকরণ ক'রে নাও,
জীবনের স্ফীত-নন্দনা ক'রে নাও—

পরিবেশের শুভচর্য্যী অর্ঘ্য ক'রে ;
এমন ক'রেই তা'কে সন্নিবেশ ক'রে রাখ—
যা'তে তা'
সম্বর্দ্ধনা, পালন, পোষণ ও পূরণী দ্যোতনা হ'য়ে
সপরিবেশ তোমাকে
পরিভৃত ক'রে তোলে ;
যেখানে তুমি মূঢ় অভিভূতি-মুষ্ট হ'য়ে পড়বে,—
সেখানেই তোমার বন্ধন,
আর, যেখানে তুমি শ্রেয়-অভিদীপ্ত
হ'য়ে উঠবে যেমন,—
সেখানে তুমি মুক্ত তেমনি। ৫৫৮১।
২৯।১২।১৯৫৩, বেলা ১১-৩০

প্রেরিত-পুরুষোত্তম যিনি,
তাঁরই মন্ত্র জপ্য—
অর্থভাবনার সঙ্গতি-শালিন্যে,—
সমাধানে ধৃতিসঙ্গতি লাভ ক'রে
তাঁতে সার্থক হওয়াই প্রজ্ঞা ;
তিনিই পরিধ্যেয়,
তাঁকেই কেন্দ্র ক'রে
অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে
জীবন-চলনা তাঁতেই সার্থক ক'রে তোলা,—
তদনুগ আত্মনিয়মনে
শ্রমমুখর তপশ্চর্য্যায় আত্মনিয়োগে
অনুশীলন-তৎপরতায়
যা'-কিছুর সুসঙ্গতি-সহ
ব্যক্তিত্বের বোধিরূপকে প্রকট ক'রে তুলে
তাঁতেই কৃতার্থ হ'য়ে ওঠা—
এই হ'চ্ছে মানুষের পরম সম্পদ,

যে-সম্পদ স্বতঃ-নিষ্যন্দী অনুরাগের ভিতর-দিয়ে
ঈশ্বরে উৎকীর্ণ হ'য়ে ওঠে ;
ঈশ্বরের পরম প্রেরণাই প্রেরিত-পুরুষোত্তম,
তাঁ'রই অবতরণী আবির্ভাব সেই নরনারায়ণ,
পরমপুরুষ প্রেরিত পুরুষোত্তম—
ঈশী-প্রেরণার সাকার মূর্ত্তি তিনি। ৫৫৮২।
২৯।১২।১৯৫৩, রাত ৭-৪৫

তথাকথিত ঘৃণ্য জাতির ভিতরেও
যদি কাউকে
সদাচারী সৎলোক দেখ,
সচ্চরিত্র সাধু দেখ,
অতিমানব বা মহামানব দেখ,
আর, তাঁ'রা যদি শ্রেয়কেন্দ্রিক
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ সুতপা হন—
প্রাচীনের সঙ্গীতি-শালিন্যে,
শ্রদ্ধোজ্জ্বল বিনীত ও বিনায়িত ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন হন,
লোকপালী শুভ-সম্বর্দ্ধনী হন,
তোমার অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধা যেন তাঁ'দিগকে
আবাহন করতে কিছুতেই পশ্চাৎপদ না হয়,
ঐ শ্রদ্ধা তোমাকে যেন প্রসাদমণ্ডিত করে,
ঐ প্রসাদ যেন তোমার আভিজাত্য ও বৈশিষ্ট্যকে
বিক্ষুব্ধ না ক'রে
বর্দ্ধনদীপ্তই ক'রে তোলে,
তোমাকে কৃতার্থই ক'রে তোলে ;
তোমার শ্রেয়চর্য্যী অনুরাগ ব্যর্থ হবে না,
স্বস্তিমণ্ডিতই হ'য়ে উঠবে তা'তে,
সংঘাতের শতদ্রু অতিক্রম ক'রে
তোমার ব্যক্তিত্ব শ্রীমণ্ডিতই হ'য়ে উঠবে ;

ঈশ্বরই পরম শ্রেয়,
ঈশ্বরই বিনীত বর্দ্ধনা,
ঈশ্বরই শ্রমতৎপর বিশ্রামের পরম-সম্পদ। ৫৫৮৩।
২৯।১২।১৯৫৩, রাত ৯-২০

তুমি ঠিক জেনো—
যতই কর, আর যা'ই কর,
তোমার তর্পনিরতি,
তোমার অনুবেদনা,
তোমার ব্যক্তিত্ব
যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইষ্ট, অহং, পারিপার্শ্বিক
ও পরিস্থিতির সঙ্গতি-শালিন্যে
বিনায়িত হ'য়ে না উঠছে—
বোধদীপনী সঙ্গতি নিয়ে
সংশ্লেষী সার্থকতায় অর্থান্বিত হ'য়ে
প্রতিটি খুঁটিনাটি-সহ ছন্দ-স্রোতা হ'য়ে
সত্তায়, স্বার্থে, প্রীতি-অভিদীপনায়
আলিঙ্গনোৎসবে
পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক
নিয়ন্ত্রণ-বিনায়নায়,—
তোমার ব্যক্তিত্ব
বিভামণ্ডিত হ'য়ে উঠবে না কিছুতেই ;
একটা বিশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্ব নিয়ে,
ছন্ন ও ছিন্ন ব্যক্তিত্ব নিয়ে,
তোমাকে চলতে হবেই,
তুমি কোন-কিছুতে সার্থক হ'য়ে উঠবে না,
তোমাতেও কোন-কিছু সার্থক হ'য়ে উঠবে না ;
কৃতির ভিতর-দিয়ে
যে-বিকৃতি জমে উঠেছে তোমাতে—
পারিপার্শ্বিকের সংঘাতে,—

তা'কে নিরাকৃত ক'রে
সৎ-কৃতি-অভিসারে
চলন্ত হ'য়ে চলতেই পারবে না—
অন্বিত ব্যক্তিত্ব নিয়ে ;
সবারই তুমি,
সবই তোমার—
এমনতর আলিঙ্গন-নিবন্ধনে সংশ্লিষ্ট হ'য়ে
জাগ্রত-ধীতে বাস্তবভাবে সম্বুদ্ধই হ'য়ে উঠবে না,
প্রাজ্ঞ-পরিবেদনা তোমাতে
ঝাপ্‌সা-দৃষ্টিসম্পন্ন বা অন্ধই হ'য়ে থাকবে,
আর, এগুলি যত সুকেন্দ্রিক শ্রেয়সঙ্গতি-সম্পন্ন
সার্থক অন্বয়ে সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে,
তোমার ধৃতিবান সত্তা
স্রোত-চলনে
চর্য্যারাগ-রঞ্জিত হ'য়ে
পালন-পূরণ-পোষণ-দীপনায়
চিতি-চৈতন্যে
চেতন-সমাধি লাভ করবে,
তোমার ব্যক্তিত্বই
সম্যক্‌ ধারণায়
বিদিত-অর্ঘ্যে অন্বিত হ'য়ে উঠবে ;
ঈশ্বরই পরম বিধায়না,
ঈশ্বরই চরম চর্য্যা,
ঈশ্বরই পরম বিধাতা,
ঈশ্বরই সঙ্গতির চেতন দীপনা—
চিতি-চৈতন্যের দ্যোতন-সম্বেগ। ৫৫৮৪।
৩০।১২।১৯৫৩, সকাল ৮-৪৫

শ্রেয়কেন্দ্রিক তদর্থপরায়ণ অন্বিত সঙ্গতি-সহ
সত্তার পোষণ-বর্দ্ধনী ব্যাপারে

সক্রিয় তৎপরতায় অগ্রণী হ'য়ে
মানুষকে যে অনুশীলনী উদ্দীপনায়
যোগ্যতার পথে পরিচালিত করতে না পারে—
সাধ্যানুপাতিক,—
সে মানুষের ঋত্বিক হ'তে পারে না ;
ঋত্বিক মানে—
সত্তানুপোষণী, ইষ্টার্থ-অনুনয়ী
ধর্ম্ম ও কৃষ্টি-সন্দীপী,
উপযোগী কর্ম্মানুগ
প্রেরণ-প্রবোধন যজ্ঞে
অগ্রণী যে,—
তা'র বিক্ষোভ ও ব্যভিচারে
ব্যতিক্রমী পথে বিচরণ করে যে—
সে নয়কো ;
ঈশ্বরই পরম ঋত্বিক,
জীবন-বর্দ্ধনার পরম হোতা,
ঈশ্বরই সত্তাসংরক্ষণী পুরোহিত । ৫৫৮৫ ।
৩০।১২।১৯৫৩, বেলা ১১-১৫

৬৩তম ঋত্বিক-অধিবেশনোপলক্ষে
পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের
আশীর্ব্বাণী

জীবনকে 'জাগৃহি'-দীক্ষায়
মধুম্রক্ষিত ক'রে তোল,
'জাগৃহি'-মন্ত্রের পুরশ্চরণ
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
সর্ব্বতোভাবে তোমাদিগকে জাগ্রত ক'রে তুলুক ;
তুমি জেগে থাক,
তোমার পরিবার-পরিবেশ জেগে থাকুক,
এই জাগরণের স্পর্শানুবন্ধনে
সবাই অনুবদ্ধ হ'য়ে উঠুক,
আর, এ জাগরণ জ্যোতি-নিক্বণে
দিগ্বলয়কে বিভাসিত ক'রে তুলুক,
জাগুক তা'রা,
জাগুক সবাই ;
অমৃতপন্থী হও,
অনন্তের পথে চল,
বেঁচে থাক,
বেড়ে চল—
আরো আরো বর্দ্ধনী পদবিক্ষেপে,
সার্থকতার অন্বিত সঙ্গতিতে ;
তোমার বোধি বিনায়িত হ'য়ে
সজাগ হ'য়ে থাকুক,
বোধ-বিস্ফারিত চক্ষু
স্মিত নয়নে সবারই অন্তরকে উচ্ছ্বসিত ক'রে
প্রেরণা-প্রদীপ্ত ক'রে তুলুক,
সেই প্রেরণামৃতের আকুল উৎকণ্ঠায়

উদগ্র হ'য়ে উঠুক সবাই,
জীবন দেদীপ্যমান হ'য়ে উঠুক,
প্রীতি-প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠুক,
বোধিবিস্ফারিত দূরদৃষ্টি সহজ হ'য়ে উঠুক,
প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ
সজাগ চেতনায়
সক্রিয় হ'য়ে উঠুক ;
আচার্য্য-অনুবেদ্য আপূরণী অনুনয়নে
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ার্থ-চলনে
প্রজ্ঞাচেতন বিভূতি নিয়ে
বিভবমণ্ডিত হ'য়ে ওঠ,
অমৃতদীপ্ত কণ্ঠে বল—
'তোমরা বেঁচে থাক,
বেড়ে চল,
বল, বর্ণ, আয়ুর অধিকারী হও,
শ্রেয়চর্য্যী অনুপ্রাণতায়
বিবেকের সার্থক অনুজ্ঞা
অন্বিত দীপনায়
কৃতিমুখর ছান্দিক নর্ত্তনে
তোমাদিগকে সক্রিয় ক'রে রাখুক' ;
তুমি থাক,
সবাইকে রাখ,
তোমার বর্ত্তমান,
তোমার ভূত,
তোমার ভবিষ্যৎ
সগোষ্ঠী সবাইকে সুদীপ্ত ক'রে তুলুক,
অমৃতের পথে উদ্যোগী উধাও ক'রে তুলুক ;
মুছে যাক্ তোমার অন্তরের বেদনা,
মুছে যাক্ তোমার পরিবার-পরিবেশের
প্রতিটি অন্তরের বেদনা ;

আসুক স্বস্তি,
আসুক তৃপ্তি,
আসুক শান্তির অমরস্রোতা অভিনন্দন,
বর্দ্ধিত হও তুমি,
বেড়ে উঠুক সবাই
তোমার ঐ প্রাণের স্রোত-পরশে ;
পরাক্রমী হও—
অসৎ-নিরোধী বিক্রমে,
ধর্ম্মস্থাপনে অটুট হ'য়ে ওঠ,
অচ্যুত হ'য়ে ওঠ,
ধর্ম্মই হ'চ্ছে সত্তার ধৃতি,
আর, ধর্ম্মের ভূমিই হ'চ্ছে—
সুকেন্দ্রিক ইষ্টানুগ অনুচলন,
অনুশীলনই তা'র বাস্তব অভিব্যক্তি,
তাই-ই কৃষ্টি—
যোগ্যতার আহুতিমন্ত্র,
যিনি পুরুষোত্তম,
ঈশ্বরের মূর্ত্ত প্রেরণা যিনি,
তিনিই ধর্ম্মস্থণ্ডিল ;
তাঁ'রই আহুতির হোমবহ্নিতে
স্নাত হ'য়ে ওঠ তুমি,
স্নাত হ'য়ে উঠুক প্রতিটি ব্যষ্টি,
স্নাত হ'য়ে উঠুক সমষ্টি—
সঙ্গতিশীল প্রীতিবন্ধনার জ্যোতি-নিক্বণে ;
বিনীত বোধনা,
ইষ্টার্থ-অনুচর্য্যী পরিবেদনা,
উপচয়ী নিষ্পাদনী কৃতিত্ব
কৃতীর আসনে তোমাকে অভিষিক্ত ক'রে তুলুক,
আর, সে-অভিষেক ছড়িয়ে যাক্
প্রতিটি ব্যষ্টির অন্তরে,

প্রতিটি অন্তর কাণায়-কাণায় ভরে উঠুক ;
তাঁদের হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা কর
ঐ পুরুষোত্তমের পরম স্মৃতি,
যে-স্মৃতি তোমাকে
স্মৃতিবাহী চেতনার অধিকারী ক'রে
অমৃতপন্থী ক'রে তুলবে ;
ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ-এর সঙ্গীতদীপনা
মর্ত্ত্যের ঝঙ্কার-তর্পণায়
অন্বিত বোধনায়
তোমাকে
সালোক্য, সাযুজ্য, সামীপ্যের অধিকারী ক'রে তুলুক—
ধারণে, পালনে, অনুবেদনী আশ্রয়ী অনুকম্পায় ;
তোমাদের অন্তরের সাত্ত্বিক আসনে
ঈশ্বর জাগ্রত হ'য়ে উঠুন,
ঈশ্বরই পরম বিভব,
ঈশ্বরই পরম বিভু,
ঈশ্বরই আধিপত্যের প্রভাব.
ধারণ-পালনী অচ্যুত-সম্বেগ তিনি ;
গেয়ে ওঠ—
'জয় জগদীশ্বর,'
গেয়ে ওঠ—'বন্দে পুরুষোত্তমম্',
আর, ঐ অমৃত-মন্ত্রে ধ্বনিত ক'রে তোল—
সবার অন্তর,
তোমার অন্তরস্থ জীবন-দেবতা
ঐ পুরুষোত্তমে আত্মনিবেদন ক'রে
ঈশিত্বে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠুক ;
বেঁচে থাক তোমরা—
সুখ-সাফল্যে,
ইষ্টার্থী ক্লেশসুখপ্রিয়তার নর্ত্তনছন্দে,
সার্থকতার প্রতুল পরিবেষণে

শক্তিশালী হ'য়ে ওঠ তোমরা,
চিরায়ু হ'য়ে ওঠ ;
এ দীন অন্তরের আকুল প্রার্থনা—
'ঈশ্বর তোমাদিগেতে জাগ্রত হউন'। ৫৫৮৬।
৩১।১২।১৯৫৩, রাত ৮-২০

তোমার অন্তর্নিহিত বোধানুকম্পিতা
যুক্তিযোজনার সহিত
সুসঙ্গীতিতে
সব সময়ই যেন
তোমার আদর্শ বা ইষ্টার্থেই
সার্থক হ'য়ে ওঠে ;
আর, এই হ'চ্ছে বোধায়নী প্রাজ্ঞতার
সুচারু বর্ত্ম ;
ঈশ্বরই পরম প্রজ্ঞা,
যুক্তি
ন্যায়-নিয়মনে সার্থক হ'য়ে ওঠে ঈশ্বরে,
ঈশ্বরই পরম অর্থ। ৫৫৮৭।
২।১।১৯৫৪, সকাল ৮-৫০

এমনতর ঔদার্য্য ভাল নয়কো,—
যা' সুকেন্দ্রিক সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনা ও সংহতিকে
ব্যাহত ক'রে তোলে। ৫৫৮৮।
২।১।১৯৫৪, রাত ৭-২৫

উৎকোচ গ্রহণ করতে যেও না কিছুতেই,
ইষ্টানুগ অনুবেদনা নিয়ে

শ্রেয়সেবায় নিরত থাক,
ত্বরিত সন্ধিৎসু অন্বিত সঙ্গতিতে
লোক-সম্পোষণায় উন্মুক্ত হও ;
এতে তোমার ব্যক্তিত্ব
বিনায়িত বর্দ্ধনায়
ধী-সহ
প্রগতিপুষ্ট হ'য়ে চলবে,
দারিদ্র্যব্যাধি হ'তে নিস্তার পাবে ;
আবার, তাই ব'লে
অযাচিত প্রীতি-অবদানকে
অবজ্ঞা করতে যেও না,
কারণ, ঐ অবজ্ঞায় লোকের অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধা—
যা' তা'র চরিত্রকে কৃতজ্ঞ ক'রে
বিনায়িত ক'রে চলে,—
সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠবে,
আত্মপ্রসাদ হ'তে বঞ্চিত হবে তা'রা। ৫৫৮৯।
২।১।১৯৫৪, রাত ৭-৩০

শ্রদ্ধোৎফুল্ল অনুচর্য্যা
মানুষকে শ্রদ্ধায় অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে। ৫৫৯০।
২।১।১৯৫৪, রাত ৭-৫০

সুকেন্দ্রিক, সুতপা
আত্মবিনায়নী বিনীত অনুচর্য্যা
মানুষের ধীকে পরিপুষ্ট ক'রে
বর্দ্ধনায় বিধৃত ক'রে তোলে। ৫৫৯১।
২।১।১৯৫৪, রাত ৭-৫১

তোমার অনুচলন
শ্রেয়-নিদেশকে লঙ্ঘন ক'রে

তাঁকে উপেক্ষা ক'রে চলতে থাকবে যতই,
মানুষের কাছেও
তুমি উপেক্ষিত হ'তে থাকবে তেমনি। ৫৫৯২।
৪।১।১৯৫৪, রাত ৮টা

নেহাৎ অপরিহার্য্য স্থল ব্যতীত,
তোমার ভাষণ যেন
কোন ব্যক্তিবিশেষ, সমাজ বা সম্প্রদায়
বা কোন মতবাদকে
অবদলিত না ক'রে
জীবন-বর্দ্ধনী যা'
তা'কেই যেন উদ্দীপ্ত ক'রে ধরে—
ভাবানুকম্পী অন্বিত সঙ্গতির সুঠাম পরিবেষণে,
অসৎ যা'—
হৃদ্য আপ্যায়নায়
সমীচীনভাবে নিরোধ ক'রে তা'কে ;
ঐ নিরোধও যেন
প্রীতিসন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
প্রতিপ্রত্যেকে নিজের সাত্ত্বিক প্রীতির অনুভাবনায়
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ার্থ-অনুনয়নী উদ্যমের সহিত
প্রীতিমুখর সক্রিয় পরিচর্য্যার আবেগ নিয়ে
ঐগুলি যেন গ্রহণ করে—
আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টির
অভ্যুদয়ী অনুশাসনী পরাক্রম-দীপ্ত হ'য়ে। ৫৫৯৩।
৪।১।১৯৫৪, রাত ৮-১২

কোন ব্যাপার বা বিষয়ে
কৃতকার্য্যই হও,

আর অকৃতকার্য্যই হও,
বেশ ক'রে খতিয়ে দেখো—
কেমন ক'রে ঐ কৃতকার্য্যতা সংঘটিত হ'লো,
আর, তা'কে আরো ভাল ক'রে
কি ক'রে করা যেত—
অল্প সময়ে, অল্প পরিশ্রমে
এবং সুসঙ্গতি-সহকারে ;
এ-বিবেচনা ক'রে দেখে
পর্য্যালোচনায়
নিজের বোধিকে সুবিন্যাসে সংহত ক'রে নিও ;
আবার, অকৃতকার্য্য হ'লেও
অমনি ক'রেই বিবেচনা ক'রে দেখো—
কী করা হয় নি,
কী করা উচিত ছিল,
আর, যা' হ'লো তা'র প্রতিবিধান
করতে পারলে না কেন,
এই দেখে চুলচেরা বিবেচনায়
এমনতরভাবে বিবেককে আয়ত্ত ক'রে নিও,
যা'র ফলে ভবিষ্যতে
সুদৃঢ় তৎপরতা নিয়ে
কৃতকৃতার্থ হবেই কি হবে—
যোগ্যতার যুক্ত আমন্ত্রণে ;
শ্রেয়ানুগ উপচয়ী তপশ্চারণায়
কিছুকাল এমনি ক'রে চলতে চলতেই
ঠাওর পাবে—
নিরলস সুবীক্ষণী তৎপরতায়
অভ্যস্ত হ'য়ে উঠলে
কত সহজে কত বেশী
সুনিষ্পন্নতায় সার্থক হ'য়ে উঠতে পার—

আঘাত, ব্যাঘাত, অবদলনকে অবদলিত ক'রে,
হৃদ্য অনুনয়নে ;
আর, এতে তুমি বাস্তবভাবে
এমনতর শিক্ষিত হ'য়ে উঠবে,
যে, সম্বর্দ্ধনা, বল ও দীপ্তি
তৃপ্তিনন্দনায় তোমাকে অভিনন্দিত ক'রে
তুলবেই কি তুলবে ;
কৃতার্থতার পরম প্রদীপনাই ঈশ্বর,
ঈশ্বরই পরমার্থ । ৫৫৯৪ ।
৪।১।১৯৫৪, রাত ৮-৪০

যে সাহায্য করে,
তা'র আপূরণ-তৎপর না হ'য়ে
তা'র কাছে সাহায্যপ্রার্থী হ'য়ে
যে বা যা'রা পুনঃপুনঃ উপস্থিত হয়,—
প্রায়শঃই দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্ত,
উৎসাহহীন, লোকচর্য্যাহারা
চাহিদা-উদগ্র জীবন নিয়ে
চলতে থাকে তা'রা ;
তাই, যেখানে পাও,
যা' পেলে
তা'র উপর দাঁড়িয়ে
লোকচর্য্যী অনুবেদনা নিয়ে
লোকপ্রীতিভাজন হ'য়ে ওঠ,
আর, প্রীতি-অবদানের ভিতর-দিয়ে
যা' পাও,
তৃপ্তির সঙ্গে তা' গ্রহণ ক'রো,
তোমার বোধি সক্রিয় সঙ্গতি-সম্বদ্ধ হ'য়ে
শ্রমদীপ্ত ক'রে তুলবে তোমাকে—

নিষ্পন্নতার আত্মপ্রসাদে প্রসাদমণ্ডিত ক'রে। ৫৫৯৫।
৪।১।১৯৫৪, রাত ৯-৬

তুমি যে-বৈশিষ্ট্য বা বর্ণের
অন্তর্গতই হও না কেন,
তুমি কী মেকদারের মানুষ,
তোমার জন্ম ও কর্ম্ম দিব্য না অপকৃষ্ট,
অন্তঃকরণ কী বিনায়নায় সংগঠিত—
তা' গায়ে লেখা না থাকলেও,
স্বভাবে লেখা থাকেই কিছু,
তোমার বাক্য, ব্যবহার
ও আচরণের প্রতিটি পদক্ষেপ
বিকশিত ক'রে দেয় তা'—
উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট মর্য্যাদার
মহিমা কীর্ত্তন ক'রে। ৫৫৯৬।
৪।১।১৯৫৪, রাত ৯-১৪

তুমি প্রীতি-অনুকম্পার সহিত
যা'কে যেমনতর সম্ভব,
বাক্য ও ব্যবহারে,
আপ্যায়নী অনুবেদনা নিয়ে
অনুচর্য্যা ক'রে যেও ;
কেউ যদি তোমার অবস্থা বিবেচনা না ক'রে
তোমার পক্ষে সম্ভব নয়—
এমনতর অনুচর্য্যা প্রত্যাশা করে,
তা' না পেয়ে
দুঃখিত বা বিরক্তও হয়,
তুমি কিন্তু তা'তে

দুঃখিত হ'য়ো না কিছুতেই
তোমার সাধ্যে
সমীচীনভাবে যা' কুলায়,
প্রয়োজন হ'লেই তা' ক'রো—
স্মিত ফুল্ল সৌজন্য-অনুকম্পায়,
এতে তুমি আত্মপ্রসাদেরই অধিকারী হবে। ৫৫৯৭।
৪।১।১৯৫৪, রাত ১০-১৬

ধৃতি যা'র প্রীতিপ্রসন্ন
সর্ব্বসঙ্গতি-সম্পন্ন শুভদ হ'য়ে ওঠে নি,
ধর্ম্ম ও তা'র সলীলস্রোতা নয়কো। ৫৫৯৮।
৫।১।১৯৫৪, সকাল ৭-৪।

যদি বোধ না কর,
আর, ঐ বোধগুলিকে যদি
সার্থক অন্বিত সঙ্গতিতে
বিনায়িত না ক'রে তোল—
সুকেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রণী তৎপরতায়
সক্রিয় সমীক্ষা নিয়ে,
তোমার ব্যক্তিত্ব বোধিসত্ত্বে
উপনীত হ'য়ে উঠবে না,
বিজ্ঞান-বিনায়িত হবে না তুমি,
প্রবুদ্ধ হবে না তুমি;
তোমার শ্রেয়-সংশ্রয়ী উন্মাদনা
যখনই যেমন মন্থর হ'য়ে উঠবে
বা স্তিমিত হ'য়ে উঠবে—
তৎ-সংশ্রয়ী নিয়ন্ত্রণও তোমার
ততই শ্লথ হ'য়ে উঠবে,

আর, তা' বিপর্য্যয়েরই
আগমনী ইঙ্গিত ;
ঈশ্বরই পরম বন্ধু,
তিনিই জ্ঞানস্বরূপ,
বোধিস্রোতা তিনিই । ৫৫৯৯ ।
৫।১।১৯৫৪, বিকাল ৪-৩২

যা'-কিছুর সুকেন্দ্রিক,
সার্থক অন্বিত সঙ্গতিশীল
বোধবিনায়িত জ্ঞানই
বিজ্ঞান,
আর, ঐ দৃষ্টিই হ'চ্ছে তত্ত্বদৃষ্টি ;
ঈশ্বরই পরম তত্ত্ব,
ঈশ্বরই সব যা'-কিছুর অর্থ,
ঈশ্বরই পরমার্থ । ৫৬০০ ।
৫।১।১৯৫৪, বিকাল ৫-২

তোমার প্রতি যদি কেউ
কুৎসিত ব্যবহার করে,—
তোমার তা'দের প্রতি
কুৎসিত আচরণ না-করাটাই ভাল,
কারণ, কুৎসিত যা'
প্রতিক্রিয়ায় তা' কুৎসিতেরই
আমন্ত্রক হ'য়ে ওঠে ;
যদি কোথাও তা'কে ব্যাহত করতে হয়,
সৌজন্যপূর্ণ অসৎ-নিরোধী অনুবেদনা নিয়েই
তা' ক'রো—
আর, তাইই শ্রেয় । ৫৬০১ ।
৬।১।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-১০

সৎ-অসতে,
শুভ-অশুভে
কখনও রফা করতে যেও না,
অমনতর রফায়
অসৎই প্রবল হ'য়ে ওঠে প্রায়শঃ ;
তাই, আগেই নিজেকে
কূটকৌশলী তৎপরতায় বিনায়িত ক'রে তোল—
প্রতিরোধী প্রস্তুতি নিয়ে,
শাতনমর্দ্দিনী শৌর্য্যদীপনায়,
স্থিরচেতা ও শক্ত হ'য়ে
ইষ্টার্থ-পরিবেদনা নিয়ে
শুভ-সন্দীপী অনুপ্রাণনায়
সৎ-নিরত হ'য়ে ওঠ,
অসৎ-এর লাখ প্রলোভন বা ভ্যাংচানি
তোমাকে যেন একটুও
নড়াতে না পারে,
অচ্যুত হ'য়ে চল,
সৎ-নিরত হ'য়ে চল—
অটুট উদ্যম-উদ্যোগ নিয়ে ;
তোমার অন্তর্দেবতা
প্রসাদ-নন্দনায় গেয়ে উঠবেন—
'আত্মন্ ! তোমার জয়জয়কার হো'ক' । ৫৬০২ ।
৬।১।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-৪৫

নিদেশ-নিষ্পাদনী উপযোগিতা
কা'র কেমন খর বা শ্লথ,
কত সময়ে কেমনতরভাবে
তা'কে উদ্‌যাপিত করতে পারে,
মোক্‌থা রকমে তাই দেখেই বোঝা যেতে পারে—

তা'র অন্তর্নিহিত যোগাবেগ কেমনতর—
বা কী প্রকৃতির,
আবার, কী জাতীয় নির্দ্দেশ
কেমনতরভাবে নিষ্পন্ন করতে পারে,—
তা'ই দেখেই বোঝা যায়—
ঐ যোগাবেগের মাধ্যমে
কী জাতীয় প্রবৃত্তি বসবাস করে ;
আর, দায়িত্ব নিয়ে লেগে থাকবার
প্রবণতা তা'র কেমন ক্রমাগতিসম্পন্ন,
তা' দেখে এঁচে নিতে পারা যায়
তা'র আন্তরিকতা কতখানি ও কেমনতর । ৫৬০৩ ।
৮।১।১৯৫৪, বিকাল ৪-১৯

যা'রা অন্যের সমীচীন সুবিধা ও সন্তোষকে
উপেক্ষা ক'রে
নিজের সুবিধা ও সন্তোষের জন্য
উদ্‌গ্রীব হ'য়ে চলে,
তা'দের সুবিধা ও সন্তোষ
বিপর্য্যয়েরই বিভ্রান্ত বিশৃঙ্খলা নিয়েই
পর্য্যুদস্ত হ'য়ে ওঠে । ৫৬০৪ ।
৮।১।১৯৫৪, সকাল ৮-২৫

পারিবেশিক জীবন-চলনা
বা কৃতিসম্বেগের সাথে
তোমার ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত
বা ব্যবস্থ ক'রে তোল,
এক কথায়, খাপ খাইয়ে তোল—
সুকেন্দ্রিক আত্মনিয়মনী তৎপরতা নিয়ে
বৈশিষ্ট্যশাসিত যোগ্যতার অনুশীলনী অনুচর্য্যায়—

যা'তে ঐ পারিবেশিক প্রতিক্রিয়াগুলি
তোমাকে বিশ্লিষ্ট ক'রে না তুলতে পারে,
অথচ ঐ পরিবেশেই
তোমার জীবনদীপনা বিনায়িত হ'য়ে ওঠে ;
তোমার জৈবী প্রাণনদীপনা
তা'তে ব্যবস্থ হ'য়ে চলতে থাকবে,
নয়তো, তোমার ব্যক্তিত্ব
বিচ্ছিন্ন ব্যাহৃতি নিয়ে
খিন্নতায় বিশীর্ণ হ'য়ে উঠবে ;
তাই, তুমি সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থপরায়ণ
অন্বিত সঙ্গতিশীল দক্ষকুশল বোধিবিন্যাস নিয়ে
তোমার ব্যক্তিত্বকে এমনতর ব্যবস্থ ক'রে তোল—
যা'র ফলে, তুমি সবারই পক্ষে
জীবনীয় হ'য়ে ওঠ,
সুব্যবস্থ হ'য়ে ওঠ—
শুভ-বিনায়নায়,
অসৎ-নিরোধী তৎপরতা নিয়ে ;—
তোমার জীবনদ্যুতি খরস্রোতা হ'য়ে চলবে,
এমনি ক'রেই সব্যষ্টি পরিবেশে
সঙ্গতি লাভ করবে তুমি—
ইষ্টার্থ-উপচয়ী ব্যক্তিত্বের বিভা-বিকীরণে ;
ঈশ্বর যা'-কিছুরই সৎ-সন্দীপনা,
ঈশ্বরই জীবনস্রোত,
ঈশ্বরই বিনায়নী ছান্দোগ্য-অভিনিবেশ,
ঈশ্বরই পূত পুণ্য-অভিযান। ৫৬০৫।
৮।১।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-১০

যোগন-দীপনা যা'দের ভিন্ন,
তা'দের সান্নিধ্য-সংশ্রয় সম্ভব হ'লেও

মিশ্রণী মিলন ব্যর্থই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ,
আদর্শ-আরতি যেখানে এক,
সেখানে অনুগতি একই প্রকারের—
বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়েও,
উপযোগী পারস্পরিক বিন্যাস-অনুচর্য্যায় । ৫৬০৬ ।
৮।১।১৯৫৪, রাত ৮টা

তোমাদের চাহিদা যেন প্রস্তুতিবিহীন না হয়,
সর্ব্বসঙ্গীত নিয়ে
চাহিদার অনুপূরণী প্রস্তুতি-পদবিক্ষেপে
যা'রা চলে,—
কৃতকার্য্যও হ'য়ে ওঠে তা'রা প্রায়শঃ । ৫৬০৭ ।
৯।১।১৯৫৪, সকাল ৯টা

সুকেন্দ্রিক অনুনয়নী আবেগ-আগ্রহের সহিত
যদি অনুচর্য্যী অনুক্রমণায়
মানুষের হৃদ্য হ'য়ে না উঠতে পার,
তোমাকে পেয়ে
তোমার সান্নিধ্য উপভোগ ক'রে
মানুষ যদি প্রসাদমণ্ডিত না হ'য়ে ওঠে,
তুমি বুঝে নিও—
তোমার অন্তঃকরণের নিভৃত কোণে
ছদ্মবেশী স্বার্থপ্রত্যাশা
স্বার্থানুকম্পী হ'য়ে
তোমাকে পরিচালিত করছে তখন ;
তুমি বাস্তবে উপচয়ী ইষ্টার্থপরায়ণ তো নও,
লোকচর্য্যার ভাঁওতায়
মানুষের কাছে

স্বার্থার্থকে ফলাও ক'রে
তা'রই পোষণ-সংক্ষুব্ধ হ'য়ে
বাক্য-ব্যবহার ইত্যাদিকে
যেখানে যেমন সুবিধা পাও,
তেমনি ক'রে নিয়োজিত ক'রে চলছ,
তোমার ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি
লোকপ্রাণতার ছদ্মবেশে
স্বার্থসংক্ষুব্ধ বিচারণায়
চরিত্রে চলন্ত হ'য়ে আছে ;
পরার্থ ও পরতৃপ্তিকে উপেক্ষা ক'রে
স্বার্থসম্পোষণী চলনে যতই চলবে,
বর্দ্ধনা তোমাকে কুটিল ভঙ্গীতে
ব্যঙ্গ করতে থাকবে ততই ;
পরার্থের ভিতর-দিয়ে
যে স্বার্থসম্পোষণা
সুকেন্দ্রিক উপচয়ী তৎপরতা নিয়ে চলতে থাকে,
তাই-ই কিন্তু পরমার্থের পরমাগতি ;
ঈশ্বরই পরাৎপর,
তিনিই পরম পুরুষ,
তিনিই পরম পরমার্থ। ৫৬০৮।
৯।১।১৯৫৪, রাত ৭-১০

মানুষের আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে
সত্তা ও সত্ত্বের বিনায়িত সম্বর্দ্ধনা—
এক-কথায়, ব্যক্তিত্বের সাংস্কৃতিক উদ্দীপনা—
যখনই বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হ'য়ে ওঠে—
সব্যষ্টি সমষ্টির,—
পরাক্রম-প্রদীপনায়

বীর্য্যবিক্রমী তৎপরতায়
জনগণ তখন তা'কে ব্যাহত বা নিরুদ্ধ করতে
উৎকণ্ঠ-আন্দোলনে
আহব-আহ্বানে
মত্ত হ'য়ে উঠতে থাকে ;

তাঁ'রা চায়—
বাঁচতে, বাড়তে,
এই বাঁচাবাড়ার ব্যাঘাত যা'-কিছু
সেগুলি নিরসন ক'রে
নিরোধ ক'রে
সত্তায় উদাত্ত হ'য়ে
সুকেন্দ্রিক অন্বিত তৎপরতায়
সলীল ও উদ্দাম চলনে চলতে,
সম্বর্দ্ধনী স্বচ্ছন্দ চলনে চলতে ;
জানুক বা না জানুক,
অমৃত-উৎসব-উপভোগই হ'চ্ছে
তা'দের সত্তার সংক্ষুব্ধ চলন—
বিনায়িত বর্দ্ধনায়
সার্থক নিবন্ধনে
পারস্পরিকতায় নিবদ্ধ ক'রে সবাইকে,
সঙ্গে-সঙ্গে তা'র বিপর্য্যয়ী যা'
তা'কে প্রতিরোধ ক'রে
নিরস্ত ক'রে ;
কেউ যখন প্রভুত্বের লালসায়
আসুরিক হনন-তৎপরতায়
সব্যষ্টি সমষ্টির ব্যক্তিত্ব
এক-কথায়, সত্তা ও সত্ত্বকে
সংঘাত-পীড়িত ক'রে
মর্দ্দিত ক'রে চলতে চায়—
শোষণ-সন্দীপনার লোলজিহ্বা নিয়ে,—

তা'দের অন্তর্দেবতা তখনই
বিদ্রূপ-বিক্রমে
আত্মরক্ষায় বদ্ধপরিকর হ'য়ে ওঠে,
আহব-আমন্ত্রণই হ'য়ে ওঠে
তা'দের জীবন-উৎসব,
অন্তর্নিহিত স্বস্তিদেবতা
পাঞ্চজন্যের বিশাল বাদনে
প্রতি প্রাণে-প্রাণে বিঘোষিত ক'রে থাকে—
'হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং
জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্' ;
এই বিদলন হ'তে যদি নিষ্কৃতি পাও—
আহব-আমন্ত্রণের ঘূর্ণিবাত্যাকে অতিক্রম ক'রে,
ধরণীকে, মহীকে উপভোগ করবে,
আর, এই ধর্ম্মরক্ষার আহবে
ঐ সাত্ত্বিক সন্দীপনা ও ঈশী-অনুবেদনা নিয়ে
মৃত্যুও যদি হয় তোমাদের,—
স্বর্গলাভ করবে তোমরা,
আর, তা' যদি না কর,
ঐ পাপ-নির্য্যাতনে
তোমাদিগকে নিষ্পেষিত হ'য়েই চলতে হবে ;
তাই, ওঠ, জাগ,
বরেণ্য যিনি তাঁতে সংহত হ'য়ে ওঠ,
মৈত্রী প্রতিষ্ঠা কর—
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম নিয়ে,
মৈত্রীর বিপর্য্যয়ী যা'
তা'কে বিদূরিত কর,
বিধ্বস্ত কর ;
তোমাদের স্বস্তি উদগ্র হ'য়ে উঠুক,
জ্যোতিষ্মান বিভা বিকিরণ করুক,
ধারণ-পালন-সম্বেগে অধিষ্ঠিত থেকে

ঈশী-আশীর্ব্বাদ সর্ব্বতোমুখী হ'য়ে
তোমাদের অভিনন্দিত ক'রে তুলুক,
আহব-আহুতি তোমাদের জয় ঘোষণা করুক ;
ঈশ্বরই পরাক্রম,
ঈশ্বরই অসৎ-নিরোধী সম্বেগ,
ঈশ্বরই সত্তাপোষণী পরমার্থ-তীর্থ । ৫৬০৯ ।
১০।১।১৯৫৪, সকাল ৯-৩০

শুধুমাত্র যথার্থ কথাই
মানুষের অন্তরে বোধদীপনার সৃষ্টি করে—
তা' কিন্তু নয়কো,
তোমার কথা সত্য হওয়া চাই
অর্থাৎ সুযুক্ত সাত্ত্বিক ভাবসন্দীপী হওয়া চাই ;
আর, তোমার বাক্‌বিনায়না
যুক্তি-নির্ঝরে
বোধদীপনী অনুক্রমায়
মানুষের অন্তরকে যদি
বোধপ্রদীপ্ত ক'রে না তোলে—
সঙ্গতি-শালিন্যে,
শুধু বিচ্ছিন্ন যথার্থবাদ
অনেক সময় প্রমাদেরই সৃষ্টি ক'রে থাকে ;
তাই, বোধ ও বাক্যের
অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে
বিষয়ের প্রতিষ্ঠা ক'রো—
যা'তে সবাই সম্যক্‌-বিনায়নে
তোমার কথিত বিষয়
সর্ব্বতঃ সঙ্গতি নিয়ে
উপলব্ধি করতে পারে—
অস্তিত্বের সুযুক্ত সঙ্গতি-বিনায়নায় । ৫৬১০ ।
১০।১।১৯৫৪, সকাল ৯-৩৫

তুমি পরিশুদ্ধির প্রত্যাশায়
সক্রিয়ভাবে
নিজেরই হো'ক বা অন্যেরই হো'ক—
গলদ কোথায়
বা তা' হ'লো কেমন ক'রে
তা' দেখতে চেষ্টা কর,

তা'ই দেখে
তা'কে এমনতরভাবে বিনায়িত কর,
যা'তে তা' পরিশুদ্ধ হ'য়ে ওঠে ;

কাউকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য
তা'র গলদ বের করতে
চেষ্টা ক'রো না,

ঐ গলদ-দৃষ্টি তোমাকেও
দুষ্ট ক'রে তুলতে পারে,

তাই, যা'র গলদ দেখবে,

তা'র প্রতি হৃদ্য অনুকম্পাশীল হ'য়ে
তবে দেখো তা'—

ঘৃণা বা বিরক্তির ভাব
পোষণ না ক'রে
বা না দেখিয়ে,
অসৎ-নিরোধী তৎপরতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে ;

ঐ অনুকম্পা তা'র শ্রদ্ধাকে
আকৃষ্ট করতে পারে,
সে বিনায়িত হ'তে পারে পরিশুদ্ধির দিকে ;
ঈশ্বরই পরম পবিত্র,
ঈশ্বরই পরম বিধায়না,
ঈশ্বরই শ্রদ্ধোল্লসিত পরিশুদ্ধি-প্রভাব। ৫৬১।
১০।১।১৯৫৪, রাত ৮-৩০

অশাসিত প্রয়োজন

দুর্ভাগ্যেরই অগ্রদূত । ৫৬১২ ।

১০।১।১৯৫৪, রাত ৮-৪১

তোমার সঙ্কল্প যদি

সার্থক সুকেন্দ্রিক না হয়,

সুবিনায়িত সত্তাপোষণী না হয়,

উদ্যোগী ইচ্ছায় অনুপ্রাণিত না থাকে,

প্রাণবন্ত হ'য়ে না ওঠে,

তা' তখনও কিন্তু অশুদ্ধ,

তা' ক্রিয়মাণ হ'য়ে ওঠে না তাই—

অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে,

তাই, অশুদ্ধ-সঙ্কল্প অসিদ্ধিরই বান্ধব । ৫৬১৩ ।

১১।১।১৯৫৪, বেলা ১১টা

গুণে, দর্শনে ও ব্যবহারে

যা' সুন্দর,

সুখপ্রদত্ত হ'য়ে থাকে তা' সাধারণতঃ । ৫৬১৪ ।

১১।১।১৯৫৪, রাত ৭-১০

যে-অনুভব বোধিকে

দীপ্তিমান ক'রে তোলে,

উদ্যমী অনুপ্রেরণায় অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে,

অনুশীলনায় উদ্যোগী ক'রে তোলে,

নিষ্পন্নতায় কৃতার্থ ক'রে তোলে,—

যোগ্যতা সার্থক হ'য়ে ওঠে সেখানে । ৫৬১৫ ।

১১।১।১৯৫৪, রাত ৭-১১

যতক্ষণ না
ধৃতিবিনায়িত সুকেন্দ্রিকতা,
কেন্দ্রানুগ উদ্বর্ত্তনা,
বর্দ্ধন-নিপুণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য,
পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্রয়ী সহযোগিতা,
বৈশিষ্ট্য-অনুধ্যায়ী কৃষ্টিদীপনা,
সত্তা ও সত্ত্বের সলীল স্বচ্ছন্দতা,
অসৎ-নিরোধী তৎপরতা
ও যোগ্যতাসন্দীপী অনুশীলন
সব্যষ্টি সমষ্টিতে
সুবিনায়নী তৎপরতায় সহজ হ'য়ে উঠছে,—
স্বাধীনতা তখনও ভাঁওতা-মাত্র। ৫৬১৬।
১১।১।১৯৫৪, রাত ৮টা

যে-কোন শ্রেয় বা মহৎ-সংশ্রয়ে
যাও না কেন,
শ্রদ্ধাবিনায়িত হৃদ্য আগ্রহ
যদি তোমার না থাকে,
এক-কথায়, শ্রদ্ধাবিনায়িত খোলা অন্তঃকরণ নিয়ে
সেখানে যদি না যাও,
যদি তোমার অন্তঃকরণ
প্রবৃত্তি-অভিভূত, গর্ব্বেপ্সা-নিরুদ্ধ ব্যক্তিত্বের
আহাম্মকী অনুচর্য্যায়
মত্ত হ'য়ে থাকে,
শ্রদ্ধোষিত অনুবেদনায়
ঐ মহতের প্রতি উদগ্র উন্মুখ না হ'য়ে ওঠে,
নিজের হীনম্মন্য অহঙ্কারের দাপটে
তাঁর অনাড়ম্বর সহজ গুরুত্ব
যদি তোমার বধির বোধের কাছে
ধরাই না পড়তে পারে,

তাঁর সহজ সংশ্রয়ী হবার প্রত্যাশা
কিন্তু কমই তোমার ;
তাঁর সঙ্গ-সাহচর্য্য তোমাকে তখন
ঐ মহৎ-দীপনায়
অনুপ্রাণিত ক'রেই তুলতে পারবে না,
ঐ নিরুদ্ধ গর্ব্বোপ্সু প্রলুব্ধতায়
তাঁকে সহজভাবে
অন্বিত সঙ্গীতির ভিতর-দিয়ে অনুভব করা
তোমার পক্ষে দুরূহই হ'য়ে উঠবে,
তাঁর সঙ্গলাভ তোমাকে
উচ্ছল অনুদীপনায়
উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে পারবে না,
তাঁর প্রাণন-প্রদীপনা
তোমাকে অনুপ্রেরিত ক'রে তুলতে পারবে কমই,
শুধু কৌতূহল-সন্দীপক ব্যর্থ প্রহেলিকার
ভ্রান্ত ধারণা নিয়েই
চলবে তুমি,
তোমার ধারণানুরঞ্জিত দর্শন
তাঁকে দেখতে দেবে না তোমাকে ;
তাই, মহৎ-সংশ্রয়ে যেতে হ'লেই
শ্রদ্ধোৎফুল্ল অনুদীপনায়
সহজ ও সার্থক সম্বেদনে
উন্মুক্ত হৃদয় নিয়েই
সেখানে যেও,
যা'তে তিনি সহজভাবে
তোমার সঙ্গকে উপভোগ করতে পারেন,
এবং তুমিও বোধ ক'রতে পার তাঁকে,
নচেৎ বঞ্চিত হবে ;
—'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্' । ৫৬১৭ ।
১২।১।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-৪৫

ধর্ম্মদীক্ষায় নিজেকে
সুকেন্দ্রিক ধৃতিনিয়মনশীল ক'রে তুলো',
অন্যের স্বস্তি ও সুবিধাকে উপেক্ষা ক'রে
নিজের স্বার্থসিদ্ধি নিয়ে
ব্যস্ত থেকো না,
বরং, অন্যের স্বস্তি ও সুবিধা-বিধানে
আত্মপ্রসাদের ভিতর-দিয়ে
নিজের স্বস্তি ও সুবিধাকে
সলীল ক'রে তুলতে চেষ্টা ক'রো ;
এতটুকুও যদি কর,
দুঃখ-কষ্টের ধান্ধা থেকে
অনেকখানিই রেহাই পাবে । ৫৬১৮ ।
১৩।১।১৯৫৪, সকাল ১০-১৫

তুমি যদি সুকেন্দ্রিক শ্রেয়নিষ্ঠ হও,
শ্রেয়নিদেশপালী সম্বেগ-সম্বুদ্ধ ধী
ও তদনুগ ক্রিয়া-তৎপর হ'য়ে ওঠ—
ত্বরিত নিষ্পাদনী আবেগ নিয়ে,
ধৃতিবিনায়িত আত্মনিয়মন-তৎপর থেকে,
বিহিত পারিবেশিক বিন্যাসে,—
অনেক গ্রহদোষ এড়িয়ে
ক্রমশঃ স্বস্তির দিকেই এগুতে থাকবে,
এই হ'চ্ছে স্বস্ত্যয়নীর স্বস্তি-তুক—
গ্রহশান্তির সহজ পথ,
কারণ, এতে তোমার
গ্রহ-অভিভূতিকে বিষণ্ণ ক'রে
শ্রেয়-অভিনিবেশ মুখ্যই হ'য়ে চলবে ;
নচেৎ শ্লথ-সম্বেগ সহজেই
প্রবৃত্তি-অভিভূত ক'রে তোলে। ৫৬১৯ ।
১৩।১।১৯৫৪, সকাল ১০-৫৫

হৃদ্য বাক্ ও ব্যবহার,
দরদী দায়িত্বশীল অনুচর্য্যা
প্রীতিকেই পরিপুষ্ট ক'রে তোলে । ৫৬২০ ।
১৩।১।১৯৫৪, বিকাল ৪-১০

যেই হো'ক না কেন,
তা'কে তুমি শত্রুই বিবেচনা কর
আর মিত্রই বিবেচনা কর,
তা'র নির্য্যাতনে বা বিপর্য্যয়ে
তুমি কি তা'কে সক্রিয় সমর্থন
বা সাহায্য কিছু করেছ
যা'র ফলে, সে আশ্বস্তি লাভ করে,
তোমাকে দরদী ব'লে বিবেচনা করে ?
যদি তা' না ক'রে থাক,
তোমার বিপর্য্যয় বা নির্য্যাতনে
তা'র কাছে যদি সমর্থন লাভ করতে চাও
ও তা' না পেয়ে আপশোষ কর,
তা' কিন্তু তোমার কাছে
ধিক্কারজনক হ'য়ে উঠবে,
কারণ, তোমার কাছে
যা' মানুষ চায় না,
তেমনতর ব্যবহার পেলে,
তদ্বিষয়ে তা'র স্মৃতিচেতনা
সক্রিয় হ'য়ে উঠে থাকে সাধারণতঃ ;
আবার, তুমি যদি
তা'র বিপর্য্যয়ে বা নির্য্যাতনে
সহানুভূতিপূর্ণ সাহায্য কর,
যা'তে সে ঐ বিপর্য্যয় বা নির্য্যাতন হ'তে
রেহাই পায়,—

বাস্তব সক্রিয়তায় তা' যদি কর,
তবে তদনুগ স্মৃতিচেতনার অভিনিবেশে
মানুষ স্বতঃই দরদী ও সমর্থনশীল হ'য়ে উঠবে
তোমার প্রতি,—
এমনতর প্রায়শঃই হ'য়ে থাকে ;
আর, তুমি যদি প্রত্যাশা নাও কর
কিংবা উপকারের প্রতিদানে
উপকার না-পেলেও
মানুষের আপদে-বিপদে
তোমার সাধ্যানুপাতিক সমীচীন সাহায্য ক'রে চল—
অবশ্য অসৎ-নিরোধী অনুবেদনা নিয়ে,—
যা'দের হৃদয় আছে,
তা'রা স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে
ঐ স্মৃতিচেতনার অনুনয়নী তৎপরতায়
তোমার বিপর্য্যয় বা নির্য্যাতনের
নিরোধ ও নিরসনে
উন্মুখ হ'য়ে উঠবে ;
তুমি যা'র প্রতি যেমন,
তা'র কাছ থেকে
প্রতিক্রিয়ায় পেতেও থাকবে তেমনি,—
মানুষের অন্তর্নিহিত ঈশ্বর-অনুবেদনা
অনুক্রিয় তৎপরতায়
জাগ্রত চেতনা নিয়ে
অমনিই ক'রে থাকে ;
তাই গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—
'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' । ৫৬২১ ।
১৩।১।১৯৫৪, বেলা ১২-১৫

সুকেন্দ্রিক, সার্থক অন্বিত সঙ্গতিশীল
ধী-সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব

স্বতঃই সর্ব্বতোমুখীন সুতৎপর হ'য়ে থাকে,
অমনতর ব্যক্তিত্বেই
সব্যসাচিত্ব সার্থক। ৫৬২২।
১৪।১।১৯৫৪, সকাল ১০-৩৬

বস্তুর যান্ত্রিক প্রকৃতিকে জেনে
উপযোগী তৎপরতায়
তা'কে ব্যবহার করাই হ'চ্ছে—
যন্ত্রণবিদ্যার মূল ভিত্তি। ৫৬২৩।
১৪।১।১৯৫৪, বিকাল ৪টা

শ্রেয়সন্দীপী দায়িত্বকে
অবহেলা ক'রো না,—
দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত হবে কমই,
আর, যোগ্যতাও জীয়ন্ত হ'য়ে উঠবে তা'তে। ৫৬২৪।
১৪।১।১৯৫৪, রাত ৯-৩০

আতঙ্ক-আন্দোলন
মানুষকে আতঙ্ক-অবশই ক'রে তোলে—
স্নায়ু-প্রেরণাকে সঙ্কুচিত ক'রে ;
আবার, সুসংহত সমীচীন অদম্য প্রস্তুতি
মানুষকে তেমনতরই নির্ভীক ক'রে তোলে—
বোধবিক্রমের অন্বিত চলনে। ৫৬২৫।
১৫।১।১৯৫৪, সকাল ৯-৪৫

শোন সন্ন্যাসি !
তোমার সন্ন্যাস-সন্দীপ্ত চরিত্র
যদি লোকজীবনকে

বিন্যাস-বিনায়িত করতে না পারে—
সুকেন্দ্রিক আত্মবিনায়নী তৎপরতায়,
যোগ্যতার বিভবে বিভবান্বিত ক'রে,
সার্থক সুনিয়ন্ত্রণী সঙ্গতিশীল অন্বয়ে,
তোমার তপোবিভব
ব্যর্থ কিন্তু সেখানেই,
তোমার মোক্ষ
মানুষের দুঃখদ ছাড়া
আর কিছুই নয়কো,
তোমার তর্পণ-তৃপ্ত অন্তঃকরণ
বাস্তব সক্রিয়তার ভিতর-দিয়ে
স্বস্তিনন্দিত তৃপণার
অধিকারী যদি না হয়,
তোমার সংস্পর্শে
মানুষ যদি যোগ্যতার নন্দিত বিভবে
বিভূষিত না হ'য়ে ওঠে—
অজচ্ছল বর্দ্ধন-অনুক্রমণার ক্রমপদবিক্ষেপে,
তোমার স্বস্তিই বা কোথায়
তৃপ্তিই বা কোথায় ?
—ব্রহ্মানন্দ-বিধায়িনী-বিধৃতি
তোমাকে আনন্দ-উৎসারণশীল
ক'রে তোলে নি,
তোমার পরিবেশকেও নয় ;
ঈশ্বরই যা'-কিছুর সার্থক বিন্যাস,
ঈশ্বরই যোগ্যতার যোগদীপনা,
ঈশ্বরই তপ-নন্দনার পরম বিভব । ৫৬২৬ ।
১৫।১।১৯৫৪, বেলা ১১-৪৫

ব্যক্তিগতই হো'ক,
আর সমাজগতই হো'ক,

মানুষের সদনুদীপনাকে
মর্দ্দিত ক'রে তুলো না,
বরং পোষণ-প্রদীপনী অনুচর্য্যায়
উদ্দীপ্ত ক'রে তোল,
জাগ্রত মুখর ক'রে তোল,
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনশীল ক'রে তোল,
যা'র ফলে
ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত-ভাবে
প্রতিপ্রত্যেকেই
সৎ-সন্দীপ্ত ও শুভ-সম্মার্গী হ'য়ে ওঠে,
ভরসায় ভৃতি-উচ্ছল হ'য়ে ;
বাগ্-বিভূতি বিস্তারে
বিকৃত দর্শনের আমদানিতে
অপকৌশল-প্রয়োগে,
সত্তা ও সত্ত্বের বর্দ্ধন-বিরোধী শাসন-নিয়ন্ত্রণে
ঐ উদ্যম-অনুপ্রেরণাকে
শোষণ-ম্রক্ষণায়
যদি অবসন্ন ক'রে তোল,
জেনে রেখো—
তুমি ব্যষ্টিগতভাবে,
সমাজগতভাবে,
রাষ্ট্রগতভাবে
প্রতিপ্রত্যেকের
নরক-রঞ্জনী শত্রু,
বর্দ্ধনার পরম বৈরী ;
তোমার প্রভাব অচিরেই
সব্যষ্টি সমষ্টিকে নিঃস্ব ক'রে
নিষ্প্রভ প্রাণন-দীপনায়
অপলাপের কোলে
অবশায়িত করবে ;

যদি বাঁচতে চাও,
বাড়তে চাও,—
বাঁচানো ও বাড়ানোর যজ্ঞে
নিজেকে আহুতি দাও,
ঐ যাজ্ঞিক-মন্ত্র সপরিবেশ তোমাকে
তন্ত্রদীপনী উল্লাসে
ফুটন্ত ক'রে তুলবে ;

তাই সাবধান !
মানুষের সৎ-উদ্যমকে
ব্যাহত ক'রে ফেলো না,
তোমার অনুশাসন
যেন সত্তা ও সত্ত্বের
বর্দ্ধন-বিনায়নী হ'য়ে ওঠে,
মানুষের সৎ-প্রতিভাকে
অবদান-অনুপ্রেরণায়
পরিপুষ্ট ক'রে তোলে। ৫৬২৭।
১৫।১।১৯৫৪, বেলা ১২টা

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অন্বিত সঙ্গতি-সম্পন্ন অনুধ্যায়িতা যার নাই,
তা'র লোকপ্রতিভূ হওয়া
একটা বিকৃতিরই পরাকাষ্ঠা ;
অমনতর লোকপ্রতিভূ যা'রা—
শাসন-পরিচালন ব্যাপারে
তা'দের অভিমত কখনও
সত্তা-সংশ্রয়ী হ'য়ে উঠতে পারে না ;
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
সুনিষ্ঠ অনুধ্যায়ী অনুগতি-সম্পন্ন যা'রা নয়কো,—
তা'দের

লোকের প্রতিনিধি হ'য়ে
ব্যষ্টি ও সমষ্টির নিয়ন্তা হ'তে যাওয়ার
মানেই হ'চ্ছে—
ব্যতিক্রমকেই আমন্ত্রণ করা,
বিধ্বস্তির বিকার-বহ্নিতে
লোকজীবনকে জ্বলন-জ্বালায় বিশীর্ণ ক'রে
তা'দের সত্তার স্বচ্ছন্দ-গতিকে
নিরুদ্ধ ক'রে ফেলা,
তাই, তা'দিগকে লোকপ্রতিভূ নির্ব্বাচিত করা—
আর, সর্ব্বনাশকে সাদরে বরণ করা—
একই কথা ;
লোকায়ত্ত অনুবেদনী অনুশাসন
সেখানে ভাঁওতাবাজীরই দিগ্‌দারী মাত্র,
লোকায়ত্ত শাসনের মুখোস প'রে
দলতান্ত্রিকতাই সেখানে
উচ্ছৃঙ্খল উদ্ধত আত্মম্ভরিতার
বৈকারিক বিজৃম্ভণী পদবিক্ষেপে
এগিয়ে চলে ;
ঐ জাতীয় গণতান্ত্রিকতার চেয়ে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শ-নিষ্ঠ
ধর্ম্ম ও কৃষ্টির অন্বিত সঙ্গতি-সম্পন্ন
বোধবান ব্যক্তির
একনায়কত্ব ঢের ভাল ;
যদিও আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অন্বিত-সঙ্গতিসম্পন্ন
নিয়মতান্ত্রিক একনায়কত্বই পরম শ্রেয় ;
যে সুকেন্দ্রিক নয়,
বিনীত নয়,
শ্রেয়ানুগ ধর্ম্ম ও কৃষ্টির অন্বিত সঙ্গতিতে
আত্মনিয়ন্ত্রিত হ'য়ে ওঠে নি যে,—

নেতৃত্বই তা'র ব্যক্তিত্বে
পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে নি,
যিনি নেতা নন,—
তিনি প্রাকৃতিক অনুশীলনী অনুশাসনের ভিতর-দিয়ে
লোকনায়ক বা লোকপ্রভু হওয়ার
প্রকৃতিসিদ্ধ নয়কো,
আর, প্রকৃতি যেখানে
বিকৃত অনুশাসন-সংক্ষুব্ধ,
বিধ্বস্তির বিন্যাসহারা বিনায়নও
অবশ্যম্ভাবী সেখানে;
ঈশ্বরই পরম শ্রেয়,
ঈশ্বরই বিনায়নী সার্থকতা,
ঈশ্বরই প্রকৃতি-প্রভু,
ঈশ্বরই সম্বর্দ্ধনী অনুশাসন-বিধায়নী ধাতা। ৫৬২৮।
১৫।১।১৯৫৪, বিকাল ৪-৫৩

সক্রিয় ইষ্টার্থ-অনুবেদনী সহযোগিতা,
তদনুচর্য্যী আবেগ-উদ্যম,
ঐক্যবিনায়নী সংহতি
ও সমবেদনী পারস্পরিকতার অভাবের সহিত
আত্মাভিমানী মর্য্যাদাপ্রিয়তা যেখানে যত—
দৈন্যমর্ষিত অভাবের তাড়নাও
সেখানে তেমনি নাছোড়বান্দা। ৫৬২৯।
১৫।১।১৯৫৪, রাত ৮-১৫

কা'র পক্ষে কী করা সম্ভব,
বা কী করা সম্ভব নয়,
কোন্‌টা প্রবৃত্তিপ্রলোভী স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ,
আর, কোন্‌টাই বা অবস্থা-বিপর্য্যয়ে কৃত অপরাধ—

মানুষকে দেখে
এতটুকু নির্দ্ধারণ করার সহজ জ্ঞান যা'র নাই,—
সে রাজপুরুষই হো'ক
আর যেই হো'ক না কেন,
তা'র ব্যবস্থাপক বা নিয়ন্ত্রক হওয়ার
উপযুক্ততাই কম ;

সে শাস্তা হ'তে পারে,
কিন্তু বিনায়ক হওয়া
তা'র পক্ষে বিড়ম্বনা-মাত্র। ৫৬৩০।
১৫।১।১৯৫৪, রাত ৮-৩০

সুনিষ্ঠ সুকেন্দ্রিকতা
যা'র যেমন তীব্র, তৎপর ও সক্রিয়,
আত্মবিনায়নী সম্বেগও
তা'র তেমনি সহজ, সার্থক ও উপচয়ী,
তা'র বাক্য, ব্যবহার, চালচলনও তদনুগ,
প্রীতিপ্রসন্ন লোকানুকম্পাও
তেমনি ধী-বিনায়িত কুশল-কৌশলী,
ভাগ্যও তা'কে ভজনা করে তেমনি। ৫৬৩১।
১৫।১।১৯৫৪, রাত ৯-১০

অযোগ্য-প্রাপ্তি যোগ্যতা লাভের যম। ৫৬৩২।
১৭।১।১৯৫৪, বেলা ১১-৩০

অশক্ত যা'রা,
তা'দের সক্ষম করার অনুচর্য্যা নিয়ে যা'রা চলে—
পথের জঞ্জালগুলিকে বিনায়িত ক'রে,—

ঈশ্বর তাঁ'দিগকে আশীর্ব্বাদ করেন—
ধারণ-পালনী অনুশাসনে সুদক্ষ ক'রে। ৫৬৩৩।
১৭।১।১৯৫৪, বিকাল ৪-৪৫

দুর্দ্দশা-মর্দ্দিত যা'রা,—
দরদী দায়িত্বশীল অনুচর্য্যায়
তাঁ'দিগকে প্রস্বস্তির অধিকারী ক'রে তোল,
প্রবর্দ্ধনা তোমাকে
ঈশ্বর-আশিসে সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলবে। ৫৬৩৪।
১৭।১।১৯৫৪, বিকাল ৫টা

যাঁ'র কর্ম্মে তুমি নিয়োজিত হয়েছ,
যাঁ'র উন্নতির উপর
তোমার গ্রাসাচ্ছাদন নির্ভর করছে,
যাঁ'কে দিয়ে তোমার আত্মমর্য্যাদা,
পারিবারিক ও পারিবেশিক পরিচর্য্যা
সম্ভবমত বজায় রেখে চলেছ,
কর্ম্ম-নিষ্পাদনের ভিতর দিয়ে
তাঁকে যদি উপচয়ী না ক'রে তুলতে পার—
বিহিত সময়ে,
বিহিত প্রয়োজনে,
বিহিত রকমে,
ত্বরিত তদ্বিরে,
তদর্থী ক্লেশসুখশালিন্যে,
বিহিত সুব্যবস্থ বিধানে
তাঁ'র আয়-ব্যয়কে বিনায়িত ক'রে
তাঁ'কে অর্জ্জনোচ্ছল ক'রে না তুলতে পার যদি,
তা' করতে গিয়ে
সুখ-সুবিধা উপভোগের প্রলোভনে,

নিজেকে ব্যাপৃত ক'রে তোল যদি,
কাজে গাফিলতি কর,
তুমিও উপচয়ী হ'য়ে উঠতে পারবে না,
কারণ, তাঁ'রই আয়ের উপর
তোমার জীবন-চলনা নির্ভর করছে ;
তুমি তাঁ'র প্রয়োজনীয়ই
হ'য়ে উঠতে পারবে না,
তোমার চিন্তা, বিবেচনা,
বোধিকুশল ব্যবস্থা,
ত্বরিত-নিষ্পাদনী আগ্রহ—
এগুলির সমঞ্জসা বিনায়নের ভিতর-দিয়ে
উৎপাদনকে যদি প্রকৃষ্ট ক'রে না তুলতে পার,
তুমি তাঁ'র পক্ষে উপচয়ী হ'য়ে উঠতে তো
পারবেই না,
নিজেকেও অবসন্ন ক'রে তুলবে,
তোমার গ্রাসাচ্ছাদনই দুর্ব্বল হ'য়ে উঠবে ;
এই বিবেচনা ক'রে—
যাঁ'কে দিয়ে তুমি পরিপুষ্ট হ'চ্ছ,
তাঁ'র ভরণ-কুশল হ'য়ে
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনশীল হ'য়ে
তাঁ'কে বর্দ্ধনমুখর ক'রে তোল,
সে-বর্দ্ধনার ভিতর-দিয়ে
তুমিও বিবৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে,
নয়তো, তোমাকে বহন করতে
তিনিও পারবেন না,
আর, তাঁ'র ঘাড়ে যতই দোষ চাপাও,—
তোমার পরিপোষণী প্রয়োজন
তিনি কুলিয়েই উঠতে পারবেন না ;
তাঁ'কে দোষারোপ কর,
আর, অপবাদই দাও,

অকাট্য প্রয়োজনীয় হ'য়ে উঠতে পারবে না তা'র,
আর, এই প্রয়োজনীয় হ'য়ে উঠতে না-পারাই
তোমার পক্ষে অকৃতিত্বের লক্ষণ ;
তুমি কী পেতে পার—
তোমার নিষ্পাদনী কৃতিত্বই
তা' বলে দেয় কিন্তু,
তাই, যদি চাও,
উপচয়ী চলনে চল,
নয়তো পাওয়াই তোমার
সংক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠবে। ৫৬৩৫।
১৭।১।১৯৫৪, রাত ৮-১৫

তোমার অন্তর্নিহিত যোগাবেগ নিযুক্ত যেখানে,
তুমি অন্তরাসী তা'তে,
যা'তে তুমি অন্তরাসী,
তা'রই অনুচর্য্যায়
তোমার পরিস্থিতির যা'-কিছুকে
তা'র প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয়
উপযোগী বা অনুপযোগী হিসাবে
বিবেচনা করতে পার ;
যা'তে অন্তরাসী হ'য়েছ—
কীই বা তা'র উপযোগী,
কীই বা তা'র অনুপযোগী,
পরিস্থিতির যা'-কিছুকে তেমনি ক'রে দেখে
তা'র প্রয়োজনীয়তা বুঝে,
কোন্‌গুলি কেমনতর কিভাবে
ঐ উদ্দেশ্যের পরিপূরক—
বিবেচনা ক'রে তা' নির্ণয় করতে পার,

আর, তা'র পরিপূরক যা' নয়,
তা'ও নির্ণয় করতে পার ;
এই এর ভিতর-দিয়ে
বিহিত বিন্যাসে
যা'-কিছুর ঔপাদানিক গুণপনাকে
নির্দ্ধারণ ক'রে,
সুনিয়মনে বিনায়িত ক'রে,
সার্থকতার সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পার ;
আর, অন্তরাসী যদি না হ'তে
তদনুগ অনুনয়নে
তুমি পরিস্থিতিকে বিবেচনা করতে পারতে না,
বিচ্ছিন্ন বোধি নিয়ে
ছন্ন হ'য়েই চলতে হ'ত তোমাকে ;
তাই, যদি কোন সৎ-বিষয়ে
তুমি তীব্রভাবে অন্তরাসী হও,
সেই অন্তরাসী হওয়াটাই
তোমার জীবনে যদি মুখ্য হ'য়ে ওঠে,
অকাট্য প্রয়োজনীয় হ'য়ে ওঠে,
গভীরভাবে তুমি তোমার পরিস্থিতিকে
তোমার বোধে সংগ্রহ করতে পারবে—
প্রয়োজন ও উপযোগিতা-হিসাবে ;
কিন্তু নিজেতেই নিজে আসক্ত হ'য়ে থাকলে
ও আর হবে না,
আত্মকেন্দ্রিকতায় নিমজ্জিত থেকে
বিমূঢ় হ'য়ে উঠবে তুমি,
তোমার বোধ ও জ্ঞান
বিস্তার লাভ করবে না তা'তে ;
তাই, বাস্তব যা'তে
যেমনতরভাবে অন্তরাসী হ'য়ে উঠবে,
তুমি সন্ধিৎসু হ'য়ে উঠবে তেমনি,

শেখার প্রচেষ্টাও হবে তোমার তেমনি,
আর, জানবেও তা'কে তেমনি ক'রে—
বাস্তব পরিবেদনায়,
এমনি ক'রে বিদ্বান হ'য়ে উঠবে তুমি,
প্রাজ্ঞ হ'য়ে উঠবে,
নয়তো, ছন্নতার ছিন্ন বেদনা নিয়ে
তোমার ধী তোমাকে ধিক্‌কার দিতে থাকবে ;
তাই, 'নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্‌' ? ৫৬৩৬ ।
১৭।১।১৯৫৪, রাত ৮-২৫

শিক্ষা যদি অন্বিত সঙ্গতিশীল না হয়,—
তবে তা' মানুষের ধীকে
সম্বর্দ্ধিত করে না,
তাই, তা' ব্যক্তিত্বকেও পরিপুষ্ট করে না,
কিন্তু বিদ্যা মানুষকে
অন্বিত সঙ্গতিশীল ক'রে তোলে,
তাই, তা' ব্যক্তিত্বকে পরিপুষ্ট করে ;
শিক্ষা ব্যর্থ সেখানে,—
যেখানে তা' সুকেন্দ্রিক আত্মবিনায়নশীলতায়
অন্বিত না হ'য়ে ওঠে—
সক্রিয় বাস্তব সঙ্গতি নিয়ে,
বিদ্যাবত্তার উদ্‌গমই হ'য়ে ওঠে না তা'তে ;
সুকেন্দ্রিক আত্মবিনায়নশীল যে,—
সে যদি মূর্খও হয়,
তথাকথিত শিক্ষিতের থেকেও
সে ঢের বেশী বিদ্বান । ৫৬৩৭ ।
১৭।১।১৯৫৪, রাত ৯-১৫

মনে রেখো—

আত্মপ্রশংসা,

আত্মপ্রতিষ্ঠা-পিপাসু গর্ব্বেপ্সা,

আত্মগুণকাহিনী-বর্ণনা—

বিশেষতঃ অন্যের হীনত্ব প্রতিপাদন-মানসে,

তা ছাড়া, অন্যের প্রশংসা-শ্রবণে অপমান-বোধ,

শ্রেয়ের সম্বন্ধে কূটকটাক্ষ—

ইত্যাদি যেখানে,

সে যত বড়ই প্রবীণ হো'ক না কেন,

তা'র প্রবীণত্ব ছিন্নভিন্ন ছন্নতারই প্রতিবিম্ব,

তা'র ধী সুকেন্দ্রিক, অন্বিত-সঙ্গতিশীল

সার্থক বিনায়না-সম্পন্ন নয়কো,

ছন্ন মূঢ় গর্ব্বেপ্সাই

তা'র ব্যক্তিত্বে বিকশিত ;

ফল কথা, তা'র শিক্ষা অনেক থাকতে পারে,

কিন্তু বিদ্যাবত্তার ঐকান্তিক অভাব,

কারণ, 'বিদ্যা বিনয়ং দদাতি,

বিনয়াদ্ যাতি পাত্রতাম্',

তাই বুঝে, যেখানে যেমন চলতে হয়,

তাই চ'লো। ৫৬৩৮।

১৭।১।১৯৫৪, রাত ৯-৪০

যা'রা আততায়ী,

বিশ্বাসঘাতক,

কৃতঘ্ন,

ব্যভিচারী,

অন্যকে অযথা আঘাত করে যা'রা,—

এমনতর কু-প্রবৃত্তি-সম্পন্ন যে-কেউ হো'ক না কেন,

সে নিজ পরিবার বা সমাজেরই হো'ক,

স্বরাষ্ট্রেরই হো'ক
বা পররাষ্ট্রেরই হো'ক,
তা'কে যে নিরোধ করে,
সে অপরাধীও নয়,
পাপীও নয়,
বরং পুণ্যপন্থী সে,
কারণ, পাপ যা'তে পরিব্যাপ্তি লাভ ক'রে
মানুষের জীবনকে বিধ্বস্ত ক'রে না তোলে,—
তাইই ক'রে থাকে সে। ৫৬৩৯।
১৭।১।১৯৫৪, রাত ১০-৩০

বিবাহকে বাস্তব বৈধী বিনায়নায়
বর্ণানুগ শ্রেয়-সঙ্গতিতে
সুসংস্কৃত ক'রে তোল,
কারণ, বিবাহকে যদি বাস্তব শ্রেয়সঙ্গতি-সম্পন্ন
না ক'রে তোল,
জাতকের জৈবী-সংস্থিতি সুপুষ্ট হ'য়ে উঠবে না,
আর, তা' হ'তে গেলেই চাই—
বৈশিষ্ট্য-অনুসৃত বিনায়িত বৈজী-প্রভাব,
যা'র ভিতর-দিয়ে
বৈশিষ্ট্য-অনুশ্রয়ী জাতকের উদ্ভব হ'য়ে থাকে,
ঐ বীজ-অনুশ্রয়ী স্থায়ী সার্থক সুবিনায়িত
গুণ-অনুগ সংস্কারের
সুপুষ্ট উদ্গতির ভিতর-দিয়েই
সুষ্ঠু ব্যক্তিত্বের অভ্যুদয় হ'য়ে থাকে,
তাই, বিবাহকে শ্রেয়-সংশ্রয়ী না ক'রে তুললে
তোমার পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রকে
যোগ্য-সন্ততিতে সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারবে না ;
অশ্রেয় বিবাহকে কঠোর শাসনে

নিরুদ্ধ ক'রে তোল,
তা' যদি না কর,
অশিষ্ট সন্ততির প্রাদুর্ভাবে
সুজাতক যা'রা—
তা'রা এমনই ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠবে,
যা'র ফলে জাতীয় সম্বর্দ্ধনাই
একরকম অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়াবে,
কোন শাসন-সংস্থাই
যোগ্য-জীবনের অর্জ্জনপটু উপার্জ্জন ছাড়া
অযোগ্যকে প্রতিপালন করতে পারবে না,
তাই, যোগ্য যা'রা,
তা'রা অগণিত অযোগ্যের দুর্ব্বহ ভার বহন ক'রে
ক্রমশঃই খিন্ন হ'য়ে উঠবে,
ফলে, শাসনসংস্থাই দুর্ব্বল হ'য়ে পড়বে,
আর, শুধু শাসনসংস্থাই নয়,
তোমার পরিবার, সমাজ এবং দেশও
সেই দশায় উপনীত হবে ;
যত চেষ্টা কর,
যোগ্যতার অনুশীলনকে যতই উসকানি দাও,
অর্থনীতির পরিকল্পনা যতই কর না কেন,
শিল্প, শিক্ষা বা নৈতিক অনুশাসন-ব্যবস্থা
যতই কর না কেন,
তা' প্রতিষ্ঠিত হবে না কিছুতেই ;
যোগ্যতার জৈবী-সম্ভাব্যতা যা'দের আছে,
তারাই যোগ্যতার অধিকারী হ'তে পারে,
তাই, অযোগ্য জাতকের প্রাদুর্ভাব
যা'তে না হ'য়ে ওঠে,
যোগ্য জননের বৈধী-সংশ্রয়েই
তা'র ব্যবস্থা করতে হবে ;
এ যদি না কর,

তোমার অশুভ অদৃষ্ট
তোমাকে পরিহাস করতে
কিছুতেই রেহাই দেবে না,
তাই, বিবাহকে উপযুক্তভাবে
শ্রেয়ানুগ ক'রে
নিষ্পন্ন করতে চেষ্টা কর—
অনভীপ্সিতকে পরিহার ক'রে,
প্রতিলোমকে বিহিতভাবে নিরোধ ক'রে,
সবর্ণ-পরিণয়কে স্বস্তিসম্বুদ্ধ ক'রে,
উপযুক্ত অনুলোম-বিবাহকে সুব্যবস্থ ক'রে,
বিহিত বৈধী বহুবিবাহকে নিরোধ না ক'রে ;

এর উপর নির্ভর করে জাতীয় সংহতি,
এর উপর নির্ভর করে জাতীয় সম্বর্দ্ধনা,
এর উপর নির্ভর করে স্বাভাবিক সুকেন্দ্রিক বর্দ্ধনপ্লাবিতা,
এর অভাবেই
জাতি অপটু বিচ্ছিন্ন-গতিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে ;

বিধির ব্যভিচার যতই করবে,
প্রাকৃতিক শাস্তি
পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর
তেমনভাবেই নেমে আসতে থাকবে,
তাই, প্রবৃত্তি-প্ররোচিত আহাম্মকী ঔদার্য্যের
লোলুপ নর্ত্তনে নেচে চ'লো না,
সু-ছন্দকে স্বচ্ছন্দ ক'রে তোল ;

ঈশ্বরই বর্দ্ধনার সার্থক কেন্দ্র,
ঈশ্বরই বিন্যাস-বিভূতির পরম বিভব,
ঈশ্বরই সুনিষ্ঠ তপ-সংশ্রয়ী স্বস্তি-সম্ভূতি,
বৈধী সম্ভাব্যতা ঈশ্বরেই নিহিত,
ঈশ্বরই কৃতিত্বের কৃতী তীর্থ । ৫৬৪০ ।

১৮।১।১৯৫৪, সকাল ৮-১৫

শ্রদ্ধা মানে বার-বার প্রণাম ক'রলাম,
পা-ধোওয়া জল খেলাম,
সামনে হাতজোড় ক'রে ব'সে থাকলাম—
এমনতর নয়কো,
শ্রদ্ধার তাৎপর্য্যই হ'লো—
ধৃতিপূর্ণ অনুরাগ নিয়ে
শ্রদ্ধাস্পদকে অনুসরণ করা,
আর, সেই শ্রদ্ধাই তোমাকে
ধৃতিমুখর ক'রে তুলবে। ৫৬৪১।
১৮।১।১৯৫৪, সকাল ১০-৩০

যাঁ'র লীলায়িত চলন-উপভোগ—
ছন্দায়িত রমণ-লাস্যে,
বিনায়নী সাত্ত্বিক অভিসারে,—
তিনিই আত্মারাম। ৫৬৪২।
১৯।১।১৯৫৪, সকাল ১০-৩০

অন্তঃকরণে যে যত অপরাধপ্রবণ হ'য়ে থাকে,
আর, ঐ প্রবণতা ক্রূর ও কুটিল হ'য়ে ওঠে যতই,
তা'র অন্তর্নিহিত সত্তাপ্রীতি
ঐ প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যী অনুবেদনার প্রতি
স্বতঃই তা'কে অসহানুভূতি-সম্পন্ন
ক'রে তোলে তেমনি;
সে যখন ঐ জাতীয় অপরাধীর সম্মুখীন হয়,
তখন ঐ অসহানুভূতি-সম্পন্ন
অনুবেদনী ক্রূরতা নিয়ে
তা'কে বিচার ও বিবেচনা করতে থাকে,
তা'র অন্তর্নিহিত অসহানুভূতির প্রতিবিম্বই
ঐ অভিযুক্তের প্রতি নিক্ষিপ্ত হ'য়ে থাকে,

ফলে, তা'র বিবেচনা
ঐ অমনতরই অনুধাবনী অনুযোগ নিয়ে
ক্ষুর যুক্তিজালের সমাবেশ ক'রে
তা'র প্রতি ঐ অমনতর ক্ষুর ভঙ্গীতেই
আত্মপ্রকাশ করে,
সেইজন্যই সে তেমনতর
শাস্তিপ্রবণ হ'য়ে ওঠে ;

সে বীরই হো'ক,
বিচারকই হো'ক,
প্রধানই হো'ক,
নায়কই হো'ক,
রাজপুরুষই হো'ক,
তা'র রকমই অমনতর হ'য়ে ওঠে,
সে অভিযুক্তদের
অমনতরভাবে
যত শাস্তি দিয়ে থাকে
বা ক্ষতি ক'রে থাকে,
তা' কিন্তু আত্মধিক্কারেরই
ধুক্ষিত প্রতিফলন ;

সে অভিযুক্তের শাস্তাই হ'য়ে থাকে,
স্বস্তিবিধায়ক বা শোধক হ'তে পারে না কিছুতেই,
আর, অমনতর রকমের ভিতর-দিয়ে
সে খানিকটা আত্মতৃপ্তিরও সন্ধান ক'রে থাকে ;

এমনতর রকম দেখলেই বুঝে নিতে পারবে—
এই প্রবণতা কেমন ক'রে
কার অন্তঃকরণে
অধিষ্ঠিত হ'য়ে আছে,
তখন ধ'রে নিও—
সে নিয়ামক নয়,

শোধক বা স্বস্তিবিধায়ক নয়,
স্বস্তি ও মিলনের উপাসক নয় সে কোনমতেই ;
যাঁ'রা সৌম্য,
তাঁ'রা স্বভাবতঃ স্বস্তিবিধায়ক—
অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্যে
পরিশুদ্ধি-পরাক্রমে ;
ঈশ্বর স্বস্তি-স্বরূপ,
তিনি ঐক্যের এককেন্দ্র,
তিনি প্রাণন-প্রদীপনা,
তিনি পরম পরিশোধক। ৫৬৪৩।
১৯।১।১৯৫৪, রাত ৮-১০

মানুষের ভাষাই হো'ক,
তা'র পারিবারিক কৃষ্টিই হো'ক,
সামাজিক কৃষ্টিই হো'ক,
বা রাষ্ট্রগত কৃষ্টিই হো'ক,
সেগুলিকে কোনমতেই নিরুদ্ধ করতে যেও না,
পারিবেশিক যা'-কিছু সহ প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যকে
পুষ্টিপোষণী বিশেষ বর্দ্ধনায়
উপযুক্তভাবে বিবর্দ্ধিত ক'রে তোল,
আর, তা'র পন্থা ও পোষণকে
অবাধ ক'রে তোল তুমি—
তা' এমনতরভাবে
যা'তে প্রতিটি কৃষ্টিগুচ্ছ
প্রতিটি কৃষ্টিগুচ্ছের পরিপোষণী হ'য়ে ওঠে,
কৃষ্টির এমনতর সুকর্ষণী তপানুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সত্তাসন্দীপনী বৈধী-বিন্যাস লাভে
সমর্থ হবে তোমরা
অসৎ-নিরোধী সমবায়ী
সুতান্ত্রিক প্রাজ্ঞ পরিবেষণে,

যা'র অন্বিত সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
প্রত্যেকেই পারস্পরিক পরিচর্য্যায়
অসৎ যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রে
সত্তাকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারবে ;
ভাষা ও তা'র অনুশীলনকে যদি নিরোধ কর,
মানুষের মস্তিষ্কের বোধন-দীপনী অনুগতিকে
অনেকখানি নিরোধ ক'রে তুলবে,
যা'র ফলে, সে ব্যাহত হবে—
সন্ধিৎসু, অনুচর্য্যী, আত্মপ্রসারণী, আত্মবর্দ্ধনী
আবেগ হ'তে,
তা'র স্বাচ্ছন্দ্য-অনুক্রমিকতা বিধ্বস্ত হ'য়ে উঠবে,
কারণ, ভাষার ভূমি ভাব,
ও ভাবের ভূমি বোধ,
ভাষা যদি ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে ওঠে,
বোধও তেমনি বিপর্য্যস্ত হ'য়ে পড়ে ;
তাই যা'র যে ভাষা,
সত্তানুচর্য্যী আচার,
বিদ্যোৎসাহী অনুগমন,
তা'কে কখনও নিরোধ করতে যেও না,
বরং, প্রত্যেকের সৎ-সন্দীপী বিনায়িত
ঐতিহ্য-অন্বিত আভিজাত্যকে
পোষণ-পরিচর্য্যায় প্রদীপ্ত ক'রে তোল ;
মনে রেখো—
ঈশ্বরই পরম বিদ্যা,
ঈশ্বরই অমর-সম্বেগ,
ঈশ্বরই অমৃত-স্বরূপ। ৫৬৪৪।
২১।১।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-১৫

মহৎ বা সাধু-সঙ্গ করতে গিয়ে
যদি তোমার সুকেন্দ্রিকতা

প্রবুদ্ধ, বিনায়িত ও সম্বেগশালী না হ'য়ে
বিধ্বস্ত হ'য়ে ওঠে,
শ্লথ ও সন্দিগ্ধ হ'য়ে ওঠে,
সে মহৎ বা সাধুসঙ্গ তোমার পক্ষে
জীবনীয় তো নয়ই—
বরং সত্তাসংক্ষোভী। ৫৬৪৫।
২১।১।১৯৫৪, রাত ৭টা

শ্রেয়কেন্দ্রিক হও—
সক্রিয় তৎপরতা নিয়ে,
যোগ্যতার অনুশীলন কর—
সত্তাপোষণী যোগচর্য্যায়,
শ্রেয়ার্থ-অনুদীপনা নিয়ে;
তোমার শিক্ষা
তোমাকে যোগ্যতায় কৃতী ক'রে তুলুক,
আর, এই কৃতিত্বে কৃতকার্য্য হ'য়ে উঠবার
অন্তরাসী আবেগ
তোমাকে উদ্দাম সন্ধিৎসু যোগ্যতারই অনুশীলনে
নিয়োজিত ক'রে তুলুক—
ঐ শ্রেয়ার্থ-সার্থকতার উপচয়ী অন্বিত সঙ্গতিতে;
চাকুরীকে কখনই
জীবিকা ক'রে তুলো না
তা'কে আপদ-কালের উপজীবিকা-রূপেই
গণ্য ক'রে রেখো—
লোকপালী সনির্ব্বন্ধ প্রয়োজন-ব্যতিরেকে;
তোমার বোধ-সন্ধিৎসু অনুধায়িতা যেন
বিবিদিষার সামসঙ্গীতে
নর্ত্তন-ছন্দে
সাবলীল জীবনীয় হ'য়ে চলে;

তুমি কৃতী হও,
উপচয়ী হও,
বেদবিৎ হও,
প্রাজ্ঞ স্থবির হ'য়ে ওঠ—
বেদবিচ্ছুরণী বিশাল ব্রাহ্মণ্য-জ্যোতিঃ-নিক্কণ-বিকিরণায়,
সে-উল্লাস প্রতিটি প্রাণকে স্পর্শ ক'রে
প্রত্যেককে যোগ্য জীবনে উপনীত ক'রে তুলুক ;
ঈশ্বরই যোগ্যতার মহান-তীর্থ,
ঈশ্বরই কৃতিত্বের কলন-নর্ত্তন,
ঈশ্বরই বেদবিনায়িত প্রজ্ঞা,
ঈশ্বরই সার্থকতার সামছন্দ । ৫৬৪৬ ।
২১।১।১৯৫৪, রাত ৮-৪৫

মনে রেখো—
গোড়ার কথাই হ'চ্ছে শ্রেয়কেন্দ্রিকতা,
উৎসব-অনুশীলনায়
বোধিবিনায়িত সক্রিয় তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
নিজের জীবনে
শ্রেয়ার্থকেই উপচয়ী ক'রে তোলা,
এই উপচয়ী করার ভিতর-দিয়েই
আসে অনুশীলন-স্পৃহা,
ঐ অনুশীলনী সম্বেগের ভিতর-দিয়ে
আসে যোগ্যতার শ্রেয়-অভিসার,
এই যোগ্যতা-আহরণ-স্পৃহার ভিতর-দিয়েই
আসে আত্মনিয়ন্ত্রণ,
যে-নিয়ন্ত্রণ বিনায়িত হ'য়ে ওঠে—
ঐ শ্রেয়ার্থ-অনুদীপনী উৎসারণ-অনুবেদনা নিয়ে ;
তা'তেই গড়ে ওঠে ব্যক্তিত্ব—
সুকেন্দ্রিক আত্মবিনায়িত

বোধিকুশল সার্থক অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে,
আর, এমনি ক'রেই
সুবিনায়িত ব্যক্তিত্ব
বৈশিষ্ট্যপালী স্বাতন্ত্র্যে
সুসংরক্ষিত ও সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে
ব্রাহ্মণ্যদেবের পূজারী হ'য়ে ওঠে,
অর্থাৎ মহৎ বা বৃহৎ ব্যক্তিত্বের
পূজারী হ'য়ে ওঠে,
এই পূজারী-সংখ্যা
সংখ্যায়িত হ'য়ে
সম্বর্দ্ধিত যত হ'য়ে ওঠে—
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির অন্বিত সঙ্গতিতে,
অনুশীলন-তৎপরতায় আত্মবিনায়িত ক'রে,—
দেশের ভিতর,
জাতির ভিতর
দ্রষ্টা পুরুষেরও আবির্ভাব হ'য়ে ওঠে
তেমনি ততই ;

তাই, যেমন ক'রেই হো'ক,
যে-পন্থায়ই হো'ক,
তুমি যদি
সুকেন্দ্রিক যোগ্যতার অনুশীলনে
ব্রাহ্মণ্যদেবের অর্থাৎ বর্দ্ধনদীপ্তির
পূজারী না হ'য়ে

অর্থগৃধ্নুতায়
চাকুরী-মনোভাবাপন্ন হ'য়ে ওঠ,
চাকুরী-জীবনে সম্বর্দ্ধনাকেই
তুমি যদি সম্বর্দ্ধনা বলে মনে কর,
তুমি সব হারাবে,
তোমার স্বাতন্ত্র্য-বর্দ্ধনা

মূক ও বধিরের মত
হারা ও ঠসা হ'য়ে চলবে ;
শুধু সত্তা-পোষণ ক'রে চললেই চলবে না,
সত্তাকে সম্বর্দ্ধিতও করতে হবে—
ব্যক্তিত্বকে বোধবিনায়িত ক'রে,
উচ্ছল শ্রেয়চর্য্যী নর্ত্তন-ছন্দে,
সার্থক বোধবিনায়িত অন্বিত সঙ্গতি-সম্পন্ন
ব্যক্তিত্বে অধিষ্ঠিত থেকে ;
তবেই তো তোমার এই
জীবন্ত মানুষী দেহের সার্থক চলন,
নয়তো, ওখানেই তুমি
গর্ব্বেপ্সু স্তিমিত বোধি নিয়ে
শ্লথ-মন্থরতায়
নিজেকে বিলিয়ে বিলোল ক'রে দিতে থাকবে—
ব্যর্থ প্রহেলিকার পটভূমিতে
ব্যর্থতার অভিনিবেশে
জীবনকে লোললুব্ধ ক্রীতদাস ক'রে ;
তাই, জীবন তোমার চাকরীলোভী হ'তে চায় না,
চায় জীবন-চর্য্যা,
চায়—
অনুশীলনায়,
উপচয়ী যোগ্যতায়
ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে
বর্দ্ধনায় বিকশিত হ'তে ;
আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টির অন্বিত-সঙ্গতিসম্পন্ন
এই সাবলীল ব্রাহ্মী-চলন
যা'তেই ব্যাহত হ'য়ে উঠবে,
সুকেন্দ্রিকতা শ্লথ, সন্দিগ্ধ ও সংক্ষুব্ধ
হ'য়ে উঠবে যা'তেই,
তাইই কিন্তু তোমার সাত্ত্বিক চলনের

অপঘাতবিধায়ক ;
ঈশ্বর বর্দ্ধনার বিপুল বর্ত্ম,
ব্যক্তিত্বের জীবন-স্থণ্ডিল,
প্রজ্ঞার প্রাণন-স্পন্দন। ৫৬৪৭।
২১।১।১৯৫৪, রাত ৯-১৫

তোমার বৈশিষ্ট্য, যোগ্যতা ও চরিত্রের
সমবায়ী সঙ্গতিই হ'চ্ছে—
তোমার মান
বা ব্যক্তিত্বের ওজন ;
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ানুচর্য্যী অন্বিত সঙ্গতিতে
তোমার ব্যক্তিত্ব যতই বিনায়িত হ'য়ে উঠবে—
মান-অভিমানের খতিয়ানী লেহাজ না রেখে,
আর, তা' যত প্রবুদ্ধ-প্রেরণায়
তোমার পরিবেশের সত্তাপূরণী হ'য়ে উঠবে,
লোক-হৃদয়ের শ্রদ্ধাও তত
ঐ মান বা মর্য্যাদায়
তোমাকে আদৃত ক'রে তুলবে,
আর, ঐ মানই হ'চ্ছে
তোমার ব্যক্তিত্বের মান বা ওজন ;
দাবীর তোড়ে যতই
তোমার মান বা মর্য্যাদাকে প্রতিষ্ঠা করতে যাবে,
তুমি অপদস্থই হ'য়ে উঠবে তত,
অনুরাগ-উদ্দীপ্ত সক্রিয় অনুচর্য্যা নিয়ে
শ্রেয়ানুগ পরিচর্য্যায়
নিজেকে বিনায়িত ক'রে তোল,
ঐ শ্রেয়নিষ্যন্দী কৃতিদীপনা
নিষ্পন্নতার নিবিড় আহ্বানে
তোমাকে মর্য্যাদার আসনে

অভিনন্দিত ক'রে তুলবে—
সঙ্গতিশীল চারিত্রিক বিকিরণায় ;
ঈশ্বর-অনুবেদনাই হ'চ্ছে
ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদা,
ঈশ্বরই বৈশিষ্ট্য, যোগ্যতা ও চরিত্রের
সমবায়ী সার্থক সন্দীপনা,
ঈশ্বরই কৃতিত্বের কৃতী-সম্বেগ। ৫৬৪৮ ।
২২।১।১৯৫৪, সকাল ১০-৩০

যদি তরতে চাও,
তরার মত ক'রেই চল,
এমনি ক'রে যতই চলবে,—
ততই যোগ্যতা অধিষ্ঠিত হবে তোমাতে। ৫৬৪৯ ।
২২।১।১৯৫৪, বেলা ১১-১০

সুকেন্দ্রিক বৈশিষ্টানুগ যোগ্যতা ও চরিত্রে
সার্থক নিষ্পাদনী তৎপরতায়
কৃতি-উচ্ছল আশিসে
যে যেমন বরেণ্য হ'য়ে ওঠে,—
ঈশ্বর পুরস্কৃত করেন তা'কে তেমনি । ৫৬৫০ ।
২২।১।১৯৫৪, বেলা ১১-১৫

যথাসম্ভব নিজেকে
সার্থক স্বাবলম্বী ক'রে তোল,
তাই ব'লে অন্যের অবলম্বন হ'তে
কৃপণ হ'য়ো না,
যে যত লোকর অবলম্বন হ'য়ে
তা'দিগকে উপযোগিতার সহিত

স্বাবলম্বী ক'রে তুলতে পারে—
সুকেন্দ্রিক সার্থকতায়,—
জীবনের আত্মপ্রসাদ তা'র তেমনি ততই,
শক্তিমত্তার পরিচয়ই ওখানে ;
ঈশ্বর সবারই পরম অবলম্বন,
তাঁতে নির্ভরশীল যে যতই,
অর্থাৎ তাঁতে যে যত আত্মবিনায়িত হ'য়ে
নিজেকে তদ্‌ভরণশীল ক'রে তোলে,
তা'র ব্যক্তিত্ব ততই ধারণ-পালনক্ষম হ'য়ে ওঠে,
ঈশ্বরই পরম ধাতা। ৫৬৫১।
২২।১।১৯৫৪, বিকাল ৫-১০

তোমার অন্তর্নিহিত যোগাবেগ
সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থ-অনুধ্যায়ী
সক্রিয় হ'য়ে উঠুক,
তোমার প্রবৃত্তিগুলি
ঐ যোগাবেগ-বিনায়িত
শ্রেয়সন্দীপী ইষ্টার্থ-উপচয়ী বলশালী
সুতৎপর হ'য়ে উঠুক ;
তোমার চক্ষু প্রীতি-উচ্ছল
খরমধুর দৃষ্টি-সম্পন্ন হ'য়ে উঠুক—
অন্তর্ভেদী দূরদর্শিতা নিয়ে ;
বোধি তোমার
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
সার্থক অন্বিত সঙ্গীতিতে
সুবিনায়িত হ'য়ে
প্রবুদ্ধ হ'য়ে উঠুক ;
বাক্য তোমার হৃদ্য অনুবেদনা-প্রবণ
লোক-হৃদয়স্পর্শী হ'য়ে উঠুক ;

ব্যবহার তোমার সত্তাসন্দীপী
সুপোষণী হ'য়ে উঠুক ;
আর, এইগুলির অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে
তোমার ব্যক্তিত্ব
অন্বয়ী বন্ধনে
সুবিন্যাসিত হ'য়ে গ'ড়ে উঠুক ;
আর, তোমার যা'-কিছু সব
আভিজাত্যের উচ্ছল অনুবেদনী উদ্বোধনায়
ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে উঠুক—
ঐশী বিভূতি নিয়ে ;
তুমি বল, বীর্য্য, আয়ুর অধিকারী হ'য়ে
সুখ-সাফল্যে
ব্রাহ্মণ্য-অনুবেদনায়
অমৃতস্পর্শী হ'য়ে চল,
তোমার অস্তিত্ব
ঈশিত্বের জয় ঘোষণা করুক ;
ঈশ্বর চির-করুণা-প্রদীপ্ত,
ঈশ্বর প্রীতি-উচ্ছল অমৃতস্বরূপ,
ঈশ্বর সবারই জীবন-বিভব । ৫৬৫২ ।
২৩।১।১৯৫৪, সকাল ৯-৪০

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ মূর্ত্ত ইষ্ট
বা আদর্শ পুরুষোত্তমই
তোমাদের জাতীয় পতাকার প্রাণস্বরূপ
হ'য়ে উঠুন ;
চতুর্ব্বর্ণ-বিরেখ
সুদর্শনচক্র-বিভূষিত
পবিত্র পরমার্থ-অভিধ্যায়ী
প্রাণনপ্রদীপী উড্ডীয়মান

নর্ত্তনলাস্যমণ্ডিত হ'য়ে উঠুক তা';
ঐ ইষ্টপ্রাণ প্রাণনলাস্যই হ'য়ে উঠুক
তোমাদের সংহতির জীবন্ত মন্ত্র—
তন্ত্রনিয়মনী উৎসর্জ্জন-অনুক্রমণায়;
তোমরা পতাকাকে যখনই প্রণাম করবে,
মনে রেখো—
সেই পতাকা প্রাণবন্ত—
তোমাদের ঐ বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ মূর্ত্ত
আদর্শ-পুরুষোত্তমে,
সেই পতাকার প্রণাম-মন্ত্র হ'য়ে উঠুক—
'বন্দে পুরুষোত্তমম্'—
সেই পুরুষোত্তমেরই ধ্যানবিভোর জাগ্রত স্মৃতি নিয়ে;
তোমাদের স্বরাষ্ট্রনীতিই হো'ক,
আর, পররাষ্ট্রনীতিই হো'ক,
তা' যেন সর্ব্বথাই
স্বস্তি-প্রণোদনায় পরিচালিত হয়—
সন্ধিৎসু সত্তাপোষণী স্বাচ্ছন্দ্যের
ছান্দোগ্য-অনুশীলনী তৎপরতা নিয়ে,
সাম্য, সাগ্নিক সম্বর্দ্ধনা
অর্থাৎ সম্বর্দ্ধনী অগ্রগতি ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের
সুকেন্দ্রিক, সুবিনায়িত অন্বিত চলনে,
অসৎ-নিরোধী, তৎপর প্রস্তুতির পবিত্র উপকরণে;
তোমাদের সব্যষ্টি গণদেবতা যেন
আদর্শ-পুরুষোত্তমের
অর্ঘ্য-অন্বিত সঙ্গীত-শালিন্যে
ব্রাহ্মণ্য-অনুবেদনী অভিধায়
সুনিয়ন্ত্রিত হয়;
ঐ পরম-শ্রেয় পরাৎপর পুরুষোত্তমের
ঋক্-অনুপ্রেরণার
সাত্ত্বিক মূর্চ্ছনায়

সার্থক অন্বিত সঙ্গীতিতে
ধী-দীপনী তৎপরতায়
প্রতিটি ব্যক্তিত্ব যেন বিনায়িত হ'য়ে ওঠে ;
তোমাদের বোধি যেন
অন্বিত সঙ্গীতিশীল
সক্রিয় সুতৎপর সার্থকতার উদাত্ত অনুশীলনে
যোগ্যতা-অর্জ্জনী মূর্ত্তিমান
জীয়ন্ত ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন হ'য়ে ওঠে—
বৈশিষ্ট্য-অনুক্রমিক অনুবেদনী
অর্থান্বিত অনুক্রমণায় ;
এই বৈশিষ্ট্য, যোগ্যতা ও চারিত্র্যের হোমবহ্নিতে
পারিবেশিক বিশাল অভ্যুত্থানে
রাষ্ট্রপরিধিকে উচ্ছল ক'রে
প্লাবন-ভঙ্গিমায়
প্রতিটি রাষ্ট্রের প্রতিটি ব্যষ্টিকে
ঐ আদর্শ-অন্বিত অনুবেদনায়
উদ্বোধনী অনুক্রমে
যোগ্যতায় জীয়ন্ত ক'রে তোল—
একটা প্রীতি-উচ্ছল ঐক্য-অনুবেদনী
অভ্যর্থনার অর্ঘ্য-নিবেদনে ;
অর্জ্জনী উৎক্রমণাই হ'য়ে উঠুক
তোমাদের অন্তর্নিহিত উদাত্ত-অভিযান,
তা'র নিষ্পন্নতাই হো'ক
তোমাদের আহব-হোম,
অমৃতলালসাই হ'য়ে উঠুক তোমাদের যজ্ঞ-অগ্নি ;
আর, সব তুমি—
সব তোমরা
যাজ্ঞিক অনুক্রিয়ার ভিতর-দিয়ে
নিষ্পন্নতার স্বস্তি-তিলক-বিশোভিত হ'য়ে
সার্থক হ'য়ে ওঠ সেই যজ্ঞেশ্বরে ;

ঐ পরম আদর্শ—
তিনিই পরম পুরুষোত্তম,
ঈশ্বর-আশিস্
তোমাদের মস্তকে
পুষ্পল ধারায় পরিবর্ষিত হো'ক ;
ঈশ্বরই পরম প্রভু,
ঈশ্বরই বিধাতা,
ঈশ্বরই যাগদীপনী নিষ্পন্নতার
অন্বিত অর্ঘ্য,
তিনিই যজ্ঞেশ্বর । ৫৬৫৩ ।
২৩।১।১৯৫৪, সকাল ১০-৫৫

তোমরা যে যেখানেই থাক,
যে যা'তেই নিযুক্ত থাক,
যে যে-ব্যাপারেই নিবদ্ধ থাক না কেন,
ধর্ম্মের ডাক,
কৃষ্টির ডাক,
ধর্ম্ম ও কৃষ্টির সঙ্গতিসম্পন্ন
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেরিত পুরুষোত্তমের ডাক
যখন যে-অবস্থায়ই
তোমার কাছে উপস্থিত হো'ক না কেন,
অনতিবিলম্বেই
সেখানে উপস্থিত হবেই কি হবে—
নিঃসন্দিগ্ধ-চিত্তে
ভালমন্দের তোয়াক্কা না ক'রে ;
কারণ, এ-ব্যাপারে কোন দ্বিধা, দ্বন্দ্ব,
প্রতিকূল চিন্তা, শৈথিল্য
বা দীর্ঘসূত্রতার প্রশ্রয় যদি দাও,
সত্তাসংঘাতী, অদূরদর্শী

সংকীর্ণ প্রবৃত্তি-অভিভূতিই
পেয়ে বসবে তোমাকে ;
তোমার ব্যক্তিত্বের বর্দ্ধন-বিধৃতি
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
অনুশীলন-আবেগোচ্ছল দৃঢ়-উদ্যমে
উদ্যোগী হ'য়ে উঠবে না,
তোমার ব্যক্তিত্ব শৈথিল্যে শ্লথ হ'য়ে
ক্লীব মনোবৃত্তিতে উপনীত হ'তে থাকবে,
বর্দ্ধনার যোগ্য জীবন হ'তে
বঞ্চিত হবে তুমি ;
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টি-যাজ্ঞিকতায়
জাগ্রত প্রস্তুতিই হ'চ্ছে—
প্রীতির প্রাণন-আলিঙ্গন,
সংহতির শীল-সার্থকতা,
উন্নতির নতি-নিয়মন,
পরাক্রমের তাপন-বিক্রম,
এমনি ক'রেই জীবনকে
আহব-আহুতি ক'রে তোল। ৫৬৫৪।
২৩।১।১৯৫৪, বেলা ১১-১৫

তোমার অনুচর্য্যা বা সেবা যদি
সত্তা, পরিবেশ, পরিস্থিতির
অন্বিত সঙ্গতি-শালিন্যে
সুবিবেচিত হ'য়ে
শুভদ সাত্ত্বিক সুপোষণায়
ব্যবহৃত না হ'লো,—
তোমার ধী ধারণা-বিধৃত হ'য়ে
বোধি-বিনায়নী তৎপরতায়
বাস্তব উপযোগিতাকে

নির্দ্ধারণ করতে পারবে না,
তুমি দক্ষ হ'য়ে উঠতে পারবে না,
সুবিবেচক হ'য়ে উঠতে পারবে না,
অনুচর্য্যার সুপ্রয়োগ হ'তে
বঞ্চিত হবে তুমি ;

সেবা মানেই হ'চ্ছে
সত্তাকে পরিপালিত ক'রে তোলা,
পরিপোষিত ক'রে তোলা,
পরিপূরিত ক'রে তোলা,
আর, ঐ পরিপালন, পরিপোষণ ও পরিপূরণের
অন্বিত তাৎপর্য্যশীল অনুচর্য্যাই হ'চ্ছে—
সেবার প্রাণ ;

ঔপকরণিক প্রস্তুতি
যদি বিহিত, সুবিনায়িত
ও প্রয়োগ-অনুপাতিক যথোপযুক্ত না হ'য়ে
খুঁতো ও বিক্ষোভী হ'য়ে ওঠে,
সে-সেবায় তোমার ব্যক্তিত্ব
বিনায়িত হ'য়ে উঠবে না,
সুকেন্দ্রিকতায় প্রস্বস্তি লাভ করবে না ;
তাই, সেবাই যদি করতে চাও
নজর রেখো—
তোমার সেবা যা'তে
নিখুঁত ও সার্থকতা-সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
তা' যদি সুকেন্দ্রিক প্রীতিসন্দীপ্ত
অন্তরাসী না হয়,
বা তোমার শ্রেয়-পরম ও তৎসংশ্রয়ী যা'রা,
যা'রা তোমার সেব্য,
তা'দের সত্তা, স্বস্তি ও তৃপ্তি
তোমার কাছে যদি মুখ্য না হ'য়ে ওঠে,
তাহ'লে ঐ অনুচর্য্যা, পরিচর্য্যা ও সেবা

সর্ব্বতঃ-সুচিন্তিত
প্রস্তুতি-সহকারে
নিষ্পন্নতায় পরিপূরিত হ'য়ে উঠবে না ;
সেবাতেই যদি সার্থক হ'তে চাও,
সর্ব্বতঃ-বিবেচনায়
তা'কে সুনিষ্পন্ন ক'রে তোল—
সত্তাপোষণায় অর্থান্বিত ক'রে ;
ঈশ্বরই সুকেন্দ্রিক সেবানুবেদনা,
সেবা ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে ওঠে,
ঈশ্বরই সেবাপ্রাণ প্রাজ্ঞ-পরিবেদনা । ৫৬৫৫ ।
২৩।১।১৯৫৪, বেলা ১২-৫

নিযুক্ত হও প্রবল আগ্রহ নিয়ে—
অচ্যুত শ্রেয়কেন্দ্রিক অনমনীয় উদ্যম উদ্যোগে,
ঐ অন্তরাসী আগ্রহ
তোমাকে বিনায়িত ক'রে তুলুক,
আর, এমনি ক'রেই যোগ্যতায় উপযুক্ত হ'য়ে
বাঁচ,
আরো বেঁচেই চল । ৫৬৫৬ ।
২৩।১।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-১৫

বাস্তব উপলব্ধি-সম্ভূত
সার্থক অন্বিত সঙ্গতিশীল জ্ঞানকেই
বিদ্যা বলে । ৫৬৫৭ ।
২৩।১।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-৩০

তোমার প্রয়োজন,
তোমার অভাব,—

একথা মনে আসার সঙ্গে-সঙ্গে
তুমি কি ভেবে দেখেছ—
তুমি কোথাও প্রযুক্ত হয়েছ কিনা ?
প্রযুক্ত কথার মানেই হ'চ্ছে
বিশেষভাবে কোথাও তোমাকে
নিয়োজিত বা নিযুক্ত করেছ কিনা—
তা'র যা'-কিছু অনুবেদনী অনুচর্য্যী দায়িত্ব নিয়ে,
যদি ক'রে থাক,
তিনি তোমার পক্ষে
জীবনবর্দ্ধনী শ্রেয় কিনা,
অর্থাৎ তিনি তোমার বাঁচাবাড়ার
শুভানুধ্যায়ী অনুপ্রেরক কিনা,
বাস্তবভাবে তিনি যদি তা' হ'য়ে থাকেন,
ঐ অনুচর্য্যার ভিতর দিয়ে
তুমি যোগ্যতা লাভ করেছ,
ঐ যোগ্যতাই তোমার প্রয়োজন-আপূরণে
সিদ্ধহস্ত হবে,
অভাবের বেলায়ও তা'ই কিন্তু ;
ঐ শ্রেয়তে ভাবনিবন্ধ যদি হ'য়ে থাক—
বাস্তবভাবে,
দায়িত্বশীল অনুবেদনী অনুচর্য্যায়,—
ঐ অন্তরাসী ভাব
তোমাকে
তোমার আগ্রহের ভিতর-দিয়ে
অমনতরভাবেই নিয়ন্ত্রণ ক'রে চলবে,
তুমি অভাবধুক্ষিত হবে না
একথা ঠিকই,
এক-কথায়, তোমার প্রীতি-উৎসারণা
যোগ্যতায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে—
সঙ্গীতিশীল অন্বিত তৎপরতায়,

ঐ শ্রেয়ে অর্থান্বিত উপচয়ী অনুচর্য্যায় ;
আর, তোমার ঐ বোধোদ্দীপ্ত সক্রিয়
অনুচর্য্যী আবেগ
তোমাকে যোগ্যতায় অধিষ্ঠিত ক'রে
তোমার প্রয়োজন বা অভাবের
নিরাকরণ তো করবেই,
আর, ঐ অনুদীপনায়
যা'তেই তুমি অন্তরাসী হ'য়ে উঠবে,
তোমার ঐ অভ্যস্ত স্বভাব
তা'তেই তোমাকে কৃতী ক'রে তুলবে—
অনুশীলনার অন্বিত তৎপরতায়,
এই তোলার ভিতর-দিয়ে
তোমার পাওয়া হ'য়ে উঠবে
স্বতঃ ও স্বাভাবিক ;
আর, প্রযুক্তি বা নিযুক্তির কেন্দ্র যদি তোমার
অসৎ হ'য়ে থাকে,
ঐ অন্তরাসিতা
তোমার জন্ম ও জীবনকেও
অমনতর দুস্তরতায় নিমজ্জিত ক'রেই
অপলাপের কলুষ কন্দরে
তোমার সমাধি রচনা করবে ;
তাহ'লেই বুঝলে—
তোমার প্রয়োজন বা অভাব-মোচনের
গোড়ার কথাই হ'চ্ছে—
তুমি কেমনতর সুকেন্দ্রিক,
তুমি কেমনতর শ্রেয়ানুচর্য্যী,
তুমি কেমনতর যোগ্যতাসন্দীপী
অর্জ্জন-সম্বেগী—
প্রীতি-উৎসারণী হৃদ্য অনুবেদনা নিয়ে,
যা'র ফলে, তোমার সংস্পর্শে

তোমার আবির্ভাবে
মানুষ অনুপ্রেরিত হ'য়ে
যোগ্যতার অনুশীলনে নিজেকে স্বচ্ছল ক'রে তুলতে পারে,
তোমাকে পেয়ে
তোমাকে দিয়ে
সুখী হয়,
আত্মপ্রসাদ লাভ করে ;
ঈশ্বর চির-স্বচ্ছল,
ঈশ্বরকেন্দ্রিকতা মানুষকে উচ্ছলই ক'রে তোলে—
যোগ্যতার অনুদীপনী উদ্বর্দ্ধনার হোমপ্রেরণায়,
ঈশ্বর সবারই প্রাণনবীর্য্য। ৫৬৫৮।
২৭।১।১৯৫৪, সকাল ১০-৫

যে তোমাকে সোহাগ ক'রে
উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে,—
একটা বাস্তব অভিব্যক্তির
বিভূতি-সন্দীপনায়
তোমার সোহাগ যদি তা'কে
উচ্ছ্বসিত ক'রে তুলতে না পারে—
তদনুগ অনুচর্য্যী অনুবেদনী শুশ্রূষায়,
তোমার হৃদয় মরুমরীচিকায়
ক্রমেই অতর্পিত হ'য়ে উঠবে ;
তাই, তৃপ্ত কর,
তৃপ্ত হও—
সদনুচর্য্যী উৎক্রমণী উদ্দীপনা নিয়ে। ৫৬৫৯।
২৭।১।১৯৫৪, বেলা ১১টা

তোমাকে পেয়ে
যে প্রীতি-উচ্ছল হ'য়ে ওঠে—
ভূয়সী অন্তর-উদ্দীপনায়,

তা'র সৌজন্য-অভিজ্ঞান থাকুক বা না-থাকুক,
তুমি যদি সেখানে
ঐ প্রীতি-পরিচর্য্যায় বিক্ষুব্ধ হ'য়ে
সংঘাত সৃষ্টি কর,
প্রকৃতির অভিশপ্ত নিদাহ-ধুক্ষা
তোমাকে দুর্ভোগগ্রস্ত ক'রে
অন্তরকে রোরুদ্যমান ক'রে তুলবে। ৫৬৬০।
২৭।১।১৯৫৪, বেলা ১১-৫

শ্রেয়ার্থ-অনুনয়নে
নিজেকে যদি অনুশাসিত ক'রে থাক,
তখন তোমার
অন্যকে শাসন করার ক্ষমতা
স্বতঃই সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠবে,
তোমার সত্তাপোষণী বিধিবিনায়িত অনুশাসন
মেনে চলার প্রত্যাশায়
মানুষ উদ্গ্রীব হ'য়ে রইবে,
ঐ শাসনে তখন তা'রা
কৃতার্থ মনে করবে নিজেকে ;
যে নিজে শাসিত নয়,—
তা'র শাসন মানুষকে ধুক্ষিতই ক'রে তোলে। ৫৬৬১।
২৭।১।১৯৫৪, বেলা ১২-৩০

তুমি মানুষের সত্তানুগ প্রবৃত্তিকে
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়সন্দীপী সত্তাপোষণী অনুপ্রেরণায়
উচ্ছল উদ্যমী ক'রে তোল—
সক্রিয় অনুশীলনী আবেগকে
উদ্দাম ক'রে,
প্রীতিকুশল দক্ষ হৃদয়গ্রাহী পরিভৃতির পরিসেচনায়

এমন তরতরে ক'রে
যা'তে তদনুগ অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
সে যোগ্যতায় অধিষ্ঠিত না হ'য়েই
থাকতে পারে না,
আর, বোধকুশল অন্বিত সঙ্গতিতে
নিজের পারগতার প্রত্যয়ে
নিঃসন্দেহ হ'য়ে ওঠে—
অসৎ-নিরোধী তৎপরতার সার্থক শালিন্যে,
সঙ্গে-সঙ্গে তা'কে পারগ ক'রে তোলার পরিচর্য্যায়
পরিবেশের যা'কে যা'কে সম্ভব
তা'র অনুচর্য্যী ক'রে তুলো ;
এই সাহায্য, সহানুভূতি ও সমর্থনের ভিতর-দিয়ে
প্রতিপ্রত্যেককে স্মিতগৌরবে সম্বুদ্ধ ক'রে তোল—
ঐ যোগ্যতার কৃতী কৃতার্থ আত্মপ্রসাদে ;
এমনি ক'রেই সবাই
আত্মনির্ভরশীল হ'য়ে উঠুক—
যোগ্যতার অনুশীলনী সন্দীপনায়
সন্তৃপ্ত হ'য়ে,
নিজের কাছে নিজে বিশ্বস্ত হ'য়ে উঠুক,
দুঃখ-দারিদ্র্যের দুর্ম্মদ দলনকে অবদলিত ক'রে
মানুষ স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যকে উপভোগ করুক,
ধর্ম্ম ধৃতিবিভোর হ'য়ে
আশিস্-অঞ্জলিতে
শান্তিজলে অভিষিক্ত ক'রে তুলুক তোমাদিগকে,
ঈশ্বরের অনুশাসন পুষ্পবৃষ্টি হ'য়ে
তোমাদের মস্তকে বর্ষিত হো'ক,
ধৃতি-বিনায়িত যোগ্যতা
তোমাদিগকে স্বচ্ছলতায় উচ্ছল ক'রে তুলুক,
ঈশ্বর তোমাদের যাজন সার্থক ক'রে তুলুন । ৫৬৬২ ।
২৮।১।১৯৫৪, সকাল ৯-১০

যে-যে বাক্যের অবতারণা ক'রে
তুমি অন্যকে আঘাত দিতে থাকবে,
যা'কে আঘাত দিচ্ছ—
তা'র অন্তরে তেমনতর কিছু থাক্ বা না-থাক্,
ঐ অবতারণা তা'কে তাড়িত ক'রে
অর্থাৎ উস্‌কে দিয়ে
তোমার প্রতিও ঐ জাতীয় সংঘাত সৃষ্টি করতে
কসুর করবে না কিন্তু ;

তাই বলি—
তোমার ভর্ৎসনা বা আঘাত যেন,
যা'কে আঘাত দিচ্ছ,
হৃদ্য হ'য়ে ওঠে তা'র পক্ষে,
সে-আঘাত তোমার জীবন-চলনায়
ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে কমই,
আর, যা'কে আঘাত দিলে—
শ্রেয়-সন্দীপনায়
সুবিনায়িত উদ্যোগী হ'য়ে উঠতে
সাহায্য করবে তাকেও ;
তুমি সক্রিয় হ'য়ে ওঠ তেমনি ক'রেই—
যা'র প্রতিক্রিয়া তোমাকে
পুষ্ট ও পরিতুষ্ট ক'রে তোলে ;
ঈশ্বর সবারই প্রাণন-তোষণা,
আর, পোষণার বাস্তব-বিভূতি । ৫৬৬৩ ।
২৮।১।১৯৫৪, সকাল ১০টা

যে-বেদনায়
চাপলে প্রীতিপ্রদ হয়,
স্বস্তিপ্রদ হয়,
মানুষকে যদি চাপতে হয়,

অমনতর অবস্থায়ই চেপো—
সে-বেদনা শরীরগতই হো'ক,
বা অন্তর্জাতই হো'ক ;
মনে রেখো—
তোমার চাপ যেন তার স্বস্তিবিধায়ক হয়,
শুভদ শৌর্য্যসন্দীপী হয়। ৫৬৬৪।
২৮।১।১৯৫৪, সকাল ১০-১৫

তুমি যদি পূর্ব্বে কারো প্রতি
কোন অপ্রীতিকর ব্যবহার ক'রে থাক—
তা' ক্রমান্বয়েই হো'ক
বা কোন ব্যাপার বা বিষয়-ব্যপদেশে
বিশেষ কোন সময়েই হো'ক,
এবং তারপর তুমি যদি
তার প্রতি কোনপ্রকার হৃদ্য ব্যবহারও কর—
হৃদ্য বাক্ ও অনুচর্য্যা নিয়ে,—
সে তোমাকে দেখতে চেষ্টা করবে
ঐ পূর্ব্বের অপ্রীতিকর ব্যবহারের
অনুবেদনী অনুস্মৃতি নিয়ে ;
তোমার আচার, ব্যবহার, বাক্য ও ভঙ্গীর প্রতিফলন
মানুষের স্মৃতিচেতনায় দীপ্ত থেকে
তা'কে সাধারণতঃ তদ্ভাবেই
ভাবান্বিত ক'রে তুলতে চায় ;
তাই বুঝে রেখো—
কাউকে দুর্ব্যবহারে
উদ্বেজিত ও বিরূপ ক'রে রাখা
সমীচীন নয়কো,
এবং তা' তা'র ও তোমার উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর,
তেমনতর স্থলে

বাক্য, ব্যবহার ও অনুচর্য্যায়
শুভদ অনুদীপনা নিয়ে—
সে যা'তে নন্দিত হয়
তা' করতে চেষ্টা ক'রো ;
তোমার ঐ পূর্ব্বকৃতির দরুন
বার-বার বিফলমনোরথ হ'লেও
নাছোড়বান্দা হ'য়ে
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী শ্রেয়সন্দীপী সংচলনে
নিজেকে সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে
সুকেন্দ্রিক হৃদ্য অনুপ্রেরণায়
তা'র সত্তাসঙ্গত অস্মিতাকে উৎফুল্ল ক'রে তুলতে
চেষ্টা কর,
আর, কাজেও কর তেমনি—
অসৎ-নিরোধে সজাগ থেকে,
এতে তুমি সফলই হবে প্রায়শঃ—
তোমার প্রতি তা'র ঐ বিরূপ স্মৃতিচেতনাকে
অপসারিত ক'রে
মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ করতে তা'কে ;
এমনি ক'রেই
তা'র ও তোমার মধ্যে অসদ্ভাব যা'
তা'র নিরাকরণ করতে পারবে,
তা'র হৃদয় জয় করতে পারবে তুমি,
শুধু তা'র কেন,
সপারিপার্শ্বিক তা'র,
তুমিও সুখী হবে,
সেও সুখী হবে ;
ঈশ্বর সবারই প্রীতি-প্রেরণা,
ঈশ্বরই হৃদ্য অনুচর্য্যার জাগ্রত চেতনা—
প্রণয়ের প্রাণন-বিধাতা। ৫৬৬৫।
২৮।১।১৯৫৪, বেলা ১১টা

যে
সহানুভূতির সঙ্গে বোধ করতে পারে না,
তেমনতর হৃদয়হীন হীনম্মন্য গর্ব্বপ্রসূ মানুষের কাছে
যদি অযাচিতভাবে সমীচীন অনুরোধও করা যায়,
তা'তেও তা'র অন্তরবৃত্তি নিরুদ্ধই হ'য়ে থাকে,
বিকৃত অনুনয়নে
বিকারলুব্ধ গরিমায়
সে তা'কে তাচ্ছীল্যই ক'রে থাকে প্রায়শঃ ;
কিন্তু অমনতর অনুরোধে
প্রীতি-প্রসিক্ত শ্রদ্ধোষিত হৃদয়
সক্রিয় সহানুভূতি নিয়ে
অনুরুদ্ধ বিষয়ের সুবিবেচনা ও সুসমাধানে
তৎপরই হ'য়ে ওঠে ;
তাই, প্রীতি-প্রসিক্ত যে নয়,
শ্রদ্ধাসন্দীপ্ত যে নয়,
বোধ-বিধৃতি যা'র নাই যে-বিষয়ে
বা যা'র বিষয়ে,—
অনুরোধ সেখানে গরিমা-বিভোর
বিরোধেরই সৃষ্টি ক'রে থাকে ;
তাই, মানুষকে প্রীতি-প্রসিক্ত ক'রে তোল,
উদ্যোগী উচ্ছল ক'রে তোল,
তাহ'লে তার হৃদয়াবেগ
লাখ নিরোধকে ব্যাহত ক'রে
স্বতঃই সহানুভূতি-সম্পন্ন হ'য়ে উঠবে
তোমার প্রতি,
সেখানে সফল হ'বে তুমি । ৫৬৬৬ ।
২৮।১।১৯৫৪, রাত ৯-১৫

তুমি যদি ঈশ্বর-অনুশাসনকে
অবজ্ঞা ক'রে চল,

জীবনে সক্রিয়ভাবে
তাঁ'র অনুশাসনগুলিকে পরিপালন না কর,
লাখ ঈশ্বরের দোহাই
বা বাচাল তত্ত্বকথায়
কা'রো হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারবে না,
তা'তে তুমিও উপকৃত হবে না,
অন্যেও হবে না;
বিকেন্দ্রিক বিকৃত মস্তিষ্কে
বিকৃত বাক্-ব্যবহারে
যা'রা অনুগতিসম্পন্ন,—
তা'দের পরিণাম
বিকারগ্রস্ত হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। ৫৬৬৭।
২৮।১।১৯৫৪, রাত ১০-৪৫

সুকেন্দ্রায়ণী অনুপ্রেরণ-সন্দীপনার ভিতর-দিয়ে
যে যত যা'দের
সত্তার পোষণ, পূরণ ও পালন-পরিচর্য্যায় নিরত,
সে ততই তা'দের প্রিয় হ'য়ে উঠে থাকে,
শ্রদ্ধাস্পদ হ'য়ে উঠে থাকে,
আর, মর্য্যাদাতেও প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে ওঠে
তা'দের অন্তরে—
স্বস্তিপন্থীদের কাছে তো বটেই;
বিচ্ছিন্ন বিকেন্দ্রিক অনুচলনার ভিতর-দিয়ে
যা'রা মানুষকে অমনতর অনুদীপনায়
উদ্দীপ্ত করতে চায়,
ব্যর্থ সঙ্গীতি তা'দিগকে
বিদ্রূপই ক'রে থাকে;—
কারণ, সুকেন্দ্রিক সংহিত অভিযানই সত্তা,
আর, ঐ সাত্ত্বিক সুকেন্দ্রিক অনুচলনই হ'চ্ছে জীবন,

আর, তা'র সার্থক সম্পোষণী
কেন্দ্রায়িত বিনায়নাই হ'চ্ছে বৰ্দ্ধন। ৫৬৬৮।
২৯।১।১৯৫৪, রাত ৮টা

যা' তুমি জান না,
সুকেন্দ্রিক সার্থক অন্বিত সঙ্গতি-সহ
তা'কে উপলব্ধি করাই বেদের ভূমি ;
আর, ঐ জানাগুলির
সার্থক বিন্যাস-বিনায়নী বিধির
অবগতিই হ'চ্ছে দর্শন ;
সার্থক সুকেন্দ্রিক অন্বিত সঙ্গতিতে
বৈধী বিনায়নী তৎপরতায়
যা'-কিছুকে জেনে
তা'র নিয়ন্ত্রণী বিধিকে
সম্যক্‌ভাবে নিরূপণই হ'চ্ছে—
বেদদর্শন ;
তাই যা'তে বা যে-বিষয়ে
তুমি অজ্ঞ,—
সেগুলিকে জান,
আর, ঐ জ্ঞানের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থিতির ভিতর-দিয়ে
বিধিকে তোমার দর্শনে নিয়ে আস,
আর, তদনুগ চলনে চ'লে
অমৃতকে উপভোগ কর,
অমৃত-লাভের পন্থাই ঐ। ৫৬৬৯।
৩০।১।১৯৫৪, সকাল ৭-১১

তোমাকে যে ঘৃণা করে,
অবজ্ঞা করে

বা তাচ্ছীল্য করে,
সে কিংবা তোমার শত্রুও যদি
অযাচিতভাবে
উচ্ছল আবেগে
তোমার কোনপ্রকার উপকার করতে চায়
বা করে,—
আর, তা' যদি দুরভিসন্ধিমূলক
দাম্ভিক প্রত্যাশা-বিক্ষুব্ধ
ব্যাহৃতি-বিদুষ্ট না হয়,
অর্থাৎ লুব্ধ আকর্ষণে
তোমাকে বিধ্বস্তির পথে পরিচালিত না করে—
তোমার কৃতজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে
তোমাকে বিবেক-বিরুদ্ধ অসৎ কাজে লিপ্ত ক'রে,—
ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ও অভিজাত অভিধায়িতাকে
বজায় রেখে
বিনীত অঞ্জলির সহিত
তা' গ্রহণ ক'রো,
ধন্যবাদ দিও,
আর, সজাগ থেকো সন্ধিৎসা নিয়ে
যা'তে তুমিও তোমার সাধ্যমতন
তা'র উপকারে আসতে পার,
এবং ফুরসুত পেলেই তা' ক'রো,
কারণ, ঐ অমনতর দায়িত্বপূর্ণ উপকার
বান্ধবতার হোম-আহুতি
বা প্রীতি-বন্ধনের আগমসূত্র। ৫৬৭০।
৩০।১।১৯৫৪, রাত ৮টা

মানুষের কোন দুষ্ট প্রবৃত্তি দেখলেই
তা'কে অবজ্ঞা ক'রো না,

ঘৃণা ক'রে তা'কে দূরে ফেলে দিও না,
দেখো তা'র ভিতর কী কী সৎ-অনুদীপনা আছে,
সেইদিকে তা'র প্রবণতাই বা কেমনতর,
যে প্রবণতা অপেক্ষাকৃত বেশী,
সেইদিকে তাকে সক্রিয় ক'রে তুলতে চেষ্টা ক'রো ;
আর, এই দুষ্ট প্রবৃত্তির আবেগ-উদ্দীপনাকে
ঐ দিকেই ক্রমশঃ সঞ্চালিত করবার
কায়দা খুঁজে বের ক'রো—
তা'র বৈশিষ্ট্যের অনুদীপনী উৎসাহকে
সম্বেগশালী ক'রে,
অনুপ্রেরণায় প্রবুদ্ধ ক'রে তুলে,
অসৎ-নিরোধে সজাগ থেকে ;
আর, এ করতে হ'লেই
এমনভাবেই
শিষ্ট প্রীতিদীপনা নিয়ে
লালনে-পালনে
হৃদ্য শাসন-নিয়মনে
তা'র অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধা-সম্বেগকে
উৎসারিত ক'রে তুলতে হবে,
যা'তে তোমার আন্তরিক ইচ্ছাকে বুঝে-সুঝে
সে তা'রই আপূরণী চলনে
না চ'লেই থাকতে পারে না ;
এই প্রীতি-উৎসারণী নিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে
সে যা'তে সুকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠে,
উদ্যম-আবেগী কর্ম্মনিরত হ'য়ে ওঠে,
তেমনি ক'রেই
অনুপ্রেরিত ক'রে তুলতে থাক তা'কে ;
করুণাময়
কৃতিদীপনার ভিতর-দিয়ে
তা'কে হয়তো

পরিশুদ্ধ ক'রে তুলবেন,
তোমরাও ঐ অনুচর্য্যী আত্মপ্রসাদে
কৃতার্থ হ'য়ে উঠবে ;
মানুষকে যতই সুকেন্দ্রিক শ্রেয়সন্দীপী
ক'রে তুলতে পারবে,
রাগ-উদ্যমে সক্রিয় উদ্যোগী ক'রে তুলতে পারবে,
উপচয়ী কর্ম্মনিরত ক'রে তুলতে পারবে,
অন্বিত সঙ্গতির বোধদীপনী পরিচর্য্যায়
তা'র সত্তাকে
স্বস্তিপ্রসন্ন ক'রে তুলতে পারবে যতই—
ধ'রে, ক'রে,
ধরিয়ে, করিয়ে,
তা'র ব্যক্তিত্বও হ'য়ে উঠবে তেমনতর,
যোগ্যতার অভিসারণী অনুদীপনায়
তা'র প্রাপ্তিও ঘটে উঠবে তেমনি ;
ঈশ্বরই ভজন-উৎসারণা,
ভক্তির প্রাণারাম পরম-বিগ্রহ,
প্রদীপনী যোগসম্বেগের পরম উৎস তিনিই। ৫৬৭১।
৩০।১।১৯৫৪, রাত ৮-৪০

সুনিষ্ঠ শ্রদ্ধোৎকর্ণ হ'য়ে থাক,
প্রেরণা নাও—
পেয়ে নিজেকে অনুপ্রেরিত ক'রে তোল,
কর—নিখুঁত নিষ্পন্নতায়,
অনুশীলনী যোগ্যতায় যাগদীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
তদনুগ প্রাপ্তিতে সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে চল। ৫৬৭২।
৩১।১।১৯৫৪, রাত ১০-৪৫

আপদ্ধর্ম্মের সময়
অনেক অনুশাসন হয়তো

অগ্রাহ্য করা যায়,
কিন্তু জনন-অনুশাসন যেগুলি
সেগুলি যথাসাধ্য পরিপালন করাই উচিত,
কারণ, সুজনন
পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে
শ্রীমণ্ডিতই ক'রে তুলতে পারে,
তা'র ব্যভিচার পরিধ্বংসেরই স্রষ্টা। ৫৬৭৩।
১।২।১৯৫৪, রাত ৯টা

দরদহারা কর্ত্তব্য,
বোধহীন পাণ্ডিত্য,
সহানুভূতিবিহীন সৌজন্য—
এগুলি সবই বাবুয়ানী চালমাত্র,
এতে ব্যক্তিত্ব বিনায়িত ও বর্দ্ধিষ্ণু হয় না—
সার্থক বিন্যাস-বিভূতি নিয়ে,
তা' নিজেরও যেমন,
অপরেরও তেমনি। ৫৬৭৪।
২।২।১৯৫৪, বিকাল ৫টা

তোমার দৈনন্দিন জীবনেই হো'ক
বা সমগ্র জীবনেই হো'ক,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয় যিনি তোমার,
যিনি তোমার কেন্দ্রপুরুষ,
তাঁ'র নিদেশ যখনই অবজ্ঞা ক'রে চলেছ,
অর্থাৎ তাঁ'র পালন-চলনে চল নি-কো,
তখনই জেনো—
তাঁ'কেই অবজ্ঞা করেছ,
এবং তোমার ব্যক্তিত্বকেও খিন্ন ক'রে তুলেছ
তা'র ভিতর-দিয়ে;

কিন্তু তোমার অন্তর-আবেগ
যদি আরতিস্রোতা হয়,
ঐ ভাঙ্গা-গড়ার ভিতর-দিয়ে
তুমি নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে
ক্রমশঃই সমর্থ হ'য়ে উঠবে—
বিনায়িত সার্থক বিন্যাস-বিভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব নিয়ে,
তুমি যে স্বর্গ-সুষমা উপভোগ করবে
তা'র সম্ভাব্যতাই বেশী। ৫৬৭৫।
২।২।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬টা

তোমার যদি এমন কিছু থাকে,
যা' কেউ চায় সত্তাসংরক্ষণ-কল্পে—
আর্ত্ত অনুনয়ে,
যদি পার প্রস্বস্তি-উচ্ছ্বাসে
তা' দিও তা'কে,
সম্ভব হ'লে আরো বেশী দিও,
যা'তে যোগ্যতার যুত অনুনয়নে
ঐ আর্ত্ত অবস্থা হ'তে রেহাই পায় সে—
আত্মনির্ভরশীল হ'য়ে ;
কিন্তু কেউ যদি অসৎ সাহসে
তোমা হ'তে তা' কেড়ে নিতে চায়—
প্রলুব্ধি-পরবশতায়,
সম্ভব হ'লে বাধা দিও তা'কে,
নিরোধ ক'রো তা'কে,
তা' যদি না কর,
তা'র লুব্ধপ্রবৃত্তির লোভাতুর সাহস
অন্যকে বিপর্য্যস্ত করতেই থাকবে,
তা'র অসৎ-অনুদীপনা প্রশ্রয় পাবে ;
এমন কোন যদি স্থল হয়,

যে, তা'কে তা' দেওয়াই ভাল,
ঐ অসৎ-সন্দীপনা হ'তে
তা'র বিরতিরাগকে অনুপ্রেরিত ক'রে
তবে দিও ;
অনুতপ্ত আত্মনিয়ন্ত্রণে
সে যেন বোধ করতে পারে—
তা'র উপর অন্যায্য জবরদস্তি করলে
তা'র যেমন হয়,
তোমার বেলায়ও
তেমনি হওয়াই স্বাভাবিক। ৫৬৭৬।
২।২।১৯৫৪, রাত ৮-৪৫

নিষ্পেষিত, ক্লিষ্ট, আর্ত্ত, অনুতপ্ত যে,
তা'কে যখনই ধ'রে তুললে,
সাহসে, ভরসায় ও উপযুক্ত অনুচর্য্যায়
স্বস্তি-অন্বিত ক'রে তুললে,
জীবনের যোগসম্বেগকে শ্রেয়নিষ্ঠ ক'রে
সুকেন্দ্রিক অনুশীলন-তৎপরতায়
তা'কে যোগ্যতায় যুত ক'রে তুললে যেই,
তোমার শিবপূজা সার্থক হ'লো সেখানেই,
ঈশ্বরই পরম শিব,
তাঁ'র পূজাই হ'চ্ছে—
জীবনকে মঙ্গল-প্রদীপ্ত ক'রে তোলা,
আর, তাইই সত্য,
তাইই সুন্দর। ৫৬৭৭।
২।২।১৯৫৪, রাত ৯-১২

সুষ্ঠু শ্রেয়কেন্দ্রিকতা,
শ্রেয়ানুগ বাক্য, ব্যবহার,

করণীয় সম্বন্ধে বোধ,
সজাগ সন্ধিৎসু মানসদৃষ্টি,
সুব্যবস্থ তালিমী অনুচলন,
অধ্যয়নী অনুবৃত্তি,
সময়ের সহজ বিবেচনা,
ত্বরিত নিষ্পন্নতার কুশল অনুনয়ন,
অসৎ-নিরোধী বিনায়না,—
এইগুলির অন্বিত সঙ্গতি
মানুষের কর্ম্মজীবনকে
অনুচর্য্যার আরতি-উদীপনায়
নিষ্পন্নতায় কৃতী ক'রে তোলে ;
এর খাঁকতি যেখানে যেমন,
অন্তর ও বাহিরের অব্যবস্থতাও সেখানে তেমনি,
কৃতকার্য্যতায় ব্যাহতিও সেখানে তেমনতর। ৫৬৭৮।
২।২।১৯৫৪, রাত ৯-৪৫

তোমার ভাবানুকম্পিতার দৃঢ় নিবন্ধনে
অনুকম্পী শ্রেয়ানুধ্যায়ী আলম্বন-তৎপর থেকে
প্রাণন-স্পন্দনকে কেন্দ্রায়িত ক'রে
তন্নিদেশী অনুশাসন-অনুবর্ত্তনায়
জীবন ও বর্দ্ধনী আত্মনিয়মন-সৌকর্য্যে
সত্তার পালন-পোষণী ধৃতিকে
বজায় রাখতে
যেখানে যেমন ক'রে চললে
তা'কে বাস্তবভাবে শুভদ-সুন্দরে বিনায়িত ক'রে
তুলতে পারা যায়—
অন্যের প্রতি অপঘাত সৃষ্টি না ক'রে,
অসৎ-নিরোধী নিয়ন্ত্রণে,—
তা' যাই হো'ক,

আর, যেমনই হো'ক,
এবং যে-বাদ, নীতি বা আচারের
প্রবর্ত্তনার ভিতর-দিয়েই
তা' সংসাধিত হো'ক,
ধর্ম্ম কিন্তু সেখানে ;
ঈশ্বরই পরম ধৃতি,
তিনিই পরম ধর্ম্ম,
তিনিই তপস্যার তপসম্বেগ,
সাধনার সিদ্ধি তিনিই। ৫৬৭৯।
৩।২।১৯৫৪, সকাল ৮-৫

তুমি যতক্ষণ
সত্তায় জীয়ন্ত হ'য়ে রয়েছ,
ঐ জীয়ন্ত থাকবার আবেগী অনুচলন
তোমাতে তেমনি জীয়ন্ত হ'য়েই রয়েছে,
আর, ঐ জীয়ন্ত থাকবার করণ-কারণ যেগুলি
তা'কেও তুমি বিদায় দিতে পারছ না,
কারণ, তা'কে যেমন ক'রেই হো'ক,
যতই অবজ্ঞা করবে,
তোমার জীবন-প্রতিভাও
ম্লান হ'তে থাকবে ততই ;
তুমি মুখে যা'ই বল না কেন
বা কাজে যা'ই কর না কেন,
ঐ জীবন-স্পন্দনই তোমার প্রাণন-স্পন্দন,
তা'কে অবজ্ঞা করা
অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয় ;
লাখ অবজ্ঞা কর,
তোমার থাকবার,
জীয়ন্ত চলনে চলবার

অন্তর-আবেগকে
কিছুতেই স্তব্ধ ক'রে তুলতে পারছ না,
যখন পারবে,—
তখন তুমি আর
এই জীবনে জীয়ন্ত থাকতে পারবে না ;
আর, যে অন্বয়ী সঙ্গতিশীল অনুচলনের ভিতর-দিয়ে
সত্তা পালন-পোষণায়
বিধৃত হ'য়ে থাকে—
তাকেই ধর্ম্ম বলে ;
তাই, তুমি ধর্ম্মকে ছাড়লেও
ধর্ম্ম তা'র রীতি-নীতি নিয়ে
তোমাকে ছাড়তে চাইবে না কিছুতেই ;
এ ছাড়া মানেই হ'চ্ছে
তোমার না-থাকা,
এই জীবন নিয়ে বসবাস না-করা ;
তাই, ধর্ম্ম বহুতে বিশিষ্টতায় বিধৃত হ'য়ে থাকলেও
চিরদিনই ধর্ম্ম,
এবং তা' একই,
তাই, ধর্ম্মের কোন দল নেই—
প্রতিটি বৈশিষ্ট্যে তা' বিশেষভাবে
বিভাসিত হ'য়ে উঠলেও ;
তবেই বুঝে দেখ—
বেঁচে থেকে ধর্ম্মানুচলন হ'তে বিদায় নেওয়া—
একটা অনন্বিত সঙ্গতিহারা
পাগলামী চলন ও চিন্তা ছাড়া কিছুই নয়কো ;
তাই, বেঁচে থাকতে চাইলেই—
তুমি লাখ ধর্ম্মকে ছাড়তে চাও না কেন,—
ঐ বাঁচবার করণ-কারণকে
ছাড়তে পারবে না,
তাহ'লে দাঁড়ালো—

ধর্ম্মও তোমাকে ছাড়বে না —
তা' তুমি যে বাদ, রীতি-নীতি নিয়েই
চলনা কেন ;
ঈশ্বরই পরম ধর্ম্ম,
প্রতি ব্যষ্টিতে বিভাত হ'য়েও
তিনি এক, অদ্বিতীয়,
তিনি বৈশিষ্ট্যানুগ গুচ্ছে
গোষ্ঠী-পরিভুক্ত হ'য়েও
ব্যষ্টিতে যেমন এক,
সমষ্টিতেও তেমনি এক,
বিশেষ হ'য়েও নির্ব্বিশেষ তিনি,
তাই, তিনি চির-অপরিত্যজ্য ও অপরিহার্য্য,
তিনিই সবারই পরম ধৃতি,
মূর্ত্ত পুরুষোত্তমই তাঁর ব্যক্ত প্রতিভা,
আর, প্রতিটি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রেরিত-পুরুষোত্তমই
তাঁর মূর্ত্ত প্রতীক—
পর্য্যায়ী অবতরণ—
জগন্নাথের নব কলেবর,
যা'রা ভেদনীতিতে বিচ্ছিন্ন করে তাঁদিগকে,—
তা'রা জীবনশৌর্য্য হ'তে বঞ্চিত হয়,
বর্দ্ধনা-বিড়ম্বিত হ'য়ে ওঠে। ৫৬৮০।
৩।২।১৯৫৪, সকাল ৮-৫০

প্রীতিই আত্মোৎসর্গের পরম প্রেরণা,
প্রীতিই পরম উৎসর্গ,
প্রীতিই আত্মনিবেদনী পরম প্রসাদ,
প্রীতিই সুকেন্দ্রিকতার জীবনধৃতি। ৫৬৮১।
৩।২।১৯৫৪, সকাল ৯-২৫

আবর্জ্জনার শ্রেয়-বিনায়নায়
উৎসৃজনী অন্বিত সঙ্গতিশীল অনুচলনকে
যে যেমন সুব্যবস্থ ও নিয়ন্ত্রিত ক'রে তুলতে পারে,
ঐ আবর্জ্জনা
উৎসৃজনায় সার্থক হ'য়ে ওঠে
তা'র কাছে তেমনি,
প্রসাদনায় প্রবর্দ্ধিতও হ'য়ে ওঠে সে
অমনি ক'রে। ৫৬৮২।
৩।২।১৯৫৪, বেলা ১১-১৫

তুমি ঈশ্বর বলতে
কিছু বোঝ আর নাই বোঝ,
কিন্তু মনে রেখো—
সত্তার অন্তঃস্থ ধারণপালনী সম্বেগ
যা' বোধিবিস্রবা হ'য়ে
বিভাসিত হ'য়ে উঠেছে,
ঐই হ'চ্ছে ঈশী-সম্বেগ,
তাই, তিনি ধাতা ও পাতা,
এই ধারণ-পালনী সম্বেগ
যেখানে যতখানি উদ্গতি লাভ করে,—
ঈশিত্বও সেখানে তেমনি ;
সত্তা পরিবেশের
প্রতিটি ব্যষ্টির সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
তা'র ধৃতিপোষণী যা'-কিছুকে সংগ্রহ ক'রে
ঐশ্বর্য্যে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠে থাকে—
সুকেন্দ্রিক সুনিষ্ঠ শ্রেয়ানুগ আলম্বনে
নিজের ব্যক্তিত্বকে সুসংহত ক'রে
অন্তরে এবং বাহিরে,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ

আত্মবিনায়নী তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
তা'র পরিবেশকে বিনায়িত ক'রে,
আর, তাইই ঈশিত্ব ;
"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জ্জুন ! তিষ্ঠতি,
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া,
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত !
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্",
সুকেন্দ্রিক না হ'লে
ঐ ঈশী-সম্বেগ
ছন্নতায় ছিন্ন হ'য়ে
নিরর্থকতায় বিশ্লিষ্ট হ'য়ে ওঠে,
কিন্তু তুমি শ্রেয়কেন্দ্রিক সক্রিয়
আরতিসম্পন্ন হ'য়ে
আত্মবিনায়নার ভিতর-দিয়ে
তত্ত্বতঃ ঐ ঈশিত্বকে উপলব্ধি করতে পার ;
গীতায় ভগবান আরো বলেছেন—
"নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্" । ৫৬৮৩ ।
৩।২।১৯৫৪, বিকাল ৫-১৫

সূর্য্যের প্রতীয়মান উদয়াস্তের ভিতর-দিয়ে
অহোরাত্রি বিধায়িত হ'য়ে থাকে,
এমনি ক'রে প্রতিটি দিন,
প্রতিটি মাস,
ও বর্ষ উৎক্রান্ত হ'য়ে চলে—
ঐ একই সূর্য্যের উদয়াস্তের
জ্যোতিষ্মান গতির ভিতর-দিয়ে ;
উদয়ে আসে চৈতন্য-উচ্ছ্বাস,
প্রতিটি জীবনে কর্ম্মদীপনা,

বর্দ্ধনার আকূতি-উল্লাস,
জীবনীয় অনুচর্য্যার অনুক্রমণী অনুদীপনা,
অস্তে হ'য়ে ওঠে তা' স্তিমিত,
ক্রমশঃই অজ্ঞ তমসাচ্ছন্ন হ'য়ে
ঘুমন্ত হ'য়ে পড়ে ;

একেরই উদয় ও অস্তের
ভ্রাম্যমাণ অনুগতির ভিতর-দিয়ে
ব'য়ে চলে ঐ উত্থান ও অবসন্নতার
লীলায়িত রমণ-নৃত্য ;

উদয়-বিভা
প্রভাব-প্রদীপনায়
উল্লাস-অনুকম্পী কর্ম্মনিরতির
অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে,
তা'রই অস্ত যখন আলো ছিটিয়ে
বিদায়-বন্দনার ভিতর-দিয়ে
আত্মগোপন করতে থাকে,
ক্রমান্বয়ী চলনে আসে অজ্ঞতা,
আসে হতাশা,
বৃত্তি-পরামৃষ্ট মূঢ়ত্ব,
ক্রমে-ক্রমে দুনিয়াটা ঘুমিয়ে পড়ে অন্ধকারে ;
বিশেষতঃ বেদনার সৃজন-উল্লোল
অনুদীপনার অভাব যেখানে ;
এমনি ক'রে অন্তরে ভর্গ-সম্বেগ নিয়ে
সেইই আসে,
সেইই স্তিমিত হ'য়ে ওঠে
আমাদের কাছে,
কিন্তু সৃষ্টি করে অহোরাত্র,
যদিও প্রতিটি পরবর্ত্তী অহোরাত্র
অন্য অহোরাত্র হ'তে
বিবর্ত্তনী অনুক্রমার পথে—

তফাৎ হ'য়ে দাঁড়ায় অনেকখানি—
আরোতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
প্রবর্দ্ধন-অনুকম্পী আবেগ নিয়ে ;
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রেরিত-পুরুষোত্তমের উদয়াস্তেতও
দুনিয়ার আবহাওয়া অমনতরই হ'য়ে থাকে,
আজকের সূর্য্যের মতন
নবকলেবর নিয়ে উপস্থিত হন তিনি,
চেতনোল্লোল অনুদীপনায়
নর্ত্তনলাস্যে
সবাইকে সন্দীপিত ক'রে তোলেন,
জীবনের থাকা ও বাড়ার
উপভোগের ভিতর-দিয়ে
যা'-কিছু লাগে
তা'র অধ্যয়নার অধিষ্ঠিত চলনে
বর্দ্ধনার অনন্ত গতিকে
নিরন্তর ক'রে চলেন তিনি ;
আবার, অস্তমান যখন তিনি,
সেই আদর্শ,
সেই ধর্ম্ম,
সেই কৃষ্টির অবস্থাও
ক্রমশঃ স্তিমিত সম্বেগেই চলতে থাকে ;
পুরুষোত্তম যখনই আসেন,
তিনিই আসেন,—
কিন্তু নবকলেবরে,
তাঁকে ধর,
উপেক্ষা ক'রো না,
বঞ্চিত হবে,
আজকের তাঁকে উপেক্ষা করা মানেই
কখনও তাঁকে গ্রহণ কর নি ;

তাই, তাঁতে সুকেন্দ্রিক হও,
উদীয়মান অনুপ্রেরণায়
শ্রদ্ধোষিত উল্লোল অন্তরে
রাগদীপ্ত হ'য়ে ওঠ—
আরতি-সম্বেগ নিয়ে ;
তাঁর বোধবিকিরণী অনুকম্পার
শ্বেত-সপ্তাশ্ববাহী অনুদীপনাকে
প্রবুদ্ধ পরিবেদনায় গ্রহণ কর.
জ্যোতিষ্মান হ'য়ে ওঠ,
ভবিষ্য স্তিমিত যুগের আলোক-সম্ভার
বহন ক'রে রাখ—
যা'তে তাঁর অবর্ত্তমানে
ঐ আলোতে পথ দেখে
সুষ্ঠু চলায় চলতে পার ;
আবার, উদয়ে 'স্বাগতম্' ব'লে
গ্রহণ ক'রো তাঁকে.
এমনি ক'রে অনন্তের পথে
স্বস্তির সম্বর্দ্ধনায়
অতন্দ্র হ'য়ে ওঠ,
সুধৃতির ভিতর-দিয়ে
অমৃত আহরণ কর ;
ঈশ্বরই পরম-জ্যোতি,
ঈশ্বরই সব যা'-কিছুরই
কেন্দ্রায়িত ধৃতি,
ঈশ্বরই স্বস্তির স্বাগতম্-মন্ত্র,
কৃষ্টির কর্ষণ-সম্বেগ তিনিই। ৫৬৮৪ ।
৩।২।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-৪৫

বহুদর্শী যাঁরা—
তাঁরা যদি শ্রদ্ধোষিত অনুচর্য্যায়

তোমার দ্বারা উপসেবিত না হন,
তা'হলে ঠিক জেনো—
তুমি বঞ্চিত হবে অনেকখানি,
বহুদর্শীর বাস্তব অনুচলন,
সন্ধিৎসাপূর্ণ বোধিবীক্ষণী অনুধ্যায়িতা
কেমন ক'রে কোথায় কিভাবে
নিষ্পন্নতায় কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছে
বা কেন করে নি,
সেগুলিকে শুনে ক'রে দেখে,
এককথায়, তাঁদের প্রত্যক্ষ নিদেশ-অনুযায়ী
অনুশীলনী অনুচর্য্যায় আয়ত্ত ক'রে
তুমি সহজ জ্ঞানের অধিকারী হবে,
কৃতী-কুশল হ'য়ে উঠবে ;
তোমার বিবিদিষা সেগুলিকে সংগ্রহ ক'রে
অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে
যদি ধৃতিবিনায়িত হ'য়ে না ওঠে,
তুমি ঠকবে অনেক ;
তাই, বহুদর্শীর উপসেবনা হ'তে বিরত থেকে
বঞ্চিত ক'রো না নিজেকে ;
'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন, সেবয়া',
তাঁর অভিজ্ঞতাকে আয়ত্ত কর—
নিরভিমান অনুচর্য্যায়,
ঔদ্ধত্য ও হীনম্মন্যতাকে বিদায় দিয়ে,
সার্থক হবে। ৫৬৮৫ ।
৩।২।১৯৫৪, রাত ৮-১৫

নাস্তিকই হও আর অজ্ঞেয়বাদীই হও,
বাদ-মদগর্ব্বী যদি না থাক তুমি,
যিনি সবাইকে ভালবাসেন—

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরণী অনুপ্রেরণা নিয়ে
তাঁকে ভালবাস,
প্রীতি-অনুচর্য্যাপরায়ণ হও,
তোমার অন্তরের সহিত তাঁকে ধর,
কর,
এই করার ভিতর-দিয়ে তুমি হও,
এই হওয়া যা' পায়—
তা'ই তোমার প্রাপ্তি । ৫৬৮৬ ।
৩।২।১৯৫৪, রাত ৮-১৫

সত্তার অন্তর্নিহিত ধারণপালনী সম্বেগই হ'চ্ছে
তা'র সত্ত্ব,
আর, এই সত্ত্বই হ'চ্ছে ঈশিত্ব,
ঈশিত্ব আছে ঈশ্বরে ;
তিনি তাই অজ্ঞেয় হ'য়েও জ্ঞেয়,
তিনি পরিমাপিত হ'য়েও অপরিমেয়,
খণ্ডিত হ'য়েও অখণ্ড,
সসীমের অসীম পরিবেদনাও তিনি,
তিনিই প্রীতি-পরিবেদনার পরম উৎস । ৫৬৮৭ ।
৪।২।১৯৫৪, সকাল ৯-২০

তীব্র সংঘাতে
তুমি যদি কাউকে
শঙ্কাশঙ্কিত ক'রে তুলে থাক,
এবং তা' যদি স্বস্তিসন্দীপী না হ'য়ে
তা'কে অপলাপে অবসন্ন ক'রে তোলে,
উপযুক্ত বলিষ্ঠ সংঘাত-সন্দীপনায়
উদ্দীপ্ত ক'রে তুলো তা'কে,

যা'তে সে ঐ শঙ্কার আবর্ত্ত হ'তে
নিষ্ক্রান্ত করতে পারে নিজেকে
আশায়-ভরসায় সঞ্জীবিত হ'য়ে
নবীন উদ্যমে
জীবনের পথে চলতে পারে,
তা' যদি না পার তুমি,
তবে কাউকে অযথা শঙ্কাশঙ্কিত
ক'রে তুলতে যেও না ;
প্রীতি ও দাক্ষিণ্যের অনুপ্রেরণায়
মানুষ স্বস্তিতে অনুপ্রেরিত হ'য়ে ওঠে,
স্বস্তিই কাম্য মানুষের,
স্বস্তিকে ত্রস্ত ক'রে তুলো না,
সে-অপরাধ তোমাকেও ছাড়বে না কিন্তু। ৫৬৮৮।
৪।২।১৯৫৪, বেলা ১১টা

শ্রদ্ধোষিত সুনিষ্ঠ সুকেন্দ্রিক
সার্থক অন্বিত সঙ্গতিসম্পন্ন আত্মনিয়মনা
ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে তোলে ;
আবার, প্রীতি
ব্যক্তিত্বকে অন্তরাসী ক'রে তোলে,
ঐ অন্তরাস-অন্বিত প্রীতি-অনুদীপনা
মানুষকে ব্যষ্টি বা ব্যক্তির প্রতি
প্রীতিসম্পন্ন ক'রে তোলে ;
আবার, ঐ প্রীতিসম্পন্ন অনুচর্য্যা
সহানুভূতি-সন্দীপনায়
ব্যক্তি বা মানুষের প্রতি
মানুষের সম্বন্ধ সৃষ্টি ক'রে থাকে ;
এই প্রীতি-অনুবন্ধ সম্বন্ধ
শ্রেয়কেন্দ্রিকতায়

সার্থক অন্বয়ী তাৎপর্য্যে
উৎসৃজনী অনুক্রমণায়
ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে
বর্দ্ধনায় বিদীপ্ত ক'রে তোলে—
ধারণ-পালনী, প্রবুদ্ধ যোগ্যতায়
কুশল, অনুসেবনী তৎপরতা নিয়ে ;
তাই, শ্রেয়ার্থসন্দীপী সুকেন্দ্রিক প্রীতি-অনুদীপনা
স্বর্গেরই আলোক-পথ,
ঈশ্বর পরম প্রবোধনা,
তিনিই প্রীতি-পরিবেদনার পরম উৎস,
উন্নতির নয়ন-কেন্দ্র। ৫৬৮৯।
৫।২।১৯৫৪, সকাল ৯-৩০

যে লুব্ধ রাগ
শতেক বাধা অতিক্রম ক'রেও
তোমার লোভনীয়ের প্রতি
অকাট্য আবেগের সৃষ্টি ক'রে থাকে—
সক্রিয় তৎপরতা নিয়ে,
তদনুগ অনুচর্য্যী উৎক্রমণায়,—
ঐ রাগধৃতি
কর্ম্মনিরত অনুশীলনায়
যোগ্যতার অভিদীপনায়
ব্যক্তিত্বকে হওয়ায় প্রদীপ্ত ক'রে
প্রাপ্তিকে নিঃসন্দেহ ক'রে তুলবে। ৫৬৯০।
৫।২।১৯৫৪, সকাল ৯-৪০

পরিবেশের হাতে ক্রীড়নক হ'তে যেও না,
অসঙ্গত অন্বয়ে

নিজের ব্যক্তিত্বটাকে টুকরো-টুকরো
ক'রে ফেলো না ;
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়কেন্দ্রিক হও—
শ্রদ্ধোচ্ছল রাগদীপনায়,
তদুপচয়ী অনুচর্য্যী অনুশীলনায়
যোগ্যতায় যুত হ'য়ে ওঠ,
ধীকে সার্থক অন্বিত সঙ্গতিতে
ধৃতিশীল ক'রে তোল ;
এমনতরই রাগদীপ্ত সক্রিয়তার ভিতর-দিয়ে
আত্মনিয়ন্ত্রণে নিজের ব্যক্তিত্বকে
বিনায়িত ক'রে ফেল ;
ঐ ব্যক্তিত্বের অনুপ্রেরণায়
উৎসব-অনুক্রিয় প্রাণন-অনুদীপনায়
সব্যষ্টি পরিবেশকে
সঙ্গতির শুভ-আলিঙ্গনে
পারস্পরিকভাবে
বৈশিষ্ট্যানুগ বর্দ্ধনায় প্রদীপ্ত ক'রে তোল ;
এই দীপালী প্রদীপনাই
তোমার ব্যক্তিত্বকে
বিবর্দ্ধনে বিভাসিত ক'রে তুলবে,
সপরিবেশ তোমার সার্থকতাই ওখানে ;
নয়তো, বিভ্রান্তির বিকৃত চলনে
সপরিবেশ তোমাকে বিক্ষুব্ধই হ'তে হবে। ৫৬৯১।
৫।২।১৯৫৪, বেলা ১০-৫৫

তুমি যদি কা'রো প্রয়োজনীয় সদ্‌বাসনাকে
অনুধ্যায়ী অনুচর্য্যায়
সক্রিয়ভাবে
যথাসময়ে আপূরিত ক'রে না তোল—

শুভ-সন্দীপনী বাক্য-ব্যবহার নিয়ে,
তুমি এমন প্রত্যাশা
অন্তরে পোষণ ক'রো না,
যে, তোমার ঈপ্সায়
কেউ অন্তরাসী হ'য়ে
অনুচর্য্যায়
আপূরিত ক'রে তুলবে তোমাকে যথাসময়ে। ৫৬৯২।
৬।২।১৯৫৪, বেলা ১১-৩০

সদ্বংশজা নারী
তখনই শুভ-সন্ততির অধিকারী হ'তে পারে,
যখন সে
তা'র বরেণ্য কুল-সঞ্জাত
শ্রেয়কেন্দ্রিক সুতপা পুরুষের সহিত
পরিণীতা হ'য়ে থাকে,
আর, এর উল্টো যেখানে—
পরিধ্বংসী প্রজারই উদ্ভব হ'য়ে থাকে সেখানে। ৫৬৯৩।
৬।২।১৯৫৪, রাত ৭-৪৫

মনে রেখো—
যে পরমপুরুষ বা পরমকারণের
সংশ্রয়ী কৃতিদীপনা হ'তে
সত্তার উদ্ভব হ'য়েছে,
ঐ সত্তা
উৎসস্রোতা সেই পরমকারণেরই
কৃতি-অভিব্যক্তি ;
পরমপুরুষ কথার তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে—
যিনি সংশ্রয়-সংযোগে

সবাইকে
অর্থাৎ যা'-কিছুকে
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত-হিসাবে আপূরিত ক'রেও
সেই উৎস-ধৃতিতেই অবস্থিত,
আর, এই সংশ্রয়ী সংযোগই হ'চ্ছে
সেই পরমপুরুষ বা পরমকারণের
ইচ্ছা বা কৃতিদীপনা,
এই কৃতি-সংকর্ষণের ভিতর-দিয়েই
তোমার উদ্ভব,
তুমি হয়েছ ঐ সুকেন্দ্রিক, সংশ্রয়ী
অনুদীপনার ভিতর-দিয়ে—
অন্বিত সঙ্গতির শালীনতায়
আকৃত হ'য়ে ;
তুমি যেমন ক'রে হয়েছ,
প্রত্যেকের মতন প্রত্যেকটিই
তেমনি ক'রে হয়েছে ;
উৎসকেন্দ্রিক যত তুমি,—
ঐ কেন্দ্রানুধ্যায়ী সার্থক সঙ্গতি-সম্পন্ন
অনুচলনের ভিতর-দিয়ে
যতই চলছ তুমি,—
অভিব্যক্তিও তোমার
তেমনি ক'রেই গ'ড়ে উঠছে—
সেই ছন্দে,
সেই তালে,
সেই তালিমে—
মূর্ত্ত্যয়ন-অভিব্যক্তি নিয়ে
ক্রমতৎপর পর্য্যায়ী চলনে ;
এই সংশ্রয়ী চলন
হওয়ায় যেখানে যেমন ফুটে উঠেছে,
আকৃতিও হয়েছে সেখানে তেমনতরই ;

আবার, এই ছন্দ-দীপনী অনুবৃত্তি
যেখানে যেমনতর বিচ্ছিন্ন হ'য়ে
ব্যতিক্রম-অবশায়িত হ'য়ে উঠেছে,—
ঐ সংহতি ভেঙ্গে গিয়ে
অন্য সঙ্গতিতে আকৃতও হয়েছে তেমনতরই—
বিচ্ছিন্ন ছন্ন অভিব্যক্তি নিয়ে,
সত্তালোলুপ সংকর্ষণী সন্দীপনায়
নিজের থাকাকে তেমনতর রূপায়িত ক'রে ;
এই অন্বিত-সঙ্গতি-শালীনতা-সংশ্রয়ী অভিব্যক্তি
বোধি ও ব্যক্তিত্বের
আলিঙ্গনের ভিতর-দিয়ে
যে-ব্যক্তিত্বের বিভব যেমন হ'য়ে উঠেছে,
আপূরণী যে যেমন,—
পৌরুষ-অভিব্যক্তিও সেখানে তেমনতর,
আবার, তৎ-সংশ্রয়ী প্রকৃতিও
ঐ পুরুষ-অনুপোষিতার ভিতর-দিয়ে
সেই পুরুষকেই
অন্বিত সঙ্গতি-শালীনতায়
নানা ব্যক্তিত্বে বিভাজিত ক'রে
ব্যষ্টি-বিসৃজী ধাত্রী হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন—
ঐ সেই আদিম কৃতিরই
প্রকৃতি-অভিব্যক্তিতে ;
এই বাস্তব সত্য
যদি তোমার অন্তঃকরণ স্পর্শ করে,
তোমার চিত্তকে বোধবিনায়নী চিন্তায়
চেতন ক'রে তুলতে পারে,
তাহ'লে ভেবে দেখো—
ভবিষ্যকালে তুমি কী হবে
তা'ও নির্ভর করছে—
তোমার ঐ অনুধ্যায়ী প্রীতি-অনুচলনের উপর ;

যে-অনুচলনের ভিতর-দিয়ে
তোমার ব্যক্তিত্বকে যেমনতর বিনায়িত ক'রে তুলবে—
কর্ম্মতৎপর বোধবিনায়নী অভ্যুদয়ী চলন নিয়ে,
অসৎ যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রে,
তুমি হবেও তেমনি ;

যদি সম্ভব হয়,
আর পারও যদি তেমনি,
তোমার বৈশিষ্ট্য ও আভিজাত্যকেও
ঐ ব্যক্তিত্বে অন্বিত ও বিনায়িত ক'রে
সম্যক্‌ভাবে উদ্বোধিত ক'রে তুলো,'
—এই হ'চ্ছে সত্তাবিনায়িত ব্যক্তিত্বের
উপযুক্ত বোধন ;

ঈশ্বরই পরমকারুণিক,
ঈশ্বরই পরমপুরুষ,
ঈশ্বরই কারণের কৃতিদীপনা,
ঈশ্বরই পরাপ্রকৃতির পরম ধাতা,
তিনিই পরম উৎস,
তিনিই সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনা। ৫৬৯৪।
৬।২।১৯৫৪, রাত ৯-৩০

তোমার ভাব-বিভূতি
যে-পথেই পরিচালিত হবে,
যে-উপজীবিকা নিয়ে চলবে,
তোমার বোধিও তেমনতরই প্রবণতা নিয়ে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
তদর্থেই অন্বিত ক'রে তুলবে প্রায়শঃ,
ফলকথা, ভাবানুকম্পা-বিধায়িত উপজীবিকা যেমন,
এবং তা'র উদ্‌যাপন যেমনতর,
তোমার ব্যক্তিত্বও সেই ধাঁজে
নিজেকে গ'ড়ে তুলবে তেমনি ক'রে ;

প্রবৃত্তি-প্ররোচনা, আলস্য, বিশৃঙ্খলা
বা সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি,
তোমার নিষ্পাদনী চলনে
বিপর্য্যয় সৃষ্টি করবে যেমন,—
ব্যক্তিত্বও বিপর্য্যয়ী হ'য়ে উঠবে তেমনি ;
আবার, তোমার ভাবানুকম্পা-সংশ্রয়ী উপজীবিকা
তোমাকে
শ্রেয়ার্থ-সার্থকতায়
নিষ্পাদনী সৌকর্য্যে
প্রসারণ-সন্দীপনায়
বিনায়িত করবে যেমন,
তোমার ব্যক্তিত্বও
উন্নত ও প্রসারিত হবে তেমনতর। ৫৬৯৫।
৭।২।১৯৫৪, বিকাল ৫-৪৫

যে-যাজন
কর্ম্মে অভিব্যক্ত হ'য়ে
প্রগতি-প্রেরণায় বাস্তব হ'য়ে ওঠে—
অনুশীলনী উদ্দীপনা নিয়ে,—
তা' যোগ্যতারই উদ্দীপক,
তাই, তা' মঙ্গল-মূর্ত্ত যাজন। ৫৬৯৬।
৭।২।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-২০

ঈশ্বর এক,
ধর্ম্মও এক,
তা'র পোষণ-পরিচর্য্যা
অবস্থা ও বৈশিষ্ট্যানুক্রমিক হ'তে পারে—
দেশ-কাল-পাত্রানুগ সাত্ত্বিক চলনের ভিতর-দিয়ে। ৫৬৯৭।
৭।২।১৯৫৪, রাত ৭-৩০

তুমি যখন যেখানেই যাও না কেন,
তা' আহূত হ'য়েই হো'ক
আর অনাহূত হ'য়েই হোক,
বেশ ক'রে মনে রেখো—
কা'রও ভার না হ'তে হয় ;

বরং তোমার সাধ্যানুপাতিক অনুচলনাশ্রয়ে
আশা, ভরসা, সাহস ও ভৃতি-সন্দীপনায়
তুমিই তা'দের
পরম বান্ধব হ'য়ে উঠতে পার যা'তে
তাই ক'রো—
বাস্তব অনুচর্য্যী অনুনয়নের ভিতর-দিয়ে,
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে,
কাউকে কোনপ্রকার সন্দেহের
অবকাশ না দিয়ে ;

তোমার হৃদয়ের স্পর্শ যা'তে তা'রা পায়,
তোমাকে পেয়ে গর্ব্বিত ও উৎফুল্ল
হ'য়ে ওঠে যা'তে,
সন্ধিৎসু অন্তঃকরণ নিয়ে
তা' করতে সর্ব্বদাই সজাগ থেকো—
ইষ্টানুগ, সুকেন্দ্রিক, তৎপর
প্রীতি-অনুচর্য্যা নিয়ে ;

যদি এমন হ'য়ে উঠতে পার—
বাক্য, ব্যবহার ও করণের
করুণানন্দনায়,—
বুঝবে, তোমার উপস্থিতি সেখানে
সার্থক হ'য়ে উঠলো,
আর, তাই-ই তোমার আত্মপ্রসাদ ;

ঈশ্বরই পরম প্রসাদ-নন্দনা,
ঈশ্বরই অনুচর্য্যার আবেগ-উচ্ছ্বাস,

—সুকেন্দ্রিক অনুচলনী হর্ষোন্মাদনা,
—হৃদয়ের হৃদ্য অনুদীপনা। ৫৬৯৮।
৮।২।১৯৫৪, সকাল ৯-৫০

তুমি লাখ দেবদেবীর পূজা কর না কেন—
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর,
কালী, দুর্গা, গঙ্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদি—
বহুনৈষ্ঠিক তৎপরতায়
ঐ দেবদেবীর পূজাচর্চ্চনায়
তোমার শ্রদ্ধা বহুধা-বর্ষিত হ'য়ে
যতই প্লাবন সৃষ্টি করুক না কেন,
তুমি যতক্ষণ না
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রিয়পরমে—
ইষ্টে অর্থাৎ সদ্‌গুরুতে
চিত্ত সমাহিত ক'রে
তাঁরই মন্ত্রতপা হ'য়ে
তদনুগ অন্বিত সঙ্গীতির সহিত
তপনিরত অনুচর্য্যায়
তাঁতেই সার্থক হ'য়ে উঠছ—
তাত্ত্বিক অনুধায়নী কৃতিদীপনা নিয়ে,—
তুমি কিছুতেই সার্থকতার বাস্তব বিনায়নে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
প্রসাদমণ্ডিত ক'রে তুলতে পারবে না—
তোমার বোধিসত্তার
সক্রিয় সার্থক ছন্দায়িত বিভূতি নিয়ে;
তাই, প্রাচীনের সুরে
সুর মিলিয়ে বলছি—
তোমার বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রিয়পরমে,

আচার্য্যে
অর্থাৎ সদ্‌গুরুতে
সমাহিতচিত্ত হও,
সিদ্ধি স্বতঃ-প্রণোদনায়
তোমাকে অমৃতস্পর্শী ক'রে তুলবে ;
ঈশ্বর এক, অদ্বিতীয়,
তিনিই অমৃতস্বরূপ,
যা'-কিছু সব সার্থক হ'য়ে ওঠে তাঁতেই,
তিনি সবারই উৎস। ৫৬৯৯।
৮।২।১৯৫৪, সকাল ১০-২০

সুকেন্দ্রিক হও,
তদনুগ আত্মনিয়মন-তৎপরতায়
নিজেকে বিনায়িত ক'রে চল—
প্রগতির পরম চলনে,
উপচয়ী তৎপরতায়,
প্রীতি-উচ্ছল আগ্রহ-উন্মাদনা নিয়ে,
আশীর্ব্বাদের অধিকারী হও,
আর, এই হ'চ্ছে জীবনের সোমরস—
যা' তোমাকে অমৃতস্পর্শী ক'রে তুলবে। ৫৭০০।
৮।২।১৯৫৪, সকাল ১০-২২

সুকেন্দ্রিক অনুধ্যায়িতা নিয়ে
কৃতিতৎপর কুশল চলনে
নিজেকে পরিচালিত ক'রে চল,
সদভ্যাসে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ—
সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনী যোগ্যতার
অনুশীলনী অনুক্রমণ-তৎপরতায়,
সার্থক অসৎ-নিরোধী বিনায়নায় ;

যা'তে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠছ,
ঐ অভ্যাসের অনুক্রমণ-সূত্রকে
কিছুতেই পরিহার করতে যেও না,
ঐ পরিহার কিন্তু
তোমাকে ঐ অভ্যাস হ'তে
অপসারিত ক'রে তুলবে,
আর, সেই অভ্যাস
তোমার প্রকৃতিতে সঙ্গতি লাভ করবে কমই ;
বরং তাই পরিহার ক'রো—
যা' তোমার সত্তাপোষণী নয়,
প্রগতি-পরিপোষণী নয়,
বর্দ্ধনার আহূতি-অনুসেবী নয়,
যা' তোমাকে বিকেন্দ্রিক ক'রে তোলে,
সুকেন্দ্রিক সাত্ত্বিক তৎপরতায়
প্রীতি-উচ্ছল অনুবেদনা নিয়ে
নিজেকে অমনতরই
বিনায়িত ক'রে চলতে থাক—
বোধিদীপনী সক্রিয় অন্বিত সঙ্গতিতে,
তা'রই বিভূতি-বিকিরণী চরিত্র-সম্পদে
অধিষ্ঠিত থেকে,
পরিবার, পরিবেশ-সহ নিজেকে
অনুচর্য্যী অনুদীপনায়
সৌহার্দ্দ্য-উৎসারণী ক'রে ;
তোমার ধী-সমন্বিত ব্যক্তিত্ব
সার্থক হ'য়ে উঠুক,
তোমার চলন সুচারু হ'য়ে উঠুক,
তোমার ব্যক্তিত্বটাকেই হৃদ্য ক'রে তোল
সকলের হৃদয়ে,
সুখ-সাফল্যে
স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনায়

সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে ওঠ,
আর, অমনতর হ'য়ে ওঠবার
অধিকারী ক'রে তোল প্রত্যেককে,
অমৃত তোমাকে অমর ক'রে তুলবে ;
ঈশ্বরই অমর উৎসারণা,
ঈশ্বরই জীবন-নন্দনা,
ঈশ্বরই তপস্যার সুকেন্দ্রিক শুভ সম্বেগ। ৫৭০১।
৮।২।১৯৫৪, সকাল ১০-১৫

যা'রা অল্প খরচে
বেশী কাজ করতে পারে—
যথাসময়ে,
ধীমান কৃতী তা'রা,
কিন্তু যা'রা বেশী খরচে
অল্প কাজ করে—
সময়ে সঙ্গতি না রেখে,
ধী-দুর্ব্বল কর্ম্মী তা'রা। ৫৭০২।
৮।২।১৯৫৪, বিকাল ৫-৪৫

তোমার সুকেন্দ্রিক আদর্শ-অনুধ্যায়ী অনুচলন
ও সৎ-সন্দীপী অনুপ্রাণতা
যা'রা আদর্শহীন—
যা'রা অসৎ-অনুচারী—
হৃদ্য সন্তাপোষণী অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তা'দিগকে তোমাতে শ্রদ্ধান্বিত ক'রে
তা'দের অন্তরে
ইষ্ট বা আদর্শ-নিষ্ঠা,
সৎকর্ম্ম-সন্দীপনা

ও ইষ্টানুগ সংহতির সম্বেগ যদি
সঞ্চারিত করতে না পারলো,
বুঝে রেখো—
ঐ অনুধ্যায়ী সংপ্রাণতা
তোমার ধীকে বিনায়িত ক'রে
ব্যক্তিত্বের অনুরঞ্জনায়
চরিত্রে বিকীর্ণই হ'য়ে ওঠেনি তখনও ;
তুমি প্রযত্নপরায়ণ থাক—
বোধিবীক্ষণা নিয়ে—
কা'র কোন্ প্রবৃত্তিকে
কেমন ক'রে
কী সম্বেগ-সন্দীপনায়
অনুপ্রেরিত ক'রে তুললে,
তা'রা তা'তেই অল্পাবিস্তর সক্রিয় হ'য়ে ওঠে—
সদনুদীপনায়,
বুঝে-সুঝে তদনুগ প্রবোধনায়
আত্মপ্রসাদে ফুল্ল ক'রে তোল তা'দিগকে ;
আর, এমনতর যতই পারবে,
কৃতার্থ হ'য়ে উঠবে তুমিও—
সার্থক নন্দিত আত্মপ্রসাদে ;
অসৎকে নিরোধ করা ভাল,
বিরোধকে যতই এড়িয়ে তা' পারা যায়,
তাইই শ্রেয়,
আবার, সেই নিরোধও প্রত্যেকের কাছে
যেন হৃদ্য হ'য়ে ওঠে,
তা'কে যেন শ্রদ্ধাদীপ্ত ফুল্ল ক'রে—
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
সদনুশীলন-সম্বেগী ক'রে
যোগ্যতায় অধিরূঢ় ক'রে তোলে ;
যতই তুমি সার্থক হ'য়ে উঠবে এতে,—

কৃতী হ'য়ে উঠবে তুমি ততই,
বরেণ্যের বরপ্রসাদও
তোমাকে বিভবমণ্ডিত ক'রে তুলবে ;
ঈশ্বরই পরাৎপর,
ঈশ্বরই বরেণ্য,
তিনিই আরাধ্য,
তাঁতে যা' সার্থক হ'য়ে ওঠে—
সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে,
তাইই পরমার্থ । ৫৭০৩ ।
৮।২।১৯৫৪, রাত ৭-৫০

তোমার অনুজ্ঞা
বিনা শাসন বা তিরস্কারেও
পরিপালিত হ'য়ে উঠতে পারে ততই,
তা' তোমার কর্ম্মিবৃন্দের অন্তঃকরণকে
হৃদ্য অনুপ্রেরণানিবদ্ধ বন্ধুতায়
সম্বেগ-সম্বদ্ধ উদ্দাম ক'রে তুলতে পারবে যতই—
এমনতর ক'রে
যা'তে তোমার অনুজ্ঞা পরিপালন করাই
তা'দের হৃদয়ের পরম তৃপণা হ'য়ে ওঠে,
—ক্লেশসুখপ্রিয়তার পরম-নর্ত্তনে
আন্দোলিত হ'য়ে
আরব্ধ কর্ম্ম-নিষ্পন্নতায়
ঐ কৃতিত্বের উপঢৌকনে
তোমাকে উৎফুল্ল ক'রে তোলাই
তা'দের জীবনের পরম স্বস্তি-তীর্থ হ'য়ে ওঠে ;
যতই এমনতর উদ্দীপনা নিয়ে
একনিষ্ঠ রাগানুদীপনী তর্পণার অভিসারে
তাঁদিগকে তোমার অন্তরের আলিঙ্গনে

নিবন্ধ ক'রে,
তা'দের সত্তা-সম্বর্দ্ধনার
জীবনভূমি হ'য়ে উঠতে পারবে তুমি—
পারস্পরিক সঙ্গীতির
সুঠাম সম্বন্ধ সৃষ্টি ক'রে,—
একতান্ত্রিকতা তা'দের হৃদয়ে
মূর্চ্ছনা সৃষ্টি করতে করতে
সাহস ও পরাক্রম-প্রদীপনায়
তোমার অনুজ্ঞার দায়িত্ব গ্রহণ ও উদ্‌যাপনে
তা'দিগকে প্রয়াসী ক'রে তুলবে ততই—
সুদক্ষ ধী-বিনায়িত অনুচর্য্যী
অনুশীলন-তৎপরতায় ;
যেমন ক'রে এমনতর হৃদ্য প্লাবনের
সৃষ্টি করা যেতে পারে,
আদর্শ-অনুধ্যায়ী উপচয়ী কৃতী চলন নিয়ে,
দক্ষ, কুশল, তৎপর, সুবীক্ষণী সন্ধিৎসায়,—
বিহিতভাবে বিহিত স্থানে
তেমনি ক'রেই তা' ঘটিয়ে তোল,
আর, তেমনি যোগ্যতা লাভ কর,
তোমার প্রীতি-অনুবেদনা কৃতার্থ হ'য়ে উঠুক। ৫৭০৪।
৮।২।১৯৫৪, রাত ৯-৩৫

শিক্ষকতা তোমার
সার্থক হ'য়ে উঠবে তখনই,—
যখনই তোমার সুকেন্দ্রিক প্রাণন-স্পন্দন
ও স্নেহল আপ্যায়নী অনুচর্য্যার ফলে
শিক্ষার সংঘাত
ছাত্রকে সংক্ষুব্ধ না ক'রে তুলে
শেখার নেশায় ভরপুর ক'রে তুলবে তা'কে—

ক্লান্তিহীন আগ্রহ-উৎসারণী
লুব্ধ আবেগ-দীপনায়
বোধবীক্ষণী আত্মনিয়মনায় প্রবুদ্ধ ক'রে,
তা'র স্মৃতিকে
লোলুপ জাগরণে জাগ্রত ক'রে তুলে,
এ যতক্ষণ না হ'চ্ছে—
তুমি শিক্ষকতার মক্স করছ মাত্র,
শিক্ষা তোমার ব্যক্তিত্বে প্রবেশ করে নি তখনও। ৫৭০৫।
৮।২।১৯৫৪, রাত ৮-১০

রাজনীতিই বল,
কূটনীতিই বল,
ভেদনীতিই বল,
আর, যে-নীতিই বল না কেন,
তা' যদি সুকেন্দ্রিক লোকহিতী
সত্তাপোষণী অনুপ্রেরণায়
শুভদ কৃতিকৌশলে ব্যবহার ক'রে
যোগ্য নিষ্পন্নতায়
মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পারা যায়—
অসৎ-নিরোধী বিনায়নায়,—
তা' কিন্তু ধর্ম্মনীতিই,
তা' কিন্তু সত্যেরই পরিচর্য্যা। ৫৭০৬।
৯।২।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৫-৪৫

যাই কর আর তাই কর,
সুকেন্দ্রিক আলম্বনে আত্মবিনায়ন ক'রে চলতে থাক—
বোধায়নী অন্তর্বিমুখ পরিচলনায়,
সত্তার জীবনবর্দ্ধনী অনুচর্য্যী

আরেগোচ্ছল কৃতি-উৎসারণায়
সপরিবেশ নিজেকে
উদ্যোগ-পরাক্রমী ক'রে,
যোগ্যতার অশেষ অনুশীলনে
ইষ্টার্থ-উপচয়ী অনুদীপনা নিয়ে,
প্রীতি-উচ্ছল অসৎ-নিরোধী হৃদ্য সন্ধিৎসায়,
সুব্যবস্থ প্রস্তুতির সঞ্চয়ী শীল-অভিনিবেশ নিয়ে ;
তোমার অন্তঃকরণকে
এতটুকু আবেগ-উদ্যোগী ক'রে রাখ,
সার্থক হবে। ৫৭০৭।
৯।২।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬টা

যে যেমনতরই লোক হোক্ না কেন,
খ্যাতনামাই হো'ক,
অখ্যাতনামাই হো'ক,
বা অজ্ঞাতকুলশীলই হো'ক,
সে যদি সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে
অন্বিত তৎপরতায়
আদর্শনিষ্ঠ না হয়,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ সত্তানুশ্রয়ী না হয়,
আর, উদ্ধত আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রলোভনে
সময়সেবী হ'য়ে,
খ্যাতির আকাঙ্ক্ষায়
তা'র সুবিধায় যখন যেমন মেলে
তেমনতর অনুচলন নিয়ে চলে ও বলে,
সে চলা-বলার ভিতর
সুকেন্দ্রিক সত্তাপোষণী
সঙ্গতিশীল অনুনয়ন না থাকে,
যুক্তির শরজালে

জলদগম্ভীর স্বরে—
যে-সময় যেমনতর রাও ওঠে,
সে রাও-এর যেদিক সুবিধা,
তা'র আত্মপ্রতিষ্ঠার
ভাবানুকম্পী অনুবেদনা নিয়ে
যুক্তির আলেয়া বিস্তার ক'রে
মানুষকে তেমনতরই বুঝিয়ে চলে
বা সেই পথেই মত্ত ক'রে তোলে—
বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ-এর পক্ষে
সেটা সত্তাপোষণী শুভদ হো'ক বা না হো'ক,
নিন্দা, প্রশংসা বা ভেদনীতির
কূটজাল বিস্তার ক'রে
নিজের বাহাদুরীকে
বজায় রাখতে চায় যে,
তা'র ব্যক্তিত্ব
সুবিনায়িত আদর্শনিবন্ধ তো নয়ই,
বরং তা' অহং-অভিভূত
এবং নিজের ঢ্যাঁড়া পেটানোতেই ব্যস্ত ;
যদি কারও বাক্, ব্যবহার ও প্রেরণ-প্রবোধনার মধ্যে
আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টির অন্বিত সঙ্গতিসম্পন্ন
সত্তানুদীপনা না থাকে,
তা'র উপর নির্ভর করতে যেও না,
তা'র বাক্য, ব্যবহার, আচার-আচরণগুলির
সঙ্গতি ও অন্বয়ী তাৎপর্য্য দেখে,
বিবেচনা ক'রে,
করণীয় নির্ণয় ক'রে
বর্দ্ধনার প্রগতি-পরিচর্য্যায়
যেমনতর প্রস্তুতির দরকার
তাই ক'রে চল—
যথাসম্ভব হৃদ্য অসৎ-নিরোধী কুশল-কৌশলকে

সন্তর্পণে বিনায়িত ক'রে ;
ঐ আন্দোলনী বিতণ্ডাগুলিকে
যদি তোমার কাজে লাগাতে পার—
আদর্শের দীপনদেউলে,
সার্থক সমাধানী সমাহৃতি নিয়ে,—
আরো ভাল ;
তোমার দেহদেউলের পরম দেবতা ঈশ্বর,
ঈশ্বরই জীবনবৃদ্ধির পরম আশিস্,
—সত্তার অমৃতদীপনা,
—অস্তিত্বের অযুত-বিভা। ৫৭০৮।
৯।২।১৯৫৪, রাত ৭-৪৫

যা'রা বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রেরিত পুরুষোত্তমকে
প্রাচীনের নবীন আবির্ভাব ব'লে
গ্রহণ করতে পারে না,
—আরতি-অন্বিত সঙ্গতিশীল
অনুধ্যায়ী দর্শনের ভিতর-দিয়ে
তাঁর জীয়ন্ত মূর্ত্তনাতে
প্রাচীনের আপূরণী জীয়ন্ত সঙ্গতিসূত্রকে
দর্শন করতে জানে না,
—জীবনধর্ম্মের আপূরণী ব'লে
ঐ পূরণ-প্রেরণাকে আশ্রয় ক'রে
সব্যষ্টি পরিবেশকে
ছান্দোগ্য-উদ্দীপনায়
বিভান্বিত ক'রে তুলতে পারে না—
সুসন্ধিৎসু বিনায়নী সামঞ্জস্যের ভিতর-দিয়ে
সার্থক সম্বর্দ্ধনায়,
—ধর্ম্মকে প্রাচীনের অংক হ'তে বিচ্ছিন্ন ক'রে,

প্রেরিতপুরুষ-পরম্পরাকে ছিন্ন ক'রে,
এমন-কি, পরমকারুণিক
পরাৎপর পরমেশ্বরকেও
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের
বিভিন্ন রূপে রূপায়িত ক'রে,
অজ্ঞ-বোধশীল যা'রা
তা'দিগকে বিভ্রান্ত ক'রে তুলে
গণ্ডীবদ্ধ সম্প্রদায়ে
ভেদ সৃষ্টি ক'রে থাকে,
সাধু ও মহৎদেরও
ঐ তক্‌মায় বিজ্ঞাপিত ক'রে থাকে,
তাদের বেদবাণীগুলিকেও
ভেদচিহ্নিত ক'রে
পরিবেষণ ক'রে থাকে—
সত্তার অন্বিত সঙ্গতিশীল সম্বর্দ্ধনাকে
ব্যাহত ক'রে,
ঈশ্বরের আশিস্‌-বিভূতির
কদর্থী পরিবেষণে
লোকজীবনকে প্রবঞ্চিত ক'রে চলে,
—এমনতর যা'রা
তা'রা শাতনেরই তন্ত্র-দূত ;
মনে রেখো—
প্রতিটি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রেরিত-পুরুষোত্তম
প্রাচীনেরই পূরণ-আবির্ভাব,
তাঁ'রা প্রত্যেকেই
সেই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরেরই জীয়ন্ত প্রেরণা,
সত্তাসম্বর্দ্ধনী যাগদীপনার মূর্ত্ত যজ্ঞেশ্বর,
লোক-অন্তরের পরম দেবতা,
প্রীতির জীয়ন্ত মূর্ত্তি,

প্রাচীনের আপূরণী নবকলেবর ;
আর, এ যেখানে
মানুষের বিকৃত পরিবেষণে
ব্যর্থ ও ব্যত্যয়ী ধারায় প্রবাহিত হয়েছে,—
তা' শাতনতন্ত্র ছাড়া
আর কিছুই নয়কো,
সাবধান থেকো—
সতর্ক সন্ধিৎসা নিয়ে। ৫৭০৯।
৯।২।১৯৫৪, রাত ৮-৩৫

তোমার শুভচিন্তা
যদি ভাবেই নিবদ্ধ থাকে,
তা'র বাস্তব অভিব্যক্তি যদি
কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
ফুটে না ওঠে,—
তোমার ভাবালু শুভ
শুধুমাত্র চিন্তাতেই পরিসমাপ্তি লাভ করবে,
বাস্তবে উপভোগ করতে পারবে না তা',
তাই, শুভচিন্তাকে
বিবেচনায় বিনায়িত ক'রে
শুভদ নিয়মনে মূর্ত্ত ক'রে তোল—
যদি মানুষকে সুখী ক'রতে চাও
বা সুখী হ'তে চাও নিজে। ৫৭১০।
৯।২।১৯৫৪, রাত ৯-২৫

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শ-নিরত
বা ইষ্টার্থপরায়ণ যিনি নন,
সক্রিয় অনুদীপনা নিয়ে

তদনুগ আত্মবিনায়নে
তৎপর হ'য়ে ওঠেন নি যিনি,
এমনতর নেতাই হউন,
বা নিয়ন্তাই হউন,
তাঁদের বাণী বা অনুপ্রেরণাকে
আপ্তবাণী ব'লে
বা সত্তাপোষণী প্রাপ্ত বাক্য ব'লে
গ্রহণ ক'রো না,
কারণ, তাঁদের ব্যক্তিত্ব
প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট হ'য়ে
ঐ বৃত্তি-অনুগ চলন ও চাহিদায়
নিজেকে নিয়োজিত ক'রে
তদর্থ-সেবনা ও প্রতিষ্ঠাকে
স্বার্থ ব'লে বিবেচনা ক'রে থাকে ;
অন্বিত সঙ্গতিশীল আত্ম ও পরের বিনায়নায়
নিজের ও পরিবেশের
সত্তানুগ আপূরণ-পোষণী অনুপ্রেরণায়
তাঁরা অনুপ্রেরিত হ'য়ে উঠতে পারেন না,
আবার, তাঁরা প্রায়শঃ
সময়সেবী হ'য়ে ওঠেন,
যখন যে-দিকে
তাঁদের প্রবৃত্তি-পূরণের সুযোগ পান,
সেইদিকেই ঝুঁকে পড়েন ;
তাই, তাঁদের বাণী বা উপচর্য্যা
সত্তাপোষণী নয়কো,
কারণ, তাঁদের ব্যক্তিত্বের
সাত্ত্বিক পরিপোষণাও
অন্ধ তমসাচ্ছন্ন ;
তাই, তাঁরা যা' বলেন
বা করেন,

সেগুলি তোমার
ঐ সত্তাপোষণী জীবন-বিধৃত
নৈতিকতা-সম্মত
বা এক-কথায়
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির অন্বিত সঙ্গতি-সম্পন্ন
সার্থক প্রেরণা-প্রদীপ্ত কিনা
বুঝে-সুঝে
বেশ ক'রে বিচার-বিবেচনায়
নির্দ্ধারণ ক'রে
যা' করণীয় তা' ক'রো,
নয়তো, ভালর প্রলোভন
বা জলুসের প্রলোভনে
নিজ ও নিজ পরিবেশের সত্তাকে
বিক্ষুব্ধ সংঘাতে
বিপর্য্যস্তও ক'রে তুলতে পার,
তখন শত আপশোষেও
তা'র প্রতিকার
সুদূরপরাহত হ'য়ে উঠবে,
আর, নিরাকরণ-প্রস্তুতি নিয়ে
ঐ বিপর্য্যয়কে
যদি নিরোধ করতে চাও—
তা'ও বহুত সময়সাপেক্ষ। ৫৭১১।
১০।২।১৯৫৪, বেলা ১১-৩০

হয় বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রেরিত-পুরুষোত্তমকে
তোমার একমাত্র পরাবৃত্তি ক'রে নাও,
যা'র ফলে, তোমার সমস্ত যুক্তি
একমাত্র ঐ পরাবৃত্তি-অনুসেবী

ও অনুগতিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে—
আগ্রহ-নিরত আরতি নিয়ে ;
নয়তো, তোমার অন্তর্নিহিত বৃত্তির দ্বারা
তুমি পরামৃষ্ট হ'য়ে
উঠবেই কি উঠবে,
যা'র ফলে, তোমার ব্যক্তিত্ব
বিক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠবে,
অনন্বিত বিচ্ছিন্ন সঙ্গতিতে
ভ্রাম্যমাণ হ'য়ে চলবে—
বোধিসৌষ্ঠব ধীকে
বিচ্ছিন্ন বেদনায়
বিক্ষেপী ক'রে ;
—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" ৫৭১২।
১০।২।১৯৫৪, বেলা ১১-৪৫

নিন্দা-স্তুতির সুবিনায়নী
শালীন সৌকর্য্যে
যে ব্যক্তিত্ব অভ্যস্ত হ'য়ে উঠেছে—
সুকেন্দ্রিক আত্মবিনায়নী তৎপরতায়
সক্রিয় হ'য়ে,
বোধবেদনার নিয়ন্ত্রণী সমঞ্জসা
সাত্ত্বিক অনুচলনে,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
তৃপর্ণ-মর্য্যাদায়,
ধারণ-পালনী সম্বেগে,
অসৎ-নিরোধী নিয়মনায়,—
ঐশী-বিভব তাঁতেই স্ফুটতর। ৫৭১৩।
১০।২।১৯৫৪, বিকাল ৫-১৯

তুমি সব বোঝ—
এমনতর মদগর্ব্বিতা নিয়ে
বসবাস করতে যেও না,
আবার, কিছুই বুঝতে পার না—
এমনতর দৈন্যেরও প্রশ্রয় দিও না ;
অচ্যুত ইষ্টার্থ-অনুবেদনী
অন্তরাস-অনুদীপ্ত হৃদ্য সন্ধিৎসা নিয়ে
দেখ,
ভাব,
বোঝ—
বাস্তব সক্রিয়তায়,
এই দেখা, ভাবা, বোঝার অন্বিত সঙ্গতি-সার্থকতায়
তোমার বুঝগুলিকে বিনায়িত
করতে চেষ্টা কর,
যেমন ক'রে যেটাকে
সুযুক্ত অনুনয়নে
নিয়ন্ত্রণ করলে
তোমার অন্তরের বোধিদীপনাকে
সার্থক বিন্যাস-বিভবে
সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে তুলতে পার,
তাই কর—
সত্তাপোষণী প্রণোদনা নিয়ে ;
সর্ব্বসঙ্গতির অন্বয়ী সার্থকতায়
সমাহিত যে বুঝ,
সত্তার আপোষণী হ'য়ে
প্রাচীনের আপূরণী যা'
তা' হ'তে ন'ড়ো না ;
এতে বোঝা বা না-বোঝার,
জানা বা না-জানার
দৈন্য বা দম্ভ হ'তে রেহাই পাবে,

অথচ জানাগুলি
মূর্ত্ত বিভব নিয়ে
তোমাতে অধিষ্ঠিত থাকবে,
ঐ বোধিতেই তোমার ব্যক্তিত্ব বিনায়িত হ'য়ে
সক্রিয় তৎপরতায়
চলন্ত হ'য়ে চলবে—
আরোতর সার্থকতার সন্দীপনী প্রেরণায় ;
ঈশ্বরই পরম সার্থকতা,
—অন্বিত সঙ্গতির পারস্পরিক মূর্চ্ছনা,
তিনিই পরাৎপর,
—যোগদীপনার পরম লীলাভূমি। ৫৭১৪।
১০।২।১৯৫৪, রাত ৭-১৫

যা'রা নিজের সুবিধা-অসুবিধার খসড়া
বা প্রয়োজন-প্রবর্ত্তনাকে
বিস্তার ক'রে
তা'কেই কায়েম রাখতে বদ্ধপরিকর হ'য়ে
তা'র আপূরণ-প্রত্যাশায়
কা'রও অনুজ্ঞা বা সম্মতি
আদায় ক'রে নেয়,
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
নিজের সুবিধা, অসুবিধা বা চাহিদাতেই
সে সংশ্রয়ী,
নাছোড়বান্দা হ'য়ে যা'র কাছে
অনুজ্ঞা যাচ্ঞা করছে
ঐ তা'র অনুগ্রহভিক্ষু হ'তে পারে সে,
কিন্তু তা'তে অর্থাৎ তা'র ব্যক্তিত্বে
সে সংশ্লিষ্ট নয় মোটেই,
কারণ, ঐ চাহিদায় বা ভিক্ষায়

তা'কে নন্দিত ক'রে তুলবার
বা তা'র সত্তাপোষণী অনুচর্য্যার
কিছুই নাই,
আছে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-পরায়ণতা,
আছে প্রীতি-আরতিবিহীন কামনা। ৫৭১৫।
১০।২।১৯৫৪, রাত ৭-৩০

অন্যের অবদানকে নিজের ব'লে চালিও না,
তা'ও কিন্তু মদগর্ব্বী আত্মম্ভরী স্তেয়বুদ্ধি। ৫৭১৬।
১০।২।১৯৫৪, বেলা ১২টা

যদি শিক্ষক হওয়ার আগ্রহই
তোমাকে পেয়ে ব'সে থাকে,
শিক্ষকতা ক'রেই যদি
তুমি সার্থক হ'তে চাও,
প্রথম করণীয় হিসাবে—
তুমি সুকেন্দ্রিক সক্রিয় সমাহিতির সহিত
সশ্রদ্ধ অনুচর্য্যায়
কেন্দ্রার্থ-উপচয়ী যা',
বাস্তবভাবে যথাসম্ভব তৎ-পালন-নিরত হ'য়ে চল,
বোধবীক্ষণী পরিচর্য্যায়
তোমার ধীকে
এমনভাবে বিনায়িত ক'রে তোল,
যা'তে প্রতিপদক্ষেপে
তোমার চারিত্রিক বিকিরণায়
তা' স্ফুটতর হ'য়ে ওঠে—
একটা অন্বিত সঙ্গতির
সার্থক বিনায়না নিয়ে;

তুমি এমনতর শ্রদ্ধোচ্ছল অন্তঃকরণ নিয়ে
স্নেহল অনুবেদনায়
তোমার ছাত্রদের সম্মুখীন হবে,
যে, যে যেমনই হো'ক না কেন—
তা'দের অন্তঃকরণ
ঐ হৃদ্য চারিত্রিক বিভূতির স্নেহলস্পর্শে
যেন ভরপুর হ'য়ে ওঠে—
সোহাগদীপনী স্মিতগম্ভীর
সম্ভ্রমাত্মক উপস্থিতি নিয়ে ;

মনে রেখো—
তোমার সম্মুখে তা'রা যেন
শ্রদ্ধোচ্ছল অনুদীপনার সহিত
তা'দের অন্তঃকরণের
ধৃতি বা ধারণা যাই হো'ক,
সেগুলিকে উলঙ্গ ক'রে ধরতে পারে ;
তা'রা এমনতর যতই পারবে,—
তা'দের গলদ কোথায় বা কেমনতর
তা'ও তুমি বুঝতে পারবে তেমনি ক'রে,
কা'রও বৈকল্য আছে বুঝলেও
তুমি তা'তে আঘাত হেনো না,
তা'তে কিন্তু ঐ বিকৃতিই
অন্তঃপ্রোথিত হ'য়ে ওঠে,
যদি তা' হয়,—
তা'র পরিশুদ্ধিও কঠিন হ'য়ে পড়ে ;
এমনতর প্রেরণায়
ঐ ধৃতিগুলিকে
তুমি পরিমার্জ্জিত ক'রে তুলবে,
বিশুদ্ধ ক'রে তুলবে,
যা'তে তা'দের অন্তর্নিহিত ধারণা
বিশুদ্ধ হ'য়ে

প্রত্যয়ে উপনীত হয়,
আর, সেই প্রত্যয় যেন বিকাশ পায়
সক্রিয়ভাবে—
তা'র অনুক্রিয় অনুচলনে ;
এমনি ক'রেই ওগুলিকে
সার্থক-সমাহিত ক'রে
তা'দের অন্তঃকরণের
বিন্যাস-বিনায়নে প্রযত্নশীল হও—
স্বাভাবিক সুযুক্ত নিয়ন্ত্রণ-তৎপরতায় ;
ধাতস্থ না করিয়ে
মুখস্থ করানো ভাল নয়,
তা'তে তা'দের অশুদ্ধ ধারণারই
পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকে প্রায়শঃ ;
ছাত্রের বোধগুলি এমনতরই
সুযুক্ত যুক্তিমালায়
গ্রথিত হ'য়ে ওঠে যেন—
যা' বাস্তব উজ্জ্বল অলঙ্কারে
বিলসিত হ'য়ে
হৃদ্য বিনায়নে
প্রতিভাত হয়ে ওঠে,
আর, সেগুলি যেন
তা'র সাত্ত্বিক বিভূতিকে
সার্থক প্রতিভায় বিভান্বিত ক'রে তোলে ;
এই পরিশুদ্ধির ভিতর-দিয়ে
তা'র বোধকে এমন সহজ ক'রে তোল,
যা'তে স্বাভাবিক উদ্বর্ত্তনায়
ঐ অমনতর সার্থকতায় উপনীত হ'য়ে
হৃদ্য পরিবেদনায়
সে তা' পরিবেশন করতে পারে সকলকে ;
অমন ক'রেই এগুলিকে আবার

আচার্য্যশ্রদ্ধ অনুবেদনায়
উদ্ভিন্ন ক'রে
সুনিষ্ঠ সন্দীপনায়
সজাগ ক'রে তুলতে
প্রয়াসশীল হও,
যা'তে সে জীবনে
সুকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠতে পারে
সর্ব্বতোভাবে ;
তা'র জৈবী-সঙ্গতির ভিতরে
এইগুলি যেমন গ্রথিত ক'রে দিতে পারবে—
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির সুসঙ্গত
সার্থক সুপরিবেষণে,
সে মানুষও হ'য়ে উঠবে তেমনতর—
তা'র বাঁচাবাড়ার আকূতিব ভিতর-দিয়ে
পরিস্থিতির বাঁচাবাড়াকে বিনায়িত ক'রে,
উৎফুল্ল অনুচর্য্যায়
সবাইকে বিভান্বিত ক'রে তুলে ;
এতে তুমিও সার্থক হ'য়ে উঠবে—
শ্রদ্ধোচ্ছল অর্ঘ্য-বিভূষিত হ'য়ে,
আর, তোমার ছাত্রও
কৃতী সার্থকতার আত্মপ্রসাদে
তোমাকে আজীবন অভিবাদন ক'রে চলবে। ৫৭১৭।
১১।২।১৯৫৪, সকাল ৮-৫০

সুকেন্দ্রিক সমাহিত নিয়ে
ইষ্টানুগ চলনে চলতে থাক—
সক্রিয় তৎপরতায়
অন্বয়ী সঙ্গতিতে
যা'-কিছুকে অর্থান্বিত ক'রে,

উপচয়ী অগ্রগতিতে চলৎশীল থেকে,
হৃদ্য অসৎ-নিরোধী অনুকম্পা নিয়ে ;
এমনি ক'রেই
আবেগ-অনুবেদনায়
পরিস্থিতির প্রতিটি ব্যষ্টিকে
বিনায়িত ক'রে চ'লো—
জীবনে, বর্দ্ধনে
যোগ্যতার অনুশীলনে
বর্দ্ধনার আবেগ-সঙ্গমে,
ঐ কেন্দ্রানুগ অনুশ্রয়ী
অন্বিত সঙ্গতির
সক্রিয় অনুবেদনী সার্থকতায়,
সুকেন্দ্রিক পারস্পরিকতায়
প্রত্যেককে প্রীতিনিবদ্ধ ক'রে ;
যা'ই কর না কেন,
তার ভিতর-দিয়ে
তোমার পরিধিকে
ক্রমবর্দ্ধনশীল ক'রে তোল ;
পরিধির এমনতর বিস্তারই
তোমার যশ,
আর, এই অন্বিত সঙ্গতিশীল ধী
যা' দিয়ে তোমার ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে
আরোতে গ'ড়ে তুলছ
উদ্দীপনী উদ্বর্দ্ধনায়,
তা'ই হ'চ্ছে তোমার বর্দ্ধনা,
এই বর্দ্ধনা
তোমার বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে
গজিয়ে উঠছে—
ব্যক্তিত্বকে উচ্ছল স্ফুরণায় প্রবর্দ্ধিত ক'রে ;
প্রতিটি ব্যষ্টির বোধ

বিন্যাস লাভ ক'রে
তোমাতে অমনি ক'রেই
সংস্থিতি লাভ করছে,
এই সংস্থিতি আবার সৃষ্টি করছে
প্রতিটি ব্যষ্টি-সহ সমষ্টির স্বস্ত্যয়নী-সম্বেগ—
যে স্বস্তি-পরিবেষণার ভিতর-দিয়ে
তুমি তা'দের কাছে
হৃদ্য হ'য়ে উঠছ—
প্রতিটি ব্যক্তিত্বকে
প্রসারণশীল ক'রে
সুখ-সাফল্যে, স্বস্তি-বিনায়নায়
আয়ুতে, বলে, বীর্য্যে ;
এমনি ক'রেই
তা'দের সত্তার
অমৃত-পরিবেষক হ'য়ে উঠছ তুমি,
তোমার সুকেন্দ্রিক সত্তা
প্রতিটি ব্যষ্টির কাছে
প্রতীয়মান হ'য়ে উঠছে—
সৃজন-সন্দীপনায়,
পালন-সন্দীপনায়,
মহত্তর ধারণ-পালনী সার্থক সমাহারের
তর্পণ-নন্দনায় ;
এমনি ক'রেই তোমার ব্যক্তিত্ব
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের
অন্বিত সঙ্গীতির
শালিন্য-দীপনায়
বিভা-বিকিরণে
প্রস্ফুটিত হ'য়ে চলতে থাকবে,
তুমি ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে উঠবে,
তোমার হৃদয়ের আবেগ-উচ্ছল

ভক্তির হিরণ্য-সিংহাসনে
ঈশিত্ব অধিষ্ঠিত হ'য়ে থাকবেন,
প্রাপ্তির পরম আলিঙ্গনে
তোমার অস্তিত্ব
ঈশিত্বের ব্যঞ্জনা হ'য়ে উঠবে,
তুমি সর্ব্বতোভাবে
তাঁরই নিবেদন-অর্ঘ্য হ'য়ে উঠবে। ৫৭১৮।
১১।২।১৯৫৪, সকাল ১০-৫

তুমি যদি
আচরণের ভিতর-দিয়ে
নিষ্ঠাকে প্রতিপালন করতে না পার—
সুকেন্দ্রিক সক্রিয় অনুধ্যায়িতা নিয়ে,
নিষ্ঠা তোমাতে স্থিতি লাভ করবে কমই,
আর, নিষ্ঠা যদি তোমাতে
সংস্থিত না হয়,—
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী অনুচলনে,
সতর্ক সন্ধিৎসায়,
বিহিত বিন্যাসে
কোন-কিছুকে
কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারবে না ;
নিষ্ঠা না থাকলে
ধারণ-পালনী অনুবেদনার
স্থিতি-চলনে চলাই
দুরূহ হ'য়ে ওঠে,
অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে
বোধিও সার্থক বিভবে
পরিস্ফুরিত হ'য়ে ওঠে না,
তাই, ধীও সেখানে তেমনতরই দ্যুতিহারা। ৫৭১৯।
১১।২।১৯৫৪, বেলা ১২-১০

যখনই তুমি তোমার শক্তি সম্বন্ধে
নজরহীন হ'য়েও
এষণাদীপ্ত,
তোমার আগ্রহ-উদ্দীপনা
সম্বেগশালী ও সক্রিয়,
ধী চেতনচর্য্যানিরত,
সার্থক সঙ্গতিশীল বোধবীক্ষণী নিরতি নিয়ে
চলায়মান,
সুকেন্দ্রিক উপচয়ী অর্জ্জন সন্দীপনা-সম্বুদ্ধ,
তখনই বুঝবে—
কৃতি তোমার
নিষ্পন্নতাকেই আবাহন করছে। ৫৭২০।
১১।২।১৯৫৪, বিকাল ৪-৫০

প্রত্যেকের জীবনে
অনেক কিছু সামাল দিয়ে চলতে হয়—
কোথাও নিষ্পন্নতায় সংসিদ্ধি এনে,
কোথাও বা নিরোধে নির্ব্বিঘ্ন হ'য়ে ;
অনেক কিছু করতে হয় ব'লেই—
তোমার জীবনে মুখ্য কর্ম্ম যা',
তা'কে যথাসম্ভব নিয়ত চলৎশীল ক'রেই রেখো—
শুভ-সংশুদ্ধির
সমীচীন নিয়ন্ত্রণী বিনায়নায়
বোধিবীক্ষণী তৎপরতায়
দেখে, শুনে, বুঝে, ক'রে ;
আর, তা'কেই কেন্দ্র ক'রে—
যদি পার—
যা'-কিছু করণীয়ের
সঙ্গতিশীল উদ্‌যাপন-বিনায়নায়
তোমার কৃতিদীপনাকে

নিষ্পাদনমুখর ক'রে রেখো—
পারিবেশিক সুসঙ্গতির
সমাহারী তৎপরতায়,
সার্থক অন্বয়ী উপচয়ী সংসিদ্ধি নিয়ে ;

এই করণের ভিতর-দিয়ে
তোমার শুভ-সন্দীপনী নিয়মনায়
ধী
সার্থকতায় সম্পুষ্ট হ'য়ে উঠবে,
কৃতিত্বের অর্ঘ্য
তোমাকে নন্দিত ক'রে তুলবে,
শীলসম্বন্ধ বিস্তারণায়
তোমাকে ভূমায়িত ক'রে তুলবে ;

কিন্তু সব সময়ই মনে রেখো—
ব্যতিক্রম বিক্ষেপেরই স্রষ্টা,
সিদ্ধির পরম শত্রু—
যা' মানুষকে অসঙ্গত, বিক্ষুব্ধ
বিভ্রান্ত ক'রে তোলে ;

তাই বলি, সুকেন্দ্রিক শ্রেয়-তৎপর হ'য়ে
শুভ সন্দীপনায়
তোমার মুখ্য করণীয় যা'
তা'কে সিদ্ধার্থী ক'রে
প্রস্বস্তির পথে এগিয়ে যাও,
ঈশ্বরের শুভাশিস্ তোমাকে
নন্দিত ক'রে তুলুক ;

ঈশ্বরই সিদ্ধার্থ,
ঈশ্বরই তপদীপনা,
ঈশ্বরই কৃতার্থতার পরম উৎস। ৫৭২১।
১১।২।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৫-৫০

সুকেন্দ্রিক হ'য়ে
তদনুপাতিক নিয়ন্ত্রণে
বর্দ্ধনী অনুচর্য্যায়
তোমার শক্তি ও ক্ষমতাকে
যদি নিয়োজিত না কর,
তোমার ঐ শক্তি বা ক্ষমতাও
বোধিকে বিনায়িত ক'রে
তোমার ব্যক্তিত্বকে বর্দ্ধনশীল ক'রে তুলবে না ;
যেমনভাবে যা' খরচ করবে,—
পাবেও তেমনি,
ব্যক্তিত্বও হ'য়ে উঠবে তেমনতর। ৫৭২২।
১২।২।১৯৫৪, সকাল ৭-২৫

তুমি যে দলভুক্ত হও না কেন,
যে দলভুক্ত হ'য়ে যা'ই কর না কেন,
মনে রেখো—
তোমার ব্যক্তিত্বের চেতনবেদীই হ'চ্ছে
তোমার সত্তা,
ঐ সত্তাতেই নিহিত থাকে বোধি,
সত্তা চায়—স্বস্তি,
স্বচ্ছন্দ চলনে চলতে,
বোধি
বিধিকে নির্দ্ধারিত ক'রে
এই পথে চলতে সাহায্য করে,
এই চলার ভিতর-দিয়েই
সে চায়—
বিবর্ত্তন-সম্বৃদ্ধ হ'তে ;
সত্তাপোষণী অনুদীপনার এষণী আগ্রহের ভিতর-দিয়ে
এই সম্বর্দ্ধনার আকৃতি নিয়ে
সে উপভোগ করতে চায়—

ভাল-মন্দকে বেছে নিয়ে
তা'র বেঁচে থাকা ও বেড়ে চলার
পরিপোষণী যা'
তা'কে ;
ঐ সাত্ত্বিক আকূতির সম্বেদনী উন্নয়নার ভিতর-দিয়ে
তা'কে উপভোগ ক'রে
অস্তিত্বকে বজায় রেখে
সে নিজেকে বিবর্দ্ধনে
বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে চায় ;
এই প্রত্যেকটি থাকা
ও বেড়ে চলার ভিতরে
প্রতিটি স্তরে
প্রতিটি ছন্দে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে
ধারণ-পালনী প্রবর্ত্তনার ভিতর-দিয়ে
বিধৃত হ'য়ে
পরিপালিত হ'য়ে চলতে চায়—
আরো, আরোর পথে,
তাই, সে সব সময়ই
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
সন্ধিৎসু চক্ষুতে
খোঁজ করতে চায়—
ঐ ধারণ-পালনী উৎস কোথায়—
যদি সে মূঢ় প্রবৃত্তি-অভিভূত না হয় ;
ঐ খোঁজার ভিতর-দিয়ে
মানুষ নিজের সত্তাকে বিনায়িত ক'রে
বর্দ্ধনায় বিচরণশীল হ'য়ে
সর্ব্বতোভাবে নিজেকে বিন্যস্ত ক'রে
সত্তার অধিস্থিতিকে
বজায় রেখে চলতে চায় ;

এই চলন তা'র অফুরন্ত,
সে হয়, চলে—
আরো আরো ক'রে
দুনিয়ার যা'-কিছুকে নিয়ে
অন্বিত সঙ্গতির সার্থক অনুনয়নার ভিতর-দিয়ে
নিজেকে বিবর্ত্তিত ক'রে
বর্দ্ধনার ক্রম পদক্ষেপে ;
ঈশিত্বে আছে ঐ ধারণ-পালনী সম্বেগ,
চেতন-দীপনী উৎসারণা,
সত্তা তাই বোধিসত্ত্বে অধিষ্ঠিত,
ঈশ্বরই ঐ সাত্ত্বিক বোধবিনায়নী
ধারণ-পালনী সম্বেগের
পরম উৎস,
মানুষ তার বুঝ-মোতাবেক
যাই ভাবুক,
যাই বলুক,
আর যাই করুক,
ঐ ধারণপালনের উৎস যেখানে বা যে,
সে-ই তা'র ঈশ্বর—
তা'র অজ্ঞ বিবেচনা
মুখে তা' স্বীকার করুক বা নাই করুক ;
তাই, তুমি যাই কর না কেন,
ঐ ঈশ্বরই তোমার ধারণ-পালনী উৎস,
সত্তার বোধিসত্ত্ব ;
ঐ সত্তা যা'তে পরিপোষিত হয়,
পরিপালিত হয়,
আপূরিত হ'য়ে ওঠে,
বোধিবীক্ষণী সন্ধিৎসার ভিতর-দিয়ে
খুঁজে-পেতে
সার্থক অন্বয়ী সমাধানে

তা'কেই সে তা'র আধান ক'রে নিতে চায় ;
যাই কর, আর তাই কর,
এই চাহিদাকে যদি
আপূরিত ক'রে না তুলতে পার—
তোমার সত্তা ও তা'র সম্বর্দ্ধনা
ক্রমশঃই খিন্ন হ'তে থাকবে ;
তাহ'লেই আদর্শ
অর্থাৎ যাঁ'র ভিতর-দিয়ে
তুমি দেখতে পারবে ঐ মরকোচ—
যিনি তোমার লক্ষ্য,
ধর্ম্ম অর্থাৎ ঐ ধৃতি,
কৃষ্টি—
অর্থাৎ ঐ চলনে চলার রীতি,—
এই তিনের অন্বিত সঙ্গীতিতে
সুনিষ্ঠ থেকে
বিধি-বিনায়নায়
ঐ চলনে চ'লে
তোমাকে বিবর্ত্তনের পথে এগুতে হবে ;
সত্তা যা'তে ফাঁকিতে পড়ে,—
তুমিও ফাঁকিতে পড়বে তা'তে,
তাই, এমন ক'রে চ'লো না—
যা'তে তোমার ঐ সত্তার
সম্পূরণী, সম্পোষণী সন্দীপনা
ব্যাহত হ'য়ে ওঠে,
তা'তে তোমার কোন সার্থকতা নেই,
তা'তে সম্পুষ্ট হ'তে পারবে না,
পরিপালিত হ'তে পারবে না,
আপূরিত হ'তে পারবে না কিছুতেই ;
ঐ সার্থক অন্বিত সঙ্গীতিশীল চলনই হ'চ্ছে
তোমার জীবন-চলনা,

তা'র ব্যতিক্রমই হ'চ্ছে তা'র অপলাপী,
তাই, ব্যতিক্রমের পথে চ'লো না,
অপলাপের পথে চ'লো না ;
সুনিষ্ঠ সন্দীপনায়
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
তুমি আপূরিত হও,
আপোষিত হও,
পরিপালিত হও,
আর, এই পালন-পোষণ-পূরণের
অন্বিত সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
তুমি সম্বর্দ্ধনশীল হ'য়ে চল,
সুকেন্দ্রিক অন্বিত সঙ্গতিশীল আরতিচর্য্যায়
ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে ওঠ তুমি—
তোমার যা'-কিছু নিয়ে। ৫৭২৩।
১২।২।১৯৫৪, সকাল ১০-২০

তোমার চিত্ত লাখ চঞ্চল হো'ক,
তা'তে কিছুই এসে যায় না,
তুমি তোমার প্রিয়পরমকে ভালবাস,
করও তেমনি,
আর, চলতে থাক ঐভাবে—
হৃদ্য চলনে,
সুসঙ্গত উপচয়ী অন্বিত-সঙ্গতি নিয়ে,
অসাধু-নিরোধে সজাগ থেকে ;
প্রিয়পরমে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
তদনুগ আত্মনিয়মনায়
সব চঞ্চলতা, সব স্থৈর্য্য
অমন ক'রেই সার্থক হ'য়ে উঠবে। ৫৭২৪।
১২।২।১৯৫৪, বিকাল ৫টা

তোমার আদর্শ যিনি,
প্রিয়পরম যিনি,
যিনি তোমার জীবনবর্দ্ধনার
পরম অনুপ্রেরক,
বর্দ্ধনার হোতা যিনি,—
তোমার সত্তার প্রীতিসম্বেগ যেমন আছে,
তা'ই নিয়ে তাঁকে ভালবাস,
আর, ভালবাসলে যেমন করে,
তেমনি ক'রে চল—
সেবা-সন্ধিৎসু আপূরণী তৎপরতায় ;

তোমার পরাবৃত্তি তাঁতেই ন্যস্ত কর,
তাঁকেই তোমার পরাবৃত্তি ক'রে তোল,
ঐ পরাবৃত্তিই তোমার জীবনে মুখ্য হ'য়ে উঠুক,
আর, সমস্ত বৃত্তিগুলিকে
তা' স্বতন্ত্রভাবেই হো'ক—
বা সমবেতভাবেই হো'ক—
তাঁরই পরিসেবনাতেই
নিয়োজিত কর ;

এই নিয়োজনার ভিতর-দিয়ে
তোমার ও পরিবেশের
স্বার্থসঙ্গতির অন্বয়ী সার্থকতায়
নিজেকে বিনায়িত ক'রে চলতে থাক—
শুভ-সন্দীপনী সত্তাপোষণী অনুচর্য্যায়,
নিজেকে ও পরিবেশের প্রতিটি ব্যষ্টিকে
তালিমী ছন্দে
বাঁচাবাড়ার উদ্যোগে উদ্বুদ্ধ ক'রে ;

এই এমনতরই চলনা
তোমার ব্যক্তিত্বকে
সুগঠিত ক'রে তুলবে,

ধী-বিনায়িত হ'য়ে উঠবে তুমি—
সার্থক অন্বয়ী সম্বেদনায়,
তোমার জীবনও
তোমার ঐ প্রিয়পরমে সার্থক হ'য়ে উঠবে,
আর, ঐ সার্থকতায় সমাহিত হ'য়ে
ঐশী-আশিস্ তোমার অন্তরে
বিভাসিত হ'য়ে উঠবে ;
মনে রেখো—
ঈশ্বরই পরম বিভব,
ঈশ্বরই পরম হোতা,
—অস্তিবৃদ্ধির অনুদীপনা,
পরম ধাতা তিনিই। ৫৭২৫।
১২।২।১৯৫৪, রাত ৮-২০

যে-অত্যাচার
মানুষের সত্তাপোষণী ও শুভপ্রসূ,
তা' আপাততঃ অত্যাচার ব'লে
প্রতীয়মান হ'লেও
তা' কিন্তু আশীর্ব্বাদই,
আবার, যে-আচরণ বা অনুকম্পী ব্যবহার
মানুষের প্রবৃত্তির ইন্ধন জুগিয়ে
অন্তঃকরণকে অবনত ক'রে
তা'র যোগদীপনাকে
অপলাপ-সংশ্রয়ী ক'রে তোলে,
বৈশিষ্ট্য, আভিজাত্য ও শ্রেয়কেন্দ্রিকতাকে
বিধ্বস্ত ও বিকৃত ক'রে তোলে,
আপাত-হৃদ্য হ'লেও
অর্থাৎ প্রবৃত্তির চাহিদা-পূরণী হ'লেও
তা' অশুভপ্রসূ—সর্ব্বনাশকর,
ইতরতা ও নিকৃষ্টতারই লুব্ধ আকর্ষণ তা' ;

তাই, সত্তার দিকে তাকিয়ে
তা'র পোষণ, পূরণ ও প্রবর্দ্ধনার
অনুপ্রেরক কী—
বিবেচনা ক'রে
শুভ যা' তা'ই গ্রহণ ক'রো,
যা' গ্রহণযোগ্য নয়,—
তা'কে বিদায় দিও,
তোমার ভবিষ্যৎ
তামস-ধুক্ষা হ'তে রেহাই পাবে ;
মনে রেখো—
ঈশ্বরই পরম শ্রেয়,
সাত্ত্বিক জৈবী-সংস্থিতির শুভোৎসৃজনী যা'
তাইই ঐশী অনুদীপনা—
ব্যক্তিত্ব-বিনায়নী প্রভাব,
ঈশ্বরই পরম প্রভু। ৫৭২৬।
১৩।২।১৯৫৪, সকাল ৯-৫০

যা'দের ধীচক্ষু যত ঝাপসা,—
তা'দের অন্তর্দৃষ্টিও তত কুয়াসাচ্ছন্ন,
কিসের কী পরিণতি হয়,
তা' ধারণায় বোধিবীক্ষণায় এনে
নির্দ্ধারিত করা
তা'দের পক্ষে মরীচিকাবৎই
হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ। ৫৭২৭।
১৩।২।১৯৫৪, বেলা ১১-৩০

শ্রদ্ধোষিত সমীচীন সদাচার,
কর্ম্মপ্রাণতা,
অনুশীলনসিদ্ধ যোগ্যতা—

সার্থক অন্বয়ী তাৎপর্যে
যতই সুকেন্দ্রিক সন্দীপনায়
সার্থক হ'য়ে উঠবে,
আয়ু, শক্তি ও স্বস্তির অস্তিত্বে
মানুষ তেমনি ততই
সম্বর্দ্ধনশীল হ'য়ে উঠতে থাকবে,
তাই, এই ত্রয়ী সঙ্গতির
সার্থক সন্নিবেশের ভিতর-দিয়ে
ব্যক্তিত্বকে সুঠাম ক'রে তোল,
ব্যভিচার-বিড়ম্বনায় তোমাকে
লাঞ্ছিত হ'তে হবে না। ৫৭২৮।
১৩।২।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৫-৪৯

তোমার প্রবৃত্তিগুলিকে প্রশ্রয় দিতে যেও না,
তা'র সমীচীন সদ্ব্যবহার ক'রো—
সৎ-সন্দীপনী কৃতিমুখর সম্বেগ-শালিন্যে ;
তোমার পরাবৃত্তি যিনি,
যিনি তোমার বৈশিষ্ট্যপালী
আপূরয়মাণ প্রিয়পরম,
সত্তার সম্বর্দ্ধনী বর্ত্ম যিনি তোমার,
প্রবৃত্তিগুলিকে বরং তাঁরই সেবায়
নিয়োজিত কর—
পালনে, পোষণে, আপূরণী পরিচর্য্যায়,
উপচয়ী অর্জ্জনপটু তপনিরতি নিয়ে ;
এতে তোমার ব্যক্তিত্ব বিনায়িত হবে,
বোধিপ্রদীপ্ত হ'য়ে উঠবে,
আশীর্ব্বাদের ঊষণ-দীপনা
বর্দ্ধনী ঐশ্বর্য্যে
জ্যোতিষ্মান ক'রে তুলবে তোমাকে—

বোধি, মেধা ও ব্যক্তিত্বের
অন্বিত সঙ্গতির
বিনায়িত পরম সার্থকতায়। ৫৭২৯।
১৩।২।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-৪৫

যা'রই বাঁচবার চাহিদা আছে—
সংহিত ব্যক্তিত্ব নিয়ে,
সম্বর্দ্ধনার আকূতি আছে—
শ্রেয়কেন্দ্রিক সমাহিতি নিয়ে,
ঐ সমাহিতির ভিতর-দিয়ে
অজানা যা'-কিছুকে জেনে
বিবর্ত্তনী পদক্ষেপে
তা'র উৎস ঈশ্বরকে
জানবার চাহিদাও আছে তা'র,
জীবনে ঐ সাত্ত্বিক
অর্থাৎ সত্তাপোষণী ধর্ম্মকে
পরিপালন করবার অধিকারও আছে তা'র,
ঐ অধিকার প্রকৃতিরই স্বতঃ-অবদান—
তা'দেরই—
যা'রাই অস্তিত্ব নিয়ে বসবাস করে। ৫৭৩০।
১৩।২।১৯৫৪, রাত ৯-২০

মনে রেখো—
তোমার জীবনে মুখ্য সংখ্যাই হ'চ্ছে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রিয়পরম,
বা তদনুগতিসম্পন্ন তদর্থী আত্মবিনায়ন-তৎপর
মহাপুরুষ যিনি,
তোমার জীবনবৃদ্ধির অনুপ্রেরক,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয় যিনি,

তিনিই তোমার কাছে মুখ্য—
এক—অদ্বিতীয় ;
আর, তাঁকে কেন্দ্র ক'রে
তদনুগ চলনে
বোধিদৃষ্টির সুবীক্ষণী বিবেচনায়
যা' তাঁর অনুপোষণী, অনুপালনী বা আপূরণী,
সমীচীন সার্থক অন্বয়ে
তা'তেই নিয়োজিত থেকে
সুবিনায়নী তৎপরতায়
প্রতিটি বিষয় বা ব্যাপারকে
নিয়োজিত করতে হবে তাতেই ;
এই নিয়োজনে
তুমি গুণিত হ'য়ে
তোমার ধী-অন্বিত ব্যক্তিত্বকে
আপূরিত করে তুলতে পারবে—
নিষ্পন্নতার বাস্তব সংঘটনের ভিতর-দিয়ে ;
আর, তা'র বিপরীত যেগুলি
তা'কে সুদক্ষ কুশলকৌশলী তৎপরতা নিয়ে
বিয়োজিত করতে হবে,
এই বিয়োজনের অর্থ হ'চ্ছে—
তাঁর সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনাকে
ব্যাহত করে যা',
তাঁ'র পালন, পোষণ, পূরণ ও দীপ্তিকে
বিচ্ছিন্নতায় ব্যর্থ ক'রে তোলে যা',
বা ঐ তাঁরই প্রবর্দ্ধনাকে নিরুদ্ধ করে যা',
তা'র নিরসন ক'রে তোলা ;
এমনতরভাবে
বাস্তব ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে
যতই গুণিতজ্ঞ হ'য়ে উঠবে,
ভরণ-প্রতিভায় কৃতার্থ হ'য়ে

তোমার ঐ যোগদীপনা ততই
প্রতিভাময় হ'য়ে উঠবে ;
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়
বাস্তব বিনায়নে
তা'কে গুণিত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
যোগদীপনা ও বিয়োজনী প্রতিভার
সাত্ত্বিক বর্দ্ধনা ;
তা'তে যুক্ত হও,
প্রীতি-সন্দীপনায়
তদনুগ চলনে চল,
তৎযুক্ততায় ব্যক্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রেখে
প্রকৃতি-সংশ্রয়ে সার্থক আত্মবিভাজনে
বহুতে বিস্তার লাভ কর ;
তপনিরত তৎপরতায়
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠ তা'তে—
অসৎ যা'-কিছুকে বিয়োজিত ক'রে,
গুণিত হ'য়ে ওঠ তুমি অমনি ক'রেই—
অদম্য উদ্যোগী তৎপরতায়,
সঙ্গতিশীল একায়নী অন্বিত সূত্রে ;
আর, যা'-কিছু তোমার
সব সার্থক হ'য়ে উঠুক ঈশ্বরে,
ঈশ্বরই পরম যোগদীপনা,
গুণন-প্রতিভা তিনি। ৫৭৩১।
১৪।২।১৯৫৪, সকাল ১০টা

প্রাকৃতিক উপসর্গ অর্থাৎ উপসৃষ্টি
সঙ্গভী সন্দীপনায়
সত্তার ধাতুকে
যে-বৈশিষ্ট্য নিয়ে

সত্তায় বিধৃত করে,
তদনুগ শিষ্ট বিনায়নায়
তা'কে বিশেষভাবে বিশেষিত ক'রে
তদ্রূপে রূপায়িত ক'রে থাকে,
যদিও ঐ বিনায়না
সাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের বিশেষত্বে
সংক্রামিত হ'য়ে
ঐ প্রকৃতি-সঙ্গর্ভে
বৈশিষ্ট্যের বিশেষ শিষ্টতায়
উপনীত হ'য়ে
উদ্‌গতি লাভ করে। ৫৭৩২।
১৪।২।১৯৫৪, সকাল ১০-২০

বীজের প্রভাব যেমনতর—
প্রকৃতির পরিণয়নও হ'য়ে থাকে তদনুপাতিক। ৫৭৩৩।
১৪।২।১৯৫৪, বেলা ১০-৪৭

তুমি শিক্ষকই হও,
ব্যবসায়ীই হও,
আর যেই কেউ হও,
মনে রেখো—
প্রত্যেকের প্রকৃতিই চায়—
তা'র পক্ষে যা' অপ্রীতিকর
তা'কে পরিহার করতে,
বা তা'কে কিভাবে
পরিহার করতে পারা যায়—
তা'র কূটকৌশল-অভিজ্ঞ হ'তে ;
আর, প্রীতিকর যা' তা'র পক্ষে

তা'কে সে চায় আঁকড়ে ধরতে,
তা'তে অন্তরাসী হ'য়ে
তা'র বিশেষত্বকে বিশেষভাবে বিনায়িত ক'রে
তা'কে ধারণ করতে,
পালন করতে ;
প্রকৃতির এই স্বতঃপ্রবণতাকে
উপেক্ষা ক'রে
যেখানে যা'ই করতে যাও না কেন,
তা' সমীচীন ও সুচারু হ'য়ে উঠবে না,
তোমার প্রয়োজন-মাফিক
তা'কে পাবে না,
তোমার অন্তঃস্থ ধৃতি-আবেগও
সমীচীনভাবে সার্থক বিনায়নে
সঙ্গতি লাভ করবে না । ৫৭৩৪ ।
১৫।২।১৯৫৪, সকাল ৭-২২

শোন মেয়ে।
তুমি পরিণীতাই হও,
আর নিবাহিতাই হও,
শ্রেয়চর্য্যী অন্তরাস-অনুবেদনা নিয়ে
তোমার বরেণ্য যিনি—
যিনি তোমার স্বামী,
শ্রেয়-বিবেচনায় যাঁতে সম্বন্ধান্বিত হয়েছ তুমি,
তাঁর সার্থক স্বস্তি, সম্পদ, মান, মর্য্যাদা,
শুভদ সমর্থন ইত্যাদিকে
যতই অবজ্ঞা ক'রে চলতে থাকবে,
ঐ বরেণ্য তোমার,
ঐ স্বামী তোমার
তোমার প্রতি অন্তরাসী হ'য়ে উঠতে পারবেন না,

তোমাতে প্রীতিপ্রাণ হ'য়ে উঠতে পারবেন না,
তোমার ব্যক্তিত্ব তাঁর কাছে
প্রীতি-প্রলোভন-প্রবোধী হ'য়ে উঠবে না,
তোমার সঙ্গ ও অনুচর্য্যায়
তৃপ্ত ও অভিদীপ্ত হ'য়ে
উঠতে পারবেন না তিনি,
তোমার সঙ্গ ও সাহচর্য্য
শ্রী ও শ্রেয়চলন হ'তে
তাঁকে ব্যাহতই ক'রে তুলতে থাকবে ;
তাই, দৈনন্দিন জীবনে
তুমি সম্বর্দ্ধনার ক্রমাগতি হ'তে
পিছিয়ে যেতে থাকবে,
ঠকবে তুমি ;
শুভদ সন্ধিৎসু চলনে চল,
বরেণ্য-অনুচর্য্যায় তোমাকে সার্থক ক'রে তোল,
ঈশ্বর-অনুদীপ্ত লক্ষ্মী-অনুবেদনা
তোমাকে আশিস্‌দীপ্ত ক'রে
শ্রীমণ্ডিত ক'রে তুলবে। ৫৭৩৫।
১৫।২।১৯৫৪, সকাল ৭-৩০

যে-কেউই হো'ক না কেন,
বিশেষতঃ আইন বা শিক্ষা উপজীবিকা যা'দের,
তা'দের প্রথমেই বাক্‌নিপুণ
অর্থাৎ বাক্‌-শিল্পী হ'তে হবে,
—যে বাক্য-বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
তা'রা মানুষের হৃদয়কে অন্তরাসী ক'রে
হৃদ্য অনুকম্পী অনুবেদনায়
তা'র বোধিকে স্পর্শ ক'রে
ব্যক্তিত্বে বিহিত বিন্যাস এনে দিতে পারে—

যা'তে তা'র বোধধৃতি
সুযুক্ত সার্থক অন্বয়ে
সংগঠিত হ'য়ে ওঠে ;
যা' হৃদয়কে আকৃষ্ট ক'রে না তোলে,
অন্তরাসী ক'রে না তোলে,
সবাই তা'কে পরিহার করতে চায় ;
আর, যা' পরিহার করা
তা'দের পক্ষে দুঃসাধ্য হ'য়ে ওঠে,
তা'কে বোধবীক্ষণী অনুধ্যায়িতা নিয়ে
কূট সন্ধিৎসায়
বিশেষভাবে বুঝে, জেনে,
যা' ক'রে পরিহার করতে পারা যায়,
তা'র এৎফাঁককে আয়ত্ত ক'রে
তেমন ক'রেই তা'কে ব্যাহত করতে চায়—
নিজের স্বস্তিকে অব্যাহত রেখে ;
একপ্রকার জ্ঞানলিপ্সা হ'চ্ছে—
যা' সত্তাপোষণী বা সত্তার প্রীতিকর নয়,
তা'কে কি ক'রে
পরিহার, নিরোধ বা শুভপ্রসূ ক'রে ব্যবহার করা যায়
তা'ই জানতে চাওয়া,
সে-জানার ভূমিই হ'চ্ছে বিরাগ,
যেমন, নিরাপত্তা ও স্বস্তি-সংরক্ষণী
প্রস্তুতির জন্য
অপ্রীতিভাজন কা'রও সহায়তা-গ্রহণ,
প্রয়োজন হ'লে,
মানুষ ঐ তা'র ব্যক্তিত্বকে নন্দিত ক'রে
বিনায়িত ক'রে
নিজের প্রতি সুপ্রসন্ন ক'রে তোলার কৌশল
আয়ত্ত ক'রে থাকে ;
আর একপ্রকার জ্ঞানলিপ্সা হ'চ্ছে—

কোন-কিছুতে অনুকম্পী অন্তরাসী হ'য়ে
প্রীতিকর সন্ধিৎসা নিয়ে
সুবীক্ষণী তৎপরতায়
তা'কে অধিগত ক'রে
সুবিন্যাসে বিনায়িত ক'রে
সত্তার স্বস্তিকে পরিপোষিত ক'রে তোলা,
—এ জানার ভূমি হ'চ্ছে অনুরাগ ;
তাই, এই দু'প্রকার জানার ভূমিই কিন্তু আলাহিদা,
যা' পছন্দসই তা'তে প্রত্যেকেই
অন্তরাসী হ'য়ে ওঠে,
আর যা' তা' নয়—
তা' তা'র কাছে
অপ্রীতিকরই হ'য়ে থাকে,
আর তদনুপাতিক
জানার বোধ-বিনায়নাও
তেমনতরই হ'য়ে ওঠে,
দুটো রকমের তফাৎ অনেকখানি,
একটার উল্টো আর একটা ;
তাই, তোমার বাক্-নিপুণতার ভিতর-দিয়ে
যতই প্রত্যেককে অন্তরাসী ক'রে তুলতে পারবে—
হৃদয়কে স্পর্শ ক'রে,
তদনুগ বোধি-বিনায়নায়,—
কৃতার্থ হ'য়ে উঠবে তুমি ততই,
—তোমার ঐ সাত্ত্বিক অনুবেদনী বোধি
মানুষের হৃদয়কে অনুপ্রাণিত ক'রে
অন্তরাসী ক'রে,
উদ্‌গ্রীব অনুশীলনার সহিত
অজানাকে আয়ত্ত করতে
প্রচেষ্টাবান ক'রে তুলবে,
ফলে, তোমার শিক্ষাদান

সার্থক হ'য়ে উঠবে সেখানে ;
তাই, প্রথমে নজর রেখো—
তোমার ছাত্র বা অধ্যর্থী
যেই থাকুক না কেন,
তোমার পরিবেষণ যেন তা'র পক্ষে
লোভজনক হ'য়ে ওঠে,
হৃদ্য হ'য়ে ওঠে,
অন্তরাস-উদ্দীপী হ'য়ে ওঠে,
ঐ অন্তরাসী অনুবেদনায়
তা'রা শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে
এমনতর আয়ত্ত করবে—
সহজ সন্দীপনায়,
তৃপ্তির সৌরভ বিকিরণ ক'রে—
যে-তৃপ্তি
অন্যকেও পরিতৃপ্ত ক'রে তুলতে পারবে ;
ফল কথা, ছাত্রই হো'ক আর অধ্যর্থীই হো'ক,
তা'কে যদি কোন বিষয়
আয়ত্ত করাতে চাও,
অধ্যয়নী অনুপ্রেরণায় তা'কে ফুল্লই ক'রে তোল,
সেখানে আঘাত দিতে যেও না,
ফলে, তা'র ধারণা করবার মস্তিষ্কই
ভ্রান্তি-আবেগী সঙ্কোচনায় কুঁচকে গিয়ে
ভুলগুলিতেই আবদ্ধ হ'য়ে থাকবে—
তা'কে পুনর্বিনায়িত না করা পর্য্যন্ত ;
যা' সারাতে চাও,
যে চলনাকে নিরোধ করতে চাও,
যা' শুভদ নয় মোটেই,
সে জায়গায় বরং ধমক ব্যবহার ক'রো—
তা'ও কিন্তু হৃদ্য অনুকম্পী অনুবেদনা নিয়ে,
যা'তে সে কুঁচকে না যেয়ে

বরং বিহিত ধারণায় বিনায়িত হ'য়ে উঠে
তা' হ'তে প্রতিনিবৃত্ত হয় ;
আবার, অপ্রীতিকর বা কষ্টকর হ'লেও
যা' সত্তাপোষণী
তা'কে অধিগত করতে
প্রবুদ্ধ ক'রে তোল তা'কে,
—এই হ'লো মোক্ত্থা তুক ;
হাতেকলমে এইগুলি অভ্যাস কর,
ঐ কৃতী-সম্বেগ তোমাকে
কৃতার্থ ক'রে তুলবে। ৫৭৩৬।
১৫।২।১৯৫৪, সকাল ৯-৩৫

মেয়েদের শুধু শ্রেয়ে পরিণীতা হ'লেই
যে সব সমস্যা ফুরিয়ে গেল—
তা' নয়কো ;
শ্রেয় বলতেই বুঝতে হবে—
আভিজাত্য ও তদনুগ ঐতিহ্যগুলি
তা'তে কেমন জাগ্রত,
বা তা'র বোধি
কতখানি বিন্যাস লাভ করেছে—
সার্থক অন্বিত সঙ্গতিতে,
আবার, ঐ জাগৃতি
তা'তে কেমন ক্রিয়াশীল—বাস্তবে,
এবং তা' নিয়ে সে কতখানি
কুলতপা হ'য়ে উঠেছে ;
আবার, মেয়েদের বেলায়ও অমনতর—
মেয়ে কেমনতর বংশসম্ভূতা,
বংশে কোনরকম বিপরীত সংশ্রয় ঘটেছে কিনা,
যদি ঘটে থাকে,

তবে সে-সংশ্রয় কতখানি
তা'র চরিত্রে ক্রিয়াশীল হ'য়ে উঠেছে,
শ্রেয়শ্রদ্ধ ও শ্রেয়চর্য্যী অনুবেদনা
তা'র চরিত্রে কতখানি সক্রিয়ভাবে
সজাগ ও চলন্ত হ'য়ে চলেছে,
শ্রেয়-অনুরাগ কতখানি গাঢ় ও নিয়ত,
ঐ শ্রদ্ধা তা'র ব্যক্তিত্বকে
কেমনতর ক্রিয়াশীল ক'রে তুলেছে,
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অন্বিত সার্থক চলন
তা'র বোধিকে কতখানি
সজাগ ক'রে রেখেছে,
আভিজাত্য, কুলমর্য্যাদা ও ঐতিহ্যে
তা'র অনুরাগ কেমনতর,
আর, তদনুগ বাহ্যিক গঠন ও চলন-সন্দীপনা
বাস্তব শুভদ-সুন্দরে
কেমনতর বিনায়িত হ'য়ে চলেছে,
অনুবেদনী ধী,
শুভ-সংশ্রয়িতা ও সৌন্দর্য্য-বিনায়নী নিষ্পন্নতা,
হৃদ্য বাক্ ও ব্যবহার,
যমন-শক্তি ও ধী-শক্তি
কতখানি কেমনতর তা'র অধিগত,
সঙ্গে-সঙ্গে সুস্থি ও ব্যাধি-প্রসারণা কেমনতর,
বল, বর্ণ, আয়ু ও বর্দ্ধনী-সম্বেগ
কতখানি কেমনতর প্রস্ফুটিত—
নিষ্ঠা ও আচরণের উপর দাঁড়িয়ে,—
স্ত্রী-পুরুষের এই সব লক্ষণগুলির
পারস্পরিক সুসঙ্গতি বিবেচনা ক'রে
যেখানে পরিণয় সংঘটিত হয়েছে,
সেখানে শুভ ফলের প্রত্যাশা সমধিক ;

এই লক্ষণগুলি দেখে আঁচ করা যায়—
তা'দের জনি-সম্পদ কেমনতর,
এবং তা'দের সন্তান-সন্ততিও বা কেমন হবে ;
স্ত্রী বা পুরুষে
ঐ গুণগুলি আবার নির্ভর করে—
তা'দের পিতামাতার স্নেহানুচর্য্যী
আলিঙ্গন-নিবদ্ধতার উপর—
যে পারস্পরিক একায়তনী রাগানুবন্ধের ভিতর-দিয়ে
জৈবী-সংস্থিতির সাত্ত্বিক অনুদীপনা
ও অন্তর্নিহিত গুণাবলী
সুদীপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
এবং বীজকোষে ঐ অনুক্রিয়ার ভিতর-দিয়ে
বীজ-বিশেষত্বগুলি
বিন্যস্ত হ'য়ে সংস্থিতি লাভ করে,
এবং ডিম্বকোষেরও অমনতর পরিণতি সংসাধিত হয় । ৫৭৩৭ ।
১৫।২।১৯৫৪, বেলা ১০-৪৫

তোমার বাক্য, ব্যবহার ও অনুচলন
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অন্বিত সার্থকতায়
আপূরণী হওয়া তো চাইই,
তা'ছাড়া, রাজনীতি ও কূটনীতিকেও সার্থক ক'রে
ঐ আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অনুপোষণী হ'য়ে ওঠা চাই—
সুযুক্ত অন্বয়ী তাৎপর্য্যে,
যা' দর্শন, বিজ্ঞান ও তাত্ত্বিক প্রতিভাকেও
তড়িৎ-চমকে প্রদীপ্ত ক'রে তোলে—
বৈশিষ্ট্যের সুদীপ্ত বিন্যাস-বিভবে,—
যা'র ফলে,

তোমার বাক্য, ব্যবহার ও অনুচলনের
প্রত্যেকটি অঙ্গুলি-সঙ্কেত
হৃদ্য সন্তাপোষণী হ'য়ে
প্রতিপ্রত্যেকের সম্বর্দ্ধনার
হোমপ্রেরণা হ'য়ে ওঠে,
আর, তা' যেন বোধ করতে পারে প্রত্যেকেই—
নিজের বৈশিষ্ট্যে অনুস্যূত থেকেও,
তবেই তো তোমার বাক্য-বিনায়না সার্থক। ৫৭৩৮।
১৫।২।১৯৫৪, রাত ৮-২০

তোমার অন্তরে অজানা অন্ধতম প্রদেশে
লাখ কিছু লুকিয়ে থাক্ না কেন,
তোমার ইষ্টার্থ-অনুনয়নী সম্বেগ
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়
দৃঢ়তর অনুবেদনা নিয়ে
খরস্রোতা হ'য়েই যদি থাকে,—
তবে ঐ অজানা গহ্বর হ'তে
লাখ বাসনা লাখ মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে
তোমার সম্মুখে হাজির হ'লেও
যে-কোন সময়ে
তা'কে ইষ্টানুগ আবেগ-বিনায়িত ক'রে
ইষ্টার্থ-অনুক্রিয়ায়
সক্রিয় উপচয়ী ক'রে তুলতে পারবে ;
এমনতর হ'লে,
যা'ই লুকিয়ে থাক্ না কেন তোমার অন্তরে,—
দুর্ভাবনার কিছুই নেইকো,
তা'কে যা'তে ইষ্টার্থ-উপচয়ী ক'রে তুলতে পার,
সেই প্রচেষ্টাতেই সক্রিয় হ'য়ে উঠবে তুমি—
ঐ খর-আবেগের অনুপ্রেরণায় ;
আর, যেখানে তা' না পার,

সেখানে ইষ্টাথী সম্বেগ
ও ঐ প্রবৃত্তির মধ্যে
দ্বন্দ্ব বেধে যাবে,
এবং ইষ্টানুগ সত্তাপোষণী যা' নয়—
তা' ঐ সংঘাতে চুরমার হ'য়ে
ভেঙ্গে চুরে—
ধূলিসাৎ হ'য়ে
পরাবর্ত্তনী প্রতিক্রিয়ায়
শুভদ হ'য়ে
তোমার কাছে ফিরে আসবে—
সার্থক অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে,
ব্যক্তিত্বকে বিভব-বিনায়িত ক'রে,
শুভ-অশুভের বোধি-বিধৃত
ধী-বীক্ষণা নিয়ে,
দূরদৃষ্টির অন্তর্ভেদী অনুবীক্ষণায়,
বিহিত তৎপর সম্বেগে বিন্যাস লাভ ক'রে ;
তাই, ঐ কেন্দ্রায়ণী আবেগকে
যা'তে খরতর ক'রে রাখতে পার,
সব-কিছুর উপরে
তাই ক'রে চল,
নিস্তার সেখানে,
উদ্ধারও সেখানে ;
ঈশ্বরই পরম সার্থকতা,
ঈশ্বরই পরম প্রজ্ঞা,
ঈশ্বরই অসৎ-নিরোধী পূত-পরাক্রম,
ঈশ্বর সব যা'-কিছুরই পুণ্য তীর্থ । ৫৭৩৯ ।
১৬।২।১৯৫৪, বেলা ১১-৩০

শাসন করতে হয় তো কর—
যদি তা' শুভদ হয়,

কিন্তু তা' যেন সহৃদয়তার সীমাকে
অতিক্রম কিছুতেই না করে ;
তাইই কিন্তু শ্রেয়,
রিপু-রণনী হ'য়ে উঠবে তা' কমই । ৫৭৪০ ।
১৬।২।১৯৫৪, বেলা ১১-৪৭

চর-প্রকৃতির প্রজায়নী কৃতি
আধানকোষে প্রবাহিত হ'য়ে
যে-মুদ্রণের সৃষ্টি ক'রে থাকে,
সেই মুদ্রণ-অভিঘাত,
তৎ-নিঃসৃত জাতকের প্রকৃতির ভিতরেও
অনেকখানি অঙ্কিত থাকে—
প্রায়শঃই দেখতে পাওয়া যায় ;
তাই, তা'র শ্রেয়শ্চরণী আবেগ যত বিশুদ্ধ,
উৎকর্ষী শীলন-সম্বেগী,—
তৎ-নিঃসৃত মূর্ত্তনাও তেমনি শোধনমুখর । ৫৭৪১ ।
১৬।২।১৯৫৪, রাত ৯টা

সুকেন্দ্রিক সুযুক্ত অনুচলনের ভিতর-দিয়ে
ধী-বিনায়নী তৎপরতায়
উপচয়ী কর্ম্মনিয়ন্ত্রণে
সার্থক সঙ্গীতি নিয়ে
অন্তরে-বাহিরে তুমি যেমনতর হ'য়ে ওঠ—
যোগ্যতায়, জীবনে,—
তাইই হ'চ্ছে তোমার যোগ-বিভূতি
বা যোগ-বিভব । ৫৭৪২ ।
১৭।২।১৯৫৪, সকাল ৯-৪৮

বস্তুর সাত্ত্বিক সম্বেগকে
যে মুদ্রণ-নিয়মনায় বিনায়িত ক'রে,
তা'র গতি-প্রসারণ-সম্বেগকে
উচ্ছল ক'রে তুলে
সমীচীনভাবে কোন-কিছুতে
প্রয়োগ করলে
তা' চলদুচ্ছল হ'য়ে ওঠে,
সন্ধিৎসু নিয়মন-বিনায়নায়
তেমনি মুদ্রণে বিনায়িত ক'রে
প্রয়োজন-মত যদি তা'কে ব্যবহার কর,
উপযুক্ত ফলে উচ্ছল হ'য়ে উঠতে পারবে,
লাভবান হবে তুমি। ৫৭৪৩।
১৭।২।১৯৫৪, বিকাল ৩-২৫

যদি তোমার গৃহস্থালীকে
শ্রীমণ্ডিতই ক'রে তুলতে চাও,
তবে তোমাদের মেয়েদের
কেতাবী শিক্ষার জন্য প্রস্তুত না ক'রে
তা'দের পুতুলখেলার বয়স থেকেই
এমন-কি, ঐ খেলার ভিতর-দিয়েই
এমনতরভাবে গ'ড়ে তুলতে চেষ্টা কর—
আদর্শ-ধর্ম্ম-কৃষ্টির অন্বিত চলন-তৎপর ক'রে,
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী ভূমিতে
সহজ বিচরণে অনুপ্রেরিত ক'রে,
বাক্য, ব্যবহার ও সদাচারের
সুষ্ঠু নিয়মগুলিতে অভ্যস্ত ক'রে তুলে,—
যা'তে সন্ধিৎসু সতর্কতার সহিত
তা'রা ঐ গৃহস্থালীর যা'-কিছু করণীয়—
তা'কে শুভদ, সুব্যবস্থ ও উপচয়ী
করে তুলতে পারে—

নিয়ন্ত্রণকুশল, সুলক্ষণ, শুভদ, বিহিত বিনায়নে,
কখন কা'র কী প্রয়োজন
অনুধায়িনী তৎপরতা নিয়ে
সেগুলিকে নিৰ্দ্ধারণ ক'রে
তদনুগ অনুচর্য্যায়
সবাইকে সুখসন্দীপ্ত ক'রে তুলতে পারে—
আশায়, ভরসায়, সাহসে,
সমগ্র যা'-কিছুর সুবিনায়িত তৎপর চলনকে
স্বতঃ ক'রে তুলে ;
সুষ্ঠু সঙ্গতিশীল জীবন-চলনার জন্য
যা'-কিছু করণীয়,
সেগুলি নিজেরা হাতেকলমে ক'রে
পরিবারের মধ্যে তদনুগ পরিমণ্ডল সৃষ্টি ক'রে
সক্রিয় ভাবভঙ্গী চালচলনের ভিতর-দিয়ে
সেগুলি তা'দের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রো ;
বিহিত নৈপুণ্যে বাস্তবভাবে চ'লে
আচরণ, অভিব্যক্তি ও আলোচনার সাহায্যে
তা'দিগকে দেখিয়ে দিও—
সুকেন্দ্রিক হ'তে হয় কেমন ক'রে,
কা'কে মুখ্য ক'রে ধরে চলা লাগে,
কৌলিক আচারগুলি পালন করতে হয় কেমনভাবে,
প্রতিকূলকে বিনায়িত করতে হয় কিরকমে,
পরস্পরের মধ্যে সঙ্গতি বজায় রেখে চলতে হয়
কোন্ ধরণে,
রন্ধন, পরিবেষণ, স্বাস্থ্য, সদাচার,
পীড়িতের শুশ্রূষা,
আহার, বিহার,
আমোদ, উৎসব,
বিপদ-আপদ, অভাব-অনটন
ইত্যাদি ব্যাপারে করণীয় কী,

কোথায়, কখন, কার সঙ্গে
কিভাবে কথা বলতে হবে,
ব্যবহার করতে হবে,
অনুচর্য্যা করতে হবে—
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে—ইত্যাদি ;
এমনতর যদি ক'রে তুলতে পার,—
মেয়েদের বাপ-মাও সুখী হবে,
তা'দের শ্বশুরবাড়ীর সবাইও
সুখী হবে তা'তে। ৫৭৪৪।
১৮।২।১৯৫৪, বেলা ১১টা

তোমার উপলব্ধি যে-বাক্যের উদ্‌গাতা,
অর্থাৎ উপলব্ধ অনুবেদনার অনুপ্রেরণায়
যে-ভাষা উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,
সেই উপলব্ধির মান্ত্রিক স্পন্দন
ঐ ভাষার ভিতর
প্রায়শঃ নিহিত থেকে থাকে ;
তাই, ঐ ভাষা-বিভূতির ভিতর-দিয়ে
ঐ উপলব্ধির ভূমিকে
স্পর্শ করতে চেষ্টা কর,
প্রাঞ্জল অনুদীপনায়
তা'কে অনুভব করতে চেষ্টা কর—
বিহিত অনুসন্ধিৎসু সুব্যবস্থ হ'য়ে ;
উপলব্ধি
সঙ্গীতি লাভ করবে তোমার সত্তায়। ৫৭৪৫।
১৮।২।১৯৫৪, বেলা ১১-১৫

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
ইষ্ট-পরায়ণ হও,

তোমার জীবনে ঐ ইষ্টকেই মুখ্য ক'রে তোল,
তাঁ'রই আপূরণী শ্রেয়তপা হ'য়ে
নিজের বাসনা ও বৃত্তিগুলিকে
তদনুগ নিয়মনে
অন্বিত সঙ্গতিতে
সক্রিয়তায় বিনায়িত ক'রে তোল,
আর, তাঁ'রই প্রদত্ত মন্ত্রকে
অনুশীলনী তৎপরতায়
সাধ্যমতন
সাধনায় যথাসম্ভব তর্‌তরে ক'রে রাখ—
সদাচার-সংস্থ হ'য়ে
দৈনন্দিন ইষ্টভরণী অর্ঘ্য-নিবেদনে
সক্রিয় সজাগ থেকে,
যা'তে তোমার অন্তঃসম্বেগ
ক্রমশঃই খরতর হ'য়ে চলতে থাকে
সক্রিয় সন্তর্পণী তপ-আরতি নিয়ে ;
অন্তরে তাঁকেই মুখ্য ক'রে রেখে
পরিবেশের সাথে
সম্বর্দ্ধনী প্রীতিদীপনা নিয়ে চলতে থাক—
প্রেরণপ্রবুদ্ধ আপূরণী তৎপরতায়,
যোগ্যতার অনুশীলনী উদ্যোগে
উদ্দীপ্ত ক'রে সবাইকে,
ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠায় সুকেন্দ্রিক ক'রে ;
সক্রিয় প্রীতি-উচ্ছল পরিচর্য্যা,
হৃদ্য অসৎ-নিরোধী উদ্যম,
সন্ধিৎসু শুভ-অনুপ্রেরণা
যেন তোমাতে সজাগ হ'য়ে থাকে ;
অন্ততঃ এতটুকু সম্পদ নিয়েও
যদি চলতে পার,
তোমার বৈশিষ্ট্যে অধিষ্ঠিত থেকে

প্রগতির পথে ক্রমচলনে চলন্ত হ'য়ে চলবে—
বাধা-বিপত্তিকে সৌষ্ঠবমণ্ডিত
বিনায়নায় বিনায়িত ক'রে,
ঐ চলনার বিপরীত যা'—
তা'কে নিয়ন্ত্রিত কর,
তা' যদি না পার—
তা'কে এড়িয়ে চল,
না হয় ব্যাহত বা নিরোধ কর ;
সার্থক সন্দীপনা তোমাকে
সৌকর্য্যে অমৃতমুখর ক'রে তুলবে। ৫৭৪৬।
১৮।২।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬টা

পুরুষ ও নারীর
অবাধ্য আনতির ভিতর-দিয়ে
যে যৌন-সংস্রব সংঘটিত হয়,
ঐ আনতি-সম্বেগ
নারীর ডিম্বকোষকেও
তদনুগ মুদ্রণে মুদ্রিত ক'রে তোলে,
যা' জাতক-প্রকৃতিতে পরিলক্ষিত হ'য়ে থাকে,
কখনও তা'র অভিব্যক্তি
বিশেষ পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে,
কখনও বা তা' অপেক্ষাকৃত
অস্ফুট হ'য়ে থাকে,
এমন-কি, ঐ প্রথম পুরুষ হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে
সে-নারী যদি অন্য পুরুষের সহিত
যৌন-সম্পর্ক-নিবদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
তৎ-গর্ভজাত সন্ততির ভিতরও
ঐ প্রথম পুরুষের
প্রাকৃতিক বিশেষত্বের

অভিব্যক্তি দেখা যায় ;
এমনতর বিভিন্ন পুরুষের সংযোগ হ'লেও
পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যেকটি পুরুষের ছাপই
তা'র গর্ভজাত সন্তানে
কিছু-না-কিছু বাহিত হ'য়ে থাকে—
ক্রমে যদিও তা'
অনুভবের আওতার বাইরে
চ'লে যেয়ে থাকে ;
তাই, নারীপ্রকৃতির বিশেষত্বই হ'চ্ছে এই
যে, সে বহু-পুরুষ-আনতি-জনিত
প্রকৃতিগত বিপর্য্যয়
তা'র ডিম্বকোষেই বহন ক'রে চলে থাকে—
আনতির তারতম্যানুপাতিক। ৫৭৪৭।
১৯।২।১৯৫৪, সকাল ১০-২০

কোন-কিছুতে প্রত্যাশানিবদ্ধ হ'য়ো না—
অন্ততঃ বিশেষ চাহিদায়,
প্রত্যাশানিবদ্ধ হ'য়ে যদি না-পাও—
নিরাশ হবে,
ঐ নিরাশা
অন্তরে বিরক্তি সৃষ্টি ক'রে রাখবে,
ফলে, পেছনে যদি বৃহত্তর প্রাপ্তির
সম্ভাবনাও থাকে,—
ঐ বিরক্ত বিরাগ
তা' হ'তে তোমাকে
বঞ্চিত করবার প্রয়াসেই
সজাগ হ'য়ে রইবে। ৫৭৪৮।
১৯।২।১৯৫৪, বেলা ১০-৪৫

যে-পুরুষের বীজপ্রভাব
যেমনতর রজঃ-সংযোগে
যেমনতর স্ত্রী-পুরুষেরই সৃষ্টি করুক না কেন,
তা' কিন্তু ঐ পুরুষেরই
বর্ণ, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বহন ক'রে থাকে—
রজস্-শৌর্য্য তা'র মুদ্রায়ণ-তৎপরতায়
তা'কে উৎকর্ষ বা অপকর্ষে
যেমনতরই বিনায়িত করুক না কেন—
প্রকট বা প্রচ্ছন্ন-ভাবে ;
ফল কথা, যে-পুরুষ বা যে-স্ত্রী
যে পুরুষ-সঞ্জাত,
সে ঐ পুরুষেরই রূপায়ণী অভিব্যক্তি ;
তবে, প্রকৃতির কৃতিসন্দীপনা
সন্তান-সন্ততিকে
বিশেষরূপে রূপায়িত ক'রে থাকে। ৫৭৪৯ ।
১৯।২।১৯৫৪, বেলা ১১-৩০

যিনি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ,
প্রেরিত-পুরুষোত্তম যিনি,
তিনিই জগতের আলো,
আলোক-প্রীতি যাদের আছে,
তা'রাই তাঁ'র সান্নিধ্য পছন্দ করে,
ভালবাসে তাঁ'কে,
আবার, ঐ আলোক-প্রীতি যা'দের আছে,
তাদিগকে শিকার ক'রে
যা'রা নিজের স্বার্থপুষ্টি করতে চায়,—
তা'রাও প্রীতির ভাঁওতা নিয়ে
তাঁ'র আশেপাশে ঘোরে,
তাই, হৃদ্য অসৎ-নিরোধী সক্রিয় অনুবেদনা নিয়ে

ঐ আলোকে উপভোগ কর—
অনুগতি-অনুচর্য্যায় আত্মবিনায়ন ক'রে ;
দীপ্তি তোমাদিগকে
দ্যুতিমান ক'রে তুলবে । ৫৭৫০ ।
১৯।২।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-২৫

যা'রা শ্রেয়কে ভালবাসে—
তাঁর সঙ্গ, সাহচর্য্য ও সেবা ছাড়া
কিছুই ভাল লাগে না ব'লে ব'লে থাকে,
অথচ তাঁর কখন কোন্ অবস্থায়
কী প্রয়োজন
সেদিকে সন্ধিৎসু নজর নেইকো,
বা তা'র উপকরণ-সংগ্রহে উদাসীন,
তাঁর যখন যেটুকু প্রয়োজন
তা' বুঝে নিজেকে তেমনতর
প্রস্তুত ক'রে তুলতে পারে না,
অনুচর্য্যী নজর দিয়ে
তাঁর অবস্থাকে বিবেচনা ক'রে
বিহিত ব্যবস্থাও করতে পারে না,
প্রয়োজনের পূর্ব্বে সংগ্রহ ক'রে
বিহিত বিনায়নী ব্যবস্থায়
সেগুলিকে আয়ত্তে এনে—
সুদর্শিতা ও বোধিবিনায়িত সংগ্রহের
অন্বিত তৎপরতায়
তাঁকে সার্থক ক'রে তুলে—
নিজেকে উপযুক্তভাবে
যোগ্যতায় সাজিয়ে রাখার
আকূতি যা'দের নেই,
সেবা-আকূতি আছে ভাবে,

কিন্তু তৎক্রিয়াসম্পন্ন নয়কো যা'রা,—
বুঝে রেখো—
অনুচর্য্যা বা সেবা
তা'দের আন্তরিক আগ্রহ নয়কো,
সেবা বা অনুচর্য্যার বাহানায়
প্রত্যাশা ও অলস উপভোগ-আপূরণ-প্রয়াসী
হ'য়ে চলাই তা'দের স্বভাব,
তাই, তা'রা বোধ ও বিবেচনায়
সক্রিয়ভাবে সেবাপ্রস্তুতিকে
সুন্দর বিন্যাসে
বিহিতভাবে বিনায়িত ক'রে চলতে পারে না ;
এমনতর যা'রা—
তা'রা প্রত্যাশা বা উপভোগ-মত্ত
ভাবালু সেবক ছাড়া
আর কিছুই নয় তখনও । ৫৭৫৯ ।
১৯।২।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-৪৮

আমিষখাদ্য বিধানকে উত্তেজিত ক'রে
সংঘাত-অনুক্রমণায়
বিষাক্ত নিঃস্রাবের উপসৃষ্টি ক'রে
শুধু যে আয়ুরই অপলাপ আনে—
তা' নয়কো,
জনন-ক্ষমতারও অপলাপ ক'রে থাকে,
যদিও আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায়—
ঐ উত্তেজনা মানুষকে
কামবিধুর ক'রে তুলে থাকে,
তা'ও ক'রে থাকে কিন্তু
জননযন্ত্রে অস্বাভাবিক উত্তেজনার সৃষ্টি ক'রে
তা'র স্বস্থতায় বিপর্য্যয় এনে ;

তাই, আমিষাহার হ'তে
যথাসম্ভব দূরেই থেকো—
যা' তোমার জীবনের পক্ষে
বিষ-উদ্‌গীরণী,
ও আয়ু-অপলাপী। ৫৭৫২।
১৯।২।১৯৫৪, রাত ৮-৫৫

শিক্ষক!
সব সময় স্মরণ রেখো—
তোমার প্রথম করণীয় হ'চ্ছে—
ছাত্রকে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ক'রে তোলা;
সে যেন কিছুতেই ভারাক্রান্ত না হ'য়ে ওঠে—
তা' চিন্তার ভিতর-দিয়েই হো'ক,
আর, চলনের ভিতর-দিয়েই হো'ক,
তারপরেই হ'চ্ছে—
তা'র ধারণাকে পরিশুদ্ধ ক'রে
বোধকে স্বতঃস্থিত ক'রে তোলা,
এই স্বতঃস্থিতির ভিতর-দিয়েই
যেন স্বতঃস্ফূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে সে,
যেই দেখলে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে,—
ঐ স্ফুরণ-দীপনা যেন
বিহিত পরিচালনায়
তা'র স্বভাবে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে,
অভ্যাসকে এমনতর ক'রে আনতে হবে,
সে যদি আনমনাও থাকে—
তা'র অভ্যস্ত চলনই যেন
পরিশুদ্ধি বজায় রেখে
তা'র করণীয়কে নিষ্পন্ন ক'রে তুলতে পারে;
এমনতর নিষ্পন্নতায়

যতই তা'কে বিনায়িত ক'রে তুলবে,
তা'র ব্যক্তিত্বও নিষ্পাদন-সম্বেগী
হ'য়ে উঠবে ততই—
একটা স্বতঃ-সঙ্গতিশীল
সার্থক বোধি নিয়ে ;
তাই আবার বলি—
ছাত্রকে কখনও ভারাক্রান্ত ক'রে তুলো না,
যা'তে সে অস্বস্তি বোধ করে—
এমনতরভাবে চাপ দিতে যেও না তা'র উপর ;
তার বোধ ও সন্ধিৎসাকে
এমনতর সম্বেগশালী ক'রে তুলতে হবে—
স্ফূর্ত্তির ভিতর-দিয়ে,
যা'তে অজচ্ছলভাবে ক'রেও
সে ক্লান্ত না হ'য়ে ওঠে,
বরং ঐ পরিশ্রমে স্ফূর্ত্তিই উপভোগ করে,
আর, ঐ স্ফূর্ত্তি-লোলুপতাই তাকে যেন
অনুশীলনে উৎসাহিত করে তোলে—
নিষ্পন্নতার অভিসারিণী আবেগ নিয়ে ;
—এই হ'চ্ছে শিক্ষা দেওয়ার
মোক্‌থা তুক । ৫৭৫৩ ।
২০।২।১৯৫৪, সকাল ১০-২৫

সুকেন্দ্রিক অনুরতি নিয়ে
সন্ধিৎসা ও বিবিদিষা
প্রকট হ'য়ে
যা'দিগকে অন্তরাসী ক'রে তোলে নি,
যতই শাসন কর না কেন তাদের,
তা'রা ঐ শাসনে
প্রবুদ্ধ হ'য়ে উঠবে না,

শাসন
মানুষকে অন্তরাসী ক'রে তুলতে পারে না,
বরং ভীত ক'রেই তোলে ;
আর, ঐ বিবিদিষা
সক্রিয় ও অন্তরাসী নয় ব'লে
তা'রা নিজেরা ঠাওর ক'রে উঠতে পারে না,—
কি ক'রে কেমনতর চলা
তা'দের সমীচীন,
তাই, তা'দের যতই দোষ ধর না কেন,
তা'দের প্রতি যতই বিরক্ত হও না কেন,
বোধ-সন্ধিৎসা বা বিবিদিষার আবেগ
ক্রমশঃই তা'দের অন্তরে স্তিমিত হ'য়ে
হতাশাব্যঞ্জক অভিব্যক্তি নিয়ে
চলতে থাকবে—
একটা শূন্যতার সম্বল নিয়ে ;
তাই, যাদিগকে দক্ষ ক'রে তুলতে চাও,
সক্রিয় ক'রে তুলতে চাও,
ভুলভ্রান্তি তা'দের যেমনতরই হো'ক,
করণীয়তে তা'রা সজাগ থাকুক বা না-থাকুক,
স্ফূর্ত্ত অনুদীপনায়
তাদিগকে এমনতর উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে চেষ্টা কর,
যা'তে ঐ উদ্দীপনা তা'দিগকে
আবেগদীপ্ত ক'রে তোলে,
করার প্রয়াসে প্রদীপ্ত ক'রে তোলে,
সহজ বিবেচনা-প্রবণ ক'রে তোলে,
সক্রিয় ক'রে তোলে ;
এমনি অনুদীপনা নিয়ে
যদি তা'দের চলন্ত ক'রে রাখতে পার,
দেখবে—
ক্রমশঃই তা'রা

ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে,
প্রসাদপ্রত্যাশী হ'য়ে উঠবে,
তৎপরতা-লুব্ধ হ'য়ে উঠবে,
নিষ্পন্নতায় ক্রমশঃই দক্ষ হ'য়ে উঠবে—
সময়ের ত্বরিত-চলনে,
প্রস্তুতিকে স্বাগতম্-অভ্যর্থনায়
অভিনন্দিত ক'রে ;
এই চলনে চলতে থাকলে,
তুমি তা'দের পাষাণ-হৃদয়ের
শ্রেয়-উদ্ধাতা হ'য়ে উঠবে,
তা'রা শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে
অবদানমুখর হ'য়ে
শ্রেয়ে আত্মনিবেদন ক'রে
নিরত অনুগতিতে
নিজেকে কৃতার্থ করার
আত্মপ্রসাদ-প্রলুব্ধ হ'য়ে,
নত অভিবাদনে
নব অভিব্যক্তিতে বলে উঠবে—
'স্বাগতম্ জ্যায়ান্'
'স্বাগতম্ জ্যায়সী'। ৫৭৫৪।
২০।২।১৯৫৪, বেলা ১১-৫৫

যা'রা তোমাকে হামেশাই মন্দ বলে,
তোমার কাজকর্ম্মে সন্তুষ্ট হয় না,
অনবরত বকর-বকর করে,
তোমার আবেগ-অনুচর্য্যী বাক্য-ব্যবহারে
কাজকর্ম্মের দক্ষনৈপুণ্যে
তা'দিগকে বিনায়িত ক'রে
তা'দের ঐ বক্‌বগানিকে

যদি তোমার খ্যাতিসৌরভমণ্ডিত ক'রে
না তুলতে পারলে,
তোমার অন্তর্নিহিত আরতি-সমন্বিত ধী যে
নিপুণ-সম্বেগী নয়,
তা' কিন্তু প্রায়শঃ ঠিকই ;
তোমার আচার-ব্যবহার, চালচলন ও কাজকর্ম্ম ইত্যাদি
তা'দিগকে হর্ষোদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে পারছে না,
অথচ তুমিও তা'দিগকে
সইতে পারছ না,
আর, সইতে পারছ না ব'লেই
তা'দের স্বস্তি-অনুচর্য্যী দায়িত্বগুলিকে
বহন করতে পারছ না ;
যা'রা বইতে পারে না,—
তা'দের আন্তরিক সম্বেগ কম,
তাই, তা'দের শক্তিও কম,
যা'রা সইতে বা বইতে পারে না,
অন্যকে নন্দিত ক'রে তুলতে পারে না,
তা'রা উপযুক্ততায় উদ্দীপ্তও নয়—
যা'তে নিজের জীবনকে
মোহনসুখ-সন্দীপনার যোগ্য ক'রে তুলতে পারে । ৫৭৫৫ ।
২১।২।১৯৫৪, রাত ৯-৪৫

যা'রা সুকেন্দ্রিক শ্রেয়নিষ্ঠ,
হৃদয়বান প্রীতি-পরিচর্য্যাশীল,
তা'রা যদি দরিদ্রও হয়,
ব্যক্তিত্বে তা'রাই রাজা,
অমনতর হৃদিবান
প্রিয়পরম-প্রেমিক যা'রা,
তা'দের জীবনচলনার প্রতিটি ছন্দে

বিশ্ববেদনা ছান্দিক নর্ত্তনে ঘুরে-ঘুরে
প্রতিটি প্রাণে
ঐ স্পর্শানুপ্রেরণা সঞ্চারণে
প্রিয়পরমের অর্ঘ্যনন্দনায় ধন্য হয় । ৫৭৫৬ ।
২১।২।১৯৫৪, রাত ৯-১৫

যা'কে তুমি ঘৃণা কর,
নিন্দনীয় ব'লে কুখ্যাত যে,
তোমার সুনিষ্ঠ সক্রিয়
শ্রেয়ানুবেদ্য হৃদয়ের পরশ পেয়ে
শ্রেয়শ্রদ্ধ অনুগতিতে
যতই সে তর্পিত হ'য়ে ওঠে,
আর, ঐ তর্পণা যতই তা'কে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোলে,
সে বন্দনীয় হ'য়ে ওঠে তেমনি। ৫৭৫৭ ।
২১।২।১৯৫৪, রাত ৯-২৫

শিক্ষক ! আরো স্মরণ রেখো—
তোমার ছাত্রের যেন
প্রশ্ন-সম্বন্ধীয় বোধ জন্মে,
প্রশ্নের বিষয় ও ব্যাপারগুলি
যেন তা'র অন্তশ্চক্ষুতে ভেসে ওঠে,
তা'র উত্তর দিতে কী কী লাগে—
প্রথমে কী,
তা'র মাঝেই বা কী,
আবার, তা'র শেষই বা করতে হয় কী ক'রে,
সে সম্বন্ধে বুঝ যেন
ক্রমশঃই স্বচ্ছ হ'য়ে ওঠে,
প্রশ্ন আঁকাবাঁকা যাই হো'ক না কেন,

সে যেন তা'কে বেছেকুছে
সার্থক সঙ্গতি-শালিন্যে বিনায়িত ক'রে নিয়ে
তা'র উত্তরকেও অমনতর বিনায়িত ক'রে
পারম্পর্য্যায়ী সার্থকতায়
নিষ্পন্ন করতে পারে,
প্রশ্নানুপাতিক
উত্তরের আদিতেই বা কী থাকা উচিত,
মধ্যেই বা কী থাকা উচিত,
আর, সমাধানই বা কী ক'রে করতে হয়,
সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
পর্য্যায়ী অনুক্রমণায়
বিহিতভাবে তা' যেন করতে পারে—
আদি, মধ্য ও অন্তের সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
বুঝতে দিও—
প্রশ্নের উত্তরে কতকগুলি কথার
অবতারণা করলেই উত্তর হয় না,
উপযুক্ত অল্প কথাতেই তা'র কথিতব্য যা'
বিশেষ সঙ্গতি নিয়ে
সার্থক সুযুক্ত পর্য্যায়ে
তা'র অবতারণা ক'রে
প্রশ্নকর্ত্তার বোধকে
তর্পিত ক'রে তুলতে পারে যা'তে
তাইই তা'র করণীয় ;
প্রশ্ন ক'রে তা'কে জিজ্ঞাসা ক'রো—
প্রশ্নতে মুখ্যতঃ কী বোঝা যায়,
প্রশ্নের অন্তরেই বা কী লুকিয়ে আছে,
তা' কী ক'রে ধারণায় আনতে পারা যায়,
উত্তরে স্বতঃ-সমাধানে
তা' কী ক'রেই বা ফুটন্ত হ'য়ে উঠতে পারে ?
এমনতর ক'রে

প্রশ্নবোধকে তা'র ভিতরে জাগিয়ে তোল,
যা'তে উত্তর স্বতঃ-বোধিদীপনায়
তা'তে জাগ্রত হ'য়ে ওঠে,
এবং সে তা' ব্যক্তও করতে পারে
তেমনি ক'রে,
অনেকের হয়তো জানা আছে বহুত,
কিন্তু প্রশ্ন-সম্বন্ধে বোধ কম,
উত্তরকে বিনায়িত ক'রে
প্রশ্নের মীমাংসায় উপনীত হ'তে পারে না ;
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
তা'র জানাগুলি এমনভাবে
বিন্যস্ত হ'য়ে ওঠে নি—
সজাগ অনুভূতি নিয়ে,
যা'র ফলে, সে
ঐ প্রশ্নের বিহিত সমাধানে
তা'র উত্তরকে ব্যক্ত ক'রে তুলতে পারে ;
তাই বলি—
শিক্ষণীয় বিষয়গুলির
এমনতর হৃদ্য পরিবেষণ করবে—
ছাত্রের মনে একটা বোধায়নী
উপভোগ্য ক্রীড়া-কুতূহল জাগিয়ে তুলে,
যা'র ফলে, সে
প্রশ্নের সমস্ত মারপ্যাঁচ-সহ
তা'র উত্তরকে বিনায়িত ক'রে,
বিহিতভাবে সমাধানে এনে
সার্থক তর্পণায়—
পরিবেষণ করতে পারে তা' ;
আবার, এটাও মনে রেখো—
প্রশ্ন করতেও জানা চাই,
যে-প্রশ্ন উত্তরকে স্বতঃ-সন্দীপনায় আবাহন করে,

যা'র থেকে ছাত্রও বুঝতে পারে—
কিসের থেকে কতভাবে কী প্রশ্ন
হ'তে পারে, কেমন ক'রে,
যা'র ফলে, উত্তরও তার সঙ্গে সঙ্গে গজিয়ে ওঠে ;
গোড়াতেই এমনতর নজর রাখলে
ভুলভ্রান্তির তালিমী পরিশোধনার সহিত
তা'র বোধিদীপনাও
স্বস্থ ও সজাগ হ'য়ে চলবে,
নয়তো, জানার উপাদান বা উপকরণ
বহুত থাকতে পারে,
বিনায়নার অভাবে
তা' তা'র জীবনে সার্থক হ'য়ে উঠবে না ;
বোধিসত্তাও অন্বিত সৌষ্ঠবে
সমাধানী ধৃতিমুখর হ'য়ে উঠবে না। ৫৭৫৮।
২২।২।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-৫০

মানুষ নিজের অদৃষ্টকে
বাঁধনবন্ধ ক'রে তোলে—
তা'র ভ্রান্ত স্বার্থসেবী ব্যবহার ও অনুক্রমণায়। ৫৭৫৯।
২৩।২।১৯৫৪, সকাল ৭-৫৫

উপচয়ী সুকেন্দ্রিক চলন,
ফুল্ল সঙ্কল্প,
হৃদ্য ব্যবহার,
উপস্থিতবুদ্ধি,
সক্রিয় তৎপরতা—
এইগুলির সার্থক সমন্বয়ী চলনই
কৃতিত্বে এগিয়ে নিয়ে যায়,

যা'র ফলে, প্রসাদ-অভিদীপনায়
মানুষ কৃতার্থ হ'য়ে ওঠে। ৫৭৬০।
২৩।২।১৯৫৪, সকাল ৯-৫০

যে-কোন ব্যাপারেই যাও না কেন,
তা'র সমাধান-কল্পে
কোথায় কেমন ক'রে
কা'র কা'র সাথে
সংযোগ রাখতে হয়,
বেশ ক'রে খতিয়ে দেখে
তা' করতে এতটুকুও ত্রুটি ক'রো না ;
সব ক'রে এতটুকুর অভাবেও
অনেকখানি নাজেহাল হ'তে হয়—
তা' যেন মনে থাকে ;
তাই, যেখানে সমীচীন যা'
তা' তো করবেই,
ঐ সমীচীনতার সক্রিয় সমর্থন
যেখানে যতটুকু পাওয়া যায়,—
তা'র বিনায়নেও ত্রুটি করবে না,
আর, তদানুপাতিক লওয়াজিমা যা'-কিছু
তা' সংগ্রহ ক'রে
সমাধানকে স্পষ্টতর ক'রে তুলতে
যা' করতে হয়,
তা'ও করবেই ;
এই চৌকষ চলনকে উপেক্ষা ক'রে—
নিজেকে শ্লথ-সম্বেগী ক'রে তুলো না ;
চলনে বিনায়িত নিবন্ধনার ভিতর-দিয়ে
সার্থকতা লাভ করবার—
এও কিন্তু একটা বিশেষ তুক। ৫৭৬১।
২৩।২।১৯৫৪, সকাল ১০-২০

তুমি তোমার সন্তান-সন্ততি
পরিবার, পরিজন, আত্মীয়-স্বজন হ'তে
শ্রদ্ধা বা স্নেহল সক্রিয় অনুকম্পা,
অনুচর্য্যা, সহানুভূতি
ও সক্রিয় সমর্থন চাও
ও পেলে তৃপ্ত হও,
নিজেকে অসহায় মনে কর না ;
কিন্তু তুমি যদি বিহিত-দায়িত্বশীল
বাস্তব অনুরতি নিয়ে
যা'র প্রতি যেমন করণীয়,
অনুচর্য্যী উৎসারণায়
ধৈর্য্য-সহকারে সক্রিয়ভাবে তা' না কর—
শ্রেয়ানুগ আত্মবিনায়নায়,
তবে তা'দের কাছ থেকে
তোমার প্রত্যাশা-মাফিক ব্যবহার পাওয়া
সুদূরপরাহতই ;
আরো মনে রেখে দিও—
করলেও,
আর, সে-করা যদি পুরোপুরিও হয়,
তুমি পেতে পার সে-তুলনায় অনেকাংশে কম ;
এমনতর চলনে চললে
প্রত্যাশাপীড়িত হওয়ার সম্ভাবনা কমই,
মোদ্দা কথাই হ'চ্ছে এই—
তুমি অন্যের কাছ থেকে যেমনতর পেতে চাও,
তেমনতর না পেয়েও,
তা'দের সঙ্গে
তোমার চাহিদা-মাফিক চলনায় চলতে
কসুর ক'রো না,
না-পেলেও অনেকখানি পাবে। ৫৭৬২।
২৪।২।১৯৫৪, রাত ৮-২০

তুমি যে জৈবী-কোষের আশ্রয়ী অনুরণনে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছ,
যে কোষ তোমার সাত্ত্বিক সংশ্রয়ী আধান,
যা' হ'তে বৈধী-বিনায়নে
তোমার শরীর উদ্‌গতি লাভ করেছে,
বহুকৌষিক জীবনের
সুকেন্দ্রিক সংহত অন্বিত সঙ্গীতিতে
তোমার দেহ
বিভিন্ন তাৎপর্য্যের সমাবেশী অনুনয়নে
বিনায়িত হ'য়ে
মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে,
তা'র প্রত্যেকটি কোষ
সুকেন্দ্রিক, সংস্থ—
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত তৎপরতায় ;
তা'দের প্রত্যেকের ঐ কেন্দ্রিক দেহ
কেন্দ্রায়িত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে,
স্থাস্নু-চরিষ্ণুর সলীল লাস্যে
প্রাণন-তারকায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে,
মূর্ত্ত হ'য়ে,
বহুতে বিবর্ত্তিত হ'য়ে,
অনুনয়নী বিনায়নায়,
সমীচীন সার্থক অনুদীপনায়,
যন্ত্রণ-তৎপরতায়
যেখানে যা' হ'য়ে
যা' করতে হয়—
এই জীবনকে চলন্ত রাখতে
যা' কিছু সব নিয়ে,
পরিবেশের সাথে শালিন্য-সঙ্গীতিতে
নেওয়া-দেওয়ার সাম্য-সম্বর্দ্ধনার ভিতর-দিয়ে
তাই হ'য়ে, তাই ক'রে

জীবনকে প্রবাহশীল ক'রে চলেছে ;
এই চলনার অনুপ্রেরণাই হ'চ্ছে
ঐ প্রাণন-তারকার অনুপ্রেরণী স্পন্দন-বিনায়না,
সমীচীন সুকেন্দ্রিক বর্দ্ধন-তৎপরতা,
—যা' প্রত্যেকটি কোষে সুসংস্থ থেকে
সমীচীন ধৃতির ভিতর-দিয়ে
পারস্পরিক সঙ্গতি লাভ ক'রে
ঐ অনুবেদনার বিহিত বিধায়না সৃষ্টি ক'রে
তোমাকে তুমি রেখে চলেছে,
—যা'দের ভিতরে একটু ব্যতিক্রম হ'লেই
ব্যাধিগ্রস্ত হ'য়ে ওঠ তুমি ;
আর, যে-কোষের কেন্দ্রতারকা অস্ফুট,—
তা' বিভাজিত, বিবর্দ্ধিত বা গুণিত হয় না,
তাই, তোমাকে
তোমার এই ধৃতি বজায় রাখতে হ'লেই
চাই পরিমার্জ্জিত সদাচার
অর্থাৎ থাকার আচরণ.
যেমন ক'রে তুমি এই থাকায়
অবাধ হ'য়ে চলতে পার
তা'ই কিন্তু সদাচার ;
এই সদাচারের মূলেই আছে সুকেন্দ্রিকতা—
যা' তোমার প্রত্যেকটি কোষেই নিহিত আছে,
কোষের ঐ কেন্দ্রদেহকে
আবৃত ক'রে রেখেছে
যে প্রাণন-তারকার প্রাণন-স্পন্দন,
—দেহের দেহী প্রেরণা যা',
সেই হ'চ্ছে কিন্তু তোমার
অন্তর্নিহিত প্রাণন-সম্বেগের
পরম প্রবর্ত্তক ;
ঐ কেন্দ্রানুবেদনার প্রেরণ-দীপনাই কিন্তু

প্রত্যেকটি কোষের উপাদান
ও ঔপকরণিক বিনায়নগুলিকে
গুচ্ছে বিনায়িত ক'রে
সক্রিয় তৎপরতায়
নিজত্বে সুস্থিত রেখে চলেছে,
নইলে কোষের ঐ কোষত্বই
বজায় থাকতো না ;

তাই ভেবে দেখ—
তোমার অন্তর্নিহিত সম্বেগই হ'চ্ছে
সুকেন্দ্রিক সক্রিয় তৎপরতা,
তদর্থতাপনী অনুশ্রয়ী অনুবেদনায়
অস্তিত্বের তপন-আকৃতি নিয়ে
স্ফোটন-দীপনায়
জীবনকে বর্দ্ধনশীল ক'রে তোলাই
তোমার আদিম এষণা,
যা'র ফলে, ঐ কোষের কেন্দ্রদেহের
অন্বিত প্রাণন-তারকার
প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে ;
তা' যদি উদ্ভিন্ন হ'য়ে না উঠত,
অর্থাৎ ঐ কেন্দ্র-দেহ-অন্বিত তারকা
যদি না থাকত—
যেখানে যেমন প্রয়োজন,
তোমার সত্তার সম্ভাবনা যেমন
অলীক হ'য়ে উঠত,
তেমনি, তোমার জীবনে যদি
এমন কোন কেন্দ্র-পুরুষ না থাকেন—
যাঁ'র প্রাণন-প্রবাহ
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ,
জীবন-বর্দ্ধনার প্রাণন-কেন্দ্র ব'লে
যদি কিছু না থাকে তোমার,

প্রিয়পরম ব'লে কেউ না থাকেন,
এবং তাঁতে তোমার অন্তর্নিহিত যোগাবেগ—
যা' কিনা তোমার প্রতিটি কোষ
ও সমগ্র সত্তার প্রাণন-তারকা রূপে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে—
তা' নিহিত নিবদ্ধ না হয়,—
লাখ-উপকরণ থাক্ না কেন,
তোমাকে ছন্নছাড়া হ'তেই হবে
বিকেন্দ্রিক কোষেরই মত,
সার্থক বিনায়নায়
সম্বুদ্ধ ও সম্বৃদ্ধ হ'য়ে
বিভাজিত, বিবর্দ্ধিত গুণনে
একায়িত সমষ্টি ব্যক্তিত্বে
পরিস্ফুরিতই হ'য়ে উঠতে পারবে না ;
তাই, যদি বাঁচতে চাও,
বাড়তে চাও,
জীবনস্রোতা হ'য়ে চলতে চাও,
অন্বিত সঙ্গতির সুঠাম সঙ্গতি নিয়ে
ব্যক্তিত্বকে উপভোগ করতে চাও,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
শ্রেয়কেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠ,
তোমার প্রিয়পরম যিনি,
মূর্ত্ত বৃহস্পতি যিনি,
অর্থাৎ বৃহৎ পতি যিনি,
সম্বর্দ্ধনার ধাতা ও পালয়িতা যিনি,
তাঁতে প্রীতি-আলম্বিত হ'য়ে
প্রত্যেকটি মনন
প্রত্যেকটি চলন
প্রত্যেকটি আচরণ
ঐ কেন্দ্রার্থে বিনায়িত ক'রে

সার্থক সঙ্গীতিতে
সাম-সামঞ্জস্যে বিনায়িত ক'রে তোল,
একটা প্রাণবন্ত যান্ত্রিক অনুনয়নে
তন্ত্রণ-পরিবেদনা নিয়ে
ব্যক্তিত্ব সুঠাম ক'রে তোল,
এই বিনায়িত বোধিসত্তার
ধীকুশল তৎপরতায়
সার্থক অন্বয়ে
ধারণ-পালনী সম্বেগের ভিতর-দিয়ে
ধৃতিকে উদ্ভিন্ন ক'রে তোল,
ধর্ম্মকে প্রতিপালিত কর জীবনে,
কৃষ্টির অনুশীলনে
যব যা'-কিছুর
মূর্ত্তন-অভিদীপনায়
অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে ওঠ,
যোগ্যতাকে আহরণ কর,
আত্মনির্ভরশীল হও—
বিকার ও ব্যতিক্রমকে এড়িয়ে,
ব্যাধির অপসারণ ক'রে ;
আর, তোমার সব যা'-কিছু
সার্থক হ'য়ে উঠুক—
ঐ পরম প্রেরণা প্রাণন-তারকার
প্রদীপ্ত কিরণছটার উৎস যিনি—
তাঁতে—
ঈশ্বরে ;
ঈশ্বরই সব যা'-কিছুরই পরম অর্থ,
তিনিই পরমার্থ,
তিনি প্রতিটি কোষে যেমন জীবন-তারকা—
জীবনেও তাই,
তিনিই প্রিয়পরম,

ঈশ্বরই প্রাণন-প্রস্রবণ,
তিনিই সত্তার পরম সাত্ত্বিক আস্তরণ,
তিনিই জীবনপ্রভার পরম উৎস। ৫৭৬৩।
২৫।২।১৯৫৪, সকাল ১০-২৫

সূচীপত্র